বাংলাদেশ সংবিধান ও জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ: ঢাকা মহানগর টোকাই শিশুদের জীবনচিত্রের সমীক্ষা

মোঃ হারুনুর রশিদ

400445

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
২০০২

বাংলাদেশ সংবিধান ও জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ: ঢাকা মহানগর টোকাই শিশুদের জীবনচিত্রের সমীক্ষা

এম ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষক

মোঃ হারুনুর রশিদ

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

ড. ইউ.এ.বি. রাজিয়া আক্তার বানু

অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Library

400445

400445

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

২০০২

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব জনাব অধ্যাপক মোঃ নুরুল ইসলাম

সহোদর শামসুল আলম

400445

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষনাপত্র

আমি এই মর্মে ঘোষনা করছি যে, **"বাংলাদেশ সংবিধান ও জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ: ঢাকা মহানগর টোকাই শিশুদের জীবনচিত্রের সমীক্ষা"** শীর্ষক এই অভিসন্দর্ভ সম্পূর্নরূপে আমার নিজস্ব গবেষণা কর্ম। আমার জানামতে এই শিরোনামে ইতিপূর্বে অন্য কেউ গবেষণা করেননি। এম. ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত এই অভিসন্দর্ভ বা এর অংশবিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী বা প্রকাশনার জন্য আমি উপস্থাপন করিনি।

মোঃ হারুনুর রশিদ

ঢাকা

তারিখ: ২০.০৬.২০০২

মোঃ হারুনুর রশিদ
এম. ফিল গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

আমি প্রত্যয়ন করছি যে, এম. ফিল ডিগ্রীর জন্য মোঃ হারুনুর রশিদ কর্তৃক রচিত **"বাংলাদেশ সংবিধান ও জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ: ঢাকা মহানগর টোকাই শিশুদের জীবন চিত্রের সমীক্ষা"** শীর্ষক এই অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে তার এককভাবে সম্পাদিত একটি মৌলিক গবেষণা। আমার জানামতে এই শিরোনামে কোন অভিসন্দর্ভ ইতিপূর্বে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিপ্লোমা বা ডিগ্রীর জন্য জমা দেয়া হয়নি।

ইউ. এ. বি. রাজিয়া আকতার বানু

তারিখ:

২০.৬.২০০২

ড. ইউ এ বি রাজিয়া আক্তার বানু
তত্ত্বাবধায়ক ও অধ্যাপক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

পূর্ব কথা	ix-xii
বাংলাদেশের মানচিত্র	xiii
ঢাকা মহানগরের মানচিত্র	xiv
প্রথম অধ্যায়	
উপক্রমনিকা	১-২
গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী	৩-৪
গবেষণার পদ্ধতি	৫-৯
তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ	১০-১৪
দ্বিতীয় অধ্যায়	
শিশু পরিচিতি	
শিশু কে?	১৫-১৬
আইনের দৃষ্টিতে শিশুর তাত্ত্বিক পর্যালোচনা	১৬-২১
তৃতীয় অধ্যায়	
বাংলাদেশ সংবিধান ও শিশু অধিকার	
অধিকার ও শিশু	২২-৩২
শিশুর সংবিধানিক ও আইনগত অধিকার : বিশ্লেষন	৩৩-৩৬
জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ : বিশ্লেষন	৩৭-৪০
চতুর্থ অধ্যায়	
বাংলাদেশ শিশুদের সামাজিক বিভিন্নতা	
শিশুর সামাজিক শ্রেণী বিন্যাস	৪১
টোকাই শিশু ও অন্যান্য পথশিশু	৪২-৪৭

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

মৌলিক অধিকার ও টোকাই শিশু

জন্ম নিবন্ধন	৪৮-৫৩
দারিদ্র্যতার প্রভাব	৫৪-৬০
প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা	৬১-৬৮
বাসস্থান	৬৯-৭৩
প্রাথমিক শিক্ষা	৭৪-৭৯
বিশুদ্ধ পানি ও স্যানিটেশন	৮০-৮৩
বিনোদন	৮৪-৮৬

ষষ্ঠ অধ্যায়

শিশু নির্যাতন ও টোকাই শিশু

নির্যাতনের অবস্থা	৮৭-৯৪
পুলিশী নির্যাতন	৯৫-৯৮
মাতা-পিতা তথা পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক প্রভাব	৯৯-১০২
অপরাধী	১০৩-১০৭

সপ্তম অধ্যায়

বিশ্লেষন ও উপসংহার	১০৮-১১১
গ্রন্থপঞ্জী	১১২-১১৯
তথ্যপঞ্জী	১২০-১২৩
কেইস ষ্টাডি	১২৪-১৩৮

পরিশিষ্ট-১	বাংলাদেশ সংবিধানে শিশু অধিকার সংশ্লিষ্ট ধারা সমূহ	i-ii
পরিশিষ্ট-২	জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ	iii-xxi
পরিশিষ্ট-৩	১৯৭৪ সালের শিশু আইন	xxii-xlviii
পরিশিষ্ট-৪	অন্যান্য শিশু আইন সমূহের শিরোনাম	il
পরিশিষ্ট-৫	গবেষণার অংশবিশেষ জরিপের প্রশ্নমালা	l-li

Dhaka University Institutional Repository

সারণী সমূহ

সারণী -	১.১	শিশু সংখ্যা	১৪
সারণী -	৪.১	বিভিন্ন শ্রেণীর পথ শিশু	৪৭
সারণী -	৫.১	জন্ম নিবন্ধন	৫৩
সারণী -	৫.২	আয়	৬০
সারণী -	৫.৩	অর্থনৈতিক অবস্থান	৬০
সারণী -	৫.৪	অপুষ্টি ও স্বাস্থ্য	৬৮
সারণী -	৫.৫	বাসস্থান	৭৩
সারণী -	৫.৬	শিক্ষা	৭৯
সারণী -	৫.৭	পানি	৮৩
সারণী -	৫.৮	স্যানিটেশন	৮৩
সারণী -	৫.৯	বিনোদন	৮৬
সারণী -	৬.১	শিশু নির্যাতন	৯৪
সারণী -	৬.২	পুলিশী নির্যাতন	৯৮
সারণী -	৬.৩	পরিবার ও পারিপার্শ্বিক প্রভাব	১০২
সারণী -	৬.৪	অপরাধী শিশু	১০৭
সারণী -	৭.১	শিশুর নিজস্ব মতামতের প্রেক্ষিত	১১১

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ব কথা

'আজ যে শিশু পৃথিবীর আলোয় এসেছে
তার তরে একটি সাজানো বাগান চাই।'

শিশুরা আগামী দিনের পথদ্রষ্টা। এদের জন্য সাজানো বাগানটা গড়ে তোলাই সকলের চাওয়া। কিন্তু আদিম সমাজ ব্যবস্থার বহু সোপান পাড় করে আজ সভ্য সমাজে নতুন প্রান্তে দাঁড়িয়েও শিশুদের এই চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যে লক্ষ্য করা যাচ্ছে বিরাট ব্যবধান। শিশুদের মৌলিক চাহিদা ও প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে তৈরী হয়েছে বাংলাদেশের সংবিধানের উল্লেখযোগ্য বিধানাবলী ও জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ, কিন্তু বিভিন্ন সমস্যার আবর্তে বাস্তব কার্যক্রমের সাফল্য-অসাফল্য এদের স্বাভাবিক জীবনকে করে দেয় পঙ্কিল।

দু'শ বছরের ব্রিটিশ শাসন আর চব্বিশ বছরের পাকিস্তানী শাসনের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রামের পর মানবাধিকারের দৃঢ় সংকল্পে ১৯৭১ সালে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশ সৃষ্টি হলো কিন্তু পরবর্তীতে শিশুদের আশা-আকাংখা এবং ন্যায়সঙ্গত প্রয়োজনকে পরিপূর্ণ করতে ক্রমাগত ব্যর্থ হয়েছে। স্বাধীনতার তিন দশক পরেও দেশের রাজধানী ঢাকার ফুটপাথে জীবন কাটায় প্রায় সাড়ে তিন লাখ শিশু, বস্তিতে জীবন কাটায় আরও প্রায় ৬ লাখ শিশু। ফুটপাথের অসহায় শিশুদের কেউ ডাকে টোকাই, ছিন্নমূল শিশু, কিংবা পথ শিশু নামে। পথ শিশু বা টোকাই বাংলাদেশে এক অবহেলা-বঞ্চনার নির্মম কাহিনীর নাম। ওরা পথের উপর নির্ভরশীল, পথ ওদের আশ্রয়, পথ ওদের ঠিকানা, জন্মের পর পথেই শুরু হয়েছে বেঁচে থাকার কঠিন সংগ্রাম। পথে উদ্বাস্তু বা ফেরারি জীবন যাপনই ওদের নিয়তি। এরা শহরে আনাচে-কানাচে, মাঠে-ঘাটে, ষ্টেশনে ছড়িয়ে আছে। ওদের প্রতি আমরা কতটুকু স্নেহ ও ভালবাসার দৃষ্টিতে তাঁকাতে পেরেছি? এদেরও নিজস্ব পরিকল্পনা আছে। ওরা স্বপ্ন দেখে মানুষের মতো মানুষ হয়ে বেঁচে থাকার। ওদের স্বপ্ন ওদের অধিকার, কতটুকু পেরেছি ওদের অধিকারগুলো পূরণ করতে? এটা ওদেরই প্রশ্ন, বিবেকের প্রশ্ন, সময়ের প্রশ্ন।

আলোচ্য গবেষণায় বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা মহানগরের এ সব অনাথ টোকাই বা পথ শিশুদের জীবন চিত্রের সাথে বাংলাদেশ সাংবিধান ও জাতিসংঘ শিশু আধকার সনদে ঘোষিত অধিকার সমূহ কতখানি ব্যবধান সে প্রসঙ্গে আলোচনা করবো।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়ে গবেষণার লক্ষ্য, পদ্ধতি ও তথ্য-উপাও সংগ্রহের কৌশল বিস্তারিত ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। গবেষণাটি মূলত একটি সমীক্ষার তথ্যকে সামনে নিয়ে অগ্রসর, সেহেতু সমীক্ষাটি পরিচালনার বিভিন্ন কৌশল উল্লেখ করা হয়েছে।

গবেষণাটি শিশু ও তার অধিকার নিয়ে, তাই এ বিষয় দুটি সংবিধানিক, শিশু অধিকার সনদ ও আইনগত পর্যালোচনা ও বিশ্লেষনের মাধ্যমে এর প্রকৃতি দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে বাংলাদেশে শিশুদের সামাজিকভাবে যে রকম বিভিন্ন দৃষ্টিতে দেখা হয়, সে ব্যাপারে আলোকপাত করা হয়েছে। এই অধ্যায় থেকে সমীক্ষার রিপোর্ট উপস্থাপন করা হয়েছে।

টোকাই বা পথশিশুদের মৌলিক অধিকার সমূহের বিভিন্ন দিক নিয়ে পঞ্চম অধ্যায়ে তথ্য বহুল আলোচনা করা হয়েছে। এসব শিশু কিভাবে অধিকার বঞ্চিত হচ্ছে এবং বৈষম্য জীবন যাপন করছে তার বিভিন্ন তথ্য ও সমীক্ষা রিপোর্টের মাধ্যমে উল্লেখ করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে নির্যাতন-নিপীড়ন, শোষনের ও পারিবারিক-পারিপার্শ্বিক যাতাকলে কিভাবে শিশুদের মানবতা লুণ্ঠিত হচ্ছে এবং তাদের অপরাধীজীবন প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়ে সমগ্র আলাচনার উপসংহার। আলোচনা উপস্থাপিত ও অবশিষ্ট তথ্য সমূহের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে আলোচনা ও সাধারনীকরণের চেষ্টা করা হয়েছে। গ্রন্থপঞ্জী ও তথ্যপঞ্জী উল্লেখ সহ সমীক্ষাভূক্ত শিশুদের বাছাইকৃত কিছু সংখ্যক শিশুদের সাক্ষাৎকার কেইস ষ্ট্যাডি রূপে উপস্থাপন করা হয়েছে।

এ অভিসন্দর্ভ রচনার ক্ষেত্রে যে সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করা সম্ভব হয়নি তা হল গবেষণায় শিরোনাম সম্বন্ধে রচিত গ্রন্থের দুস্প্রাপ্যতা, তবুও যথাসম্ভব যে গ্রন্থ ও প্রবন্ধ সমূহে সঠিক তথ্য ও তত্ত্বের দিক নির্দেশ দিয়েছে আমি সেসব মূল্যবান গ্রন্থ ও প্রবন্ধ থেকে সহায়তা গ্রহন করেছি।

এ অভিসন্দর্ভ রচনার জন্য আমি বিভিন্ন সংস্থা, প্রতিষ্ঠান ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কাছে নানাভাবে ঋণী, প্রয়োজনীয় গ্রন্থ ও প্রবন্ধের উৎস হিসেবে যে সব গ্রন্থাগারের সাহায্য নেয়া হয়েছে তার মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, জাতীয় গণগ্রন্থাগার, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ গ্রন্থাগার, সেমিনার-রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার-কলিকাতা, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার-শান্তিনিকেতন পশ্চিমবঙ্গ, গণউন্নয়ন গ্রন্থাগার-ধামন্ডি, ঢাকা, ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরী-ঢাকা, ইউসিস-ঢাকা। মহানগর গ্রন্থাগার-ঢাকা, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি গ্রন্থাগার-ঢাকা, ইউনিসেফ বাংলাদেশ গ্রন্থাগার-ঢাকা, বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র গ্রন্থাগার-ঢাকা উল্লেখযোগ্য। এসব গ্রন্থাগারের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সহযোগিতার জন্য আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম থেকেই যার ঐকান্তিক সাহায্য ও সহযোগিতা আমাকে এ গবেষণা কর্মটি সম্পাদন করতে অনুপ্রেরনা যুগিয়েছেন তিনি আমার তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ড.ইউ এ বি রাজিয়া আকতার বানু। তিনি এ গবেষণা কর্মটি তত্ত্বাবধায়ন করার কঠিন দায়িত্ব গ্রহন করে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেন। তদুপরি প্রবীণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও গবেষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. তালুকদার মনিরুজ্জামান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের বর্তমান চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এম. নজরুল ইসলাম, সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ম. সাইফুল্লাহ ভূঁইয়া এ তিনজন অভিজ্ঞ, প্রজ্ঞাবান ও সুদক্ষ শিক্ষকের সহৃদয় ও স্নেহার্দ্র অনুপ্রেরনায় গবেষণা কর্মটি সমাপ্ত করার শক্তি ও সহায়তা পেয়েছি। এ জন্য তাদের কাছে কৃতজ্ঞ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা ড. নাজমা চৌধুরী, অধ্যাপক ড. আতাউর রহমান, অধ্যাপক ড. মোস্তফা চৌধুরী সহ সকল শিক্ষকের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

প্রধানত আমার শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব চাচা অধ্যাপক এম. নুরুল ইসলাম যার উৎসাহে এম. ফিল কোর্সে ভর্তি হয়েছি এবং প্রথম থেকেই যিনি পরম স্নেহার্দ্র দিয়ে কাজ করার উৎসাহ যুগিয়েছিলেন। আর একজন মহান ব্যক্তিত্ব অসহায় শিশুদের স্মরণে যাঁর চোখ দিয়ে সর্বদা পানি ঝরে, যিনি আয়ের বৃহদাংশ ব্যয় করেন শিশুদের কল্যাণে, যার গভীর আগ্রহ ও উৎফুল্লতায় আমি শিশুদের উপর কাজ করার অনুপ্রেরনা পেয়েছি এবং গবেষণা কর্মটি সমাপ্ত করতে আমাকে অকৃত্রিম স্নেহে উৎসাহিত ও সহায়তা দিয়েছেন, তিনি আমার সহোদর নিউইয়র্ক প্রবাসী তথ্য-প্রযুক্তিবীদ শামসুল আলম। এই দু'জনের কাছে আমার ঋণ অপরিমেয় ও অপরিশোধ্য।

গবেষণার অংশ বিশেষ ঢাকা মহানগরের টোকাই বা পথ শিশুদের উপর সমীক্ষা চালানো, তথ্য সংগ্রহ ও অভিসন্দর্ভটি সংশোধনের ক্ষেত্রে আন্তরিক, যত্নশীল ও সর্বোপরি সহাযোগিতা দিয়েছে সহোদর শাহরিয়ার সালাম, তাছাড়া সহযোগি হিসেবে হাবিবুর রহমান, শিবলী জোবায়েদ রুশো, আব্দুল্লাহ ইমরান ও মনিরুজ্জামান। এদের আন্তরিক সহায়তার জন্যেই জরিপের মতো কঠিন বিষয়টি সহজে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। তদুপরি জরিপের পরবর্তী মূল্যায়ন-বিশ্লেষন, সংশোধন ও কাজ সমাপ্ত করতে সর্বসময় উৎসাহ ও সহযোগিতা দিয়ে আসছে অতি আদরের ছোট বোন তানিয়া নাসরিন, তাদের কাছে ঋণ স্বীকার করছি।

এছাড়াও আমি যাদের কাছে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে সুপরামর্শ এবং সহযোগিতা পেয়েছি তাদের সবার নাম এই স্বল্প পরিশরে উল্লেখ করা সম্ভব হলনা। তবু ও যাদের নাম স্মরন না করলেই নয় তাদের মধ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের সাবেক সচিব এম. আকমল হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনষ্টিটিউটের অধ্যাপক রফিকুন নবী,

Dhaka University Institutional Repository

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের উপ-সচিব এ.কে. মোহাম্মদ হোসেন, ডাঃ আবু ইসহাক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও লেখক সাইফ চৌধুরী, স্নেহভাজন সাজিয়া আফরিন, সামশাদ বেগম, পারভীন জামিল, হাফিজ ইকবাল মাহমুদ, মীর কবিরুল ইসলাম, মাওলানা নাসির উদ্দিন, মিজানুর রহমান, মাহবুবুল আলম, শাহ জামাল, শামীম উদ্দিন আহম্মেদ, সনিয়া, সারমিন, মিতা অন্যতম। বিশেষভাবে স্বরণ করতে হয় এম.ফিল. সহপাঠী এম.এ. আউয়াল, বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের সমন্বয়কারী মোঃ কামাল হোসাইন, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের সহকারী সচিব মোহাম্মদ মহিউদ্দিন, সিনিয়র আইনজীবি এ.বি.এম. রুহুল আমিন ভূইয়া কে তাদের আন্তরিক তাগিদ, সুপরামর্শ ও গবেষণার গঠনগত দিক সম্পর্কে সারগর্ভ আলোচনা ও সহায়তা আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে।

সর্বোপরি আমার বাবা নূরুজ্জামান হাওলাদার এবং মা বেগম জোবায়দা, বড় বোন জাহানারা এবং তার স্বামী নূরুল ইসলাম, মেঝো বোন লুৎফুন নাহার ও তার স্বামী আব্দুর রাজ্জাক এদের ত্যাগ ও অনুপ্রেরণার ঋণ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে শেষ করা যাবে না।

অভিসন্দর্ভটি অত্যন্ত অল্প সময়ে কম্পোজ ও সংশোধন করে দেয়ার জন্য মুহাম্মদ আনিছুর রহমান (মকলেছ) এর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। সব শেষে সে সব অনাথ-পথ শিশুদের প্রতি, যারা জরিপে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করে সহায়তা করেছে এবং রিক্সা চালক আব্দুল করিম সহ যারা প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে আমাকে এ গবেষণাকর্ম সম্পাদনের ব্যাপারে সহযোগিতা করেছেন কিন্তু নাম উল্লেখ করতে পারিনি তাদের সকলের প্রতি সকৃতজ্ঞ ঋণ স্বীকার করছি।

মোঃ হারুনুর রশিদ

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

Location Map of Bangladesh

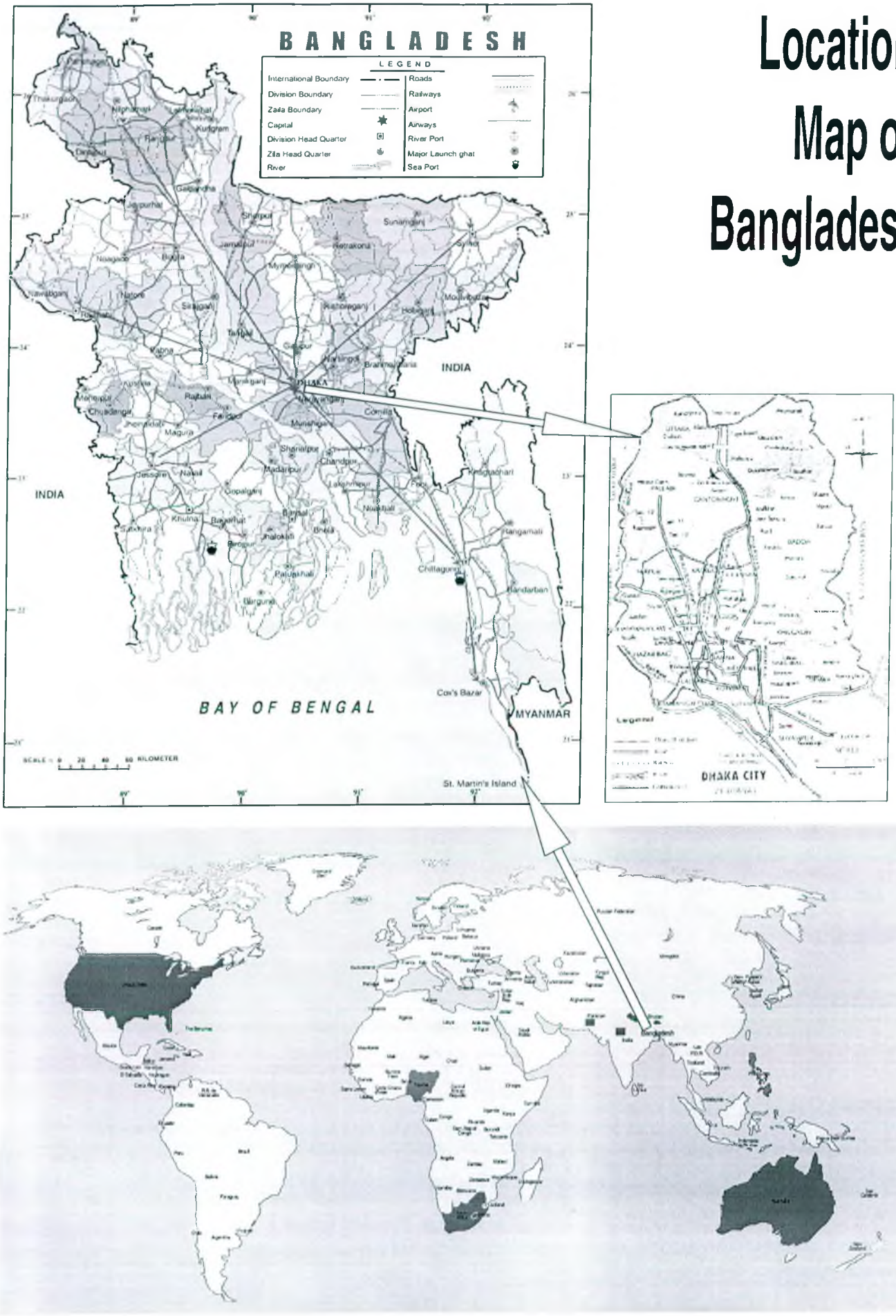

MAP NO. - 1

Dhaka University Institutional Repository

Location Map of Dhaka Metropoliton

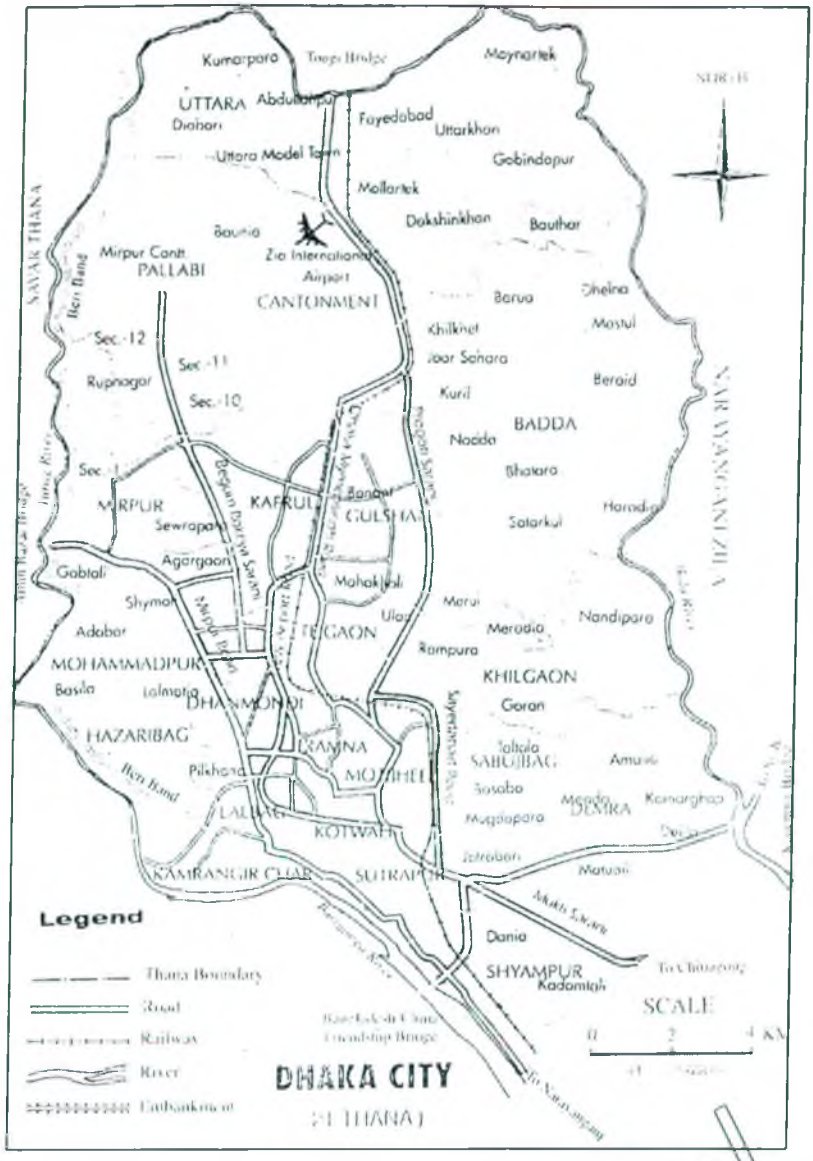

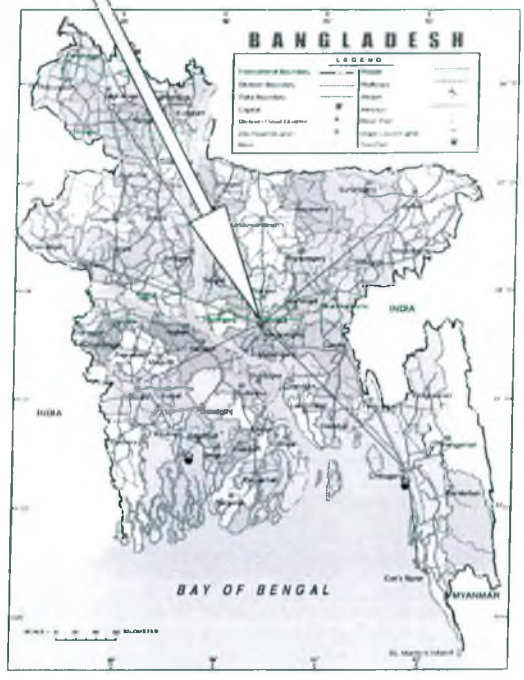

MAP NO. 2

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

উপক্রমনিকা

মানব পরিবারের সকল সদস্যের সহজাত মর্যাদা ও সম অধিকারসমূহ স্বাধীনতা, ন্যায় বিচার শান্তির ভিত্তি। এলক্ষ্যে সাধারণ মানুষের সর্বোচ্চ আশা-আকাক্ষার প্রতীক হিসেবে এমন একটি পৃথিবীর সূচনা ঘোষিত হয়েছে, যেখানে শিশুর ব্যক্তিত্বের পূর্ণ ও সুষম বিকাশের স্বার্থে আনন্দ, ভালোবাসা, সমঝোতাপূর্ণ পারিবারিক পরিবেশের মধ্যে পূর্ণ অধিকারে বেড়ে উঠবে এবং অত্যাচার ও নিপীড়ন থেকে নিস্কৃতি দিয়ে তাদের মানবিক অধিকার সমূহ অবশ্যই আইনের শাসনের দ্বারা সংরক্ষিত করতে হবে।

শিশুই জাতির ভবিষ্যত। আজ যারা শিশু আগামীকাল তারা দেশের কর্ণধার। তাই সমাজে স্বকীয় জীবন যাপনের জন্যে তাদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার সুযোগ সৃষ্টি করা জাতীয় দায়িত্ব। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, শিশুদের উপর বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন, শিশুদের বেআইনীভাবে আমদানী, রপ্তানী বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিক্রি করা হচ্ছে। শিশুদের অপহরণ করে মুক্তিপণ আদায় করা হচ্ছে, তারা শিক্ষা, বাসস্থান, চিকিৎসা তথা মৌলিক অধিকার সমূহ হতে প্রতিনিয়ত বঞ্চিত হচ্ছে। শিশুদের এই অস্বস্তিকর পরিবেশের ফলে তাদের সুন্দরভাবে বেড়ে উঠার ও তাদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে বাধার সৃষ্টি হচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে দেশ ও জাতি অন্ধকারের পথে ধাবিত হচ্ছে।

শিশুদের প্রতি এ অবহেলা তথা তাদের অধিকার হরণ মানব জাতির সৃষ্টির শুরু থেকেই। শিশু অধিকার বাস্তবায়নে পৃথিবীর সব দেশেই কম-বেশি সমস্যা বিদ্যমান, তবে যুগে যুগে ও দেশে দেশে এর রূপ ও ব্যাপকতা ভিন্ন ধরনের। সমস্যা সংকুল বাংলাদেশে এ সমস্যা আরও প্রকট। দারিদ্র্যের নির্মম কষাঘাতে এদেশের অধিকাংশ শিশুরাই বিপর্যস্ত। এসকল শিশুদের কল্যাণার্থে বাস্তব সম্মত বিধান রয়েছে, প্রণিত হয়েছে জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ বাংলাদেশ সংবিধানেও ১৭,২৮ ও ৩৪ অনুচ্ছেদে শিশু অধিকার স্বীকৃতি পেয়েছে। তথাপিও ক্ষুধা ও অশিক্ষার কারনে এক দিকে যেমন তারা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে অজ্ঞাত, অপরদিকে অর্থনৈতিক সমস্যার কারনে তাদের এ অধিকারগুলোকে যথাযথ রূপদান সম্ভব হয়ে উঠে না। ফলে শিশু অধিকার সংক্রান্ত বিধি-বিধানগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কাগুজে বিধানে পরিণত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ক্রম বর্ধমান দারিদ্র্য এদেশের শিশুদের বাধ্য করছে অল্প বয়সে কাজ করতে, বিভিন্ন অপরাধের সাথে পরিচিত হতে, যে বয়সে শিশুরা মায়ের স্নেহে পিতার আদরে বড় হবে, যে বয়সের শিশুদের হাতে থাকবে কলম ও কাঁধে স্কুলের ব্যাগ, বাংলাদেশে সে বয়সের শিশুদের বইতে হয় সংসার পরিচালনার জগদ্দল পাথর, সে বয়সে শিশুদের দেখা যায় কাগজ কুড়াতে, ফুল বিক্রি করে উপার্জন করে সংসার চালাতে, আবার কখনও বা রাজনৈতিক অশুভ কর্মকান্ডের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার হতে। শৈশবের আনন্দ এখানে কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অসহায়ভাবে কেঁদে মরে। তবুও আমরা আশায় বুক বাঁধি। অন্ধকারের বুক চিরে প্রবাহিত করতে চাই আলোকের ঝর্ণাধারা।

আমাদের দেশে মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক বা মোট জনসংখ্যার ৪৮ ভাগ শিশু অর্থাৎ ৫ কোটি ৯৫ লক্ষ শিশু রয়েছে।[১] অন্য এক রিপোর্টে জানা যায় বাংলাদেশের মোট শিশুর সংখ্যা ৫১.৫ মিলিয়ন।[২] এর মধ্যে শহরে বসবাসকারী শিশুর সংখ্যা ১ কোটি, দেশে প্রতি ৭ জন শ্রমিকের মধ্যে একজন শিশু, যা পরিসংখ্যান ব্যুরোর রিপোর্ট থেকে জানা যায়। ইউনিসেফ ও বাংলাদেশ সমাজসেবা অধিদপ্তরের হিসাব মতে দেশে পথশিশুর সংখ্যা ২৮ লাখ থেকে ৩০ লাখ, ঢাকা শহরে পথশিশুর সংখ্যা সাড়ে ৪ লাখ, এর মধ্যে ৪৫ শতাংশের কোন ঠিকানা নেই, এই রিপোর্টে আরও জানা যায়, ঢাকায় ১৮ হাজার শিশু রয়েছে, তারা টোকাই নামে পরিচিত।[৩] এ সব টোকাই শিশুদের বাস্তব জীবনচিত্রের সাথে জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ, বাংলাদেশ সংবিধানে শিশু অধিকার ও মৌলিক অধিকার রক্ষা সহ দেশে প্রচলিত আইনসমূহের কার্যকারীতা যে বিরাট ব্যবধান তাতে কোন সন্দেহ নেই। কতখানি ভিন্ন, তা জানা প্রয়োজন বিধায় বিষয়টি গবেষণার দাবী রাখে।

১। রেহানা পারভীন রুমা- যেতে হবে কত দূর, দৈনিক জনকণ্ঠ, তারিখ- ২৮/০৯/১৯৯৯ইং।

২। আকরাম হোসেন চৌধুরী- শিশু অধিকার মানবাধিকার, দৈনিক ইনকিলাব, তারিখ- ১৯/১১/২০০০ইং

৩। দৈনিক ইত্তেফাক, তারিখ- ০১/০৩/১৯৯৯ইং।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দ্যেশাবলী (Hypotheses)

অজানাকে জানার, অদেখাকে দেখার এবং নতুন কিছু সম্পর্কে শেখার আগ্রহ মানুষের আজন্ম কালের। বিশেষ করে মানব জীবন ও সমাজের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জানার আগ্রহ অন্যান্য সকল বিষয়ের চেয়ে অধিক মাত্রায় বেশি। মানুষের প্রতিটি মুহূর্তের কর্মকান্ডের মাধ্যমে, তথ্য প্রদানের মাধ্যমে, মত বিনিময়ের মাধ্যমে, ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে, পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বা কোন সামাজিক সমস্যার মোকাবিলার মাধ্যমেও এ সম্পর্কে জানতে সাহায্য করে। এই আধুনিক যুগে এসে মানুষ সরাসরি প্রত্যক্ষ করে, অণুসন্ধান করে এবং বিভিন্ন গণমাধ্যমের যথা পত্র-পত্রিকা, প্রকাশনা, বেতার, টিভি কিংবা ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রতিদিন মানুষ জানতে পারছে বিশ্বের কখন কোথায় কি ঘটছে। মানুষ, সমাজ এবং মানুষের জীবন ধারা ও এর সুস্থ্য বিকাশের লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল বিষয়গুলোকে বিশ্লেষণ করতে হচ্ছে প্রতিটি মুহূর্তে। বিভিন্ন মাধ্যমে খবরাখবর ও কোন সমাজের কোন সমস্যার খবর জানতে পেরে সে সম্পর্কে পারস্পরিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে, মত বিনিময়ের মাধ্যমে জানতে অধিক সাহায্য করে। প্রতিটি জানা পরবর্তী জানার আগ্রহ বাড়িয়ে তুলে। ক্রমবর্ধমানভাবে যদি সমাজের কোন অসহায় নিঃস্ব ও অধিকার বঞ্চিত শ্রেণীর তথা যাদের সঙ্গে সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর মানুষের সাক্ষাৎ অতি সহজেই করা যায়, তাদের ক্ষেত্রে হয় তবে এ সম্পর্কে জানার আগ্রহ অধিক হওয়াটাই স্বাভাবিক।

দৈনন্দিন জীবনে ভাবিয়ে তোলার মাঝে দেখা যাবে সভ্যতার যুগে মানব সমাজেরই একটি অংশ, যারা নির্দিষ্ট বয়স সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ। যারা রাস্তার পাশে, রেললাইনের পাশে উপার্জনের কাজে সদাব্যস্ত থাকে, যারা মানবেতর জীবন যাপন করে, যারা 'টোকাই শিশু' নামে পরিচিত, স্বাভাবিক ভাবেই বিবেকের তাড়ায় তাদের জীবন চিত্র সম্পর্কে জানার, অনুসন্ধান করার জন্য প্রভাবিত হই, মূলতঃ শিশু বিষয়ে আমার আন্তরিক মমত্ববোধ এবং অসহায় শিশু শ্রেণীর প্রতি দুর্বলতা কিশোর বয়স থেকে পেয়ে বসেছে।

শৈশবকাল জীবনের একটি স্বর্নময় সময়। এই সময়কে মনে করা হয় অত্যন্ত সহজে বড় হবার এবং গড়ে ওঠার অধ্যায় হিসেবে। সত্তরের দশক থেকে শৈশবকে জীবনের গঠনকাল হিসেবে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। দেখা গেছে শিশুর বিকাশের জন্য লালন-পালনকারীর সঙ্গে নবজাতকের অনুভূতিপূর্ণ সম্পর্ক ও ভাবের আদান-প্রদান একটি অপরিহার্য শর্ত।[১]

১। তেরেশ ব্লশৈ- সৈয়দ আজিজুল হক (অনুদিত) 'বাংলাদেশের শিশু অধিকার, হারানো শৈশব, তার ইতিকথা' পৃষ্ঠা xiii

Dhaka University Institutional Repository

গোটা শতাব্দী জুড়ে সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে শিশুর বিশেষ চাহিদা ও তাদের কল্যাণ নিয়ে বেশি বেশি করে চিন্তা-ভাবনা করা হয়েছে। ১৯৮৯ সনে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত শিশু অধিকার শীর্ষক কনভেশনকে এ ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। বিশ্বের প্রায় সব দেশ (১৯৯৫ এর ডিসেম্বর পর্যন্ত ১৮০টি দেশ) এই কনভেশন অনুমোদন করেছে।[২]

এই কনভেনশন বিশ্বব্যাপী সাড়া জাগালেও স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে আমাদের দেশের অসহায়, নিঃস্ব ও অধিকার বঞ্চিত শিশুদের মধ্যে কতটা সাড়া জাগাতে পেরেছে? এই কনভেনশন সম্পর্কে সমালোচনা করে বলা হয়েছে যে, 'শিশু অধিকার সংক্রান্ত এই কনভেনশন আসলে পাশ্চাত্য ধারনা ও মুল্যবোধেরই ব্যাপক প্রতিফলন ঘটেছে। সুতরাং বিশ্বের অন্যান্য অংশের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হতে পারেনা।'[৩]

১৯৯০ সালের আগষ্ট মাসে বাংলাদেশের সংসদে শিশু অধিকার বিষয়ক কনভেনশনটি (সি আর সি) গৃহীত হয়। শিশু অধিকার বিষয়ক সংবিধানিক ও রাষ্ট্রের গৃহীত আইনসমূহ, সরকারী-বেসকারী সংশ্লিষ্ট বিষয়ক সংস্থা ও এন জি ও কার্যক্রম বিদ্যমান, কিন্তু বাস্তবে এ সমস্ত অধিকার বঞ্চিত, রাস্তার পার্শ্বের অবহেলিত শিশুটির ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটাতে আদৌ সক্ষম হয়েছে কি না, সে সম্পর্কে অনুসন্ধান ও ব্যাখ্যা করা একান্ত আবশ্যক।

সাধারণ ভাবে বেতার, টিভি ও অন্যান্য জাতীয় প্রচার মাধ্যমসমূহে শিশুদের নিয়ে গবেষণা ধর্মী রিপোর্ট বা কোন প্রতিবেদন প্রকাশনা অতি নগণ্য এবং কোন অংশগ্রহন উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিশুরাই স্থান পায়। শিশু সংক্রান্ত তথ্যাবলীর যথেষ্ট অভাব। শিশুর চাহিদা ও তাদের অবস্থা সম্পর্কে খুব কম তথ্যই পাওয়া যায়।

শিশুদের বহুবিধ চাহিদার জীবনচিত্রের প্রতি মনোযোগ দিয়ে ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্তরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা গবেষণার সংশ্লিষ্ট শিশুদের বাস্তব জীবন চিত্রের উপরই সমীক্ষা চালানো হয়। এই গবেষণার ফলে সমাজের টোকাই শিশুদের বাস্তবতার সাথে দেশের আইন, নিয়মনীতি, অধ্যাদেশ ও অধিকার কতটুকু অসামঞ্জস্য তা বের হয়ে আসবে। শিশুদের সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা স্বীকার করতে অন্যদের সাহায্য করবে। আমাদের অসচেতনতাকে ভেঙ্গে শিশুদের প্রতি প্রত্যেককে সচেতন করে তুলতে সাহায্য করবে। বাংলাদেশের শিশুদের নিয়ে কাজ করে এমন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা, কর্মকর্তা, প্রচার মাধ্যমের লোকজন, শিক্ষার্থী, গবেষক, উন্নয়ন সংস্থা, এন জি ও, আইনজ্ঞ, সমাজসেবী, অভিভাবক মহল ও পেশাজীবিগণ অত্র গবেষণা রিপোর্টটিকে দিক নির্দেশনা হিসেবে কাজে লাগিয়ে অসহায় ও অধিকার বঞ্চিত শিশুদের জীবনের উন্নতির সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তাই স্বাভাবিক ভাবেই বিবেকের তাড়নায় গবেষণার শিরোনামের উপর এম. ফিল. গবেষণা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

২। তেরেশ ব্লশৈ- সৈয়দ আজিজুল হক (অনুদিত) "বাংলাদেশের শিশু অধিকার, হারানো শৈশব, তার ইতিকথা" পৃষ্ঠা xiii

৩। তেরেশ ব্লশৈ- সৈয়দ আজিজুল হক (অনুদিত) "বাংলাদেশের শিশু অধিকার, হারানো শৈশব, তার ইতিকথা" পৃষ্ঠা xiv

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার পদ্ধতি (Research Methodology)

বিভিন্ন সময়ে সমাজ গবেষকগণ সমাজের নানাবিধ বিষয় সম্পর্কে গবেষণা করতে গিয়ে বিভিন্ন পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছেন। সাধারনতঃ এসব পদ্ধতি অবলম্বনে উদ্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনা করে বিভিন্ন গবেষক বিভিন্ন গবেষণাকার্য পরিচালনা করে আসছেন। তাই সমাজ গবেষণার ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত প্রশ্ন বিশেষস্থান দখল করে আছে। অত্র গবেষণাটি সমাজ গবেষণার অর্ন্তভূক্ত বিধায় গবেষণার বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে জরিপ পদ্ধতি (Survey Method) গ্রহণ করা হয়েছে। তবে নৃ-বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও (Anthropological Method) কিছুটা অবলম্বন করা হয়েছে। উক্ত গবেষণাটি করার প্রায়ন্তেই সুনির্দিষ্ট তথ্যসমূহ সংগ্রহ করার জন্য জরিপের উপকরণ সমূহ প্রস্তুত করে নেয়া হয়েছে এবং বিভিন্ন কৌশল অবলম্বনে অত্যন্ত নিয়মতান্ত্রিক ভাবে কাংক্ষিত তথ্যসমূহ সংগ্রহ করার চেষ্টা করা হয়েছে। জরীপে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ রেকর্ড করার জন্য নির্দিষ্ট প্রশ্নমালা ও সাক্ষাৎকারমালা ব্যবহার করা হয়েছে। জরিপটি ঢাকা মহানগরের টোকাই শিশুদের মধ্যে পরিচালিত হওয়ায় উক্ত শ্রেণীর শিশুদের সামাজিক সম্পর্ক, সামাজিক অবস্থা, অপরাধ, সামাজিক আচরণ ও জীবন চিত্রের বিভিন্ন তথ্যাবলী অত্র জরিপের মাধ্যমে সংগ্রহ করার চেষ্টা করা হয়েছে। যা সামাজিক গবেষণার জরিপ পদ্ধতির (Survey Method) সাথে সম্পর্কযুক্ত। এ ছাড়াও এই সুনির্দিষ্ট এলাকার শিশুদের প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধা, আবাসনের অবস্থা, তাদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধ ইত্যাদি বিষয়ের উপর জরিপ চালানো হয়েছে এবং একই সাথে জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য ব্যাখ্যামূলক আলোচনা করা হয়েছে। এর পাশা-পাশি নৃ-বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে সমাজের উক্ত শ্রেনীর অবহেলিত শিশুদের আচার-আচরণ, রীতি নীতি, বিশ্বাস, সামাজিক অনুশাসন ইত্যাদি বিষয়ে দীর্ঘদিন ধরে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ কৌশল অবলম্বন করা হয়। তথ্য সংগ্রহের বিষয় সমূহ পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট নোট বহিতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং জরিপের পূর্ব প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজণীয় ফিল্ড ওয়ার্ক করা হয়, ক্যামেরার মাধ্যমে বিশেষ মুহূর্তের ছবি ধারণ করা হয়েছে। এভাবে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে প্রত্যাশিত বিষয়ে তথ্য সংগ্রহে মনোনিবেশ করা হয়েছে। এই গবেষণা কর্মে কাঙ্খিত তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে অনেক সময়, শ্রম ও অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে। অনেক সময় বিভিন্ন ধরনের সামাজিক জটিলতার মুখোমুখিও হতে হয়েছে।

প্রায় ১৩ কোটি লোক বসবাস করা এই দেশের মোট জনসংখ্যার ১ ত্রয়োদাংশ অর্থাৎ প্রায় ১ কোটি লোক বসবাস করে ঢাকা মহানগরীতে। এত ঘনবসতিপূর্ণ একটি এলাকার কোন বিশেষ শ্রেণীর শৈশব ও কৈশোর জীবন নিয়ে গবেষণা করা সত্যিই দুরূহ ব্যাপার। গবেষণায় অর্ন্তভূক্ত শিশু শ্রেণীর কোন কোন বিষয়সমূহ গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু করা উচিত, সে ব্যাপারে প্রথমেই তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছিল। একই সাথে এই গবেষণার জাতীয় তাৎপর্যের কথা স্মরণ রেখে শিশুদের বয়স ৫ থেকে ১৬ বৎসর পর্যন্ত অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে এবং তাদের বিভিন্ন বিষয়ের উপর অলোচনাকে একটি সুনির্দিষ্ট সীমায় অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

অত্র গবেষণার কর্ম যথাযথভাবে সম্পাদন এবং উদ্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য শিশু অধিকার সম্পর্কিত সংবিধানিক বিধানসহ বিভিন্ন আইনের বিধান জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ সংগ্রহ, অনুধাবন ও মূল্যায়নের সাথে সাথে ঢাকা মহানগরীর টোকাই শিশুদের জীবন চিত্রের তুলনা মূলক আলোচনা করতে হয়েছে। এজন্য রাস্তায় রাস্তায়, ডাষ্টবিনের আশে-পাশে বাজারে বা বাজারের আশে পাশে, লঞ্চ, বাস, ট্রেন ষ্টেশন সমূহে, ষ্টেডিয়াম সমূহে, বিভিন্ন ভবঘুর কেন্দ্রে, ছিন্নমূল আশ্রয় কেন্দ্রে, পার্ক সমূহে, হোটেল বা রেষ্টুরেন্ট সমূহে, রেল লাইনের আশে-পাশে ইত্যাদি স্থানে ঘুরে ঘুরে টোকাই শিশুদের কর্মকান্ড আচরণ, কথাবার্তা, উপার্জনের প্রতি সুক্ষ্মদৃষ্টি রাখতে হয়েছে এবং অত্যন্ত সতর্কতা ও কৌশলের সাথে তাদের বিভিন্ন অসুবিধা সমূহ জানা, পরামর্শ গ্রহণসহ তাদের জীবন চিত্রের অমানবিক দিকগুলো বের করতে হয়েছে।

আলোচিত শিশুঅধিকার মূল্যায়নের জন্য গুরুত্বে কম এমন অন্যান্য শিশু যেমন গৃহহীন শিশু, বিভিন্ন ধরনের পেশায় নিয়োজিত শিশু, ফেরিওয়ালা, বস্তির শিশুদের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনায় আনতে হয়েছে, বালিকাদের সাথে বালকদের অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া এর সাথে মনোযোগ দিতে হয়েছে সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের শিশুদের প্রতি কিংবা যারা পিতা মাতার সাথে বাস করে বা যারা পিতা মাতা ছাড়া বাস করে কিংবা যারা নিজেদের আয়ে নিজেদের মতো করে জীবন যাপন করে তাদের প্রতি। এতুলনামূলক গবেষণায় বিবেককে সত্যিই নারা দিয়েছে, প্রশ্ন জেগেছে বিন্দু মাত্র অধিকার কি এরা পাচ্ছে বা এরা নিজ অধিকার সম্পর্কে কতটা জ্ঞাত?

গবেষণার মূল বিন্দুতে কিছুটা বয়স্ক শিশুদের অর্থাৎ প্রধানত ৫ থেকে ১৬ বছর বয়সী শিশুদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে কেননা শিশু অধিকার বলতে যা বুঝায়, তা এই বয়সী শিশুদের ঘিরেই হয়ে থাকে। এই বয়সী শিশুদের শিক্ষার অধিকার, বস্ত্রের অধিকার, বাসস্থানের অধিকার, মাতা-পিতার ভালবাসা পাবার অধিকার সহ বিভিন্ন প্রকার অধিকার সম্পর্কে প্রয়োজন অনুভব করতে থাকে, এরা এক প্রকার চাহিদা অনুভব করতে থাকে। এই বয়সেই একটি শিশুর সঠিক জীবন গড়ার চালিকা শক্তি সৃষ্টি হয়ে থাকে। একই সাথে এই বয়সী শিশুদের চঞ্চলতা বেশী বেড়ে যাওয়ায় তাদের সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য অভিভাবকদের অধিকামাত্রায় দায়িত্ব পরায়ন হতে হয়।

গবেষণা মূলক পর্বে- ঢাকা মহানগরের টোকাই শিশুদের উপর সমীক্ষা করতে গিয়ে সহযোগী পর্যবেক্ষক হিসাবে ৫ জনকে নিয়োগ করতে হয়েছে। যারা অতি আন্তরিকতার সাথে আমার সমীক্ষা কাজে সহায়তা করেছেন। উক্ত পর্যবেক্ষদের ব্যক্তিগত প্রশিক্ষণ দিয়ে যোগ্য সম্পন্ন করে গড়ে তোলে, তাদের নিয়ে ৩ টি পর্যবেক্ষক দল তৈরী করা হয়েছিল। ৩ টি দলই পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী একই দিনে একই এলাকায় কাজ করেছে। যাতে করে ঐ এলাকায় অধিকাংশ টোকাই শিশুরা জরিটের আওতায় পড়ে সেই এলাকা শেষ হওয়ার পর অন্য

Dhaka University Institutional Repository

এলাকায় জরিপ চালানো হয়েছে। তিনটি দলের প্রধান হিসেবে এবং সর্বসময়ের জন্য সরাসরি নিজেই জরিপের কাজে নিয়োজিত ছিলাম। নির্দিষ্ট প্রশ্নমালা ও নির্দিষ্ট স্থানে লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়েছে, কখনও অতিরিক্ত কাগজে, কখনো নোট বুকে লিপিবদ্ধ করে রাখ হয়েছে। এই সমস্ত শিশুদের জীবন যাত্রা সত্যিই জটিল, যারা সঠিক তথ্য প্রকাশ করতে নারাজ, তারা অনেকে সমাজের বিভিন্ন অপরাধের স্বীকার বিধায় তাদের কাছ থেকে সঠিক উত্তর পাবার জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতে হয়েছে। অত্র পর্যবেক্ষক দলের পর্যেবেক্ষণ কার্য পরিচালনা করতে যথেষ্ট সময়, শ্রম ও ব্যয়বহুল ছিল, এদের যাতায়াত, খাওয়া-নাস্তা, কাহারো ক্ষেত্রে সম্মানী প্রদানের প্রতি নজর রাখতে হয়েছে। এদের যাতায়াতের বাহন হিসাবে বেশী সময় রিক্সা ব্যবহার করা হয়েছে। কখনও কখনও রিক্সা রিজার্ভ রাখা হয়েছে। বিভিন্ন সংগঠনের প্রকল্পসমূহ সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ, যেমন- লঞ্চ, বাস, রেল ষ্টেশন ও ষ্টেডিয়াম সমূহে রাতে বা ভোর বেলা গিয়ে সরজমিনে প্রত্যক্ষ করা হয়েছে, এসব নিজে গিয়ে প্রত্যক্ষ করেছি।

অত্র গবেষণার মাঠ সমীক্ষায় ৩টি পর্যবেক্ষক গ্রুপের সময় লেগেছে ২৮শে জুন ১৯৯৯ থেকে ৫ নভেম্বর ১৯৯৯ এবং ৭ নভেম্বর ২০০১ থেকে ২৮ নভেম্বর ২০০১ তারিখ পর্যন্ত, এ দুটি সময়ে প্রায় ৫ (পাঁচ) মাস। মাঠ সমীক্ষা আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হওয়ার পরে গবেষণা ও সমীক্ষার কাজ পুরোপুরি বন্ধ করা হয়নি, সার্বক্ষণিক ঘটনার উপর দৃষ্টি অব্যাহত রাখা হয়েছে। কখনও বিশেষ সময়, বিশেষ স্থানে গিয়ে বিষয়ের উপর সুক্ষ্মদৃষ্টি রাখা হয়েছে এবং টোকাই শিশুদের সাথে আলোচনা করে তাদের জীবনচিত্র সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করা হয়েছে। তবে সর্বক্ষেত্রে প্রধান যে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে তাহলো, শিশুদের কাছে পৌছা, এসব শিশুরা কিছুটা বেশী চঞ্চল প্রকৃতির ও দুর্দান্ত, যার ফলে তারা সহজে কথা বলতে অনীহা প্রকাশ করে তাই নানা কৌশলে তাদের কাছে পৌছার চেষ্টা করা হয়েছে। বিভিন্ন ভবঘুরে কেন্দ্র, ছিন্নমুল, আশ্রয় কেন্দ্র বা পূনর্বাসন কেন্দ্র ও বিভিন্ন সংগঠন বা এনজিও পরিচালিত প্রকল্পের আওতাভুক্ত শিশুদের সাক্ষাতের জন্য নানাবিধ বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমতি ম্যধ্যমে কখনো কথা বলার সুযোগ পাওয়া গেছে। এসব টোকাই শিশুরা বেশির ভাগই বাইরে কাজ করে, যার জন্য যখন বাইরে বের হয়েছে তখন এদের সাথে আলাপ করে সুফল বেশি পাওয়া গেছে। কারণ তাদের গন্ডির ভিতর থেকে সঠিক তথ্য বের করা অত্যন্ত দুরূহ। সরকারী হেফাজতে কিংবা থানা বা জেলে থাকা অবস্থায় কোন শিশুর সাথে সাক্ষাৎ করা সম্ভব না হলেও অসংখ্য টোকাই শিশুকে বাইরে পাওয়া গেছে, যারা থানা কিংবা জেলে কিংবা কোন আশ্রয় কেন্দ্রে থাকা অবস্থায় তাদের জীবনের নানা ধরনের তিক্ত অভিজ্ঞতা ও নির্যাতনের কথা অকোপটে বলেছে।

Dhaka University Institutional Repository

সমীক্ষা ও গবেষণা করতে গিয়ে কখনও টোকাইরা কিংবা জনগণ সমীক্ষার কাজে বিভিন্নরূপে বাধার সৃষ্টি করেছে। নানারুপ প্রশ্নের মুখোমুখী হতে হয়েছে। কখনও আমাদেরকে এনজিও কর্মী হিসাবে আখ্যায়িত করেছে কখনও এর মাধ্যমে অনেক টাকা হাতিয়ে নিবার সন্দেহ ও মন্তব্য করছে। কখনও সাক্ষ্যাৎকারের পূর্বেই জানতে চেয়েছে এর ফলে শিশুরা কোনভাবে লাভবান হবে কিনা? এসব কারণে কেউ কেউ সাক্ষাৎকার থেকে বিরত থেকেছে। অন্যদের সাথে তুলনা করে গালমন্দ দিয়ে চলে গেছে।

ফেলনা জিনিস কুড়ানোর কাজে নিয়োজিত শিশু বা টোকাই শিশুদের উপর কাজ করতে গিয়ে ঢাকা মাহানগরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে, ষ্টেশনসমূহে, পার্কসমূহে, রেল লাইনের আশে পাশে, এমনকি কিছু কিছু বস্তিতেও পর্যবেক্ষণ চালানো হয়েছে এবং খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হয়েছে তাদের পারিবারিক গঠন, কাজ ও উপার্জন এবং শহরের, দারিদ্র্য পিড়ীত পরিবেশে ও অধিকার বঞ্চিত ঐ সমস্ত শিশুরা কী ভাবে বেড়ে ওঠে। একই সাথে অধিকার বঞ্চিত বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত শিশুরা যেমন- গৃহহীন, ভিক্ষুক, বয়স্ক ভিক্ষুকদের সহায়তাকারী শিশু, বাজারের কুলি, পোষ্য শিশু, বিক্রিত শিশু, শিশু গৃহ পরিচারক বা গৃহ পরিচারিত, পতিতা বৃত্তিতে নিয়োজিত বালক-বালিকা, ফুল বিক্রিরত, ফেরিওয়ালা, পরিত্যাক্ত শিশু, ভাসমান শিশু ইত্যাদি, শিশুদেরকেও জরিপের আওতায় আনা হয়েছে। তবে বিভিন্ন স্তরের শিশুদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সমস্যার প্রকৃতিও ভিন্নরূপে পরিলক্ষিত হয়েছে।

গবেষণার শুরুতে পর্যবেক্ষক দলের কারোই বিশেষত শিশুদের উপর বা তাদের স্বীয় গবেষণায় পর্যবেক্ষণের কোনো অভিজ্ঞতা ছিলনা। প্রাথমিক পর্যায় তত্ত্বাবধায়কের পরামর্শ ও আমার নিজের পূর্ব থেকে এ সম্পর্কিত বিষয়ে সুক্ষ্ম দৃষ্টি ও তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করি এবং সেই মর্মে কাজ করার ফলে পর্যবেক্ষক মহল বিষয়টির উপর ধারনা নিতে সক্ষম হয়। ফলে পর্যবেক্ষকদের প্রত্যেক সদস্যই তার নিজ নিজ ব্যাক্তিগত পরিচয়ের উপর নির্ভর করে অগ্রসর হয় এবং নিঃসন্দেহে ভিন্ন ভিন্ন ভাবেই গবেষণা বিষয় সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করে। পর্যবেক্ষকদলে একজন সাংস্কৃতিক কর্মী ও লেখক, দুইজন শিক্ষক ও দুই জন ছাত্র অন্তর্ভুক্ত ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

অত্র অভিসনদর্ভ তৈরী করার ক্ষেত্রে এবং তথ্য সংগ্রহ করার পদ্ধতির সহায়ক হিসাবে নিম্নোক্ত গবেষণা ও নির্দেশনামূলক গ্রন্থসমূহের সহযোগিতা নেয়া হয়েছে।

Kothar, C. R.	:	Research Methodology Methods & Techniques, Wishawa Prakashani, New Delhi.
Babbie, Earl R.	:	The Practice of Social Research Wadsworth Publishing Comp. Inc. Belmond, California.
Salahuddin, M. Aminuzzama	:	Introdution to Social Research Bangladesh Publishers, Dhaka.
Ahmed, Syed Giasuddin (Editor) Perspective in Social Sceince :	:	Centre for Advanced Research Social Science University of Dhaka. A Compilation Volume of Seminar Paper-Volume 5, University of Dhaka.
ড. আলম, খুরশিদ	:	সমাজ গবেষণা পদ্ধতি মিনার্ভা পাবলিকেশনস্, ঢাকা।
ড. খালেক , আব্দুল, সরকার, নীহারঞ্জন		
ড. রহমান, আজিজুল	:	সামাজিক বিজ্ঞানে গবেষণা পদ্ধতি হাসান বুক হাউস, ঢাকা।
নকি, সৈয়দ আলী	:	আর্থ সামাজিক জরীপে পদ্ধতি নির্দেশিকা দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ,ঢাকা, ১৯৮৭

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহঃ

অত্র গবেষণার তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ মূলক পর্যবেক্ষণ কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে, তবে জরিপের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের বিষয়সমূহ পূর্বেই পরিকল্পনা করে নেয়া হয়েছিল এবং সেই পরিকল্পনা সমূহ নির্দিষ্ট নোট বইতে লিপিবদ্ধ করা এবং পরবর্তিতে উক্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

গবেষণার তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রধানতঃ দুটি কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে।

যথাঃ- (ক) প্রাথমিক বা মূখ্য উৎস (Primary Sources)

(খ) দ্বিতীয় বা গৌন উৎস(Secondary Sources)

(ক) **প্রাথমিক বা মূখ্য উৎস (Primary Sources) ঃ**

প্রাথমিক উৎসের আওতায় তিন ভাবে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, যথাঃ-

(১) মাঠ পর্যায়ে সমীক্ষা ও বাস্তব অবস্থা নিরূপন।

(২) তত্ত্বাবধায়কের পরামর্শ

(৩) অন্যান্য শিক্ষক মন্ডলীর পরামর্শ

(১) মাঠ পর্যায়ে সমীক্ষা ও বাস্তব অবস্থা নিরূপন

পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, অত্র গবেষণাটি সরাসরি মাঠ পর্যায়ে জরিপের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। নিজ সহ ছয় জন সহযোগী পর্যবেক্ষক নিয়ে ঢাকা মহানগরীর ২১ টি থানায় পূর্ব পরিকল্পনানুসারে ৭৬টি স্থান সরাসরি অংশগ্রহণের ম্যাধমে টোকাই বা পথশিশুদের মধ্যে জরিপ কার্য পরিচালনা করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। জরিপ কাজ পরিচালনার স্থান সমূহ টোকাই শিশুদের বেশী আনাগোনা ও অবস্থানের উপর দৃষ্টি রেখে উদ্দিশ্য মূলক (Purposive) নির্বাচন করা হয়েছে।

জরিপের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহে নিম্নোক্ত তিন প্রকার কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে যথাঃ-

অংশগ্রহন মূলক পর্যবেক্ষণ (Participant Observation).

সাক্ষাৎকার পদ্ধতি (Interview Method).

পশ্নমালা পদ্ধতি (Questionnaire Method)

অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষন

গবেষণা পর্যবেক্ষক দলের মধ্যে নিজে উপস্থিত থেকে টোকাই শিশুদের দৈনন্দিন আচার আচরনের প্রতি দৃষ্টি রাখা হয়েছে। তাদের সাথে সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে তাদের জীবনচিত্র সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণের সময় সর্বদা তিনটি নিয়ম অনুসরণ করতে হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

(ক) বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের দিকে অধিক গুরুত্ব দিতে হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের পূর্বে প্রথমে শিশুটির সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করে, অতি স্নেহ প্রদানের মাধ্যমে আপন করে নিতে হয়েছে, যার ফরে তার একান্ত আবেগময় কথা, ব্যথা, সমস্যা ও নির্যাতনের তথ্য পাওয়া সহজ হয়েছে। তবে সবাইর ক্ষেত্রে উক্ত কৌশলও সফল হয়নি। এ প্রেক্ষিতে এম.এন.শ্রীনিবাস তাঁর গবেষণার উক্তিটি সর্বদা স্মরণ হয়েছে, তাহল "প্রথম দিকে আমি যাদেরকে পর্যবেক্ষণ করবো, তারাই বস্তুত আমাকে পর্যবেক্ষণ করেছিল।"

(খ) বন্ধুত্বপূর্ন সম্পর্ক স্থাপনের পরে নিজে এবং অন্যান্য সহযোগী পর্যবেক্ষকগণ উপাত্ত সংগ্রহ করেছে। উপাত্ত সংগ্রহ করার সময় সর্বদা শিশুটির আচার-আচরণ, কথা বলার ভঙ্গিমা, ক্ষোভ, চেহারার ভাব-ভঙ্গিমার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয়েছে। যাহা উপাত্ত ও তথ্য সংগ্রহের সাথে কিছুটা জরীপে স্থান পেয়েছে।

(গ) উপাত্ত সংগ্রহের সাথে সাথে পর্যবেক্ষকগণ তা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজ হাতে লিপিবদ্ধ করেছি। যে গুলো সহকর্মী পর্যবেক্ষকগণ লিপিবদ্ধ করেছেন, তার বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নিজে কাছে থাকার চেষ্টা করেছি। প্রতি শিশুর জন্য আলাদা আলাদা ফরম ব্যবহার করা হয়েছে, আর এ ক্ষেত্রে প্রতিটি শিশুর তথ্য নিজে পূংখানুভাবে পরীক্ষা করেছি। গবেষণার জন্য গুরুত্বপূর্ণ শিশুটির ফরম-এ এক প্রান্তে ষ্টার মার্ক এবং মার্কার কালি দিয়ে চিহ্নিত করে রাখা হয়েছে।

সাক্ষাৎকার পদ্ধতিঃ **(Interview Method).**

সমীক্ষার সাথে সাথে প্রতি শিশুর একটি সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে। যার ফলে তাদের জীবন চিত্র সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহে সাহায্য করছে। সাক্ষাৎকার এর নির্ধারিত প্রশ্নমালা ব্যতীত পরিস্থিতি ও শিশুটির বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে অতিরিক্ত প্রশ্নও করা হয়েছে। যার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। জরিপ পরিচালনায় নির্ধারিত সময় ব্যতীতও অন্যান্য অনেক সময় এই সব শিশুদের বাস্তব জীবন তথ্য জানার জন্য সাক্ষাৎকার পদ্ধতি চালু ছিল।

অত্র শিশু শ্রেণী ছাড়াও সমাজ সচেতন নাগরিক যথা আইনজীবী, সমাজসেবী, শিশু সংগঠক, সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, পুলিশ কর্মকর্তা, সাংবাদিক, এনজিও কর্মকর্তা, সংসদ সদস্য, রাজনীতিবীদ, অভিভাবক মহোদয়ের আলাপ-আলোচনা ও পরামর্শের মাধ্যমে সমাজের নিঃস্ব, অসহায় শিশুদের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তথ্য নেওয়া হয়েছে। তাদের দেওয়া তথ্যসমূহ নির্ধারিত ছকে লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। এক্ষেত্রে বেশির ভাগই টেপ রেকর্ডার ব্যবহার করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রশ্নমালা পদ্ধতি Questionnaire Method)

প্রথমেই আলোচনা করেছি, সমীক্ষা পরিচালনার সাথে সাথে প্রত্যেক শিশুর জন্য পূর্ব নির্ধারিত ৪১টি প্রশ্নের সমন্বয় দুই পৃষ্ঠার একটি প্রশ্নমালা ছিল যা সরাসরি জিজ্ঞাসা ও উত্তরের মাধ্যমে পূরণ করা হয়েছে। প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করা হয়েছে। ইহার উপাত্ত সঙ্গে সঙ্গে সংক্ষেপে রেকর্ড করা হয়েছে, পরে বাসায় এসে প্রতিটি প্রশ্নমালা পরীক্ষা করে প্রয়োজনে বিস্তারীত লেখা হয়েছে। অধিকাংশের ক্ষেত্রে নিজেই প্রশ্ন করে উত্তর লিপিবদ্ধ করেছি। যেগুলো সহযোগী পর্যবেক্ষকগণ লিপিবদ্ধ করছেন, তার মধ্যে যদি গবেষণার জন্য গুরুত্বপূর্ণ জীবন ইতিহাসের শিশুটিকে আলাদা করে আমার কাছে নিয়ে এসে অতিরিক্ত সময় দিয়ে কোন সময় অতিরিক্ত প্রশ্ন করে নানা কৌশলে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং তা সঙ্গে সঙ্গে সংক্ষেপে রেকর্ড করা হয়েছে। নির্ধারিত প্রশ্নমালা পরিশিষ্ট ৫-এ উল্লেখ করা হয়েছে। সমস্ত প্রশ্ন সমূহ কম্পিউটার প্রিন্ট করা ছিল এবং তাহা নির্ধারিত ডিস্ক এ সংরক্ষণ করা হয়েছে। সমীক্ষার ও শিশুর সাক্ষাৎকার ফরম তারিখ অনুযায়ী প্রতি এলাকার জন্য আলাদা আলাদা করে ভিন্ন ভিন্ন ফাইলে সর্বমোট ২৬টি ফাইলে সংরক্ষণ করা হয়েছে। তৎপর সেগুলো বিশ্লেষণ করে আলাদা আলাদ ফাইলে সমীক্ষার ফলাফল নির্ধারিত ছকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। উক্ত ছক প্রতি ফাইলের প্রারম্ভেই সংরক্ষণ করা হয়েছে।

জরিপকার্য্য সম্পন্ন হওয়ার পরেও বিশেষ বিশেষ স্থানসমূহে নিজে সরাসরি গিয়ে শিশুদের বাস্তব অবস্থা নিরূপন করেছি এবং এদের জীবন চিত্রের উপর সর্বদা দৃষ্টি রাখা হয়েছে। কোন সময় গুরত্বপূর্ণ তথ্য লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। বাছাইকৃত ৫১টি শিশুর কেইস ষ্টাডি অভিসন্দর্ভ এর শেষাংশে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

(খ) দ্বিতীয় বা গৌন উৎস (Secondary Sources)

প্রাথমিক উৎস বা গবেষণার বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবিশেষ বা সংস্থা থেকে বা জরিপ থেকে সরাসরি তথ্য সংগ্রহ ব্যতীত অন্যান্য সকল উৎস হতে তথ্য সংগ্রহই দ্বিতীয় বা গৌন উৎস। দ্বিতীয় উৎস হিসেবে প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত অসংখ্য উপায়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, প্রকাশিত উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঃ

(১) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধানিক তথ্য।

(২) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরকারী-বেসরকারী বিভিন্ন প্রকাশনা।

(৩) জাতিসংঘ ও ইউনিসেফ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রকাশনা।

(৪) শিশু অধিকার বিষয়ক আইন সমূহ এবং প্রকাশিত গেজেট ।

(৫) দৈনিক পত্রিকা সমূহ।

(৬) ম্যাগাজিন (সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিকম ও বার্ষিকী)।

(৭) নিয়মিত-অনিয়মিত জার্নাল ও প্রকাশনা।

Dhaka University Institutional Repository

(৮) নিয়মিত-অনিয়মিত প্রবন্ধাবলী ও সংকলন।

(৯) সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন রিপোর্ট।

(১০) বিশ্ববিদ্যালয় ও সংস্থার গবেষকদের তৈরীকৃত গবেষণার রিপোর্ট।

(১১) পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক প্রকাশিত রিপোর্ট।

(১২) মানবাধিকার, শিশু অধিকার ও শিশু আইন বিষয়ক লেখকদের গ্রন্থাবলী।

(১৩) কার্টুনিস্টদের কার্টুনের মর্মার্থ।

(১৪) অন্যান্য।

(বিস্তারিত গ্রন্থপঞ্জী ও তথ্যপঞ্জী-এ উল্লেখ রয়েছে)

অপ্রকাশিত উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্যসমূহের উল্লেখযোগ্য হলো ঃ

(১) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরকারী বা বেসরকারী সংগঠনসমূহের সেমিনার, আলোচনা সভা, সাংবাদিক সম্মেলন, কর্মশালা, সিম্পোজিয়াম ও অন্যান্য যেকোন কার্যক্রম।

(২) সাধারণ জনগণ, আইনজ্ঞ, অধ্যাপক, গবেষক, মানবধিকারকর্মী, সাংবাদিক, অভিভাবক, সংগঠক, রাজনীতিবীদ বর্তমান ও সাবেক সংসদ সদস্য, এনজিও কর্মকর্তা, সমাজসেবী, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয় সমূহের কর্মকর্তা, প্রশাসন ও আমলাদের দেওয়া তথ্যসমূহ।

(৩) ইন্টারনেট বা শিশু সংস্থাসমূহের Web সাইট।

দ্বিতীয় বা গৌন উৎসসমূহ থেকে তথ্য সংগ্রহ যথেষ্ট কষ্ট সাধ্য ছিল, কারণ সংশ্লিষ্ট বিষয় তেমন কোন গ্রন্থ, জার্নাল ও রিপোর্ট পাওয়া যায়নি। তাছাড়া দৈনিক পত্রিকা বা ম্যাগাজিন সমূহের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের তথ্য যথেষ্ট ছিলনা। তথাপিও দীর্ঘ প্রায় কয়েক বৎসরের দৈনিক পত্রিকা সমূহে প্রকাশিত লেখা ও রিপোর্ট সংগ্রহ করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রকাশনা সংগ্রহ, সরকারী-বেসরকারী সংস্থার সেমিনার, আলোচনা সভা ও অন্যান্য কার্য্যক্রম থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সেমিনার ও আলোচনা সভা থেকে তথ্য নোট বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে কখনও বা টেপ রেকর্ডার এ রেকর্ড করা হয়েছে। বিভিন্ন শ্রেণী থেকে প্রাপ্ত তথ্য নোট বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে ও কম্পিউটার-এ সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে।

শিশু সংগঠনসমূহের ওয়েব সাইট, পারসোনেল কম্পিউটার ব্যবহারের মাধ্যমে দেশী বিদেশী শুভাকাংখীদের ই-মেইল, ফ্যাক্স ও টেলিফোনের মাধ্যমেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পরিকল্পিত বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়ে তৎপর উহার উপর তথ্য সংগ্রহের

Dhaka University Institutional Repository

চেষ্টা করা হয়েছে। গবেষণার জন্য নির্ধারিত দুই বৎসর সময় থাকলেও গবেষণার ব্যাপকতা ও জটিলতার কারণে উক্ত সময়ের ভিতর শেষ করা সম্ভব হয়নি তাই আরও সময় বৃদ্ধিকরা হয়েছে। গবেষণার কাজে অর্থব্যয় সঠিক ভাবে উল্লেখ করা সম্ভব নয়, তবে ব্যয়কৃত সম্পূর্ণ অর্থ ব্যাক্তিগতভাবে নিজে ও নিজ পরিবার বহন করছেন। সকল তথ্য প্রাপ্তির ভিত্তিতে অত্র অভিসন্ধর্ভ তৈরী করে কম্পিউটার কম্পোজ করা হয়েছে।

সারণী- ১.১ শিশু সংখ্যা

বিবরণ	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
এলাকায় আনুমানিক মোট টোকাই শিশু	৩১০০০	১০০
৪ - ১৬ বছর বয়সের শিশু জরিপভুক্ত	১৭৭৯	৫.৭৪
বালক	১৪২৮	৮০.২৭
বালিকা	৩৫১	১৯.৭৩

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিশু পরিচিতি

শিশু কে?

শিশু বিষয়ক বিভিন্ন আইনে শিশুর বয়সসীমা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। আর এই বয়স সীমার মাধ্যমেই শিশু ও বয়স্কদের মধ্যে পার্থক্য করছেন।

আইনের দৃষ্টিতে শিশু বলতে আমরা কাদের বুঝি? এর কয়েকটি বিধান নিম্নে প্রদান করা হলোঃ-

১৯৭৪ সালের শিশু আইনে বলা হয়েছে, ১৬ বৎসরের নিম্নে যে কোন ব্যক্তি শিশু বলে গণ্য হবে। ১৮৭৫ সালের সাবালকত্ব আইন অনুসারে ১৮ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তিকে সাবালক বলা হয়েছে।

বেঙ্গল শিশু আইন ১৯২২-এ বলা হয় ১৪ বৎসর উর্ধ্বে নয় এমন ব্যক্তিকে শিশু বলা হবে। ১৯৪৩ সালের ভেগ্র্যান্সি (Vagrancy Act) আইনে ১৪ বছর বয়স্ক ব্যক্তিকে শিশু বলা হয়েছে। খ্রীষ্টানদের তালাক আইনে পুত্রের ১৬ বছর এবং কন্যার ১৩ বছরের কম বয়সের ছেলেমেয়েদের নাবালক ধরা হয়। বাংলাদেশের চুক্তি আইনে ১৮ বছরের কম কোনো ব্যক্তি চুক্তি করতে পারেনা বলে বিধান রাখা হয়েছে।

খনি আইণানুসারে ১৫ বছর পূর্ণ না হলে মানুষ শিশু থাকে; এই আইনে যার বয়স ১৭, সে তরুণ।

১৯২৯ সালের শিশু বিবাহ নিরোধ আইনে বলা হয় যে, বিবাহের ক্ষেত্রে শিশু সাবালক বলে গণ্য হবে ২১ বৎসর পূর্ণ হলে এবং শিশু সাবলিকা বলে গণ্য হবে ১৮ বৎসর পূর্ণ হলে। মুসলিম আইনে বিবাহের ক্ষেত্রে সাবালিকা হবে বয়ঃসন্ধির কারণ, বয়ঃসন্ধি বলিতে ১৫ বৎসর পূর্ণ হওয়াকে বুঝায়। হানাফী ও সিয়াদের মতে ১৫ বৎসর বয়স পার হলেই পূর্ণ বয়স অনুমান করা হয়। মুসলিম পারিবারিক আইন ১৯৬১, ১২ (১) (ক) ধারা মতে বালেগত্বের বয়স ১৬ (ষোল) বৎসর নির্দিষ্ট করা হয়েছে, হিন্দু আইনের ক্ষেত্রেও সাবালিকা ধরা হয় ১৫ বৎসর পূর্ণ হলে।

ইন্ডিয়ান প্রতিম ও ধর্মীয় সংস্থা আইন ১৯৬০-এ বলা হয়েছে যে, শিশু অর্থে বালক বা বালিকাকে বুঝাবে, যাদের বয়স ১৮ বৎসর পূর্ণ হয়নি। ইন্ডিয়ান শিশু আইন ১৯৬০-এ শিশু সম্পর্কে বলে যে, শিশু অর্থে বালক যার বয়স ১৬ বৎসর পূর্ণ হয়নি এবং বালিকা অর্থে যার বয়স ১৮ বৎসর পূর্ণ হয়নি।

বাল্য বিবাহ নিরোধ আইনে পুরুষের ১৮ বছরের কম এবং নারীর ক্ষেত্রে ১৬ বছরের কম বয়সের বিবাহকে বাল্যবিবাহ বোঝানো হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

শিশু (শ্রম বন্ধক) আইনে শিশু বলতে ১৫ বছরের কম বয়সের মানুষকে বোঝায়।

নিম্নতম মজুরী অধ্যাদেশে বালেগ বলতে যার বয়স ১৮ বছর পূর্ণ হয়েছে তাকে বোঝায়।

দোকান ও প্রতিষ্ঠান আইনে ১২ বছরের কম বয়সের মানুষকে শিশু বলা হয়।

১৯৬৫ সালের কারখানা আইন অনুসারে যাদের বয়স ১৬ বৎসর পূর্ণ হয়নি- তাদেরকে শিশু বলা হবে।

১৯৫৯ সালের শিশু অধিকার বিষয়ক কনভেনশনের ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৮৯ সালের সিদ্ধান্ত এবং ১৯৯০ সালের জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদে শিশু সম্পর্কে ঘোষণা অনুযায়ী ১৮ বৎসরের নিচে সকল মানব সন্তানকে শিশু বলিয়া গণ্য হবে। যদি না শিশুর জন্য প্রযোজ্য আইনের আওতায় তাকে আরো কম বয়সে প্রাপ্ত বয়সক বলে বিবেচনা করা হয়।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করে জাতীয় শিশু নীতি ১৯৯৪ অনুযায়ী শিশু বলে গণ্য হয়েছে-১৪ বৎসর পূর্ণ হয়নি এমন ছেলেমেয়েদের।

বিভিন্ন আইনে শিশুর বয়সসীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিভিন্নরূপ উল্লেখ থাকলেও অত্র গবেষণা ও জরীপে ১৪ বছর পর্যন্ত শিশুদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।

আইনের দৃষ্টিতে শিশুর তাত্ত্বিক পর্যালোচনা

শিশু বলতে সবার সামনে স্বাভাবিক ভাবেই ভেসে উঠবে যা সর্বজনীন স্বাধীন, এই সর্বজনীনতাই আবার অনেক সমাজে সাধারণ অভিজ্ঞতারই অভিব্যক্তি। এর সামঞ্জস্যতার দিক যেমনি রয়েছে-তেমনি রয়েছে অসামঞ্জস্যতার দিক এবং বিভিন্ন দেশ ও বিভিন্ন আইনের মধ্যে শিশুর সংজ্ঞা এবং শিশুর বয়সের ব্যাপ্তি নিয়ে তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। তবে বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ সমাজের সংজ্ঞা অনুসারে শিশু বলতে বুঝায়, মানুষের জন্মলগ্ন থেকে ১৫ জন্মবার্ষিকী পর্যন্ত বয়সকালকে অর্থাৎ শূণ্য বয়স থেকে ১৪ বছর পর্যন্ত সময়কে।[১]

শিশুদের পরিচয় বিভিন্ন ভাবে আইনে বিবৃত হয়েছে। যেখানে দেশে প্রচলিত আইনসমূহ দ্বারা শিশুর বয়সসীমা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে, সে ক্ষেত্রে উক্ত নির্ধারিত বয়স ব্যতীত অন্য কোন ভাবে শিশুর সংঙ্গা প্রদান গ্রাহ্য নয়। সুতরাং বাংলাদেশে শিশু সম্পর্কিত যেসমস্ত আইন প্রচলিত আছে এবং যেগুলোতে শিশুর সংঙ্গা প্রদান করছে। উক্ত আইনসমূহের অনুবাদের ভাষায় ও কিছুটা ব্যাখ্যা আকারে পর্যালোচনা করা হলঃ[২]

১। তোফাজ্জল হোসেন- শিশু ঃ বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট, ১৯৮৯, পৃঃ-১৬

২। গাজী শামসুর রহমান- বাংলাদেশের আইনে শিশু প্রসঙ্গ, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী ও পেপার প্রসেসিং এন্ড প্যাকেজিং লিঃ, প্রথম সংস্করণ, ভূমিকা।

Dhaka University Institutional Repository

১৮৬০ সনের ৪৫ নং আইন অর্থাৎ বাংলাদেশ দন্ডবিধি আইনের ৮২ ধারায় বলা হয়েছে যে, "সাত বৎসরের কম বয়স্ক শিশু কর্তৃক কৃত কোনো কিছুই অপরাধ নহে।" একই আইনের ৮৩ ধারায় বলা হয়েছে "সাত বৎসরের অধিক ও বার বৎসরের কম বয়স্ক এমন শিশু কর্তৃক কৃত কোন কিছুই অপরাধ নহে। উক্ত অপরাধের ব্যপারে যে শিশুর বোধ শক্তি এতদুর পরিপক্কতা লাভ করেনি যে, সে স্বীয় আচারণের প্রকৃতি ও পরিণতি বিচার করতে পারে। অত্র আইনে শিশুর বয়স সীমা ১২ বৎসরের প্রতি ইংগিত করছে।

১৮৬৯ সালের তালাক আইন, যা ৫ নম্বর আইন এবং বাংলাদেশী খ্রীষ্টানদের জন্য প্রযোজ্য। এই আইনে "নাবালক শিশু" অর্থ বাংলাদেশের বাসিন্দা পিতা-পুত্রের ক্ষেত্রে ১৬ বছরের কম বয়সের কোনো বালক এবং বাংলাদেশের বাসিন্দা পিতার কন্যার ক্ষেত্রে ১৩ বৎসরের কম বয়সের বালিকা, অন্যান্য ক্ষেত্রে ১৮ বছরের কম বয়স্ক অবিবাহিত বালক-বালিকা বুঝাবে। অত্র আইনটিতে বাংলাদেশের খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের স্বামী-স্ত্রী বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে তাদের সন্তানদের শিশু বয়সের সময়সীমা নির্ধারণ করছে। বালক ও কন্যার ক্ষেত্রে বয়সের তারতম্য রয়েছে। তবে অন্যান্য ক্ষেত্রে ১৮ বৎসর পর্যন্ত নাবালক বুঝানো হয়েছে, সুতরাং ১৮ বছর পর্যন্ত শিশু হিসাবে গণ্য করা যায়।

১৯৭২ সালের চুক্তি আইনে বলা হয়েছে ১৮ বৎসরের কম কোন ব্যাক্তি চুক্তি করিতে পারেনা। এ দ্বারা বুঝা যায় ১৮ বৎসরের নীচে যে কেহ নাবালগ কারণ নাবালগরাই চুক্তি করতে অক্ষমদের মধ্যে অন্যতম।

১৮৭৫ সালের ৯ নম্বর সাবালক আইনের ৩ ধারায় বাংলাদেশের বাসিন্দার জন্য সাবালক হওয়ার বয়স উপরোক্ত বিধান সাপেক্ষে, কোনো নাবালকের বয়স ১৮ বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে যেক্ষেত্রে তাহার শরীর বা সম্পত্তি অথবা উভয়ের জন্য ১৯০৮ সনের দেওয়ানী কার্যবিধির ৩২ নং আদেশের ১নং তফসিলের তাৎপর্যাধীনে কোনো মোকদ্দমার জন্য নিযুক্ত, অভিভাবক ব্যতীত অন্য কোনো অভিভাবক, কোনো আইন আদালত কর্তৃক নিযুক্ত বা ঘোষিত হয়েছেন অথবা হবেন, সে ক্ষেত্রে উক্ত নাবালক এবং কোনো নাবালকের বয়স ১৮ বৎসর পূর্ণ হবার পূর্বে তাহার সম্পত্তির তত্ত্বাবধান যে ক্ষেত্রে কোনো প্রতিপাল্য আদালত কর্তৃক পরিগৃহীত হয়েছে অথবা হবে সে ক্ষেত্রে উক্ত নাবালক, ১৯২৫ সনের উত্তরাধিকার আইন অথবা অন্য কোনো আইনে কোনো কিছু থাকা সত্ত্বেও, তার বয়স ২১ বৎসর পূর্ণ হবার পূর্বে নহে বরং উহার পর তিনি সাবালক হয়েছেন বলে গণ্য হবে।

উপরোক্ত বিধান সাপেক্ষে বাংলাদেশের বাসিন্দা অন্য যেকোন ব্যাক্তি, তার বয়স ১৮ পূর্ণ হবার পর সাবালক হয়েছে বলে গণ্য হবেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৯২৩ সনের ৯ নম্বর আইনরূপে চিহ্নিত খনি আইনে শিশু অর্থে বলা হয়েছে, শিশু অর্থ যাহার বয়স ১৫ বৎসর পূর্ণ হয় নাই এইরূপ কোনো ব্যক্তি। মজুরদের ক্ষতিপূরণ আইন, ১৯২৩ (১৯২৩ সনের ৬ নম্বর আইন) শিশুর সংজ্ঞা দিয়েছে এরূপে- নাবালেগ, অর্থ ১৫ বৎসরের কম বয়স্ক কোনো ব্যাক্তি।

দেশীয় করণ আইন ১৯২৬, (৭ নম্বর আইন)-এ ২(গ) ধারায় বালা হয়েছে যে, নাবলক বলতে ১৮৭৫ সনের সাবালক আইনে কোনো কিছু থাকা সত্ত্বেও, যার বয়স ২১ বৎসর পূর্ণ হয় নাই এইরূপ ব্যাক্তিকে বুঝাবে।

শিশু বিবাহ নিরোধ আইনে (১৯২৯ সালের ২৯ নম্বর আইন) ২(ক) ধারায় নিম্ন বর্ণিত বিধান বর্তমানঃ

শিশু বলতে ঐ ব্যাক্তিকে বুঝায় যার বয়স পুরুষ হলে ২১ বৎসরের নিচে এবং নারী হলে ১৮ বৎসরের নিচে।

শিশু (শ্রম বন্ধক) আইন, ১৯৩৩ (২নং আইন) ২ ধারা মতে, শিশু অর্থ ১৫ বৎসরের কম বয়স্ক কোনো ব্যাক্তি; শিশুদের নিয়োগ আইন ১৯৩৮ (১৯৩৮ সনের ২৬ নং আইন) ৩ (১) ধারায় বলা হয়েছে যে, শিশুর বয়স ১৫ বৎসর পূর্ণ হয়নি, তাকে (ক) রেলপথে যাত্রী, পণ্য বা ডাক পরিবহণের সহিত সম্পর্কযুক্ত, অথবা

(খ) কোনো বন্দরের সীমানার মধ্যে পণ্য চালনাকার্য সংক্রান্ত কোনো পেশায় নিয়োজিত করা বা করতে অনুমতি দেওয়া যাবে না।

অত্র আইন দ্বারা ১৫ বৎসর পর্যন্ত বয়স শিশুর জন্য সময়সীমার ইংগিত করা হয়েছে।

মোটরযান আইন ১৯৩৯ এর ৪ ধারায় মোটরযান চালানোর ক্ষেত্রে বয়সসীমা।

(১) ১৮ বৎসরের কম বয়স্ক কোনো ব্যক্তি কোনো প্রকাশ্য স্থানে মোটরযান চালনা করবেনা।

(২) এই আইনের ১৪ ধারার বিধানাবলী সাপেক্ষে ২০ বৎসরের কম বয়স্ক কোনো ব্যক্তি কোনো প্রকাশ্য স্থানে পরিবহনযান চালনা করবেনা। সুতরাং মোটর গাড়ী চালনা বা তার জন্য লাইসেন্স গ্রহণের ক্ষেত্রে বয়সের নিম্নসীমা ১৮ বৎসর অত্র আইনে নির্ধারিত হয়েছে।

১৯৪৩ সনের ভবঘুরে আইন (যা ১৯৪৩ সনের ৭ নম্বর বেঙ্গল আইন নামে পরিচিত), এ ২ (৩) ধারায় বলা হয়েছে শিশু অর্থ ১৪ বৎসরের কম বয়স্ক কোন ব্যক্তি।

১৯৪৪ সনের ৩নং আইন অর্থাৎ এতিমখানা এবং বিধবা সদন আইন, ১৯৪৪-এর ২(৩) ধারায় আছে, এতিম বলতে ১৮ বৎসরের কম বয়স্ক বালক বালিকাকে বুঝাবে। তিনি পিতৃহীন অথবা তার পিতা-মাতা বা অভিভাবক কর্তৃক পরিত্যাক্ত হয়েছেন। এই আইনে ১৮ বছরের কম কোন ব্যক্তি যার পিতা-মাতা বা অভিভাবক কর্তৃক পরিত্যাক্ত তাকে এতিম হিসাবে গণ্য করছে। অন্যত্র এতিম এর পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, পিতৃহীত এবং যে এখনও সাবালত্ব প্রাপ্ত হয়নি সেই এতিম অর্থ্যাৎ এতিমরা শিশু এবং যাদের বয়স্ক১৮ বছরের কম।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬১ সনের সর্বনিম্ন মজুরী অধ্যাদেশ (৩৯ নম্বর আইন) আইনে প্রাপ্ত বয়স্ক বলতে ১৮ বছর যার পূর্ণ হয়েছে তাকে বুঝায়, এর কম বয়সের সকলেই তরুণ। সুতরাং এর দ্বারা ১৮ বছরের নিচে সকলকে শিশু রূপে গণ্য করছে।

১৯৬৫ সনের দোকান ও প্রতিষ্ঠান আইনের ২(খ) ধারা শিশুর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছে, শিশু বলতে যে ব্যক্তির বয়স ১২ বৎসর পূর্ণ হয়নি তাকে বুঝাবে।

১৯৬৫ সনের কারখানা আইন (১৯৬৫ সনের ৪ নম্বর ইপি আইন) এর ২ ধারায় শিশুর সংজ্ঞা দিয়েছে নিম্নরূপ-

এই আইনে বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছুনা থাকলে-

(ক) 'কিশোর' বলতে যে ব্যক্তির বয়স ১৬ বছর পূর্ণ হয়েছে, কিন্তু ১৮ বছর পূর্ণ হয়নি তাকে বুঝাবে।

(খ) 'প্রাপ্ত বয়স্ক' বলতে যে ব্যক্তির বয়স ১৮ বৎসর পূর্ণ হয়েছে তাকে বুঝাবে।

(গ) 'শিশু' বলতে যে ব্যক্তির বয়স ১৬ বৎসর পূর্ণ হয়নি তাকে বুঝাবে।

(ঘ) 'তরুন ব্যক্তি' বলতে যে ব্যক্তি শিশু অথবা কিশোর তাকে বুঝাবে।

অত্র আইনটি বাংলাদেশে যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে দেখা হচ্ছে। অত্র আইনে ১৪ বছরের কম বয়স্ক কোনো শিশুকে কারখানার কাজে নিয়োগ করা যায় না। ১৬ বছর পর্যন্ত অত্র আইন মোতাবেক কোন ব্যক্তিকে শিশু হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।

১৯৭৪ সনের ৩৯ নম্বর শিশু আইন যাহা ১৯৭৪ সনের শিশু আইন নামে পরিচিত। এই আইনে ২ (চ) ধারায় শিশুর সংজ্ঞায় বলেছে-

শিশু অর্থ ১৬ বৎসরের কম বয়স্ক কোন ব্যক্তি এবং প্রত্যয়িত ইনষ্টিটিউটে বা অনুমোদিত আবাসে প্রেরিত অথবা আদালত কর্তৃক কোনো আত্মীয় বা অন্য উপযুক্ত ব্যক্তির হেফাজতে সোপর্দকৃত শিশুর ক্ষেত্রে সেই শিশু যিনি তার আটক জেলের পূর্ণ সময়কাল আটক থাকেন, উক্ত সময়ে তাহার বয়স ১৬ বৎসর পূর্ণ হলেও এই আইনটি স্বাধীন বাংলাদেশের শিশুদের জন্য প্রথম বিধিবদ্ধ কার্যকরী আইন। এই আইনের ভিত্তিতেই পরবর্তীতে পাসকৃত সকল আইন প্রণীত হয়েছে এবং বয়সের নিম্নসীমা অত্র আইনের বিধান অপরিবর্তীত রয়েছে। প্রাচীন হিন্দু আইনে একজনের ভাল মন্দ বুঝবার বয়স হলেই তাকে সাবালক বলে গণ্য করা হত। এই নিয়মে দায়ভাগ মতে একজনের বযস ১৫ হলে আর মিতাক্ষরা মতে ১৬ হলে সাবালক হয়।

বাংলাদেশে সর্বশেষ প্রণীত আইন নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন, ২০০০ যা ২০০০ সনের ৮নং আইন অত্র আইনে শিশুকে নিম্নরূপে নির্ধারন করছে-

ধারা ২(চ) ঃ- 'নবজাতক শিশু' অর্থ অনুর্ধ চল্লিশ দিন বয়সের কোন শিশু,

ধারা ২(ট) 'শিশু' অর্থ অনধিক চৌদ্দ বৎসর বয়সের কোন ব্যক্তি।

সুতরাং অত্র আইনে শিশু চৌদ্দ বৎসরে নির্ধারণ করছে।

Dhaka University Institutional Repository

সর্বপরি জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ-এ পরিচ্ছেদ ১ ও ধারা ১-এ বর্ণিত শিশুর যে সংজ্ঞা প্রদান করছে, তাহল-

এই সনদে শিশু বলতে বোঝাবে ১৮ বছরের কম বয়সী প্রতিটি মানব সন্তান, যদি না শিশুদের জন্যে প্রযোজ্য আইনের আওতায় আরো কম বয়সে সাবালকত্ব নির্ধারিত হয়ে থাকে।

জাতিসংঘ কর্তৃক শিশু অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক সনদে শিশুর বয়সসীমা ১৮ বৎসর নির্ধারন করলেও একই সাথে উল্লেখ করছে যে, যদি না শিশুদের জন্যে প্রযোজ্য আইনের আওতায় আরো কম বয়সে সাবালকত্ব নির্ধারিত থাকে।

তাছাড়া ১৯৭৯ সালকে জাতিসংঘ বিশ্ব শিশু বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করেছিলো। ঐ পুরো বছর ধরে জাতিসংঘ এবং বিভিন্ন জাতীয় অনুষ্ঠানাদি ও তৎপরতায় মানুষের জন্ম লগ্ন থেকে ১৫ জন্মবার্ষিকী বা জন্মের পর ১৪ বৎসর পর্যন্ত সময়কেই 'শিশুকাল' হিসেবে চিহ্নিত করে যাবতীয় কর্মকান্ড সংগঠিত হয়েছে।[৩]

বিভিন্ন আইনে শিশুর সংজ্ঞাও বয়স নিয়ে বিভিন্নরূপ আলোচনা করলেও বাংলাদেশে ১৯৭৪ সনের শিশু আইনে ১৬ বৎসর। তাছাড়া নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন ১৯৯৫-এ শিশুর বয়স ১৯৭৪ সনের শিশু আইনে নির্ধারিত বয়সসীমা অপরিবর্তন রেখেছে। ১৯৬৫ সালের কারখানা আইন, যা বাংলাদেশের শ্রমিকদের ক্ষেত্রে সর্বত্র পালনীয়। উক্ত আইনেও শিশুর বয়স ১৬ বৎসর নির্ধারণ হয়েছে। কিন্তু ১৯৯৪ সনের জাতীয় শিশুনীতি এবং নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন, ২০০০ (যা বাংলাদেশের নারী ও শিশু বিষয়ক সর্বশেষ ও সম্প্রতি পাসকৃত আইন) উহাতে শিশুর বয়স ১৪ বৎসর নির্ধারণ করায়, আইনের প্রতি সম্পর্ক রেখে অত্র গবেষণায় শিশুর বয়স ১৬ বৎসর পর্যন্ত সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে সমীক্ষা ও গবেষণার সকল ক্ষেত্রেই এই বয়স ১৪ বৎসর পর্যন্ত অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।

মায়ের গর্ভধারণ থেকেই শিশুর পরিচর্যা বা যত্নের প্রয়োজন হয়। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর পাঁচটি বছর মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্বপূর্ণ, এই সময় প্রতি শিশুর শারীরিক পরিবর্তন, মনঃস্তাত্বিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও মানষিক পরিবর্তন হয় জীবনের অন্য সময়ের চেয়ে অনেক বেশি। পাঁচ থেকে আট বছরের শিশুদের বুদ্ধি খুব একটা দৃষ্টিগ্রাহ্য নয়। এই সময়টিকে সামাজিক বছর হিসেবেও আখ্যায়িত করা যায়। কারণ এই সময়টিতে শিশুরা পারিবারিক গন্ডি ছেড়ে স্কুল সহপাঠী ও খেলার সঙ্গীদের মধ্যে যাতায়াত শুরু করে। আট থেকে ১২ বছর বয়সটি ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে বড় রকমের শারীরিক পরিবর্তনের সময়। এই কৈশরকালীন সময়ে ছেলে এবং মেয়েতে বড় রকমের বৈশাদৃশ্য ও ব্যবধান লক্ষ্য করা যায়। কোন কোন মেয়ের বেলায় ১২ বছর বয়সের মধ্যেই কৈশরের যাবতীয় লক্ষণ পরিস্ফুট হয়ে যায়। আর অনেক ছেলের বেলায় ১৪ বা ১৫

৩। তোফাজ্জল হোসেন- শিশুঃ বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে, প্রথম অধ্যায়, ১৯৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

বছর বয়সেও প্রাক কৈশোর বয়সী বলে মনে হয়। কিশোর বয়স ১২ বা ১৪ই হোক এই বয়সে প্রবেশের অর্থই শৈশব কালকে পেরিয়ে আসা, তবে প্রাপ্ত বয়স্কের পর্যায়ে পৌছা নয়। এই বয়সে ছেলে মেয়েরা নতুন এক আত্মসত্তা ও আত্মগরিমা বোধে অনুপ্রাণিত হয়, বহু সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক সমঝোতা তাদের জন্যে অবশ্যাম্ভাবী হয়ে পড়ে। কিশোর মানসের এই অস্বচ্ছতা সঠিক ভাবে ও উপযোগি কর্মপন্থা গ্রহণে ব্যর্থ হয় বলেই এই উদ্যম তারুণ্য অনেক সময় ধবংসাত্মক রূপ লাভ করে।

বর্তমান বিশ্বের ৬ শত কোটি জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশই হচ্ছে ১৫ বছরের কম বয়সী ছেলে-মেয়ে, তাদের ৮০% শতাংশের মতো বাস করে বিশ্বের স্বল্পোন্নত অঞ্চলগুলোতে। কোন কোন দেশে এদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার অর্ধেক। সমৃদ্ধ বিশ্বে এই সংখ্যা হচ্ছে এক চতুর্থাংশের মত।[৪]

বাংলাদেশ বিশ্বের স্থলভাগের ৩০০০ ভাগের ১ ভাগ। ১৯৮৭ সালের বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিল ১০ কোটি ৫০ লক্ষ, ঐ সালের মধ্যে সমগ্র বিশ্বের জনসংখ্যা ৫০৩ কোটির মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। এ প্রেক্ষাপটে লক্ষ্য করা যায় বিশ্বের মোট জনসংখ্যার শতকরা ২.৮ ভাগের বাস বাংলাদেশে।[৫] বাংলাদেশে বর্তমানে জনসংখ্যার পরিমাণ প্রায় ১৩ কোটি এখানে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ২.২ শতাংশ। এর মধ্যে প্রায় অর্ধেকই শিশু। যার প্রায় ৮২ শতাংশ পল্লী অঞ্চলে বাস করে, আর ১ কোটির মতো শহরে বাস করে। ঢাকা মহানগরে বসবাসরত শিশুদের মধ্যে অধিকার বঞ্চিত নির্দিষ্ট শ্রেণীর শিশুদের নিয়েই এই গবেষণা।

৪। তোফাজ্জল হোসেন- শিশুঃ বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে, ১৯৮৯। পৃষ্ঠা-১৮।

৫। তোফাজ্জল হোসেন-শিশুঃ বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে, তৃতীয় অধ্যায়, বাংলাদেশ পেক্ষাপট,১৯৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশ সংবিধান ও শিশু অধিকার

শিশু অধিকার

আদিম যুগে মানুষের ভিতর আধুনিক শৃংখলার ব্যবস্থাপনা ছিল না। ক্ষমতা ও বুদ্ধি দিয়ে এক শ্রেণীর মানুষ কোনঠাসা করছে অপেক্ষাকৃত কম বুদ্ধিমান ও দূর্বল মানুষদেরকে। এদের মধ্যে সভ্যতার জয়যাত্রা অত্যন্ত শ্লথ গতীতে আরম্ভ হয়। তারপর যুগ যুগ সময় পেরিয়ে আসার পরে মানুষের ভিতর আস্তে আস্তে এক একটি আচার বা অনুষ্ঠানের জন্ম হলো। হয়তোবা কোন একজনের শুরু করা আচার, অন্যদের নিজেদের অজান্তেই ভাললেগে যায়, সেই ভাল লাগা আচার বা অনুষ্ঠান অন্যরা অনুসরণ করতে থাকে। সেগুলিই ধীর-মন্থর গতীতে সুনির্দিষ্ট ভাবে প্রথা বা রীতি বা আচারে পরিণত হলো এবং যা সকলের সমর্থনপূষ্ট হওয়া বিশ্বসভ্যতার ভিত্তি হিসেবে সদাচারে পরিণত হলো, তাই নৈতিকতার বুনিয়াদি মানবধিকার আইনে মর্যাদা পেতে চললো।

মানুষ বিবেকসম্পন্ন প্রাণী। তাদের ক্ষেত্রে বিবেকের প্রশ্ন এসেছে, সমাজের জন্ম হয়েছে। নিজেদের প্রয়োজনের তাগিদে নিজেদের গঠিত পরিবার বা গোষ্ঠিভুক্ত সদস্যদের নিজেদের জীবন নির্বাহের প্রয়োজনে তারা নির্দিষ্ট নিয়ম কানুন মেনে চলতে শুরু করলো। এক পর্যায়ে নিয়মকানুনের প্রসার হতে থাকলো। সর্বজনগ্রাহ্য এই সব নিয়মকানুন থেকে নানা সময় বিকশিত হলো নানা সভ্যতা। সভ্যতার ধারাবাহিকতায় নিয়মকানুন সমূহ লাভ করতে থাকলো আনুষ্ঠানিকতায়, মানুষের পারস্পরিক মূল্যায়ন ও তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পেল।

বিশ্বসভ্যতা যখন অত্যন্ত উন্নত স্তরে পৌছে তখনই সাম্প্রতিক ইতিহাসে উনিশ শতকে সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপর দু'টি চরমতম আঘাত হানে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকাময় আঘাত থেকে পৃথিবী রক্ষা পাওয়ার পর নিজেদের মধ্যে শান্তির প্রত্যাশায় বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনায়কগণ একমত হয়ে সুইজারল্যান্ডের জেনেভা শহরে ১৯২০ সনের ১০ই জানুয়ারীতে 'লীগ অব নেশনস' স্থাপন করেণ কিন্ত উক্ত বিশ্বশান্তির দাবি ভুলুন্ঠিত হয়ে ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরে বিশ্বব্যাপী শুরু হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুক্ত। যা ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত চলে। যুদ্ধ চলাকালীন মিত্রশক্তির সদস্য দেশগুলির সরকার ১৯৪২ সালের ১লা জানুয়ারী জাতিসংঘ ঘোষণায় এই মর্মে প্রত্যয় ঘোষণা করে যে, জীবন, মুক্তি, স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, মানবাধিকার ও ন্যায় বিচার রক্ষার জন্য যুদ্ধে মিত্রশক্তির বিজয় অপরিহার্য।[১]

১। জেমস ডব্লিউ নিকেল, আফতাব হোসেন (অনুবাদ) মানবাধিকারের তাৎপর্য, ১ম অধ্যায়, বাংলা একাডেমী-১৯৯৬। বা দ্যে হেগঃ মার্ভিনাস নাইহফ, ১৯৮১, বালাম ১-এ।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ হত্যাকান্ড, অপরিমেয় ধবংসলীলা ও যুদ্ধ নিবারণ, আন্তর্জাতিক সংকটের উত্তেজনা প্রশমনের জন্য যে আন্তর্জাতিক ফোরাম গঠিত হয়েছিল[২] তাই ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর বিশ্বশান্তিকর্মী ৫০টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে জাতিসংঘ স্থাপিত হয়। মূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দ্বন্দ্ব-সংঘাত-ধবংস-বিভীষিকার মধ্যদিয়ে মানবাধিকারের আজকের ধারনা উদ্ভব হয়।

১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর প্যারিসে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সার্বজনীন অধিবেশনে মানবাধিকার কমিশন প্রণীত আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বিল হিসেবে সর্ব জনিন মানবাধিকার ঘোষণা গৃহীত হয়। এই ঘোষণার প্রথম ২১টি অনুচ্ছেদে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারগুলির মধ্যে রয়েছে, সমান রক্ষাব্যবস্থার অধিকার, আইনগত কর্মব্যবস্থার যথাপ্রক্রিয়া, ব্যাক্তিগত একাত্বতা ও ব্যক্তিগত বিবেকের সংহতিরক্ষার ও রাজনীতিতে অংশীদার হওয়ার অধিকার। ২২ থেকে ২৭ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত সামাজিক নিরাপত্তা, একটা পর্যাপ্ত জীবনমান ও শিক্ষার মতো আর্থসামাজিক সুবিধা সংক্রান্ত কিছু অধিকারের কথা ঘোষণা করা হয়েছে।[৩] এই ঘোষণার মৌল আকাঙ্খা মানবকল্যাণ। একে বলা চলে মানব জীবনদর্শন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে প্রায় একশ'টি দেশ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের ভিত্তিতে সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করে। এগুলোর প্রায় সবদেশেই যে শাসনতন্ত্র রচিত হয় তাতে মানবাধিকার ঘোষণায় বর্ণিত অধিকারসমূহ স্থান পেয়েছে, একে মানবাধিকার ঘোষণার বড় ধরনের স্বার্থকতা বলে অভিহিত করা যায়। এই ঘোষণা মানুষকে তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন করছে। তাদের মনে এনে দিয়েছে জন্মগত অধিকার সম্বন্ধে দৃঢ় প্রত্যয়।[৪]

অধিকার প্রশ্নে কিছুটা পিছনে তাকালে দেখা যায় ইউরোপীয় পূর্ণজাগরণ তথা রেঁনেসার যুগ থেকেই মানবাধিকারের ধারনাটি মানব মনে দানা বাঁধতে থাকে। ১২১৫ সালের ম্যাগনাকার্টা, ১৬২৮ সালের পিটিশন অব রাইট ইত্যাদি মানুষের অধিকারকে আইনগত স্বীকৃতি প্রদান করে। এসব দলিলের মূল কথা হলো মানুষ এমন কতগুলো অধিকার নিয়ে জন্মায় যেগুলো অবিচ্ছেদ্য এবং যেগুলো কখনো পরিত্যাজ্য নয়।

সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার ফলে কেবল বহুদেশের সংবিধানে সন্নিবেশিত অধিকার বিলই নয় বরং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এর সুবাদে বেশ কয়েকটি মানবাধিকার চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। এর মধ্যে সর্বপ্রথম ও তাৎপর্যপূর্ণ চুক্তি হলো ইউরোপীয় মানরাধিকার কনভেনশন। এই কনভেনশন ইউরোপীয় পরিষদের আওতায় ১৯৫০ সালে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অত্র কনভেনশনটিকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মানবাধিকার বাস্তবায়নে এযাবতকালের

২। জেমস ডব্লিউ নিকেল, আফতাব হোসেন (অনুবাদ), মানবাধিকারের তাৎপর্য, মানবাধিকারের সমকালীন ধারনা অধ্যায়। বাংলা একাডেমী-১৯৯৬।

৩। জেমস ডব্লিউ নিকেল, আফতাব হোসেন (অনুবাদ), মানবাধিকারের তাৎপর্য, মানবাধিকারের সমকালীন ধারনা অধ্যায়। বাংলা একাডেমী-১৯৯৬।

৪। আবু সাঈদ চৌধুরী, মানবাধিকার, সভ্যতার অনন্য দান অধ্যায়। বাংলা একাডেমী-১৯৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

সবচেয়ে সফল ব্যবস্থা হিসাবে অভিহিত করা যায়। এছাড়াও এই ঘোষণার উপর ভিত্তি করে পরবর্তীকালে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সনদ (১৯৬৬), নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সনদ (১৯৬৬), নারীর প্রতি বৈষম্য নিরসন সনদসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানবিক অধিকার সংরক্ষণের জন্যে ২৮টি মূল ও অনুসঙ্গ সনদ প্রতিষ্ঠিত হয়।[৫] ১৯৯৩ সালের জুন মাসে অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত হয় মানবাধিকার সংক্রান্ত বিশ্বসম্মেলন, ইতিপূর্বে ষাটের দশকে ইরানের রাজধানী তেহরানে এ জাতীয় একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

বর্তমান বিশ্বে মানবাধিকার একটি নন্দিত বিষয়। বর্তমানে মানবাধিকার বিষয়টি এতোই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে যে, যারা এই অধিকার লংঘন করছেন, যারা মানুষের স্বাধীনতা হরণ করছেন তারা প্রকাশ্যে তাহা স্বীকার করছেন না বরং তাদের অসৎ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য মানবাধিকারের বক্তব্যকে ভুল বা বিকৃতরূপে ব্যাখ্যা করছে। বস্তুত অধিকার ও স্বাধীনতা হরণকারীরাও তাদের কাজটিকে যথার্থ যুক্তিসঙ্গত কাজ বলে মনে করেনা।[৬]

অধিকার বা মানবাধিকার এর আওতায় নারী-পুরুষ, শিশু, ধনী-গরীব সহ সকল শ্রেণীর মানুষ অর্ন্তভুক্ত। তথাপিও কোন কোন শ্রেণীকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করার জন্য আলাদাভাবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি রয়েছে। যেমন শিশুর জন্য বিশেষ যত্নের প্রয়োজন এবং 'মানাবজাতির সর্বোত্তম যা কিছু দেয়ার আছে, শিশুরাই তা পাওয়ার যোগ্য।' যা আন্তর্জাতিকভাবে ১৯২৪ সালে শিশু অধিকার সংক্রান্ত জেনেভা কনভেনশনে ঘোষিত হয়। আজ শিশুদের জন্য মানবাধিকারের ব্যবস্থাসম্বলিত মোট ৮০টিরও বেশি আন্তর্জাতিক আইন, চুক্তি ও ঘোষণা বলবৎ রয়েছে।[৭] ১৯৪৪ সালে জাতিপূঞ্জের "শিশু অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণা" গ্রহণের মাধ্যমে শিশুদের অধিকার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির অন্যতম। ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ যে বিশ্ব মানবাধিকার সনদ ঘোষণা করে, তার আওতায় শিশুদের অধিকার সন্নিবেশিত করা হয়।

১৯৫২ সালে প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শিশু কল্যাণ ইউনিয়নের মাধ্যমে বিশ্ববাসীর মধ্যে শিশুদের প্রতি দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধির কার্যক্রম শুরু করা হয়। পরের বছর ১৯৫৩ সালে অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার ৪০টি দেশ প্রথম বিশ্ব শিশু দিবস উৎযাপন করল।[৮] ১৯৫৯ সালে ২০শে নভেম্বর সাধারণ পরিষদে গৃহীত শিশু অধিকার ঘোষণায় শিশুদের প্রতি বিশেষ যত্নের কথা বর্ণিত হয়েছে। উক্ত ঘোষণায় শিশুদের ১০টি অধিকারকে মুখ্য হিসেবে ঘোষিত হয়েছে।[৯]

৫। সালমা খান- সর্বজনীন মানবাধিকার ও তৃতীয় বিশ্ব, দৈনিক প্রথম আলো, ৪ঠা নভেম্বর ১৯৯৮ইং।

৬। গাজী শামসুর রহমান- মানবাধিকার ভাষ্য, উপক্রমনিকা পর্ব-বাংলা একাডেমী-১৯৯৪।

৭। তোফাজ্জল হোসেন-"শিশু বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট" শিশু অধিকার বিষয়ক কনভেনশন, অনিন্দ্য প্রকাশন, ঢাকা-১৯৮৯।

৮। গোলাম কিবরিয়া- শিশু অধিকার বাংলাদেশে, শিশু অধিকার প্রসংগ অধ্যায়, কেন্দ্রীয় খেলাঘর আসর, ১৯৯২।

৯। গোলাম কিবরিয়া- শিশু অধিকার বাংলাদেশে, শিশু অধিকার প্রসংগ অধ্যায়, কেন্দ্রীয় খেলাঘর আসর, ১৯৯২।

Dhaka University Institutional Repository

তৎপর জাতিসংঘে ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বরে সাধারণ অধিবেশনে একটি সিদ্ধান্ত নেয়া হয় এই মর্মে যে, যুদ্ধাবস্থায় বা কোন দুর্যোগে শিশু এবং মেয়েদের রক্ষার জন্য বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। ৬টি কর্মসূচীকে সামনে রেখে ১৯৭৯ সালে ঘোষিত হলো শিশু দশক।[১০] জাতিসংঘের ১৯৮৫ সালের নভেম্বরে সাধারণ অধিবেশনে যে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় তাতে অপ্রাপ্ত বয়স্কদের বিচারের ক্ষেত্রে জাতিসংঘের নির্ধারিত ন্যূনতম নিয়ম মানতে হবে। জাতীয় বা আন্তর্জাতিকভাবে কোন শিশুর প্রতিপালনের দায়িত্ব কাউকে দেয়ার ক্ষেত্রে পালনীয় সামাজিক ও আইনগত নীতি ঘোষিত হয়েছে ১৯৮৬ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত সাধারণ অধিবেশনে। পরবর্তীকালে শিশুদের চাহিদা ও অধিকার আরো স্পষ্টতর প্রতিফলন ঘটারার জন্য জাতিসংঘ ১৯৮৯ সালে ২০শে নভেম্বর "শিশু অধিকার সনদ" ঘোষণা করে। যার মাধ্যমেই শিশু বিষয়ক আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতিরূপে কোন আন্তর্জাতিক নীতি সরকার ও মানুষ অনুসরণ করার জন্য পেল।

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ধাপে ধাপে শিশু অধিকার সম্পর্কে যে সচেতনতা ও নীতিমালা সৃষ্টি হয়েছে তার পূর্ণতর অভিব্যক্তি এবং একটি আইনগত কাঠামো দেখতে পাই ১৯৯০ সালে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের শীর্ষ সম্মেলনে। এই সম্মেলনে শিশুর অধিকার সম্পর্কে যে অধিকারসমূহ বিভিন্ন ধারা ও উপধারায় বর্ণিত হয়েছে তা প্রধান চারটি ভাগে ভাগ করতে পারি; শিশুর জীবন সংরক্ষণ, শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ, শিশুর দৈহিক, মানসিক ও সামাজিক নিরাপত্তা এবং আনন্দময়, সৃজনশীল ও সাংস্কৃতিক ক্রিয়া ও কর্মে শিশুর স্বাধীন অংশ গ্রহণ।[১১]

বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর শিশু অধিকারের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে বাংলাদেশ সংবিধানে শিশু অধিকার বিষয়ক ধারা সন্নিবেশিত হয় এবং শিশুদের অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়ে দেশের সর্ব প্রথম "শিশু আইন ১৯৭৪" প্রণয়ন করে। এর পূর্বে ও পরে বিভিন্ন সময় দেশে শিশু অধিকার রক্ষার জন্য আইন প্রণিত হয়। যা মানবাধিকার বা শিশুদের অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করছে। বিশ্বে মানবাধিকার রক্ষার জন্য জাতিসংঘ কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে ১৯৪৮ সন থেকে প্রতি বৎসর ১০ই ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস ও প্রতি বৎসর অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার আন্তর্জাতিক শিশু দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে।

মানুষ যে সর্বশ্রেষ্ট জীব তাতে কারো দ্বিমত নেই। কাজেই মানুষের পক্ষেই স্বাভাবিক এবং উচিৎ তার স্বভাব ও প্রকৃতিগত অধিকার নিয়ে পৃথিবীতে জীবন ধারণ করা, এই অধিকারই হলো মানবাধিকার। কিন্তু সভ্যতার এই অগ্রগতির পরেও বিশ্বে সর্বত্র অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষকে প্রতিনিয়তই সংগ্রাম করতে হচ্ছে. বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে মানুষকে দমন-পীড়নের মতো বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতার সংবাদ শুনতে হচ্ছে প্রতিনিয়ত।

১০। গোলাম কিবরিয়া- শিশু অধিকার বাংলাদেশে, শিশু অধিকার প্রসংগ অধ্যায়, কেন্দ্রীয় খেলাঘর আসর, ১৯৯২।

১১। আলী আজগর- সম্পাদনায় আবদুল আজিজ, "শিশু অধিকার বাংলাদেশ" শিশুকে দিতে হবে অধিকার, কেন্দ্রীয় খেলাঘর আসর।

Dhaka University Institutional Repository

বাস্তবে অধিকারের বিষয়টি আজও অনেকের কাছে নতুন। সভ্যতা যতো বেশি এগিয়ে চলছে মানুষ তার অধিকার সম্পর্কে ততো বেশি সচেতন হচ্ছে, আর সচেতন না হয়েও উপায় নেই। কেননা বঞ্চনা, নিপীড়ন, নিগ্রহের মাত্রা এতো বৃদ্ধি পাচ্ছে যে, মানুষকে সচেতন হতেই হচ্ছে। অনেকের নিশ্চয়ই ধারণা আছে যে এক দশক আগেও "মানবাধিকার" শব্দটি অনেকের কাছেই তেমন গুরুত্ববহ কিংবা অর্থপূর্ণ মনে হতো না। কিন্তু আজ কথায় কথায় শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, স্বল্পশিক্ষিত সকলেই মানবাধিকার বিষয়টি উপলব্ধি করতে শিখছে।

স্বেচ্ছায় হয়ে উঠছে অধিকার সম্পর্কে সচেতন। এ কারনেই আজ একজন সাধারণ মানুষও বলে ওঠে মানবাধিকার লংঘন করা হয়েছে বা হচ্ছে। বর্তমান পৃথিবী উন্নত শিক্ষা, চিকিৎসা ও প্রযুক্তিগত চরম উৎকর্ষের মাধ্যমে মাত্র পঞ্চাশ বছরে মানবিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ঘটিয়েছে এক অকল্পনীয় বিপ্লব। কিন্তু এর পাশাপাশি এখনও সভ্যতার যুগে বিশ্বের অধিকাংশ জনগণের জন্য সর্বজনীন মানবাধিকার আশা ও আঙ্খাকার ভুবন অতিক্রম করে বাস্তবতার জগতে প্রবেশ করতে পারেনি বা অনেকেই অধিকারের স্বাদ লাভ করতে পারেনি, বর্তমান বিশ্বে মানবাধিকার বঞ্চিত এ রকম লোকের সংখ্যা প্রায় একশ'কোটিরও উপরে, যার অধিকাংশই এশিয়া, আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার অধিবাসী।

মানবাধিকার বা শিশু অধিকার এর আন্তর্জাতিক স্বীকৃত সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভের জন্য প্রথমেই জানা প্রয়োজন মানবাধিকার তথা শিশু অধিকার কী? মানবাধিকার হচ্ছে মানুষের অধিকার অর্থাৎ মানুষ হিসেবে তার প্রাপ্য অধিকারই মানবাধিকার। জন্মের সময় মানুষ প্রকৃতি থেকে যে সকল অধিকার নিয়ে জন্মায় সেগুলোই মানবাধিকা। মানুষকে মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকতে হলে এবং মানুষের সম্ভাবনাকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হতে দেয়ার জন্য যেসব অধিকার তার থাকা আবশ্যক, সেসব অধিকারের নাম মানবাধিকার। ইচ্ছা করলেই সেটা ভঙ্গ করার অধিকার অন্যের নেই।

মানবাধিকার হচ্ছে প্রথমত, যা সকল মানুষের সমানভাবে নিশ্চিত প্রাপ্য সেই অধিকার। দ্বিতীয়ত, যা কোন ব্যাক্তি, গোষ্ঠি, শ্রেণী বা দেশের ক্ষেত্রে কোনরূপ ভিন্নতর হয় না। তৃতীয়ত, এ অধিকার সকল মানুষের সমানভাবে প্রাপ্য, কারো কম বা কারো বেশী নয়। চতুর্থত, মানবাধিকার কোন বিশেষ মর্যাদা বা সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল নয়। পঞ্চমত, ইহা এমন অধিকার যা আদায়যোগ্য; ষষ্ঠত, মানবাধিকার সমগ্র বিশ্বের সর্বস্থানে সর্বকালের সকল মানুষের প্রাপ্য। সপ্তমত, এ অধিকার কেউ কাউকে দেয়না এবং এর প্রাপ্তি কারো কৃপার উপার নির্ভরশীল নয়।[১২]

১২। গাজী শামসুর রহমান- মানবাধিকার ভাষ্য, উপক্রমনিকা, বাংলা একাডেমী-১৯৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

মানবাধিকার বলতে সেই অধিকারকেই বোঝায়, যা নিয়ে মানুষ জন্মায় এবং যা তাকে বিশিষ্টতা দেয়। মূলত যেসকল আইনগত অধিকারের মালিক মানুষ, সেগুলোই মানবাধিকার। সর্বপরি মানবাধিকার হচ্ছে এমন কতগুলো অধিকার যেগুলো সকল স্থানের সকল সময়ের সকল মানুষের। এ জন্যেই এই অধিকার গুলোকে বলা হয় সর্বজনীন মানবাধিকার। এসব মৌলিক অধিকারগুলো রক্ষার প্রতিশ্রুতি রয়েছে জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদে। এই অধিকারসমূহের আলোকে শিশুদের জন্য অপরিহায্য ও অবিচ্ছেদ্য অধিকারগুলোই শিশু অধিকার।

শিশু অধিকার কী? কেন এসব অধিকার শিশুকে দিতে হবে? কেমন করে পূর্ণ হবে শিশুর অধিকারগুলো? কে গ্রহণ করবে শিশুর অধিকার পূরণের দায়িত্ব? বাবা-মা? সমাজ? দেশ? বা সমগ্র বিশ্ব? এক কথায় উত্তর, সকলে।

শিশুর অধিকার সব শিশুর জন্য খাদ্য, পোশাক, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ চাই পর্যাপ্ত। এ দাবী সহজাত ও অনিবার্য। প্রশ্ন জাগে শিশুর যা কিছু প্রাপ্তি তা কি শুধু বাবা-মার স্নেহের দান? যা কিছু সে সমাজ থেকে লাভ করে তাহা কি সমাজের অনুগ্রহের ফসল? শিশু অসহায় নিঃসম্বল বলে? বস্তুত যা কিছু প্রাপ্য শিশুর তা বাবা-মার, সমাজ বা জাতীর করুণার দান নয়। জাতি, ধর্ম, বর্ণ এবং অভিভাবক বা জাতীর ঐশ্বর্য নির্বিশেষে প্রতিটি শিশুর অধিকার আছে।[১৩]

শিশু অধিকার প্রসঙ্গে বিশ্ব বিখ্যাত চিত্র তারকা অড্রে হেপবার্ন বলেছেন, শিশুদের অধিকার মূলত দু'টি: এক. শিশুদের বাঁচার অধিকার, দুই. শিশুদের বেড়ে উঠার অধিকার। এই দু'টি অধিকারই শিশুদের মৌলিক অধিকার।[১৪] শিশুর প্রধান, প্রাথমিক ও জন্মগত অধিকার অবশ্যই বেচেঁ থাকার অধিকার। অথচ মানব সভ্যতার অভূতপূর্ব অগ্রগতির এই যুগে যে বিষয়টি সব চাইতে লজ্জার, তা স্পষ্ট হয়েছে বিশ্ব পরিসংখ্যানে। এই পরিসংখ্যান অনুযায়ী বিশ্বে প্রতি বছর ৫ বছরের কম বয়েসী প্রায় ১ কোটি ৫০ লক্ষ শিশু মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। এই বিপুল সংখ্যক মৃত্যুর দুই-তৃতীয়াংশ ঘটে ডায়রিয়া, শ্বাসনালীর প্রদাহ, হাম এবং জন্মকালীন ধনুস্টংকারে। আড়াই লক্ষেরও বেশি শিশু প্রতি সপ্তাহে মৃত্যুরবণ করছে, শুধু অপুষ্টির জন্য, যা সহজেই নিরাময় যোগ্য। প্রতিদিন নিউমোনিয়ায় শিশুমৃত্যুর সংখ্যা প্রায় ছয় হাজার, যা অল্প মূল্যের এ্যান্টিবায়েটিক ব্যবহার করেই এ থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। প্রতিদিন হাম, হুপিং কাশি, এবং ধনুস্টংকারে মারা যাচ্ছে প্রায় ৮ হাজার শিশু, স্বল্প মূল্যের টিকা দানে যা প্রতিহত করা সম্ভব। ইউনিসেফ-এর উদ্যোগে শিশু টিকা দান কর্মসূচী অনেকটা সাফল্য লাভ করায় শিশু মৃত্যুর হার বহুগুণ কমে যাওয়ায় বাংলাদেশ দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে। শুধু ডায়রিয়ায় প্রতিদিন প্রায় সাত হাজার শিশু পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছে, অথচ শুধু লবণ মেশানো পানি পান করে এই মৃত্যু ঠেকানো সম্ভব।[১৫]

১৩। আলী আজগর- আব্দুল আজীজ (সম্পাদনা) - "শিশুকে দিতে হবে অধিকার" শিশু অধিকার বাংলাদেশ, কেন্দ্রীয় খেলাঘর আসর, ঢাকা-১৯৯২।

১৪। গোলাম কিবরিয়া- আব্দুল আজীজ (সম্পাদনা) "শিশু অধিকার প্রসংগে" "শিশু অধিকার বাংলাদেশ" কেন্দ্রীয় খেলাঘর আসর, ঢাকা-১৯৯২।

১৫। আলী আসগর- আব্দুল আজীজ (সম্পাদনা) "শিশুকে দিতে হবে অধিকার", শিশু অধিকার বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় খেলাঘর আসর, ঢাকা-১৯৯২।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিটি শিশুর অধিকার, চাহিদার সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। বয়সের বিভিন্নতায় চাহিদা বিভিন্নরূপ বিধায় শিশুটির অধিকার সবসময় একরকম নয়। একটি বাচ্চা শিশুর ও একটি কিশোর বয়সের শিশুর চাহিদা যেহেতু এক নয় সেহেতু তার অধিকারও এক নয়। তাই শিশু অধিকারকে বয়সের সাথে সম্পৃক্ত রেখে শূণ্য-পাঁচ, পাঁচ-বার ও বার-পনের বছরের শিশুদের আলাদা আলাদাভাবে চিন্তা করতে হবে। সামগ্রিকভাবে একটি শিশুর শারীরিক বেড়ে ওঠার সাথে মানসিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষার অধিকারের সম্পর্ক বিদ্যমান।

ইউনিসেফ এক রিপোর্টে বলেছে, যুদ্ধ-বিগ্রহ, প্রাকৃতিক পরিবেশ বিপর্যয়, দারিদ্র, অপুষ্টি এবং মানবাধিকার লংঘনের শিকার হয়ে প্রতি বছর মারা যাচ্ছে ১ কোটি ২০লক্ষ শিশু এবং স্কুলে যাবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে ১৪ কোটি ৩০ লক্ষ শিশু। ইউনিসেফ-এর অন্য একটি রিপোর্টে বলা হয়, যুদ্ধ বিধ্বস্ত জনপদে, অনুন্নত জীবনের শিক্ষায় বিশ্বের লাখ লাখ শিশুর উপেক্ষিত শৈশব কেটেছে আশ্রয়হীন, রাস্তার জীবনে, জন্মের পর থেকে বয়স্ককাল অর্জন পর্যন্ত নানা বঞ্চনার শিকার হচ্ছে মেয়ে শিশুরা। বিশ্বের মোট শিশুর এক চতুর্থাংশ বাস দক্ষিণ এশিয়ায়। প্রতিবছর এর সাথে যোগ হচ্ছে নতুন আরও ৩ কোটি ৭০ লাখ শিশু। এদের ৩৫ লাখ প্রতিবছর মারা যায় ৫ বছর বয়সের মধ্যে, অর্ধেকের বেশি শিশু প্রাইমারী শিক্ষা শেষ করতে পারে না, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে। দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ৩ কোটি থেকে ৮ কোটি ৮০ লাখ পর্যন্ত শিশু শ্রমিক আছে বলে ধারনা করা হয়। এদের অনেকে কষ্টকর ও ঝুকিপূর্ণ কাজের সাথে জড়িত।[১৬] অন্য এক রিপোর্টে দেখা যায় যে, শুধু মাত্র গত দশ বছরে প্রায় ১৫ লক্ষ শিশু যুদ্ধে মারা গেছে, চল্লিশ লক্ষ শিশুকে বিকলাঙ্গ বা পঙ্গু করা হয়েছে, অন্তত পঞ্চাশ লক্ষ শিশুকে শরণার্থী করা হয়েছে এবং এক কোটি বিশ লক্ষ শিশু ছিন্নমূল হয়ে পড়ছে।[১৭]

বাংলাদেশ স্বাধীনতার পূর্বকালীন কিংবা স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়কালে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে এবং বর্তমানকালেও মানবাধিকারের বিষয়টি দেশের আপামর জনগণের মধ্যে এবং বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কাজ করছে। গণতন্ত্র, উন্নয়ন এবং মানবাধিকার একই সূত্রে গাঁথা। দেশে মানবাধিকার সংরক্ষিত না হলে গণতন্ত্র হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়ে। মানবাধিকার সংরক্ষিত না হলে দেশে উন্নয়ন, জনগণের আশা-আকাংখার পরিস্ফুটন এবং মর্যাদাপূর্ণভাবে বেঁচে থাকা অসম্ভব হয়ে পরে।

১৬। ফজলুল বারী- দৈনিক জনকণ্ঠ, তারিখঃ ২৬/০৯/১৯৯৬।

১৭। ভাটিকন দিবসে বিশেষ ক্রোড়পত্র- শিশুরা শান্তিপুর্ন ভবিষ্যতের প্রত্যাশায়, দৈনিক জনকণ্ঠ, তারিখঃ- ২২/১০/১৯৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

অবশ্য আমাদের এই বাংলাদেশ বড় অদ্ভুত প্রকৃতির, একদিকে বিশাল বিশাল অট্টালিকা, বিলাসবহুল জীবনযাপন, তার পাশেই অনাথ শিশু অনাহারে-অর্ধাহারে, অশিক্ষা ও অপুষ্টিতে ভোগে, কখনও সমাজের উচ্চশ্রেণী কর্তৃক লাঞ্ছনা, বঞ্চনা, নির্যাতনের শিকার হয়, লঙ্ঘিত হয় মানবাধিকার। তারা রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে এক সময় হারিয়ে যায় সমাজ থেকে। অথচ শিশুর অধিকার সংরক্ষণ ও কল্যাণসাধন পবিত্র সংবিধানিক দায়িত্ব। সংবিধানিক অংগীকারাবদ্ধের পরে দীর্ঘ ত্রিশটি বছর পেরিয়ে গেলো, এই সময় এসে সত্যিই প্রশ্ন জাগে শিশুদের জন্য কতটুকু কী করা হয়েছে। ভবিষ্যতে কী করা হবে- বিবেচনা করা দরকার সেগুলো। শিশুদের জন্য এযাবত কিছুই হয়নি, তা অবশ্য বলা যাবেনা। বিশেষ করে তাদের রোগব্যাধি নির্মূল, শিক্ষা, টিকাদান ইত্যাদি কিছু কিছু ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে বটে। শিশুদের কল্যাণের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং হবে, কিন্তু এসব সত্বেও দেশের শিশুদের সামগ্রিক অবস্থাটি কেমন? এক কথায় বলতে গেলে বড়ই করুন। দেশের শিশুদের বড় একটি অংশেরই লেখাপড়া করার কোন সুযোগই নেই। জন্মের পর যা প্রথম প্রয়োজন পুষ্টিকর খাদ্য। দেশের বিপুল সংখ্যক মা নিজেরাই অপুষ্টির শিকার। অগনিত শিশুর শৈশবকাল কাটে আনন্দহীন-খেলনাহীন অবস্থায়। দেশের শিশুদের নানা অভাব-অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব, শিক্ষার অভাব। আমাদের অগনিত শিশুরা অক্ষরজ্ঞানহীন অবস্থায় বেড়ে উঠছে। উন্নত দেশে যে সময়ে শিশুরা কম্পিউটার প্রযুক্তিতে নিজেদের নিমগ্ন রাখে সেই বয়সে আমাদের দেশের শিশুদের কেউ ইটভাঙ্গে, কেউ পাথর ভাঙ্গে, বহু শিশু পেটের তাড়ায় গোটা সংসারের জন্য উদায়স্ত কাজ করছে কিংবা জীবিকার জন্য কাগজ সহ এটা ওটা কুড়িয়ে বেড়াচ্ছে। এরা টোকাই নামে পরিচিত। এদের নিয়ে কখনও ভাবা হলেও সার্বিক ভাবে তাদের কোন সমাধান হয়নি। দেশে শিশুদের জীবনের মানবিক অধিকারগুলো বাস্তবায়নের নিশ্চয়তা আজও সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি। এই অবহেলিত শিশুরাই সামগ্রিকভাবে এ সমাজের পশ্চাৎপদতার জীবন্ত প্রমাণ। একারণেই হয়ত, সমাজে কোন দুর্ঘট দেখা দিলে অজ্ঞান, অসমর্থ ও অক্ষমরাই প্রথম শিকারে পরিণত হয়। এসব শিশুরা সঠিক বাসস্থান পাচ্ছে না, খাদ্য পাচ্ছে না, চিকিৎসা পাচ্ছে না, বস্ত্র পাচ্ছে না অর্থাৎ সর্ব প্রকার মৌলিক অধিকার থেকে শিশুরা বঞ্চিত হচ্ছে। আমাদের দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকের মতো শিশু, এদের মধ্যে বৃহত্তর অংশই দরিদ্র। দেশটিই যখন দরিদ্র, দেশের মানুষের বিরাট অংশই যখন দরিদ্র তখন এইসব অভাগা অগণিত শিশুর দূর্ভাগ্যের বাস্তবতা যে কত করুণ তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। এই দুর্ভাগা অগণিতের বাস বিভিন্ন গ্রামে, শহরের বস্তীতে, ফুটপাতে, রাস্তার ধারে, ষ্টেশনে এখানে-সেখানে।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক দৈন্য অবস্থার সাথে আমাদের শিশুরা সম্পৃক্ত। দেশের যেসব শিশু মানবেতর জীবন যাপন করছে। তাদেরও সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার পূর্ণ অধিকার আছে। শিশুদের অধিকার সংরক্ষণের মাধ্যমে তাদের সঠিকভাবে গড়ে উঠতে

Dhaka University Institutional Repository

জাতিসংঘ ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এ ব্যাপারে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। বাংলাদেশ এব্যাপারে হাঁটি হাঁটি পা পা অবস্থা। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিশ্ব শিশু অধিকার দিবস পালনের মাধ্যমে শিশুদের ব্যাপারে দায়িত্বসচেতনতা বৃদ্ধি করতে চাইলে তাহা অনেকটা দায়সারা গোছের হয়ে দাঁড়ায়। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভিন্ন শিশু সংগঠনগুলোর প্রচারমূখী বিভিন্ন সমাবেশ-সেমিনার কিংবা বিভিন্নসাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এতেও দূর্ভাগা-অভাগা শিশুদের অবস্থার উন্নয়নের কিংবা সাংস্কৃতিক চেতনা বিকাশের সুযোগ নেই বললেও অত্যুক্তি হবেনা। দেশে শিশুদের জন্য রয়েছে শিশু একাডেমী, এর বিভিন্ন জেলা শাখা রয়েছে কিন্তু এখানে দরিদ্র বা ছিন্নমূল শিশুরা তেমন কোন সুযোগ পাচ্ছে না, নগর ও শহরে শিশু পার্কগুলো যেন অসহায়। অবশ্য সরকার ও বিভিন্ন সংগঠনের বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে ইদানীং বহু শিশু স্কুলে লেখা-পড়া শিখছে। নানা সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অংশ নিচ্ছে। স্বাস্থ্য সুরক্ষার এবং শিশু মৃত্যু হার কমানোর লক্ষ্যে কিছু ফলপ্রসূ পদক্ষেপ রয়েছে। মা ও শিশুদের টিকাদান ক্ষেত্রে অগ্রগতি ৭৫% বলে জানা যায়। Expanded Program on Immunization (EPI) এর আওতায় যক্ষা, ডিপথেরিয়া, টিটেনাস, হাম, পোলিও এবং হুপিংকাশি প্রতিরোধে টিকা দান কর্মসূচী চলছে, পাশাপাশি ভিটামিন 'এ' এর অভাব দূরীকরণ, আয়োডিনজনিত ঘাটতি দূরীকরণে কর্মসূচী চলছে। সরকারী-বেসরকারী উদ্যোগে বিভিন্ন কর্মসূচীর আওতায় বেশ কিছুকাল ধরে শিশুদের অবস্থা পরিবর্তনের জন্য কাজ চলছে। আরও নানাবিধ কর্মসূচী নেয়া হচ্ছে এবং নেয়ার পরিকল্পনা চলছে। এসবে কিছুটা ফল দিচ্ছে ঠিকই, তবুও বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে দেশের সকল শিশুর মৌলিক অধিকারগুলো নিশ্চিত করা হনুজ দূর অস্ত!

নিম্নোক্ত চিত্রে বাংলাদেশের শিশুদের তথ্য প্রদান করা হলো:[১৮]

বিবরণ	সংখ্যা
মোট শিশু (৬বছরের নিচে)	২ কোটি ৩০ লাখ
শহরে বসবাসকারী শিশু	১ কোটি
পর্যাপ্ত পুষ্টি গ্রহণকারী পরিবারের সদস্য শিশু	১৩ লাখ (৫,৬শতাংশ)
বিভিন্ন মাত্রার অপুষ্টিতে আক্রান্ত পরিবারের সদস্য শিশু	২ কোটি ১৭ লাখ (৯৪.৪শতাংশ)
শহরে বসবাসকারী অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশু	৪৫ লাখ
স্কুল পাঠোপযোগী শিশুদের ভিতর স্কুলে যেতে পারে	৭৫.৬০ শতাংশ এর ৮১% ছেলে, মেয়ে ৭০%
স্কুল থেকে ঝড়ে পড়ে	৬০ শতাংশ,
পঞ্চম শ্রেণী উত্তীর্ণ হয়	৪০ শতাংশ
প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক ও শিশু ছাত্রের অনুপাত	১ঃ৬৬
দেশে পথ শিশুর সংখ্যা	১৮ লাখ (এদের মধ্যে ৪৫ শতাংশের কোন ঠিকানা নাই)
ঢাকা শহরের পথ শিশুর সংখ্যা	৪লাখ ৫০ হাজার
দেশে অপুষ্টিজনিত অন্ধত্বের লক্ষণ রয়েছে	১০ লাখ শিশুর
অপুষ্টিজনিত কারণে প্রতিবছর অন্ধ হয়	৩০ হাজার শিশুর

তথ্য সূত্রঃ রিসার্চ রেফারেন্স সেল, দৈনিক জনকণ্ঠ।

১৮। নিয়ামত হোসেন- দৈনিক জনকণ্ঠ, তাং ২১/১০/১৯৯৬ইং।

Dhaka University Institutional Repository

শিশুকাল ও শৈশব নিয়ে মানব জীবনের শুরু; কিন্তু সেই শুরুর ব্যাপারটি সকলের জীবনে সুন্দর ভাবে ঘটে না। শৈশব হলো মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ সময় এ বিষয়ে কোন বিতর্কের অবকাশ নেই, আমাদের দেশে অগুনিত শিশুকে শৈশবেই নামতে হয় জীবিকা অর্জনের কঠোর-নিষ্ঠুর সংগ্রামে। অনাহারে, অপুষ্টিতে, রোগে, তাপে অকালে প্রাণ হারাতে হয় অনেকের। শিক্ষা, জন্ম নিবন্ধন, ঝুকিপূর্ণ শ্রম বিলোপ, শিশুর পুষ্টিকর খাদ্য, স্বাস্থ্যের নিরাপত্তা ও আশ্রয় দেবার মতো বহু আশ্বাস পেলেও শিশুদের বিরাট অংশকে মানবেতর জীবন যাপন করতে দেখা যাচ্ছে। একই সমাজের একশ্রেণীর শিশু যখন আমোদে-আহলাদে উচ্চমান সম্পন্ন শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে, পাচ্ছে প্রয়োজনের চেয়েও বাড়তি পুষ্টি, অন্যদিকে পুষ্টির হিসাব ঝেরে ফেলে উচ্ছিষ্ট খেয়েই বেড়ে উঠছে আরেকটি শ্রেণী; আবার কখনও তারা সেই উচ্ছিষ্টটুকুও পাচ্ছে না।

এদেশের মানবেতর জীবন যাপনকারী অধিকাংশ ঘরের পাঁচ বছরের শিশুই হয়ে উঠছে কর্মী, মাঠে, ক্ষেতে, রাস্তায় কাজ করে, ফেরী করে কিংবা কেহ বিভিন্ন অপরাধের সাথে জড়িত হয়ে পড়ে, কেহ ঘর ছেড়ে অনেক দূরে গৃহভৃত্য হিসাবে নিজেকে বরণ করে নিচ্ছে শোষণের নির্মম জীবন, এরই উজ্জল দৃষ্টান্ত ঢাকা মহানগরের অসংখ্য ছিন্নমূল-পথ কিংবা টোকাই শিশু। যারা মানবেতর জীবন যাপনের ফলে নিজেদের আসল পরিচয় হারিয়ে ফেলে, অন্য কোন চিহ্নিত নামের অতলে। প্রতিদিন জন্ম নিচ্ছে বা বৃদ্ধি পাচ্ছে এই শ্রেণীর শিশুর সংখ্যা। পারিবারিক পরিবেশহীন, বাধনহীন এই শিশুরা অধিকার তো দূরে থাক নিজেদের চাহিদাগুলো পর্যন্ত ঠিকমতো প্রকাশ করতে পারে না। খেতে পাওয়াটাই তাদের একমাত্র চিন্তা। খাদ্য অর্জনের চিন্তা থেকে আসে ভিক্ষাবৃত্তি, ছোটখাটো শ্রম, পরবর্তীতে নানা ধরনের অনৈতিক কাজে জড়িয়ে পরা এবং অন্যায়ভাবে ব্যবহৃত হওয়া, যা অত্র গবেষণায় স্পষ্ট হয়েছে।

এই শ্রেণীর শিশুর মধ্যে সমীক্ষা চালাতে গিয়ে স্বভাবতই প্রশ্ন জেগেছে উক্ত শিশু শ্রেণী আমাদের সমাজের বিচ্ছিন্ন কোন শ্রেণী কিনা? তাদের ভিতর আমরা আদৌ কি পেরেছি অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করতে কিংবা তাদের অধিকার সম্পর্কে সমাজে কতটা সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে এবং তাদের অধিকার কতটাই বা রক্ষিত হয়েছে? ১৯৯৯ইং সনের বিশ্ব শিশু দিবসে উক্ত শিশু শ্রেণীর মাঝে জরিপ করতে গিয়ে অতিরিক্ত প্রশ্ন হিসাবে ৬১ টি শিশুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম অদ্য বিশ্ব শিশু দিবস তা জানো কিনা? সকলেই না সূচক উত্তর প্রদান করছিল। এ থেকে সহজেই অনুমিত হয় যে, যাদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি প্রয়োজন, যাদেরকে নিয়ে অধিকার দিবস, তারা আদৌ এ সম্পর্কে জ্ঞাত নয়। সামগ্রিকভাবে পবিত্র সংবিধানিক বিধান ও জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ রক্ষায় দৃঢ় অঙ্গিকারকে সমুন্নত রাখার

Dhaka University Institutional Repository

জন্য শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন আর এ মহান দায়িত্ব সরকারের একার বা কোন নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নয়। পরিবার, মা-বাবা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সমাজ সবাইকে এই দায়িত্ব পালন করতে হবে। সহানুভূতি আর সুবিবেচনার আলোকে তৈরী করতে হবে সেই পরিবেশ যেখানে আজকের শিশুও তার অধিকার ভোগ করার পূর্ণ নিশ্চয়তা পাবে। অন্যথায় এই অপারগতার দায় সকলকেই বহন করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

শিশুর সংবিধানিক ও আইনগত অধিকার : বিশ্লেষণ

মানুষের কর্মকান্ড পরিচালনা কিংবা নিয়ন্ত্রণ করা এবং সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে একটি রাষ্ট্র পরিচালনা করতে সংবিধান ও সুনির্দিষ্ট আইনের প্রয়োজনীয়তা কোন ক্রমেই অস্বীকার করা যাবে না; এর উপস্থিতি ও সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমেই একটি আদর্শ ও সুশৃংখল সমাজের কথা কল্পনা করতে পারি। সংবিধানের বিধি বিধান ও সুনির্দিষ্ট আইনের মধ্যে রয়েছে অনিয়ম, দুশাসন ও বিশৃংখলামুক্ত তথা সুন্দর শান্তিময়, সুশৃংখল ও সর্ব প্রকার অধিকার নিয়ে সভ্য সমাজে বেঁচে থাকার পূর্ণ নিশ্চয়তা।

বাংলাদেশের পবিত্র সংবিধান জাতি-ধর্ম, শিশু ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করছে। আর সেই অধিকার যাতে সবাই নির্বিঘ্নে ভোগ করতে পারে সেজন্য রয়েছে আইন ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থা।

আমাদের সংবিধানে জনগণের মৌলিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে, সংবিধানের ১১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে "প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, সেখানে মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকবে, মানব সত্তার মর্যাদা ও মূল্যের শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হবে।" ২৭, ২৮, ২৯, অনুচ্ছেদ মতে, " সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং সবাই আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী, ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবে না, বা নারী-পুরুষের সমান অধিকার ভোগ করবেন এবং প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদলাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকবে। ৩২ ও ৩৩ নং অনুচ্ছেদে "আইনানুযায়ী ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতা হতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাবে না। গ্রেপ্তারকৃত কোন ব্যাক্তিকে যথাসম্ভব শীঘ্র গ্রেপ্তারের কারণ জ্ঞাপন না করে প্রহরায় আটক রাখা যাবে না এবং উক্ত ব্যাক্তিকে তার মনোনীত আইনজীবির সহিত পরামর্শের ও তার দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার হতে বঞ্চিত করা যাবে না।"

এছাড়া, শিশু প্রসঙ্গে বাংলাদেশ সংবিধানে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ৬টি অনুচ্ছেদে স্থান পেয়েছে, অনুচ্ছেদগুলি হচ্ছে সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের ১৪, ১৫, ১৭, ১৮, এবং তৃতীয় ভাগের ২৮, ৩৪ অনুচ্ছেদ। যার প্রথম ৪টি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি, তাই সেকারনেই এগুলো বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষের সদিচ্ছার উপর নির্ভর করে। শেষের ২টি মৌলিক অধিকার সমূহের ভাগে বিধৃত।

১৪ নং অনুচ্ছেদের ঘোষণা হলো, দেশের মেহনতী মানুষকে ও অনগ্রসর জনগণকে শোষণ থেকে মুক্ত করা রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব। ৩৪ অনুচ্ছেদে সকল প্রকার জবরদস্তি শ্রম নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে, তাই শিশুদের দ্বারা জোর পূর্বক কোন কাজ করানো আইনসিদ্ধ নহে।

Dhaka University Institutional Repository

শিশুরা অনগ্রসর জনগণের আওতাভুক্ত। শোষণ থেকে শিশুদের রক্ষা করার জন্য বাংলাদেশে বেশ কিছু আইন রয়েছে। যেমন-শিশু (শ্রমবন্ধক) আইন ১৯৩৩, মজুরী পরিশোধ আইন ১৯৩৬, শিশু নিয়োগ আইন ১৯৩৮, মোটরযান আইন ১৯৩৯, সর্বনিম্ন মজুরী অধ্যাদেশ ১৯৬১, ১৯৬৫ সালের দোকান ও প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৬৫ সনের কারখানা আইন ইত্যাদি।

শিশু (শ্রমবন্ধক) আইন ১৯৩৩, মতে ১৫ বছরের কম কোন ছেলে মেয়েকে, তাদের ক্ষতিকর এবং উপযুক্ত মজুরী ব্যতীত অন্য কোন সুবিধা লাভের জন্য এবং এক সপ্তাহের নোটিশে অবসানযোগ্য নয় এরূপ কাজে, যদি কোন অভিভাবক দেয় এবং কেহ গ্রহণ করে, তবে এরূপ চুক্তি বাতিল বলে গণ্য হবে এবং তারা শাস্তিযোগ্য অপরাধে সামিল হবে।

মজুরী পরিশোধ আইন ১৯৩৬, অনুযায়ী পনের বৎসরের কম বয়স্ক কোন কর্মচারীকে তাদের কাজে কোন রকমের ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য কোনোরূপ জরিমানা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

শিশুদের নিয়োগ আইন ১৯৩৮, অনুসারে কোন বৃত্তি মূলক কাজে নিয়োজিত শিক্ষানবীসকালীন ব্যতীত কোন বিপজ্জনক কাজে ১৫ বছরের কম বয়সীদের নিয়োগ অবৈধ, তবে এর বেশি ১৭ বছরের নিচের বয়সীদেরকে ভাল বিশ্রামের ব্যবস্থার শর্তে নিয়োগ করা যাবে।

সর্বনিম্ন মজুরী অধ্যাদেশ ১৯৬১-এর মাধ্যমে নিম্নতম মজুরীর হার কত হবে তা সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিত্ব মূলক বোর্ডের মাধ্যমে নির্দিষ্ট করার বিধান রয়েছে। অত্র আইনে নির্দিষ্ট হারের কম বেতন দেয়া শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

১৯৬৫ সনের দোকান ও প্রতিষ্ঠান আইনের বিধান মতে ১২ বছরে নীচে শিশুকে কোন দোকান, ব্যবসায়িক বা অনুরূপ প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ করা যাবে না এবং ১৮ বছরের নিচে বা কোন স্ত্রীলোককে সকাল ৭টা থেকে রাত ৮টার মধ্য ছাড়া প্রধান পরিদর্শকের অনুমতি ব্যতিরেকে নিয়োগ করা যাবে না। এই আইনের অমান্য করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

১৯৬৫ সনের কারখানা আইনানুসারে ১৪ বৎসরের কম বয়স্ক কোন শিশুকে কারখানার কাজে নিয়োগ করা যাবেনা, ১৪-১৮ বৎসর বয়স্কদের ক্ষেত্রে দৈহিক সক্ষমতার ডাক্তারী সার্টিফিকেট প্রয়োজন হবে। যে কারখানায় ৫০ জনের বেশী মহিলা শ্রমিক কাজ করেন সেখানে তাদের ৬ বছর কম বয়স্ক শিশুদের জন্য পর্যাপ্ত আলো-হাওয়া, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সেবিকার তত্ত্বধানের ব্যবস্থাসহ বিনামূল্যে দুধ বা কোন খাবার সরবরাহের ব্যবস্থা সহ এক বা একাধীক কামরার ব্যবস্থা থাকতে হবে। অত্র আইন লংঘন শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

Dhaka University Institutional Repository

বহুবিধ আইনের বিধানে শ্রমজীবি শিশুদেরকে শোষণ বা নির্মম আচরণ বা নিয়োগের ব্যাপারে কঠোরতা থাকলেও বাস্তবে এর কার্যকরিতা খুবই কম। আইনের প্রতি কটাক্ষ করে বাস্তবে বাংলাদেশে অধিকাংশ কল-কারখানা তথা শিল্প প্রতিষ্ঠানে ১৪ বৎসরের কম বয়সের শিশুদেরকে কাজে নিয়োজিত করা হয়, এদেরকে সার্জনের বা যথাযথ কর্তৃপক্ষের কোন প্রকার অনুমতি ছাড়াই বিপদ জনক ও তুলাধনাবার যন্ত্রের কাজে নিয়োজিত করে, যা জাতীর জন্য হতাশাব্যাঞ্জক এবং শাস্তিমূলক অপরাধ। তাছাড়া অধিকাংশ দোকান, বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ও শিল্প প্রতিষ্ঠানেও ১৫ বৎসরের কম বয়সী শিশুদেরকে নামমাত্র পারিশ্রমিক বা কোন ক্ষেত্রে পারিশ্রমিক ছাড়াই কাজে নিযোজিত করে থাকে।

তাছাড়াও বিভিন্ন ক্ষেত্রে অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুদের দ্বারা জোর পূর্বক কাজ করানো হচ্ছে, কখনও কখনও তার মালিক কর্তৃক কারণে-অকারণে সহ্য করতে হয় অমানুষিক নির্যাতন, যা আইন ও সমাজ বিরোধী।

পবিত্র সংবিধানের ১৫ অনুচ্ছেদে প্রত্যেক নাগরিকের 'অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা, চিকিৎসাসহ জীবন ধারনের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা, যুক্তিসঙ্গত মজুরীর বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার অধিকার, বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকার, সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতা পিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনরূপ অন্যান্য পরিস্থিতি জনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্য লাভের অধিকার ইত্যাদি মৌলিক অধিকার সমূহ লাভের নিশ্চয়তার' কথা স্পষ্ট ঘোষণা করছে।

১৫ অনুচ্ছেদ মোতাবেক প্রত্যেক নাগরিকের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান সহ মৌলিক অধিকার ও সর্ব প্রকার নিরাপত্তার দায়িত্ব সরকারের, কেননা শিশুরা নিজেদের শ্রম দিয়ে তাদের নিজেদের অন্ন বস্ত্রের ব্যবস্থা করতে পারে না। স্বাভাবিক ভাবে তাদের নির্ভর করতে হয় বাবা মায়ের উপর, কিন্তু যাদের বাবা-মা নেই তাদের জন্য সংবিধান এই ঘোষণা দিয়েছে এবং রাষ্ট্রের উপর তাদের জন্য সাহায্য ও নিরাপত্তার দায়িত্ব অর্পন করছে।[১৯] এ প্রেক্ষিতে দেশে অভিভাবক এবং প্রতিপাল্য আইন ১৯৯০, The Majority Act. 1875, ভবঘুরে আইন ১৯৪৩, এতিমখানা এবং বিধবা-সদন আইন ১৯৪৪, সর্বপরি দেশে গ্রহনযোগ্য শিশু আইন ১৯৭৪ রয়েছে, কিন্তু বাস্তবে আইন সমূহের প্রয়োগ ও কার্যকারীতা খুবই শীথিল। অন্যান্য জেলা সদরের ন্যায় ঢাকাতেও একটি সরকারী এতিম খানা রয়েছে এবং কিছু সংখ্যক বেসরকারী এতিম খানা রয়েছে। তাছাড়া ঢাকাস্থ মিরপুরে একটি ভবঘুরে কেন্দ্র রয়েছে, যা প্রয়োজনের তুলনায় উল্লেখ করার মতো নয়। ১৯৭৪ সনে শিশু আইনে কিশোর

১৯। গাজী শামসুর রহমান- বাংলাদেশের আইনে শিশু প্রসঙ্গ- সার সংক্ষেপ অধ্যায় বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, মার্চ ১৯৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

অপরাধীদের নিরাপত্তা, প্রশিক্ষণ ইনিষ্টিটিউট, বিচার ও শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। অত্র আইন অনুযায়ী কিশোর আদালত গঠনের বিধান রাখা হয়েছে। তাদের বিচাব হবে বয়স্কদের থেকে আলাদা পদ্ধতিতে, সাধারণত সংশোধনমূলক। বাস্তবে ঢাকার টঙ্গীতে কিশোর সংশোধনী কেন্দ্র অবস্থিত, যা নিতান্তই অপ্রতুল। এই অপ্রতুলতার কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় কিশোর অপরাধীদেরকে প্রাপ্ত বয়স্কদের সাথে একই কক্ষে রাখা হয় ও একই পদ্ধতিতে বিচার করা হয়, যার ফলে বাস্তবে কিশোরদের সংশোধনের পরিবর্তে ও অপরাধের প্রতি ঘৃণার পরিবর্তে কৌতূহল সৃষ্টি হয়। আমার গবেষণার অন্তর্ভুক্ত টোকাই শিশুরা অধিকাংশই এতিম ও ভবঘুরে। মহানগরীর জনগণের এই বিরাট অংশের একজনকেও পাওয়া যায়নি যাদেরকে ভবঘুরে বা শিশু সংশোধন কেন্দ্রে বা অন্য কোথায় নিয়ে সরকারী তত্ত্বধানে রেখে বা কোন প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, এ থেকে স্পষ্ট অনুমিত হয়, অত্র আইন এসব শিশু জন্য কার্যকরী ফল লাভ করে নি, যা সমাজ ও জাতীর জন্য দুঃখজনক।

সংবিধানের ১৭ অনুচ্ছেদে 'রাষ্ট্রে একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকলকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদান' এবং ১৮ অনুচ্ছেদে 'জনগনের পুষ্টির স্তর- উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনকে রাষ্ট্র অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য বলে গণ্য করবে এবং প্রয়োজন ব্যতীত মদ্য ও অন্যান্য মাদক পানীয় ও স্বাস্থ্যহানীকর ভেষজের ব্যবহার নিষিদ্ধকরণের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে'। কিন্তু বাস্তবে দেশে এখনও একই পদ্ধতিতে, গণমূখী, সর্বজনীন ও সমাজের প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা চালু হয়নি। নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত অবৈতনিক বা বাধ্যতামূলক শিক্ষার ঘোষণা থাকলেও টোকাই শিশুরা আজও এর আওতাবহির্ভূত বললে অত্যুক্তি হবে না, বরং মহানগরে টোকাইদেরকে মাদক বিক্রি বা সরবরাহের জন্য অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

২৮ অনুচ্ছেদে 'রাষ্ট্র কোন প্রকার বৈষম্য না দেখানো এবং শিশুদের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হতে কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করবে না' বলে ঘোষণা করা হয়েছে। কোন নাগরিক যাতে বৈষম্যের শিকার না হয় সেজন্যই এই রক্ষাকবচ, কিন্তু শিশুদের অনকুলে কল্যাণমূলক বিশেষ বিধান প্রণয়ন করতে রাষ্ট্রের অধিকার থাকবে। এই অধিকার বলে উল্লেখিত আইন সমূহ ছাড়াও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করছে, সর্বশেষে প্রণিত হয়েছে নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন ২০০০, যা সময়োপযোগী। সুতরাং বাংলাদেশের শিশুদের কল্যাণার্থে পর্যাপ্ত আইন বিদ্যমান, কিন্তু ঐ সকল আইনের যথাযথ প্রয়োগ নেই, যার দরুণ শিশুরা সমাজে নিজেদের মৌলিক অধিকার নিয়ে বড় হতে পারছে না। তাদের মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য আইন প্রণয়নই যথার্থ নয়, বরং এর জন্য প্রয়োজন আইনের যথাযথ কার্যকারীতা, আইনের যথাযথ প্রয়োগ, আইনের প্রতি শ্রদ্ধা এবং শিশুদের প্রতি উদারমনোভাব।

Dhaka University Institutional Repository

জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদঃ বিশ্লেষণ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর লীগ অব নেশনস এর সভায় আর্ন্তজাতিকভাবে পূনঃ ঘোষণা করা হয়েছিল 'বিশ্বের যা কিছু শ্রেষ্ঠ তা পাবার অধিকার শিশুদের রয়েছে।'[২০] শিশুদের অধিকার বিষয়ক যাত্রা এর মধ্য দিয়ে শুরু হয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে অধিকারের চেতনা জাগ্রত হয়েছে। বিশেষ করে ১৯৪৬ সালের ১২ই ডিসেম্বর ইতিহাসের সবচেয়ে প্রলয়ংকারী ও ভয়াবহ যুদ্ধ শেষ হওয়ার মুহূর্তে চরম দুর্দশা থেকে শিশুদেরকে রক্ষা করার জন্য একই বৎসর ১১ই ডিসেম্বর ইউনিসেফ প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ সময়ের প্রেক্ষাপটে শিশুদের প্রতি যে বিশেষ নজর দেয়া প্রয়োজন সে ব্যাপারে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ছিল একটি বৈপ্লবিক পদক্ষেপ।

শিশুদেরও প্রাপ্ত বয়স্কদের মতো পূর্ন নাগরিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার রয়েছে সর্বোপরি তাদের রয়েছে ভালভাবে বেঁচে থাকার অধিকার। তার লক্ষ্যেই আত্মপ্রকাশ করে ৫৪ ধারা সম্বলিত শিশু অধিকার সনদ। প্রখ্যাত সাংবাদিক বলেছিলেন, They are God's Child but man's slave. 'তাহারা ঈশ্বরের সন্তান কিন্তু মানবের দাস'। এই অবস্থা থেকে মুক্তির জন্যই 'শিশু অধিকার সনদ'।[২১] এই সনদ ১৯৮৯ সালের ২০শে নভেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করে; তাই এই দিনটি 'বিশ্ব শিশু অধিকার দিবস' হিসাবে পালনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় এবং ১৯৯০ সালের সেপ্টেম্বর অর্থ্যাৎ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ সনদটি গৃহীত হওয়ার ৯ মাস পর তা আন্তর্জাতিক আইনে অর্ন্তভুক্ত করা হয়। যা অল্প সময়ের মধ্যে বিশ্বের প্রায় সব দেশ অনুমোদন করেছে এবং এটি পরিণত হয়েছে ইতিহাসের সব চেয়ে ব্যাপকভাবে অনুমোদিত মানবাধিকার চুক্তিতে।[২২]

১৯৯০ সালে ২৬ জানুয়ারী এই সনদ স্বাক্ষরের জন্য উন্মুক্ত করা হলে ৬১টি দেশ ইহা অনুমোদন করে।[২৩] এর মধ্যে বাংলাদেশ প্রথম ২২টি দেশের অনুসমর্থনের অন্যতম। বাংলাদেশ ১৯৯০ সালের ৩ আগস্ট তারিখে জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ অনুমোদনের ফলে শিশু কল্যাণে যথাসম্ভব উদ্যোগ ও সহযোগীতা প্রদানে বাংলাদেশ সরকার দেশের জনগণ ও জাতিসংঘের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হল এবং ১৯৯১ সালের ২ সেপ্টেম্বর থেকে এই সনদের বাস্তবায়ন বাংলাদেশের জন্য আবশ্যকীয় হয়েছে।[২৪]

২০। আশীষ-উর-রহমান শুভ- দৈনিক জনকণ্ঠ (রির্পোট), তাং- ৩০/০৯/৯৯

২১। ফাহমিদা আমিন- শিশুর জীবন গঠনে সঠিক সুযোগ-সুবিধার অধিকার। দৈনিক ইত্তেফাক, তাং- ১১/০১/১৯৯৯ইং।

২২। বিশ্ব শিশু পরিস্থিতি- ১৯৯৭, শিশুদের জন্য এক নতুন যুগ- অধ্যায়- ইউনিসেফ বাংলাদেশ।

২৩। গাজী শামসুর রহমান- শিশু অধিকার সনদের ভাষ্য- বাংলাদেশ শিশু একাডেমি- ১৯৯৪।

২৪। জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ- ইউনিসেফ বাংলাদেশ ও সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়- ফ্ল্যাপে নোট।

Dhaka University Institutional Repository

শিশু অধিকার সনদ তিনটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত, প্রথম পরিচ্ছেদ ধারা ১-৪১, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ধারা ৪২-৪৫ ও তৃতীয় অনুচ্ছেদ ধারা ৪৬-৫৪ পর্যন্ত। এর মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অনুচ্ছেদ সনদের আনুষ্ঠানিকতার বাস্তাবায়ন ও কার্যকারিতার বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম অনুচ্ছেদে সর্বমোট ৪১টি ধারা শিশুদের অধিকার সম্পর্কিত। উক্ত অধিকারসমূহ সাধারণত তিন ধরনের প্রথমত- বিভিন্ন বিষয় অর্জন বা লাভের অধিকার, দ্বিতীয়ত- নিরাপত্তা বিষয়ক অধিকার এবং তৃতীয়ত- অংশগ্রহনমূলক অধিকার। সনদের অধিকার সম্বলিত সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহে ঃ

ধারা-১-এ শিশুর সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে;

ধারা-২-এ গোত্র, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক ও অন্যান্য মতাবলম্বি , জাতীয় বা সামাজিক পরিচয়, বিত্ত, অসামর্থ বা জন্মগত বা অন্যান্য কুল মর্যাদা নির্বিশেষে শিশুকে কোন প্রকার বৈষম্য থেকে রক্ষা ও তাদের অধিকারসমূহের রক্ষা করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

ধারা-৩-এ শিশুর সকল কার্যক্রম ও পরিস্থিতি শিশুর 'সর্বোত্তম স্বার্থ' প্রধান বিবেচনায় থাকবে এমনকি, শিশুর বাবা-মা বা কোন আইনানুগ অভিভাবক যাহার উপর শিশুর আইনতঃ দায়িত্ব বর্তায়, তা পালনে ব্যর্থ হলে শিশুর মঙ্গলের জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ও সে দায়িত্ব পালনে রাষ্ট্র পদক্ষেপ নেবে।

ধারা-৬-এ প্রতিটি শিশুর বেঁচে থাকার এবং রাষ্ট্র তাদের বেঁচে থাকার ও ক্রমবিকাশের নিশ্চয়তা প্রদান করবে।

ধারা-৭-এ শিশুর জন্মের পর নিবন্ধকরণ, নামকরণ ও জাতীয়তা লাভের এবং পিতা মাতার পরিচয় জানার ও তাদের হাতে পালিত হবার অধিকারের কথা বলা হয়েছে।

ধারা-৮-এ শিশুর নিজ নাম এবং পারিবারিক সম্পর্কসহ আইনসম্মত পরিচয় থেকে বঞ্চিত হলে অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহ তা পূনঃপ্রতিষ্ঠায় সহায়তা প্রদান ও সুরক্ষার ব্যবস্থা করবে।

ধারা-৯-এ কোন শিশুর প্রতি পিতা-মাতার উৎপীড়ন বা অবহেলা কিংবা পিতা-মাতা আলাদা বাস করছে এ ধরনের বিচ্ছিন্নতার ক্ষেত্রে শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থে বিচার বিভাগের নির্দেশ ব্যতিত কোন শিশুকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার বাবা মায়ের সাথে বিচ্ছিন্ন না করার নিশ্চয়তা রাষ্ট্রসমূহ প্রদান করবে। তবে ব্যতিক্রমসমূহের ক্ষেত্রে পিতা মাতার যে কোন একজন বা উভয়ের থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া শিশুর যোগাযোগ রাখা তার অধিকারের আওতাভুক্ত।

ধারা-১০-এ কোন শিশু তার পিতা মাতার সহিত মিলনের এবং ব্যক্তিগত সম্পর্ক বজায় রাখা তার অধিকার। কোন শিশুর পিতা মাতা যদি পৃথক রাজ্যে বাস করে তাহলে তারা যেকোন রাজ্য ত্যাগ ও নিজের দেশে প্রবেশের অধিকার থাকবে।

ধারা-১১-এ বে-আইনীভাবে শিশুকে পাচার রোধ করতে রাষ্ট্র চেষ্টা করবে।

ধারা-১২-এ শিশুদের মতামত প্রকাশের অধিকার এবং শিশু সংক্রান্ত সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের মতামতকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

ধারা-১৩-এ শিশুর স্বাধীনভাবে ভাব প্রকাশের অধিকার রয়েছে, তবে অন্যের অধিকার ও সুনামের প্রতি সম্মান প্রদান, জাতীয় নিরাপত্তা বা জনশৃংখলা, জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতার সুরক্ষার জন্য বিধিনিষেধ আরোপ করা যেতে পারে। সীমান্ত নির্বিশেষে সকল প্রকার তথ্য সংগ্রহ ও জানার অধিকার শিশুর রয়েছে।

ধারা -১৪-এ বর্ণনা মতে রাষ্ট্র শিশুর চিন্তা, বিবেক ও ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারের প্রতি সম্মান দেখাবে একই সাথে শিশুর বিকাশ যোগ্য তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তার অধিকার চর্চায় নির্দেশ দেয়ার ব্যপারে তার পিতামাতা এবং প্রযোজ্যক্ষেত্রে আইনসম্মত অভিভাবকের অধিকার ও কর্তব্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে।

ধারা -১৭-এ বিভিন্ন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহের সুবিধার শরীক রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে। বিশেষ করে যেসব তথ্য ও বিষয় বস্তু শিশুর সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক মঙ্গলের জন্য কল্যাণকর তা প্রচারে উৎসাহিত করবে।

ধারা-১৮-এ শিশুর প্রতিপালন, শিক্ষাদান ও বিকাশ সাধন তথা গড়ে তোলার দায়িত্ব পিতামাতার। শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থই হবে তাদের মূল চিন্তা। সদস্য রাষ্ট্রসমূহ ইহার সর্বাত্মক স্বীকৃতি প্রদান করবে।

ধারা-১৯-এ পিতামাতা বা আইনানুগ অভিভাবক বা শিশু পরিচর্যায় নিয়োজিত কোন ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে থাকাকালিন শিশুকে অত্যাচার, অবহেলা বা অমনোযোগী আচরণ বা দুর্ব্যবহার বা কোন ধরনের শারীরিক বা মানসিক হিংস্রতা থেকে রক্ষার জন্য যথাযথ আইনানুগ ও সামাজিক ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব সদস্য রাষ্ট্রসমূহের।

ধারা-২০-এ পারিবারিক পরিবেশ থেকে বঞ্চিত শিশুদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের গুরুদায়িত্ব। জাতীয় আইনানুসারে এসব শিশুকে বিকল্প তত্ত্বাবধানের নিশ্চিত করবে।

ধারা-২৩-এ মানসিক বা শারীরিকভাবে পঙ্গু শিশুদের সুন্দর পরিপূর্ণ সম্মান জনক জীবনযাপনে নিশ্চয়তা দেবে এবং যথাযথ ব্যক্তিদেরকে তার পরিচর্যা যথোপযুক্ত সহায়তা প্রদানকে উৎসাহিত ও নিশ্চিত করবে।

ধারা-২৪ মতে, শিশুর সর্বোচ্চ অর্জনযোগ্য মানের স্বাস্থ্য সেবা লাভ ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পাওয়ার অধিকার পূর্ণ বাস্তবায়নে সদস্য রাষ্ট্রসমূহ উদ্যোগী হবে এবং যথাযোগ্য ব্যবস্থা নেবে।

ধারা-২৬-এ শিশুর সামাজিক বীমাসহ সামাজিক নিরাপত্তামূলক অধিকারের কথা স্বীকার করা হয়েছে।

ধারা-২৭ মতে, প্রতি শিশুর শারীরিক, মানসিক, আত্মীক, নৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত জীবনমানের অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে। পিতামাতা বা শিশুর দায়িত্ব গ্রহণকারী অন্যান্যরা তাদের সামর্থ্য ও আর্থিক সংগতি অনুযায়ী শিশুর উপযোগী জীবনমান নিশ্চিত করবে এবং রাষ্ট্রসমূহ উক্ত অধিকার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তাদেরকে সাহায্য ও সহায়তা করবে।

ধারা-২৮ মতে, প্রতিটি শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক এবং বিনা খরচে পাবার সুযোগ নিশ্চিত করা, মাধ্যমিক শিক্ষাকে বহুমূখী করে গড়ে তোলা, শিশুর অধিকার, শৃংখলার সাথে সঙ্গতি রেখে স্কুলের পরিবেশ সৃষ্টি করা রাষ্ট্রের শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়সমূহ অত্র ধারা ও ২৯ ধারার বিশ্লেষিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ধারা-৩১- অনুযায়ী শিশুর অবকাশ গ্রহণ, খেলাধুলা করা এবং শিল্প ও সাংস্কৃতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করার অধিকার আছে।

ধারা-৩২-এ শিশুর শ্রম থেকে রক্ষা করার নিশ্চয়তা প্রদান করছে।

ধারা-৩৩-এ শিশুর মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে এমন দ্রব্যের সেবন এবং এই দ্রব্যগুলির বে-আইনী উৎপাদন বা বিতরণ থেকে রক্ষা পাওয়ার অধিকার শিশুর রয়েছে।

৩৪- ধারানুযায়ী সকল প্রকার যৌন অপব্যবহার ও যৌন উৎপীড়ন থেকে শিশুকে রক্ষা করবে।

৩৫- ধারায় শিশু বিক্রি, পাচার ও অপহরণ রোধ করতে রাষ্ট্র উপযুক্ত পদক্ষেপ নেবার নিশ্চিয়তা রয়েছে।

ধারা-৩৬-এ শিশুর কল্যাণের জন্য ক্ষতিকর সকল প্রকার শোষণের হাত থেকে রক্ষা করবে রাষ্ট্র।

ধারা-৩৭-এ কোন শিশু অত্যাচার, নৃশংস আচরণ, বে-আইনী গ্রেফতার থেকে রক্ষা এবং মুক্ত জীবনে বসবাসের অধিকার রয়েছে।

৩৯- ধারানুযায়ী যেকোন রকমের অবহেলা, শোষণ, দূর্ব্যবহার, নিপীড়ন বা যেকোন ধরনের অমর্যাদাকর আচরণ বা শাস্তি থেকে রক্ষা এবং সামাজিক পূনঃপ্রতিষ্ঠাকে ত্বরান্বিত করতে সদস্য রাষ্ট্রসমূহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।

ধারা-৪০ মতে, শিশু বা কিশোর অপরাধীদের বিচার কার্যে তাদের শিশু অধিকারসহ সকল প্রকার অধিকার সমূহের প্রতি শিশুর শ্রদ্ধাবোধ বৃদ্ধি করতে হবে এবং শিশুর বয়স বিবেচনায় রেখে সমাজে তার পূর্নবাসনের ও গঠনমূলক ভূমিকা পালনে উৎসাহিত করতে হবে।

ধারা-৪২-৪৫ সনদ বাস্তবায়ন করার জন্য সদস্য রাষ্ট্রসমূহের করণীয় দিকগুলোর উল্লেখ রয়েছে।

শিশু অধিকার সনদ শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠার রক্ষাকবচ। কোন রাষ্ট্র এই সনদকে সমর্থন জানাবার সাথে সাথে শিশুদের অধিকার বিষয়ক সমস্ত দায়িত্ব বহন করাকেই বুঝায় কিন্তু বাস্তবে এই অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে কতটুকু সচেষ্ট রয়েছে বা কতটুকুই অধিকার রক্ষা করতে পেরেছে বা অধিকার বঞ্চিত শিশুদেরকে তাদের অধিকার সম্পর্কে কতটুকু সচেতন করতে পেরেছে? জাতিসংঘের ঘোষণায় শিশু অধিকার স্বীকৃতি পেল বটে কিন্তু সেই অধিকারগুলো বাস্তবয়িত করার মূল দায়িত্ব সদস্য রাষ্ট্র সমূহের ও জনগণের। বাংলাদেশ এই সনদের অনুমোদনকারী রাষ্ট্র হওয়ায় এখানকার শিশুদের অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে অংগীকারবদ্ধ। বাস্তবে ঢাকা মহানগরের টোকাই শিশুদের উপর সমীক্ষা করতে গিয়ে দেখা যায় এই শ্রেণীর শিশুদের ক্ষেত্রে অধিকার বিষয়টি তৃনমূল পর্যায়। এদেরকে নিয়ে কয়েকটি বেসরকারী সংস্থা কিছু কাজ করলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় উল্লেখযোগ্য নহে। সকল পর্যায়ের জনগণই শিশু অধিকার ও আন্তর্জাতিক সংহতির আদর্শ মনে প্রাণে সমর্থন করলেও বাস্তব কার্যকারীতার ক্ষেত্রে অসচেতন।

বিঃদ্রঃ তথ্যসূত্র ঃ জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ-
শিশু অধিকার -বাড্ডা বারনের ও ইউনিসেফ ।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

শিশুদের সামাজিক বিভিন্নতা

শিশুর সামাজিক শ্রেণী বিন্যাস

'শিশু' বলতে নির্দিষ্ট বয়সসীমার মধ্যে সকলকেই বুঝায়। এদেরকে কোন ভাবেই আলাদা করে দেখা যায় না। থাকতে পারে না এদের মধ্যে কোন শ্রেণীকরণ। জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদেও সকলকে সমান দৃষ্টি কোন দিয়ে বিচার করছে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ধনী, গরীব, ছেলে-মেয়ে সকলেই সমান, এর ভিন্নতাই অধিকার বহির্ভূত। অথচ বাস্তবে অধিকার বর্জিত তথা শিশুদের মধ্যে প্রকারভেদ পরিলক্ষিত। সমাজে বিভিন্ন দৃষ্টিতে তাদেরকে গ্রহণ করার ফলেই শিশুরা বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়েছে। শ্রেণীকরণটি এভাবে- উচ্চবিত্ত পরিবারের শিশু, উচ্চ ম্যধবিত্ত পরিবারের শিশু, মধ্যবিত্ত পরিবারের শিশু, নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের শিশু ও নিম্নবিত্ত পরিবারের শিশু, আবার ছেলে শিশু ও মেয়ে শিশু। এছাড়াও গুরত্বে খাটো যেমন গৃহহীন শিশু, শ্রমজীবী শিশু, বস্তিবাসী শিশু, শিশু ফেরী ওয়ালা, শিশু ভিক্ষুক, বয়স্ক ভিক্ষুকদের সহায়তাকারী শিশু, বাজারের কুলি, পরিত্যাক্ত শিশু, শিশু ভবঘুরে, গৃহ পরিচারক বা গৃহ পরিচারীকা ও টোকাই শিশু বা পথ শিশু। এই সব শ্রেণী শিশুর অধিক সংখ্যকই পথশিশু ভুক্ত। এদের সকলেই নিম্নবিত্ত পর্যায়। এরা সকল মৌলিক অধিকার বর্জিত। সবসময় এরা সমাজের নিকট কম গুরুত্বের অধিকারী বা অবহেলিত শিশু। এদের অধিকাংশই পিতা মাতার নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে এসেছে এবং তারা নিজেরাই নিজেদের অভিভাবক। অনেক ক্ষেত্রে পিতা মাতার কারণেই এরা অবহেলিত শিশু শ্রেণী হিসেবে রূপান্তরিত এবং সকলেই পরিস্থিতির শিকার। এই শিশু শ্রেণীর জীবন চিত্রের প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকের অদ্ভুত মিল রয়েছে। এরা জানে না এদের জন্য স্বীকৃত অধিকারসমূহ কী? সর্বক্ষেত্রে এদের জীবনে অধিকার প্রতিষ্ঠা করাই রাষ্ট্র, অভিভাবক ও সচেতন মানুষের কর্তব্য। কি অদ্ভুদ এই পৃথিবী। পাশাপাশি একশ্রেণীর শিশু বিশাল অট্টালিকায় তথা বিশাল প্রাসাদে অবস্থান করে, আর তারই পাশে অন্য একটি শিশু ওর উচ্ছিষ্ট পাবার জন্য তীর্থের কাকের মতো তাকিয়ে থাকে, পরক্ষণে ডাস্টবিণে ফেলে দেয়া সেই উচ্ছিষ্ট নিয়েই কুকুর ও শিশুটি কাড়াকাড়ি করে, এক সময় নানা রোগে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। শিক্ষা তো তাদের ধরাছোয়ার বাইরেই থেকে যায়। এক তথ্যে জানাযায় পৃথিবীতে প্রতিদিন ২৫০ কোটি শিশু অভুক্ত অবস্থায় রাত কাটায়। ১০ কোটি শিশু জীবন যাপন করে রাজপথে। নানা প্রতিরোধযোগ্য রোগে প্রায় ৪০ হাজার শিশু মারা যায় এবং ১০কোটি শিশু শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত।[১] ঢাকা মহানগরে অধিকার বঞ্চিত শিশুশ্রেণীর চিত্র অধিক ভয়াবহ। টোকাই শিশুদের উপর সমীক্ষার সাথে অন্যান্য শিশুদের কিছু জীবনচিত্র এই সমীক্ষার সাথে সংগ্রহ করা হয়েছে। কেননা বস্তিতে দেখা গেছে এদের জীবনচিত্র পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

১। উপসম্পাদকীয়- বিশ্ব শিশুদিবসের ভাবনা- দৈনিক ইত্তেফাক, তারিখ-০৫/১০/১৯৯৮ইং

Dhaka University Institutional Repository

টোকাই শিশু ও অন্যান্য পথ শিশু

শহরের রাস্তায় বের হলেই এক শ্রেণীর শিশু আমরা অহরহ দেখতে পাই, এই অবহেলিত শিশুদের আসল নামটি হারিয়ে আমাদের কাছে কেহবা ছিন্নমূল পথ শিশু কেহবা টোকাই কেহবা কাঙ্গালী বা অন্য কোন নাম হিসাবে পরিচিত। এই নামগুলো উচ্চারণ করার সাথে সাথে আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে ছিন্নমূল অসহায় ভাগ্য বঞ্চিত একদল শিশুর মুখ। এদের প্রত্যেকের নিজস্ব পরিচয় থাকা স্বত্ত্বেও নিজের পরিচয়কে হারিয়ে বিকৃত নামেই পরিচিত হচ্ছে আমাদের কাছে। যাহা অমানবিক।

'টোকাই' নামটি আমাদের সমাজে অতি পরিচিত একটি নাম। একটি শিশুর তার নিজের পরিচয় টোকাই নামে পরিচয়ের কাছে ঢাকা পরে গেছে। যাহা দুঃখের, লজ্জার। এটি তার অধিকারের সুস্পস্ট লংঘন। টোকাই মূলত একটি কল্প কাহিনী, একটি পরিকল্পনা, একটি উদ্ভাবিত চরিত্র।

কিংবদন্তীয় কার্টুনিস্ট, শিল্পী রফিকুন নবী বা রনবী এর সৃষ্ট চরিত্র 'টোকাই'। ১৯৭৮ সালে রনবী 'সাপ্তাহিক বিচিত্রা' পত্রিকায় টোকাইয়ের প্রথম কার্টুন আকেঁন এবং তার পর থেকে নিয়মিত আঁকছেন। এই কার্টুনের মধ্যে সমাজের বিশেষ অমানবিকীকরণ চরিত্র ফুটে তুলেন, যাহা বর্তমানে একটি পরিচয় বা একটি আন্দোলন। টোকাই পরিকল্পনার ঘটনাটির স্মৃতিচারণ করে রনবী ১৯৮২ সালে বিচিত্রার পক্ষ থেকে টোকাই নামের বিচিত্রা এ্যালবাম লিখেছেন ঃ

এই সময় [১৯৭৬-৭৭] বিকালে বাসার সামনের মাঠে ছেঁড়া একটা বস্তা ঘারে আট-ন' বছরের ছেলেকে দেখে চমকে উঠলাম। সাত-আট বছর আগের [১৯৬৮-৬৯] সেই বিস্মৃত পেটমোটা ছেলেটির কথা মনে পড়ে গেল। একই বয়স, একই রকম ফোলা পেটে চেক লুঙ্গি খাটো করে পরা, ন্যাড়া করা মাথা। কি আশ্চর্য মিল। মনে হত যেন ওই সাত বছর সময়েও ছেলেটির বয়স বাড়াতে পারে নি। ওকে সে দিনই কিছু আস্কারা দেওয়ায় প্রায় প্রতিদিনই আসা-যাওয়া করতে লাগলো। তাকে দেখলেই যেচে কথাবার্তা বলতাম। সে নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে মজার মজার কথা বলত। এমনি সময়ে ভাবতে শুরু করলাম একে সেই বিখ্যাত আমেরিকান কার্টুনিস্ট সালজ্-এর চার্লি ব্রাউনের মতো একটি চরিত্রে দাঁড় করিয়ে একটা সিরিজ করলে কেমন হয়। যদিও সালজের চরিত্রটি রাস্তার ছেলে নয়, সাফিসটিকেটেড একটি ভদ্রলোকের ছেলে। শাহদাত চৌধুরীর ('বিচিত্রা'র সম্পাদক) সঙ্গে আলাপ করতেই ঘটনা ফাইনাল হয়ে গেল। অনেক চেষ্টাচরিত্র করে নামও ঠিক হেয় গেল। নাম রাখলাম 'টোকাই'।.....নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে শুরু হয়েছিল টোকাইকে নিয়ে যাত্রা।..... একটি বারের জন্যেও টোকাইকে বিচিত্রার পৃষ্ঠা থেকে অনুপস্থিত রাখতে পারা যায় নি। আর তার একটি কারণ। তা হল, পাঠকদের টোকাইয়ের প্রতি অগাধ ভালাবাসা। যে ভালবাসা আমার এবং 'বিচিত্রা'র ইচ্ছাকে ছাড়িয়ে গেছে অনেক দূরে। কিন্তু টোকাই সার্থক হবে তখনই

Dhaka University Institutional Repository

যখন আমরা সবাই 'বিচিত্রা'র টোকাইয়ের মতো দেশের সব টোকাইদের হৃদয়ে স্থান দিতে পারব, ভালবাসতে পরব, মানুষ বলে গণ্য করতে পারব সেই ন্যাংটো, ন্যাড়ামাথা, ঘরহীন ছিন্নমূল অনিশ্চিত ভবিষ্যতের গহ্বরে নিক্ষেপিত ছেলেগুলোকে।[২]

কে টোকাই? রনবীর দৃষ্টিতে 'নাম গোত্রহীন অনাথ একটি বালক, সারা বিশ্বই তার ঘরবাড়ী। তার পঞ্চভৌতিক দেহটাকে সে টিকিয়ে রাখে কখনো পয়ঃনিস্কাশনের কংক্রিটের পাইপে, কখনো বা মুখখোলা ডাষ্টবীনের ভিতরে নিজেকে লুকিয়ে রাখে।'[৩] টোকাই নামটি আবিস্কারের জন্য রনবীকে অপরাধী ভাবা যাবে না। এ জন্য যে, তিনি এর মধ্য দিয়ে অধিকার বঞ্চিত শিশুটির অধিকারের কথাই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। সমাজের অন্যান্য মানুষের সাথে তার পার্থক্যটাই তুলে ধরেছেন এটা উপহাসের পাত্র না হয়ে আমাদের নতুন করে ভাবিয়ে তুলবে দেশের এই অনাথ শিশুদের নিয়ে।

টোকাই কারা? আমরা সকলেই কোন না কোন ভাবে শনাক্ত করতে পারব কারা টোকাই? আমাদের গরীব দেশে শ্রেণীহীন একটা শ্রেণী তৈরী হয়েছে যাদের টোকাই বলা যায়। যারা রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়, যারা কাগজ টোকায়, যারা স্কুলে যেতে পারে না, যাদের পারিবারিক কাঠামো নেই, যাদের খাওয়া দাওয়ার নিশ্চয়তা নেই, থাকার জায়গা নেই, সেই শিশু কিশোরের দলকেই তো আমরা টোকাই বলে থাকি। টোকাই মানেই অবহেলায়, অনাদরে বেড়ে ওঠা পিচ্চিরা।[৪]

সামগ্রিক ভাবে টোকাই শিশু বলতে বুঝি, ছিন্নমূল, অসহায় ও নির্দিষ্ট পেশাহীন এমন একটি শিশু, যাদের কোন নির্দিষ্ট পেশা নেই, নেই কোন পেশার নির্দিষ্ট স্থান বা সময়। তারা মানুষের উচ্ছিষ্ট খেয়ে বা সংগ্রামের মধ্যে জীবন যাপন করে।

এদের দৈনদিন জীবনে কোন বৈচিত্র্য নেই, কোন রকমে বেঁচে থাকাই জীবনের লক্ষ্য, এরা ফুটপাতে, বস্তিতে, রেললাইনের পাশে, প্লাটফরমে বাড়ী-ঘরের আনাচে-কানাচে, ভবনের সিড়ির নীচে, মানবেতর ভাবে রাত কাটায়। এটাই তাদের জীবন, এদের জীবনে কোন ছুটি নেই, প্রতিদিনই উচ্ছিষ্ট জিনিস সংগ্রহের জন্য বাইরে বেরোতে হয়। একেকদিন একেক জায়গায় একেক মহল্লায় ফেলনা জিনিস টোকায় এবং বিক্রি করে যা পায় তা দিয়ে নিজ ও তার সংসার চালায়।

এদের মধ্যে দু'ধরনের শিশু আছে, এক ধরনের হচ্ছে যারা সকাল থেকে শুরু করে সারাদিনই বাইরে থাকে এবং এদের কোন ঠিকানা থাকে না, আরেক দল হচ্ছে সারাদিন বাইরে থাকে এবং নির্দিষ্ট সময়ের পর অর্থাৎ সন্ধ্যায় আবাসনে ফিরে আসে।

২। Tokai (A collection of cartoons) by Ranabi, Vol-III, Published by Protik, 1st Edition, February' 1994.

৩। Tokai (A collection of cartoons) by Ranabi, Vol-III, Published by Protik, 1st Edition, February' 1994.

৪। টোকাই আমাদের বন্ধু- ছোটদের কাগজ, বর্ষ-১, সংখ্যা-২ সেপ্টম্বর ১৯৯৫ইং

Dhaka University Institutional Repository

টোকাই ও অন্যান্য পথ শিশুর মধ্যে তেমন কোন মৌলিক পার্থক্য নেই। অন্যান্য পথ শিশুর আওতায় মূলতঃ ভিক্ষুক, ফেরিওয়ালা, শ্রমিক, পকেটমার, কুলি, হোটেল বয় বা এরূপ যে কোন পেশায় নিয়োজিত যাদের নির্দিষ্ট আবাস স্থল নেই, পথে মাঠে ঘাটে যারা পেশার ও থাকার স্থান বেঁচে নিয়েছে। এরাই আবার ছিন্নমূল ভাসমান এদের কেহ কেহ মা-বাবার সাথে নির্দিষ্ট বস্তি বা অন্য কোথাও বসবাস করে। সকল টোকাই পথ শিশুর আওতাভুক্ত, তবে সব পথ শিশুই টোকাই নহে। আবার কেহ কেহ সকল পথশিশু বা ছিন্নমূল শিশুদেরকে টোকাই হিসাবে চিহ্নিত করে থাকেন। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন আসে এদের সংখ্যা কত? ক্রমেই এদের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সঠিক সংখ্যা বলা যাবে না। তবে ঢাকা শহরে অন্যান্য শহরের তুলনায় অধিক, এক সরকারী রিপোর্টে জানা যায় ঢাকায় টোকাই নামে পরিচিত শিশুর সংখ্যা ১৮ হাজার।[৫] কয়েকটি বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থার ধারণানুযায়ী ঢাকা শহরে ছিন্নমূল পথ শিশুর সংখ্যা ১ লক্ষ।[৬] ১৯৯৯ সালের এক সমীক্ষায় পৃথিবীতে কমপক্ষে ১৬ থেকে ২০ কোটি শিশু বিভিন্ন দেশে অনাহারে-অর্ধাহারে ও বিবস্ত্রে রাস্তায় ও ফুটপথে রাত্রি যাপন করছে।[৭] সরকার পরিচালিত সম্প্রতি এক সমীক্ষায় জানা যায় ৬ টি বিভাগীয় শহরে পথশিশুর সংখ্যা ৪ লাখ ৪৫ হাজার ২২৬ জন, এর মধ্যে ছেলে ২ লাখ ৩৫ হাজার ৪৮৩ জন (৫২.৯ শতাংশ), মেয়ে ২ লাখ ৯ হাজার ৪৪৩ জন (৪৭.১ শতাংশ)। ঢাকায় পথশিশুর সংখ্যা সর্বাধিক ৭৫.২ শতাংশ অর্থাৎ ৩ লাখ ৩৪ হাজার ৮০৭ জন, এর মধ্যে ছেলে ১ লাখ ৭২ হাজার ২৮৭ জন ও মেয়ে ১ লাখ ৬২ হাজার ৫২০ জন।[৮]

অত্র গবেষণার অংশবিশেষ সমীক্ষার পর্যালোচনার সময় ধারণা অনুযায়ী ঢাকা শহরে টোকাই নামে পরিচিত শিশু সংখ্যা ৩০ হাজার অধিক, তারা চরম মানবেতর জীবন যাপন করে থাকে।

সমীক্ষায় দেখা যায় ঢাকা শহরে অসংখ্য শিশু দিশেহারা। ক্ষুধার জ্বালায় বেঁচে থাকার আশায় পরিস্থিতির শিকারে এসব নিষ্পাপ শিশুরা শহরে পা বাড়ায়, অসহায়ত্বের শিকার হয়ে বাধ্য হয়ে তাদের কেউ কেউ রাস্তায় কাগজ বা অন্যান্য উচ্ছিষ্ট জিনিস কুড়ায়, ফেরী করে, ভারী বোঝা বহন করে, মাদকদ্রব্য ও অস্ত্র পাচারে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে, পকেটমার, ঘাটের কুলি-মিস্তি, কারখানার শ্রমিক, দোকানের টি'বয়, জুতা পালিশ, ফুল বিক্রি করে, ভিক্ষা করে, পতিতাবৃত্তি, চুরি করা, মিছিলে বোমা বাজি সহ নানাবিধ সন্ত্রাসী ও অসামাজিক কাজে লিপ্ত হয়ে সামাজিক নৈরাজ্যের সৃষ্টি করে। অগনিত শিশুর এই অমানবিক পেশা, ইহা বর্তমান আধুনিক সভ্য সমাজের প্রতি কষাঘাত।

৫। দৈনিক ইত্তেফাক- তারিখ- ০১/০৩/১৯৯৯ইং।
৬। সালমা বেগম- কেন ওরা ছিন্নমূল- দৈনিক জনকণ্ঠ, তারিখ-২২/০৮/২০০১ইং
৭। আশরাফুল ইসলাম- বিশ কোটি শিশু রাস্তায় ফুটপাতে, দৈনিক জনকণ্ঠ- তাং ০১/১১/৯৯ইং
৮। সৈয়দ আবদাল আহমেদ- জীবন ধারনে ভংকর এবং ঝুকিপূর্ণ শ্রম, দৈনিক জনকণ্ঠ, তারিখ-১০/০১/২০০২ইং।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রামের আয় রোজগারহীন, ভূমিহীন, নদীভাঙ্গন ও অন্যান্য প্রতিনিয়তই আর্থ সামাজিক বিপর্যয়ের কারণে ভিটা মাটি হারিয়ে প্রতিনিয়ত শত শত ছিন্নমূল দারিদ্র্য তাড়িত এসব শিশু রাজধানীর দিকে ছুটে আসছে। আবার কোন কোন শিশু পালিয়ে চলে এসে এ দলে যোগ দেয়, কেহ বা বাবা-সৎমায়ের বিভিন্ন অসহনীয় মনোভাবের জন্য শহরে চলে আসে। একবার আসার পর সাধারণত কেহ গ্রামে ফিরে যায় না, এর ফলে রাজধানীর এসব ছিন্নমূল লোকের সংখ্যা বাড়ছে, বস্তি বাড়ছে। রাস্তাঘাট, ফুটপাত, রাস্তার আশপাশ ইত্যাদির অংশবিশেষ এ ছিন্নমূলেরা জোর-দখল করে অবস্থান করছে এবং যত্র তত্র মলমূত্র ত্যাগ করে নিজেদের এবং আশে পাশের সামগ্রিক পরিবেশ কলুষিত করছে। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় ঢাকা শহরে বসবাসরত প্রায় ২ মিলিয়ন জনগোষ্ঠির মাথা গোজার সংস্থান নেই, তারা ষ্টেডিয়াম, খেলার মাঠ, ফুটপাত, দোকানপাট, অফিস-আদালত-পার্ক ইত্যাদি স্থানে রাত্রি যাপন করে এবং কাকডাকা ভোরে আয় রোজগারের জন্য বের হয়ে যায়।[৯] তবে এদের নির্ভরযোগ্য কোন পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। ঢাকা আগত ছিন্নমূল শিশুদের বেশিরভাগ বৃহত্তর বরিশাল, পটুয়াখালী, ফরিদপুর, মাদারীপুর, ময়মনসিংহ, রংপুর থেকে আসে।

সমীক্ষায় লক্ষ্যনীয় যে, এসব পথ শিশুদের বেশিরভাগেরই অভিভাবক নেই, কেহবা অভিভাবক কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত নহে, কেহ বা অকারণে রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়, কারণ পরিবাবের সাথে কোন সম্পর্ক নেই, তারা রাস্তায় থাকে এবং কাজ করে, এদের কেহবা দারিদ্রতার জন্য অথবা অবৈধতার ফসলে এরূপে পরিত্যাক্ত হয়। কারো পিতা মাতার একজন মারা গেলে বা বিচ্ছেদ ঘটলে বা কোন এক জনের একাধিক বিয়ের ফলে অন্য জনের নিষ্ঠুরতায় বাড়ী পরিত্যগ করে। সমীক্ষায় বিভিন্ন ক্যাটাগরীর পথশিশু পাওয়া যায় যথা : (ক) যারা পরিবারহীন রাত-দিন রাস্তায় কাটায়, (খ) যারা পরিচয়হীন বা পরিত্যাক্তভাবে রাস্তায়ই বাস করে, (গ) পরিবারের সংগে রাস্তায় কাটায়, (ঘ) যারা রাস্তায় সারাদিন কাজ করে, রাতে অন্য পরিবারে আশ্রয় নেয়, (ঙ) যারা রাস্তায় কাজ করে এবং নিজ পরিবায়ের সংগে কোন আবাসনে থাকে প্রভৃতি। ইউনিসেফের এক পরিসংখ্যানে জানা যায় দেশের মোট শিশুর শতকারা ২০ ভাগই মা-বাবাহীন, সে হিসেবে পরিত্যাক্ত শিশুর সংখ্যা ১ কোটিরও বেশি।[১০] কিন্ত পরিসংখ্যান ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কাছে পরিত্যাক্ত শিশুর সঠিক হিসাব নেই। এ শ্রেণী শিশুদের মেয়ের সংখ্যাও প্রচুর তবে ছেলেদের তুলনায় কম। রাস্তায় মেয়েরা প্রায় সকলেই নির্যাতনের শিকার। যেকোন ভাবেই এরা পরিস্থিতির শিকারে ছিন্নমূল হলেও এদের অধিকারকে অস্বীকার করা যাবে না। অধিকার রক্ষার দায়িত্ব সরকার তথা সমাজের। শিশু অধিকার সনদের ১৯ অনুচ্ছেদে এদের অধিকারের কথা আলাদাভাবে বলা হয়েছে এরূপে, "রাষ্ট্র পক্ষ সমূহ সকল

৯। মাহমুদুল হাসান- রাজধানী ঢাকার যানজট ও পরিবেশ সংকট, দৈনিক জনকণ্ঠ, তাং২৫/১১/১৯৯৮ইং

১০। শাহানাজ বেগম- পরিত্যাক্ত শিশুর সংখ্যা বাড়ছে- দৈনিক জনকণ্ঠ, তারিখ- ১৫/০১/১৯৯৯ইং

Dhaka University Institutional Repository

যথাযোগ্য আইনগত, প্রশাসনিক,সামাজিক এবং শিক্ষাগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে যাতে শিশুদের সকল ধরনের শারীরিক অথবা মানষিক ভায়োলেন্স, জখম থেকে রক্ষা করা.....।" কিন্তু বাস্তবে এরা সকল প্রকার অধিকার থেকে বঞ্চিত। এরা কেহই জানেনা শিশু অধিকার কী? তাদের জন্য কী কী অধিকার স্বীকৃত। তারা নিজেদের অধিকারের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সচেতন নয়, যাদের মধ্যে অধিকার নিশ্চিত করাই সনদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় অথচ আমাদের সমাজে অধিকার বঞ্চিত শিশুদের মাঝে তাদের অধিকার শব্দটি পৌছানো সম্ভব হয়নি। জরিপ চলাকালীন বিশ্ব শিশু দিবস ২০০০ এ সকল শিশুদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম, শিশু দিবস সম্পর্কে বা তাদের অধিকার সম্পর্কে বা সেদিনের সরকারী-বেসকারী কোন কর্মসুচী সম্পর্কে তারা জ্ঞাত কি না? পারিতাপের বিষয় কোন শিশুকে এ সম্পর্কে সামান্যতম ধারনা আছে এমন কাউকে পাওয়া গেল না। অথচ এসব প্রচারণা, দিবস-পালন এদের মধ্যেইতো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে হওয়া উচিৎ।

সমীক্ষায় আওতাভূক্ত- অধিকাংশ শিশুই নিজেদের জীবন নিয়ে হতাশায় ভূগছে, নিজেরা জানেনা তাদের ভবিষ্যৎ পরিণতি কোথায়? কেহ কেহ নিজ ভবিষ্যৎ নিয়ে কোন মাথা-ব্যথা নেই। কেহ কেহ নিজেদের করুণ কাহিনী অকপটে বর্ণনা করছে; নিজেদের স্বপ্নের কথা, হতাসার কথা বর্ণনা দিয়েছে, অধিকাংশেরই প্রশ্ন, তাদেরকে কেন টোকাই বলে, কাঙালী বলে গালী দেয়া হয়? কেউ নিজেদের আবাসের সমস্যার কথা জানিয়েছে , নির্যাতনের করুণ কাহিনীর বর্ণনা করছে, পেশার সমস্যার কথা জানিয়েছে, জানিয়েছে অধিকাংশ লোক এদেরকে সন্দেহ করে, গালমন্দ করে, ধারাবাহিকভাবে সবাইকে চোর হিসেবে আখ্যায়িত করে, সামান্য উপার্জন থেকে চাঁদা দেয়ার এবং বিভিন্ন নির্যাতনের কথা বর্ণনা দেয় এবং এ থেকে পরিত্রাণ চায়। কেহ বা সুশিক্ষায় শিক্ষিত হবার স্বপ্নের কথা জানিয়েছে এবং এই অস্বস্তিকর পরিবেশ থেকে সুন্দর জীবনে ফিরে আসার সহযোগিতা চেয়েছে। কিন্তু কে করবে এদের সহায়তা, কে বাড়াবে এদের প্রতি সহযোগিতা ও সহানুভুতির হাত? সরকারী-বেসরকারী সংস্থা সম্মিলিতভাবে এদের পুনর্বাসন করা কি অসম্ভব? অবশ্যই নয়। যাই হোক, এই অনাথ-অসহায় শিশুরা অনেক বড় কিছু করার স্বপ্ন দেখতে না পারলেও বেঁচে থাকার তাগিদে শহরের বিশাল ছায়ার নিচে এসে দাড়াবার চেষ্টা করে, যার জন্য প্রতিনিয়ত নিজ জীবনের সাথে কঠিন সংগ্রাম করে বেড়াচ্ছে, কিন্তু হতাশা-ক্লান্তি, অব্যক্ত দুর্ভাবনা ক্রমেই তাকে হারিয়ে ফেলে প্রবল কর্মব্যস্ত জনসমূদ্রের ভিড়ে, মাথার উপর আকাশই যেন একমাত্র ছাউনি, ন্যুনতম নাগরিক সুযোগ এদের জন্য বরাদ্ধ করা যায়নি বরং নগরের সৌন্দর্য বিঘ্নিত করার দোষে বা কারও ব্যক্তি লালসা পূরণের জন্য বিতাড়িত হচ্ছে এবং ব্যবহৃত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। যা বিবেকবান মানুষকে নাড়া দেয়।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৪.১ বিভিন্ন শ্রেণীর পথশিশু (জরিপভুক্ত)

বিবরণ	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
জরিপ আওতাভূক্ত শিশু	১৭৭৯	১০০
টোকাই শিশু	১১১০	৬২.৩৯
টোকাই মেয়ে শিশু	৩৫১	১৯.৭৩
অন্যান্য পেশার পথশিশু	৬৬৯	৩৭.৬০
পরিত্যাক্ত/ ভাসমান শিশু	৮১৫	৪৫.৮১

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

মৌলিক অধিকার ও টোকাই শিশু

জন্ম নিবন্ধন

জন্মের সময় প্রতিটি শিশু কান্নার শব্দের মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে তার আগমনের সংবাদ জানিয়ে দেয়। আত্মীয় পরিজন সবার মুখে ফুটে ওঠে আনন্দের হাসি, শিশুটির জন্য করণীয় কর্তব্য পালনে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। চিৎকারের সাথে সাথে শিশুটিও ঘোষণা করে তার অধিকারের কথা, স্মরণ করিয়ে দেয় তাদের প্রতি অন্যদের করণীয়সমূহ। গর্বিত বাবা-মা শিশুটির জন্য নাম নির্ধারণ করে সমাজে সন্তানের পরিচয় প্রতিষ্ঠিত করেন। এই স্বাভাবিক নিয়মের মাঝে অনেকক্ষেত্রে একটি বিষয় অপূরণীয় থেকে যায় তাহল জন্মনিবন্ধন রেজিষ্ট্রিতে তার নাম নিবন্ধন করা, এটি প্রতিটি শিশুর জন্মগত অধিকার।

শিশুর জন্মের পর অধিকার সুরক্ষার জন্য জন্ম নিবন্ধন পূর্বশর্ত। জন্ম নিবন্ধনের ফলে প্রতিটি শিশুর জাতীয়তা নাগরিকত্ব সহ অন্যান্য অধিকার প্রয়োগে ক্ষমতা যোগায়, কেননা জন্ম নিবন্ধনের মাধ্যমে প্রাপ্ত সনদপত্র একটি শিশুর নাগরীকত্বের টিকেট যা শিশুটির একটি পরিচিতি। অথচ এ অধিকার থেকে কোটি কোটি শিশু বঞ্চিত হচ্ছে, আপাত দৃষ্টিতে মনেহতে পারে যেখানে অজস্র সংখ্যক শিশু তার মৌলিক অধিকার খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত সেখানে জন্ম নিবন্ধনের অধিকার থেকে বিচ্যুত হওয়া আর এমন কি ব্যাপার? কিন্তু বাস্তবে জন্ম নিবন্ধন সনদ একটি অস্তিত্বের প্রমাণ।

জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদে অনুচ্ছেদ ৭ এ বলা হয়েছে "জন্মের পরক্ষণেই শিশুর তার জন্ম রেজিস্ট্রি করা এবং একটি নাম ও জাতীয়তার অধিকার রয়েছে।"

বাংলাদেশে ১৮৭৩ সালে রচিত হয় জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন আইন। যা সংশোধন করা হয় ১৯৮৩ সালের ৩১শে মে। আইনে জন্মনিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক করা হয়, পৌর এলাকায় কোন শিশু জন্মগ্রহণের ৯০ দিনের মধ্যে জন্ম নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক। ১৯৮৬ সালের জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইনে জন্ম নিবন্ধন সংক্রান্ত দায়িত্ব ও ভূমিকার কথা বলা হলেও জন্ম নিবন্ধন কার্যকারিতা করা উদ্যোগের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। অথচ জন্ম নিবন্ধনমূলক অধিকার আদায়ের ফলে অন্যান্য অধিকার নিশ্চয়তায় বহু সুবিধা পাওয়া যায় তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ

(১) নাগরিকত্বের প্রমাণ।

(২) সঠিক সময়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি ও শিক্ষাগ্রহণ।

(৩) সঠিক বিচার কার্যে সহায়তা।

Dhaka University Institutional Repository

(৪) বাল্য বিবাহ রোধ ও বিবাহ।

(৫) শিশু শ্রমকে নিয়ন্ত্রণ।

(৬) বিভিন্ন অশুভ উদ্দেশ্যে বয়সের মিথ্যা ব্যবহার রোধ।

(৭) চাকুরী প্রাপ্তিতে সুবিধা।

(৮) শিশু পাচার রোধ।

(৯) আদম শুমারী।

(১০) বিদেশ গমণ ও আগমণের প্রয়োজনে।

(১১) চিকিৎসা ব্যবস্থা ক্ষেত্রে।

(১২) শিশু অপরাধ ও সংশোধনের জন্য।

(১৩) লাইসেন্স প্রাপ্তির সঠিকতা নিরুপনে।

(১৪) দেশের সঠিক জন্ম মৃত্যুর হার নিরূপন।

(১৫) সঠিক জনশক্তির উপাত্ত তৈরী করার ক্ষেত্রে।

(১৬) সরকারের উপযোগী পদক্ষেপে সহায়তা।

(১৭) পতিতা বৃত্তি রোধে সহায়তা।

(১৮) বৈধ পিতা-মাতার পরিচয় জানতে সহায়তা।

অসংখ্য সুবিধার ফলেও পৃথিবীতে প্রতি বছর ৪০ মিলিয়ন শিশুর বার্থ রেজিস্ট্রেশন হয় না অর্থাৎ এক তৃতীয়াংশ শিশুই রেজিষ্ট্রেশনের আওতার বাহিরে থাকে। আবার পৃথিবীর বহু দেশে জন্ম নিবন্ধন বাধ্যতামূলক, বিশ্বের ২০০টি দেশ আছে যেখানে জন্ম নিবন্ধন সনদ ব্যতীত শিশুকে টিকাদান কর্মসূচীর আওতাভুক্ত করা হয় না, ৩০টি দেশ রয়েছে যেখানে জন্ম নিবন্ধন সনদ ছাড়া শিশুকে স্বাস্থ্য সেবা দেয়া হয় না, বহু দেশ রয়েছে যেখানে বার্থ সার্টিফিকেট ছাড়া শিশুরা স্কুলে ভর্তি হতে পারেনা, যেখানে কোন ব্যাক্তি ব্যাংক এ্যকাউন্ট খুলতে পারে না, জমি কিনতে পারে না, পার্সপোট ও ভোটাধিকার অর্জন করতে পারে না, এমন কি বিবাহ পর্যন্ত করতে পারে না, যদি না তার জন্ম নিবন্ধন সনদ থাকে। ঐ সব উন্নত দেশ সমূহে এই পদ্ধতি কার্যকারিতা ৯০ থেকে ১০০ ভাগ। বাংলাদেশ সহ উন্নয়নশীল দেশসমূহে এ পদ্ধতি কার্যকরিতা না হওয়ার পিছনে সাধারণ মানুষের উৎসাহের অভাবের সাথে সরকারেরও যুগোপযোগী উদ্যোগের অভাব, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও আর্থিক প্রতিবন্ধকতা দায়ী। এ ছাড়াও জন্মনিবন্ধনে নিযুক্ত দক্ষ জনশক্তির অভাব। যার ফলে বাংলাদেশে জন্ম নিবন্ধন হার শতকরা ৩০ ভাগেরও কম।[১]

১। পারভিন সুলতানা- কেন জন্ম নিবন্ধন, দৈনিক জনকণ্ঠ, তারিখ- ১৭/০৮/১৯৯৯ইং

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯৭ সালে প্রকাশিত জন্ম মৃত্যু ও বিবাহ সম্পর্কিত দেশব্যাপী এক জরীপে দেখা যায় যে, জন্ম নিয়ন্ত্রণ আইন সম্পর্কে সচেতনতার হারও খুবই কম (নমুনায় প্রায় এক-চতুর্থাংশ)। এ ছাড়া সকল উত্তরদাতার শতকরা মাত্র তিন ভাগ শিশুর নিবন্ধন হয়েছে। এর মধ্যে শতকরা ৩.৮ ভাগ শিশু শহর এলাকার ৩.১ভাগ শিশু গ্রাম এলাকার।[২] উত্তর দাতারা সাধারণতঃ সরকারী রেকর্ডের প্রয়োজনে বা বিদেশে যাওয়ার উদ্দেশ্যে তাদের শিশুদের নিবন্ধন করেছেন। জন্মের পরই জন্ম নিবন্ধনের কথা শিশু অধিকার সনদে উল্লেখ থাকেলেও পৃথিবীর অনেক দেশের মতো বাংলাদেশেও জন্ম নিবন্ধন করা হয় সাধারণতঃ জন্মের পরবর্তীকালে যথা বিদ্যালয়ের ভর্তির সময় যা নবম শ্রেণীতে প্রচলিত প্রথায় বা পাসপোর্ট করার সময় বা এরূপ অন্য কোথাও। এতে সেই ব্যাক্তিকে সারাজীবন বহন করতে হয় একটি মিথ্যা জন্ম তারিখ যাহা অসংখ্য সচেতন শিক্ষিত পরিবারের ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত।

বাংলাদেশের ছিন্নমূল তথা টোকাই শিশুদের এ চিত্র খুবই করুণ। নির্দিষ্ট করে এদের উপর সরকারী বা বেসরকারী কোন সংস্থার জরিপের পরিসংখ্যান পাওয়া যায়নি তবে অত্র গবেষণার অংশবিশেষ প্রশ্ন সমূহের মধ্যে -২টি প্রশ্ন ছিল যথাক্রমে ঃ

"জন্ম তারিখ/বয়স কত? জন্ম তারিখ রেজিস্ট্রার্ড কিনা? হ্যাঁ/না।" এর উত্তরে দেখা যায় জরিপ কার্যের এলাকা ঢাকা মহানগরের ১৭৭৯ জন শিশুর মধ্যে কোন শিশুরই জন্ম নিবন্ধন নয়, তাছাড়া এদের কেহই সঠিক ভাবে জন্ম তারিখ বা বয়স জানাতে পারে নি। সাধারণতঃ এসব শিশু গ্রামের বাড়িতে বা বস্তিতে বা অন্য কোন স্থানে ভুমিষ্ট হয়েছে, তারা আদৌ জানে না তাদের জন্ম নিবন্ধন কী, কেন, কোথায়, কীভাবে করতে হয়? এ ব্যপারে এদের মা-বাবাও অসচেতন, তাছাড়া এরা এই অতিরিক্ত ঝামেলায় যাওয়ার পক্ষপাতি নয়, এরা জন্মের পরই সংগ্রাম করে বেঁচে থাকার জন্য, এদের অনেকের পিতৃত্বের পরিচয় থাকে না। যারা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠে, তাদের কাছে এর প্রয়োজনীয়তা নিরর্থক বৈ কী!

আমাদের দেশের যেকোন কাজের সফলতার প্রধান বাধার কারণ হিসেবে দারিদ্র্যকেই দায়ী করা হয়ে থাকে। দারিদ্র্য যদিও একটি অন্যতম কারণ কিন্তু একটি কারণই সম্পুর্ণ বাধা হতে পারে না, যার প্রমাণ ইউনিসেফের তথ্যানুযায়ী স্বল্প আয়ের দেশ যথা শ্রীলঙ্কা, হুন্ডরাস, সুদান প্রভৃতি দেশে এ হার শতকরা ৯০থেকে ১০০ভাগ। প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তান ও ভারতের এ হার আমাদের তুলনায় সন্তোষ জনক। পাকিস্তানে জন্ম নিবন্ধনের হার শতকরা ৭০ থেকে ৮৯ ভাগ ও ভারতে এ হার শতকরা ৩০ থেকে ৪০ ভাগ।[৩] ১৯৯৭ সালে অন্য একটি সমীক্ষায় দেখা যায় বাংলাদেশে এ হার ১০ শতাংশ।[৪] আমাদের দেশে এই করুন চিত্রের

২। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বিশেষ ক্রোড়পত্র, দৈনিক জনকণ্ঠ, তারিখ- ২৬/১১/১৯৯৮ইং।

৩। পারভীন সুলতানা- কেন জন্ম নিবন্ধন, দৈনিক জনকণ্ঠ, তারিখ- ১৭/০৮/১৯৯৯ইং।

৪। ম. মনিরউজ্জামান- জন্ম নিবন্ধীকরণে বাংলাদেশ- শিশু- বিশ্ব শিশু দিবস সংখ্যা-১৯৯৯, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী।

Dhaka University Institutional Repository

কারণ নিশ্চয়ই দারিদ্র্যতার সাথে সাথে সকলক্ষেত্রে বাধ্যতামুলক করণের ও সচেতনতার অভাব। ইউনিসেফের প্রকাশিত এক স্মারণিতে দেখা যায়, বাংলাদেশে শিশুকে টিকাদান, স্বাস্থ্য সেবা, স্কুল ভর্তি, বিবাহ এই চারটির কোনটির ক্ষেত্রে জন্ম নিবন্ধন সনদ পত্রের প্রয়োজন হয় না। এদেশের অধিকাংশ শিশুই নিজ গৃহে ভূমিষ্ট হয়। সুতরাং ঘরে ঘরে গিয়ে জন্ম নিবন্ধন করা যেমনি সম্ভব না, সেক্ষেত্রে এর প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধিই হবে মূখ্য উপায়, এর অভাবেই এ পদ্ধতির সাফল্যে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

বাংলাদেশে জন্ম নিবন্ধন প্রক্রিয়া সফল করার জন্য প্রতিটি পৌরসভার সাব সেন্টারসমূহের মাধ্যমে পৌরসভার কেন্দ্রীয় রেজিস্ট্রারে নিবন্ধন করা হয়। প্রতিটি গ্রামে চৌকিদার এলাকায় জন্ম মৃত্যু সংখ্যা সাব সেন্টারের দায়িত্ব প্রাপ্ত ইনস্পেক্টরকে অবহিত করবে, সাব সেন্টার থেকে প্রাপ্ত তথ্য থানা স্যানিটারী ইন্সপেক্টর পাঠান সেন্টারে। শহর এলাকায় থানার স্থলে নিবন্ধনের দায়িত্ব পালন করেন জেলাবোর্ড, পৌর এলাকায় পৌরসভার স্যানিটারী কর্মকর্তা, ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে, জন্ম নিবন্ধন সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন জোনের মাধ্যমে বা সরাসরি নগর ভবনের (৯ তলা) স্বাস্থ্য বিভাগে করা হয়। এ ছাড়াও হলিফ্যামিলি হাসপাতাল, শ্রমজীবী হাসপাতাল, মৌলভী বাজার মাতৃসদন, বাংলা বাজার শহীদ মুয়েজউদ্দীন রেডক্রিসেন্ট হাসপাতাল ও ডাঃ হেলেনা পাশা ক্লিনিক সমূহ নগর ভবনের স্বাস্থ্য বিভাগের সাথে জন্ম নিবন্ধন ব্যাপারে সরাসরি সম্পৃক্ত। কিন্তু ঢাকা শহরের অসহায় দুঃস্থ টোকাই শিশুদের অধিকাংশের ভাগ্যেই জোটেনা হাসপাতালে ভূমিষ্ট হবার সৌভাগ্য। এসব নানাবিধ কারণে এদের জন্ম নিবন্ধনের মাধ্যমে নিজ পরিচয়কে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয় না। অথচ বৈধ পিতা-মাতা ও সঠিক পরিচয়ের জন্য এসব পথশিশুদের জন্ম নিবন্ধন নিশ্চিত করা একান্ত জরুরী। এই সমস্যা থেকে পরিত্রাণের উপায় হিসাবে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও বিশেষজ্ঞমহল বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সুপারিশ করছেন, এরই সমন্বয়ে অংশবিশেষ সুপারিশ নিম্নরূপঃ

(১) সরকারের ভূমিকার পাশাপাশি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহকে এগিয়ে আসতে হবে।

(২) সরকারী উদ্যোগের সাথে সাথে গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। এ লক্ষ্যে টেলিভিশন, রেডিও, পত্র পত্রিকাসহ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের ভূমিকা অগ্রগণ্য থাকতে হবে।

(৩) জন্ম নিবন্ধনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মা-বাবার মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।

(৪) সঠিক ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে এবং সফল দেশসমূহের প্রক্রিয়া ও প্রচেষ্টাকে অনুসরণ করতে হবে।

(৫) নির্ধারিত রেজিস্ট্রারে সকল জন্ম নিবন্ধনের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ, সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের উদ্বুদ্ধ করা ও সংগঠিত করা।

Dhaka University Institutional Repository

(৬) ইউনিয়ন পরিষদের ও পরিবার পরিকল্পনার মাঠকর্মী, আনসার, মসজিদের ইমাম, মন্দির গির্জার পুরোহিত প্রমুখ ব্যাক্তিদের নেতৃত্বে এলাকা পর্যায় থেকে জন্ম বিষয়ক তথ্যাদি সংগ্রহ এবং তার ভিত্তিতে ইউনিয়ন পরিষদের রেজিস্ট্রারে জন্ম নিবন্ধন করা, একই সাথে এসব প্রতিষ্ঠানে জনবল বৃদ্ধি করা।

(৭) এলাকার বেকার শিক্ষিত যুবকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জন্ম সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহে কাজে লাগান।

(৮) যুব উন্নয়ন, সমাজ সেবা, মহিলা ও শিশু বিষয়ক সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয়ে কর্মসূচী পরিচালনা করা যেতে পারে, একই সাথে জবাবদিহীতার প্রথা চালু করা।

(৯) জন্ম নিবন্ধন ও সনদ সর্ব ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক করণের মধ্য দিয়েও এর সফলতা আসতে পারে।

(১০) থানা ও জেলা প্রশাসনকে দায়িত্ব দেয়া এবং জবাব দিহীতা নিশ্চিত করা।

(১১) আকর্ষণীয় জন্ম নিবন্ধনের সনদ প্রদান করা।

(১২) বস্তিবাসী বা ভাসমান লোকদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য অধিক মাত্রায় প্রচারণা চালান এবং বিভিন্ন টিম গঠন করে মাঝে মধ্যে জরিপ চালান।

দেশের সকল শিশুকে জন্ম নিবন্ধনের আওতায় আনা দূরুহ কাজ হলেও অসম্ভব নয়। দেশকে সুন্দর ও উন্নত জাতি হিসাবে পরিণত করতে হলে প্রতিটি শিশুর প্রথম অধিকার জন্ম নিবন্ধীকরণ করা। এটিই তাদের সুস্থ জীবনের নিশ্চয়তা, বেঁচে থাকার অধিকার আর এ লক্ষ্যেই দেশের জন্ম নিবন্ধন কর্মসূচী বাস্তবায়নে সরকারী বেসরকারী সংস্থাসমূহের সাথে সাথে দেশের সর্বশ্রেণীর মানুষের সচেতনতা এবং সক্রিয় অংশ গ্রহণ একান্ত কাম্য।

Dhaka University Institutional Repository

স্মারণি - ৫.১ জন্ম নিবন্ধন

বিবরণ	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
জন্ম নিবন্ধীকরণ শিশু	০০	০০
সঠিক বয়স সম্পর্কে জ্ঞাত	০০	০০
জন্ম নিবন্ধীকরণের নিয়মাবলী সম্পর্কে জ্ঞাত	০০	০০
জন্ম নিবন্ধীকরণের ব্যপারে সচেতন পরিবার	০০	০০

Dhaka University Institutional Repository

দারিদ্র্যতার প্রভাব

'দরিদ্র্য অসহ/পুত্র হয়ে জায়া হয়ে কাঁদে অহরহ/ আমার দুয়ার ধরি'

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর 'দারিদ্র্য' কবিতার পংক্তিটি বিশ্বের কোটি কোটি দারিদ্র্য ক্লিষ্ট মানুষের কথা, বাংলাদেশের অন্ততঃ আশি ভাগ লোকের সমবেত কণ্ঠের বিলাপ। প্রাচীন শাস্ত্রে আছে, 'সর্বাং হন্নতে ক্ষুধা' অর্থাৎ সব কিছুকে হত্যা করে ক্ষুধা।[৫] ক্ষুধার জ্বালায় মানুষ করতে পারে না এমন কিছু নেই। তাই দেখা যায় অতি দারিদ্র্যের ফলে দিনান্তে এক বেলা আহার দিতে অক্ষম পিতামাতারা নিজেদের অতি আদরের শিশু সন্তানকে হত্যা করে কিংবা বিক্রি করে দেয় কিংবা অমানবিক কাজ করতে বাধ্য করে। তাই সঙ্গত কারণে মানুষের ৫টি মৌলিক অধিকার খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষা এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে খাদ্য বা ক্ষুধাকে। দারিদ্র্য প্রথমেই আঘাত হানে জীবন রক্ষার উপর তৎপর অন্যান্য মৌলিক অধিকার সমূহের উপর।

একদিকে সমগ্র বিশ্ব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অভাবনীয় উন্নতির শীর্ষে, বিবেক সম্পন্ন মানুষ ক্ষুধামুক্ত বিশ্ব গড়বার স্বপ্ন পূরনের অঙ্গীকারবদ্ধ। শক্তিধর দেশসমূহের প্রভাব বিস্তারের জন্য কোটি কোটি ডলার বরাদ্ধে যুদ্ধের সানাই বাজছে, অন্যদিকে পৃথিবীর ১.২ বিলিয়ন জনসংখ্যা চরম দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করছে। যাদের মাথা পিছু দৈনিক আয় এক ডলারের ও অনেক কম।[৬] প্রতিদিন অনাহারে মারা যাচ্ছে ৩১ হাজার শিশু।[৭] এর হার প্রতিনিয়ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বাড়ছে। ১৯৮৬ সালে সমীক্ষায় দেখা যায়, বিশ্বের ৮৪ কোটি ১০ লক্ষ লোক খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।[৮] সম্প্রতি প্রকাশিত সমীক্ষায় জানাযায় তা বৃদ্ধি পেয়ে বিশ্বে বর্তমানে ২০০কোটি লোক খাদ্য নিরাপত্তাহীনাতায় ভুগছে। এ বৃদ্ধির হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় অনেক বেশি, প্রতি বছর বিশ্বে ৭কোটি ৭০ লক্ষ লোক বাড়ছে। বৃদ্ধির হার ১.৩ শতাংশ। বিগত ৪০ বৎসরে জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে। আর খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার হার ৫ বছরে দ্বিগুনেণরও অধিক হয়েছে।[৯] দারিদ্র্য, মহামারী, যুদ্ধ, নির্মমতায় প্রধান শিকার শিশুরা। যদিও তারা এসব অনভিপ্রেত ঘটনা ও পরিস্থিতির জন্য দায়ী নহে। পিতা-মাতা, অভিভাবক, সরকার ও সমাজের কাছে শিশুদের উপযুক্ত খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও মানসিক বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সকল সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার অধিকার রয়েছে। কিন্তু তারা তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তৃতীয় বিশ্বের স্বল্পোন্নত ও উন্নয়শীল দেশে এই বঞ্চনা আরও অধিক। সম্প্রতি প্রকাশিত ইউ এন এফ পি এ সমীক্ষায় জানা যায়, ধনীদেশ গুলোতে যে শিশুটি জন্ম নিয়ে যতট। ভোগ বা পরিবেশ দূষণ করে তা উন্নয়নশীল দেশগুলোতে জন্ম নেয়া

৫। জীবন প্রবাহ-দৈনিক ইনকিলাব, তারিখ-২৯-১০-১৯৯৯ইং।
৬। সালমা খান- সার্বজনিন মানবাধিকার ও তৃতীয় বিশ্ব, দৈনিক প্রথম আলো তারিখ-০৪-১১-১৯৯৮ ইং।
৭। সম্পাদকীয়- ক্ষুধা মুক্ত বিশ্ব চাই- দৈনিক জনকণ্ঠ তারিখ-১৯-১১-১৯৯৬ ইং।
৮। বিশ্ব জনসংখ্যা প্রতিবেদন ২০০১, প্রকাশ উপলক্ষে জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (ইউ, এন, এফ, পি, এ) এর সংবাদ সম্মেলন, জাতীয় প্রেসক্লাব, তারিখ-০৮-১১-২০০১ইং।
৯। বিশ্ব জনসংখ্যা প্রতিবেদন ২০০১, প্রকাশ উপলক্ষে জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (ইউ, এন, এফ, পি, এ) এর সংবাদ সম্মেলন, জাতীয় প্রেসক্লাব, তারিখ-০৮-১১-২০০১ইং।

Dhaka University Institutional Repository

৩০ থেকে ৫০ টির শিশুর সমান।[১০] নিম্নের পরিসংখ্যানের মাধ্যমে উন্নত ও উন্নয়ণশীল বা স্বল্পোন্নত দেশসমূহের পার্থক্য আরও স্পষ্ট হবে।

ইউনিসেফ কর্তৃক প্রকাশিত বিশ্ব শিশু পরিস্থিতির রিপোর্ট অনুযায়ী মাথাপিছু মোট জাতীয় উৎপাদন (মা: ড:) বিশ্বের ৪৪৯৮ শিল্পোন্নত দেশ- ২৪৩০০ উন্নয়ন শীল দেশ-১০২৩, স্বল্পোন্নত দেশ ২৩৩। চরম দরিদ্রসীমার নিচে শহুরে জনসংখ্যার হার (%) বিশ্ব-৩০, উন্নয়নশীল দেশ-২৭,স্বল্পোন্নত দেশ-৫৫, গ্রামীণ জনসংখ্যার এ হার (%) উননয়নশীল দেশ-৩১, স্বল্পোন্নত দেশ-৭০।[১১] পরিসংখ্যানে মাথাপিছু জাতীয় আয় বিশ্বের শতকরা হার অত্যধিক, পক্ষান্তরে উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশের এ হার চরম দারিদ্র্য সীমার নীচে অবস্থান করছে।সম্প্রতি ইউ, এন, এফ, পি, এ প্রতিবেদনে জানা যায় বিশ্ব জনসংখ্যার বৃদ্ধির বেশির ভাগই ঘটছে দারিদ্র্যতম দেশগুলোতে। অথচ বিশ্বের সবচেয়ে ২০ শতাংশ সম্পদশালী দেশগুলোতে ব্যক্তিগত ভোগ বিলাসের ৮৬ শতাংশ ও দারিদ্রতম ২০ শতাংশ ১.৩ শতাংশ ভোগ করেন।[১২] এ ক্ষেত্রে উন্নত দেশ উন্নয়নশীল দেশের দারিদ্র্য ও দারিদ্র্যতা অনেকটা আপেক্ষিক, যেমন উন্নত দেশসমূহে পরিধেয় ধোয়ার জন্য ওয়াশিং মেশিন না থাকা দারিদ্র্যতা, আর আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশে পরিধেয় না থাকা দারিদ্র্যতা।

বাংলাদেশে এ চিত্র আরও করুণ। এখানে চরম দারিদ্র্য সীমার নীচে জনসংখ্যার হার শতকরা ৮৬ ভাগ।[১৩] যদিও মাথা পিছু জাতীয় উৎপাদনের হার ২২০ থেকে বৃদ্ধি ৩৬০ মা: ড: হয়েছে।[১৪] এ হার বিগত সরকার ২০০০ সালে ৩৮৫ মা: ড: দাবী করছেন। ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত ইউএনডিপির রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশে ৬ কোটি লোক ২১১২ কিলো ক্যালরির নিচে খাদ্য গ্রহণ করে চরম দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থান করে, এর ভিতর আড়াই কোটি লোক ১৮০৫ কিলো ক্যালরির নিচে খাদ্য গ্রহণ করে তারা পৃথিবীর দারিদ্র্যতম মানব সন্তান হিসাবে স্থান করে নিয়েছেন।[১৫]

অন্য রিপোর্টে এ সংখ্যা ৩কোটি ৩ লক্ষ বা ২৭.১৯%।[১৬] অন্য একটি রিপোর্টে জানা য়ায় বিশ্বের ২০টি দারিদ্র্যতম দেশের মধ্যে বাংলাদেশেই দারিদ্র জনসংখ্যা সর্বাধিক (৯ কোটি ৩২ লক্ষ)।[১৭] ১৯৮৫-৮৬, ১৯৮৮-৮৯ ও ১৯৯১-১৯৯২ অর্থ বছরে সরকারের এক জরীপে দেখা গেছে বাংলাদেশে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যার হার ৫২ থেকে কমে ৪৭

১০। বিশ্ব জনসংখ্যা প্রতিবেদন ২০০১, প্রকাশ উপলক্ষে জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (ইউ, এন, এফ, পি, এ) এর সংবাদ সম্মেলন, জাতীয় প্রেসক্লাব, তারিখ-০৮-১১-২০০১ইং।

১১। সারণী-৬ঃ অর্থনৈতিক নির্দেশক- বিশ্ব শিশু পরিস্থিতি-১৯৯৭, ইউনসেফ বাংলাদেশ

১২। দৈনিক জনকণ্ঠ তাং- ০৯/১১/২০০১ইং

১৩। সারণী-৬ঃ অর্থনৈতিক নির্দেশক- বিশ্ব শিশু পরিস্থিতি-১৯৯৭, ইউনসেফ বাংলাদেশ

১৪। সারণী-৬ঃ অর্থনৈতিক নির্দেশক- বিশ্ব শিশু পরিস্থিতি-২০০০, ইউনসেফ বাংলাদেশ

১৫। এম শহীদুল্লা খান- আর্থ সামাজিক মুক্তি এবং স্বাধীন স্থানীয় সরকার- দৈনিক জনকণ্ঠ তারিখ-১২-১১-১৯৯৬ ইং।

১৬। মোঃ আব্দুস সালাম- ক্ষুধা ও অপুষ্টির বিরুদ্ধে সংগ্রাম, বিশ্ব খাদ্য দিবস ৯৬ উপলক্ষে বিশেষ ক্রোড় পত্র- দৈনিক জনকণ্ঠ, তাং ১৬/১০/১৯৯৬ইং

১৭। তেরেশ ব্লশে- সৈয়দ আজিজুল হক অনূদিত- পরীশিষ্ট-৬, বাংলাদেশে শিশু অধিকার-হারানো শৈশব ঃ তার ইতি কথা, ইউনিভারর্সিটি প্রেস লিমিটেড- ১৯৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

দাঁড়িয়েছে এবং একই জরীপে 'চরম দারিদ্র' হার ২২ শতাংশ থেকে বেড়ে ২৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।[১৮] উক্ত উপাত্তের বিশ্লেষণে বিশ্বব্যাংক বলছে, দারিদ্র্যের প্রকৃত হার সরকারী এই হিসাবের চেয়ে বেশি এবং তা প্রায় ৫০ শতাংশ।[১৯] উইমেন ফর উইমেন আয়োজিত নারী ও দারিদ্র্য শীর্ষক জাতীয় সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের এক রিপোর্টে জানা যায় গ্রামীন জনগণের ৫১ভাগ ও নগর বাসীর ৬৫ভাগ দরিদ্র সীমার নীচে বসবাস করছে।[২০] তবে এ কথা সত্য যে, দারিদ্র্য ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। ১৯৯৬ সালের এপ্রিল মাস থেকে ১৯৯৭ সালের এপ্রিল পর্যন্ত এক বছর সময়ের পরিস্থিতি ইউএনডিপি পর্যালোচনায় জানা যায়, শহরাঞ্চলে দারিদ্র্য ৪৪.৪ শতাংশ থেকে ৪৩.৪ শতাংশ কমেছে, আর গ্রামাঞ্চলে ৪৭.৭ শতাংশ থেকে ৪৬.৮ শতাংশে নেমেছে। অর্থ্যাৎ এক বছরে দেশে দারিদ্র্য নেমেছে ১ ভাগের মতো।[২১] বিবিএস-এর খানা ব্যয় নির্ধারণ জরিপ ১৯৯৫-৯৬ তথ্য মতে, ১৯৯৫-৯৬ সালের পল্লী অঞ্চলের ৪৭.১ শতাংশ দারিদ্র্যসীমার নীচে এবং ২৪.৬ শতাংশ চরম দারিদ্র্যসীমার নীচে ছিল। উক্ত সংস্থার মতে, ১৯৮৩-৮৪ সালে পল্লী অঞ্চলে দারিদ্র্য ছিল ৬১.৯ শতাংশ এবং ১৯৯১-৯২ সালে ছিল ৪৭.৬ শতাংশ। ১৯৮৩-৮৪ এবং ১৯৯১-৯২ সালে চরম দারিদ্র্য জনগোষ্ঠি ছিল যথাক্রমে ৩৬.৭ শতাংশ এবং ২৮.৩ শতাংশ। অপরদিকে ১৯৯৫-৯৬ সালে শহর অঞ্চলে ছিল ৪৯.৭ শতাংশ দারিদ্র্য এবং ২৭.৩ শতাংশ চরম দারিদ্র্য। ১৯৮৩-৮৪ এবং ১৯৯১-৯২ সালে দারিদ্র্য ছিল ৬৭.৭ শতাংশ এবং ৪৬.৭ শতাংশ। চরম দারিদ্র্য ছিল ১৯৮৩-৮৪ এবং ১৯৯১-৯২ সালে যথাক্রমে ৩৭.৪ শতাংশ এবং ২৬.৩ শতাংশ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা ব্যয় নির্ধারণ জরিপ ১৯৯৫-৯৬ এ দারিদ্র্য পরিমাপে ক্যালরি গ্রহণ প্রক্রিয়া ছাড়াও প্রথম বারের মতো মৌলিক চাহিদা খরচ প্রক্রিয়ার (Cost of Basic Needs Method) ব্যবহার করা হয়েছে। এ প্রক্রিয়া অনুযায়ী ১৯৯৫-৯৬ সালে জাতীয় পর্যায়ে ৩৫.৬ শতাংশ জনগোষ্ঠী চরম দারিদ্র্য এবং ৫৩.১ শতাংশ উচ্চ পর্যায়ে দারিদ্র্য রয়েছে। বিআইডি এস-এর তথ্য অনুযায়ী ১৯৮৭ থেকে ১৯৯৪ সালে পল্লী দারিদ্র্য ৫৭.৫ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ৫১.৭ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। চরম দারিদ্র্য হ্রাস পেয়ে ২৫.৮ শতাংশ থেকে ২২.৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। দারিদ্র্যসীমা ও দারিদ্র্যের ব্যবধান ২১.৭ শতাংশ থেকে ১৯.২ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে। ১৯৯৮ সালে ঢাকায় প্রকাশিত বিশ্ব ব্যাংকের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, গত পাঁচ বছরে বাংলাদেশের চরম দারিদ্র্যের হার ৪৩% থেকে কমে ৩৬% এ এসে দাঁড়িয়েছে। এতে আরও বলা হয় যে, সব মিলিয়ে বাংলাদেশে দারিদ্র্য জনসংখ্যার হার ৫৯% থেকে কমে

১৮। তেরেশ ব্লশে- সৈয়দ আজিজুল হক অনূদিত- পরীশিষ্ট-৬, বাংলাদেশে শিশু অধিকার-হারানো শৈশব ঃ তার ইতি কথা, ইউনিভারর্সিটি প্রেস লিমিটেড- ১৯৯৭।

১৯। দি ডেইলি ষ্টার- তাং- ২৩/০৩/১৯৯৫ইং।

২০। দৈনিক/জনকণ্ঠ, তাং- ২৭/১০/১৯৯৬।

২১। সম্পাদক- বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনে অগ্রগতি- দৈনিক সংবাদ, তাং- ২৮/০১/২০০০ইং।

Dhaka University Institutional Repository

৫৩% এসে দাঁড়িয়েছে।[২২] বিভিন্ন সংস্থার দরিদ্র পরিস্থিতির বিভিন্ন চিত্র থেকে দেশে ব্যাপক দারিদ্র্যতাই নির্দেশ করে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) পরিচালিত জরীপে দেখা যায় শহর ও গ্রামের গরীবের মাথা পিছু আয় ক্রমশ: বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে শহরের গরীবের আয় গ্রামের গরীবের আয়ের চেয়ে বেশি। শহরের গরীবের গত তিন বছরের আয় বৃদ্ধির ধাপ এ রকম- ৯৬ সালে ৪৭৮ টাকা, ৯৭ সালে ৫৩৯ টাকা এবং ৯৮ সালে ৬৩৭ টাকা, পরিমাণের দিক থেকে আয় বেড়েছে ১৫৯ টাকা অর্থ্যাৎ ৩৩%। একই সময়ে গ্রামের গরীবের আয় বেড়েছে ১১%। ৯৮ সালে গ্রামের গরীবের মাথা পিছু আয়ের পরিমাণ ছিল ৪৩৬ টাকা ২০ পয়সা। সমীক্ষায় আয় বাড়লেও বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম খাদ্যশক্তি সংস্থানে দারিদ্র্যের মাথাপিছু রোজগারে ২১০ টাকা ঘাটতি ছিল। দারিদ্র্য সীমার ন্যূনতম পরিমাণ ২১১২ ক্যালরি বা ৮৪৯ টাকা। [২৩]

সরকারের ২০০০ সালের এক সমীক্ষায় বলা হয়েছে, দেশে ১৯৯৬ থেকে ১৯৯৯ পর্যন্ত সময়ে শহর ও গ্রামঞ্চলে দারিদ্র্য পরিস্থিতি কিছুটা উন্নতি হয়েছে-৯৬ সালের দারিদ্র্য পরিস্থিতি ৪৭%, ১৯৯৯ সালে তা নেমে ৪৪.৭% এ আসে।[২৪] ক্রমান্বয়ে দারিদ্র্যের হার হ্রাস ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেলেও দরিদ্র জনগোষ্ঠি সেই তিমিরেই থেকে যাচ্ছে। বিশ্বের একদিকে উন্নতদেশগুলো অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী নিয়ন্ত্রণ করছে বিশ্বের সম্পদভান্ডারকে, ঐ সব দেশের লোকেরা মাথা পিছু লক্ষ লক্ষ ডলার আয় করছে, অন্যদিকে দেশের অভ্যন্তরের সম্পদশালী ব্যাক্তিরা দেশের সম্পদ ভান্ডারকে ব্যবহার করছে, নিজেদের আয় বৃদ্ধি করছে, সমাজের এই স্বচ্ছল ও ধনীক শ্রেনীর আয় যতো বৃদ্ধি পাচ্ছে সেভাবে পাচ্ছে না নিম্নবিত্তদের আয়। এ জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেলেও আয়ের সুষম বন্টন হচ্ছে না বিধায় আজও আয়ের প্রভাব দারিদ্র্যের উপর পড়ছে না। হাতিয়ার হিসাবে দরিদ্র্য জনগোষ্ঠী সম্পদশালীদের আয়ের যোগান দিচ্ছে, এদের জন্য আশানুরূপ কোন পরিকল্পনা বা বাজেট না থাকায় ভাগ্যের তেমন কোন পরিবর্তন ঘটছে না। দৈনিক জনকণ্ঠের রিচার্স রেফারেন্স সেল রিপোর্ট থেকে জানা যায়,

জনসংখ্যার মাত্র ২০ শতাংশ বাংলাদেশের সামগ্রিক আয়ের অর্ধেকের বেশি ভোগ করে, অন্যদিকে জনগোষ্ঠির সর্বাধিক দারিদ্র্য ২০ শতাংশের কাছে পৌছে মাত্র পাঁচ শতাংশেরও কম আয়।[২৫]

২২। মিজানুর রহমান সৌরভ- বাংলাদেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতি ও দারিদ্র্য বিমোচন- একটি পর্যলোচনা। দৈনিক ইত্তেফাক, তাং- ১০/০৫/৯৯ইং।

২৩। আহমেদ নূরে-আলম- পরিসংখ্যান ব্যুরোর রিপোর্ট, দৈনিক জনকণ্ঠ, তাং- ২৩/০৪/১৯৯৯ইং।

২৪। নিয়ামত হোসেন- দারিদ্র্য কমলে গড় আয়ু আরও বাড়বে- দৈনিক জনকণ্ঠ, তাং- ১২/০৬/২০০০ইং।

২৫। আব্দুল মতিন- দারিদ্র্য বোমা পারমানবিক বোমার চেয়ে ভয়ংকর- দৈনিক জনকণ্ঠ, তাং ১৭/০৮/১৯৯৯ইং।

Dhaka University Institutional Repository

এই ভাগ্যবঞ্চিত গোষ্ঠীর অর্ধেকই শিশু। এদের মধ্যে জনসংখ্যা রোধে অসচেতনতাই ক্রমান্বয়ে এদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, ফলে আগের যে কোন সময়ের চেয়ে অধিক সংখ্যক শিশু দারিদ্র্যের মধ্যেই জন্ম গ্রহণ করে। যার জন্য শিশুদের উপর দারিদ্র্য প্রথম আঘাত হানে। বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ শিশু জন্ম থেকেই পতিত হয় দারিদ্র্যের দুষ্ট চক্রে। এদের ভিতর অধিক করুণ টোকাই বা ছিন্নমূল বা পথ শিশুদের অবস্থা। এদের চিত্র ভয়াবহ, ওদের মাসিক গড় আয় ৫০০ টাকা, যা দিয়ে পরিবারের কখনও কখনও খাবার খচড়াও মেটাতে হয়।[২৬] ধনীরা একদিকে পরম সুখে পক্ষান্তরে ওদের অভাবের জ্বালায় দুঃখ-দুর্দশা, কষ্ট ইত্যাদিতে সারাজীবন ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। অত্র গবেষণার সমীক্ষার প্রশ্নমালায় প্রতিটি শিশুকে প্রশ্ন করা হয়েছিল-

"পরিবারের বার্ষিক আয়ের পরিমান কত?"

ও " তোমার মাসিক আয় কত?"

উত্তর বিশ্লেষণে দেখাযায় ১৫৪৫টি শিশু চরম দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করছে যা শতকরা হার ৮৬.৮৫ ভাগ, ও খাদ্য গ্রহণের দিক থেকে ১০০ ভাগ শিশুই দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থান করছে। এরা সকলেই ২১১২ ক্যালরী খাদ্য গ্রহণ করছে।

এরা দারিদ্র্যের কষাঘাতে কঠোর বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে জীবনের সাথে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করতে বাধ্য হচ্ছে। বড়রা এদেরকে জীবিকার পণ্যে পরিণত করে। দারিদ্র্যতার কারণেই এদের জীবনে চরম দুর্গতি, দারিদ্র্যতার কারণেই এদের সকল সমস্যার সৃষ্টি, দারিদ্র্যতার কারণেই এদের জোটেনা পুষ্টি। এদের মধ্যে দারিদ্র্যতার জন্যই সামাজিক বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়। দারিদ্র্যতার কষাঘাতে এরা দুর্বিসহ জীবন যাপন করে। এদেরকে হতাশায় গ্রাস করে। এরা ক্ষুধার জ্বালায় বিভিন্ন প্রকার শ্রম ও অসামাজিক কাজ অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করে। এসব শিশুদেরকে দারিদ্র্য আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে রেখেছে অনগ্রসরতার যুবকাষ্ঠে, এরা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কোন কাজে আসছে না এবং এদের দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য জাতীয় ভাবে তেমন কোন পরিকল্পনা বা কার্যক্রম গ্রহণ করাও হয় না। দারিদ্র্য এদের জীবনের এক অভিশাপ, এক অন্ধকার জগত, যেখানে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে বেঁচে থাকতে হয়। শিশুরা জঠর জ্বালা নিবারণের জন্য ভিক্ষাবৃত্তি, পতিতাবৃত্তি, ফুলেরমালা বিক্রি, কাগজ কুড়ানো, দাসত্ব, ফেরী করা, মিস্তি, ইট ভাঙ্গা, বাসাবাড়ীতে ঝি-এর কাজ করতে বাধ্য হয়। এই অমানবিক শ্রমের ফলে দৈনিক ৫/১০ টাকা থেকে ৬০ টাকা পর্যন্ত বিভিন্ন অংকের আয় করে থাকে, তবে ৭৫.৮৩ ভাগ শিশু দৈনিক ২০ টাকার কম আয় করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিশুকে আয়ের

২৬। প্রবন্ধ রচনা - টোকাই আমাদের বন্ধু-মাসিক ছোদের কাগজ-বর্ষ-১, সংখ্যা-২, সেপ্টেম্বর ১৯৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

একাংশ পুলিশকে বা বখাটেদেরকে বখড়া দিতে হয়। বাকী টাকা দিয়ে তারা নিজের জন্য খাদ্য সংগ্রহের সাথে কখনও-কখনও ভাই-বোন ও অসহায় বাবা-মায়ের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হয়। কখনও বাবা-মাকে টাকা দিতে হয়। যা যোগার করতে এদেরকে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি দিতে হয়, কখনও বা অবৈধ ভাবে উপার্জনেও দ্বিধা করে না। তবুও এদের জীবনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে না।

সামগ্রিক ভাবে শিশুদের অধিকার রক্ষার পূর্বশর্ত হিসেবে দারিদ্র্য দূর করতে হয়। এর ব্যাতিরেকে শিশুদের জীবন থেকে সমস্যাগুলো দূর করা সম্ভব নয়। জাতীর ভবিষ্যৎ কর্ণধার শিশুদের এক বৃহদাংশ ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের জন্য ধ্বংশের মুখো মুখি। এ থেকে পরিত্রান পাবার জন্য প্রয়োজন খাদ্যের বিনিময়ে কর্মমূখী শিক্ষা এবং এদেরকে কর্মীর হাতে পরিণত করা। এটা করা কি একে বারেই অসম্ভব? না, তবে উদ্যোগ ও মানসিকতার অভাব। এ উদ্যোগ রাজনৈতিক, সামাজিক, সরকারী-বেসরকারী, স্থানীয়ভাবে বা সম্মিলিত পর্যায়ে নেয়া যেতে পারে। দেশে দুই সহস্রাধীক কোটিপতি পরিবারদের নিজেদের ভোগ বিলাসের অর্থের এক তৃতীয়াংশ দিয়ে এদেশের অধিকাংশ শিশুদের অন্ন সংস্থান সম্ভব।[২৭] তাই ব্যক্তিগত পর্যায়ের উদ্যোগেও এসব অর্ধাহারী-অনাহারী-শিক্ষাহীন-বস্ত্রহীন-আনন্দবঞ্চিত শিশুদের জীবনের কিছুটা হলেও দুঃখ ঘুচানো সম্ভব। এজন্য সর্বাগ্রে দূর্ভাগ্য মানুষদের স্বপ্ন ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের ঈশ্বরী পাটনির ভাষায় সেই আর্তি, "আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।" স্মরণ রাখতে হবে।

২৭। মোহাম্মদ মহিউদ্দিন-দারিদ্র্য ও শিশু শ্রম- একটি সমীক্ষা।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী - ৫.২ আয়

দৈনিক আয়ের বিবরণ	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
০-২০ টাকা	১৩৪৯	৭৫.৮৩
২১-২৮ টাকা	১৯৬	১১.০১
২৯-৪০ টাকা	৭২	৪.০৪
৪১-৫০ টাকা	১১০	৬.১৮
৫১-৬০ টাকা	২৭	১.৫১
৬১-৮০ টাকা	২৫	১.৪০

সারণী - ৫.৩ অর্থনৈতিক অবস্থান

বিবরণ	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
দারিদ্র্যসীমার নিচে- খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে	১৭৭৯	১০০
চরম দারিদ্র্যসীমার নিচে- আয় এর ক্ষেত্রে	১৫৪৫	৮৬.৮৫
তিন বেলা বা প্রয়োজনীয় খাদ্য গ্রহণ করে	০০	০০

Dhaka University Institutional Repository

প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা

'স্বাস্থ্যই সুখের মূল।' এই বাক্যটির মধ্যে নিহিত আছে আমাদের সুন্দর ভবিষ্যৎ এবং সমৃদ্ধ জাতীগঠনের স্বপ্ন। সুস্থ্যভাবে বেঁচে থাকাই প্রতিটি মানুষের স্বপ্ন। এটি তার মৌলিক অধিকার। কিন্তু ক'জনই বা এই মৌলিক অধিকার ভোগ করতে পারেন? বিশ্বের জনগোষ্ঠির অর্ধেকই শিশু, আর সেই শিশুরাই অধিক বঞ্চিত হচ্ছে এই মৌলিক অধিকার তথা 'স্বাস্থ্য সেবা' থেকে। সুস্থ্য স্বাস্থ্যের সাথে উন্নত পুষ্টি, খাদ্য, পানি, সুয়ারেজ ব্যবস্থা, স্যনিটেশন, পরিবেশ, উন্নত চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয় সমূহের মধ্যে রয়েছে গভীর সম্পর্ক। তবে এসব কিছুর বাধার মূলে দারিদ্র্যই মূখ্য। সমাজের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী যেহেতু বাস করছে দারিদ্র্য সীমার নীচে, সেহেতু সঙ্গত কারণেই এদের শিশুরা প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সেবা থেকে বঞ্চিত।

শিশুদের জন্য সুন্দর, বর্তমান ও নিশ্চিত ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার অঙ্গীকার ব্যক্ত করছেন বিশ্ব নেতৃবৃন্দ। কিন্তু বিশ্বের উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশের অধিকাংশ শিশুদের সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাচ্ছে। এ কথা সত্য যে, দারিদ্র্যতার কারণে উন্নয়নশীল দেশসমূহে শিশুদের পুষ্টিহীনতা ও সর্বোপরি সুচিকিৎসার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। শিশু অধিকার সনদে ৪র্থ প্রস্তাবে পুষ্টি সাধণের ও ২৪-(১) ধারায় শিশু স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু বিশ্বে কোটি কোটি শিশু অপুষ্টি ও চিকিৎসার অভাবে মারা যাচ্ছে, এক পরিসংখ্যানে জানা যায় বিশ্বে প্রতিদিন প্রতিরোধ যোগ্য নানা রোগে ৪০ হাজার শিশু মারা যাচ্ছে। বছরে প্রায় ৬লাখ মায়ের মৃত্যু হয় গর্ভবতী অবস্থায়। ১৫কোটি শিশু জন্ম নেয় কম ওজন নিয়ে।[২৮] অথচ প্রতিনিয়তই বিশ্বব্যাপী কোটি কোটি ডলার ব্যয় হচ্ছে প্রতিরক্ষা খাতে। জাতিসংঘের এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রের সিগারেট কোম্পানীগুলো শুধুমাত্র বিজ্ঞাপন খাতে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে, বিশ্ব ব্যাপী শিশুদের সাধারণ রোগব্যধির হাত থেকে রক্ষা করতে সেই পরিমাণ অর্থের চেয়েও কম অর্থ প্রয়োজন।[২৯]

শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষা করতে, শারিরীক ও মানসিক বিকাশ ঘটাতে পুষ্টির কোন বিকল্প নেই। উন্নয়নশীল দেশ সমূহে অনুর্ধ ৫বছর বয়সী ২০কোটির বেশি শিশু অপুষ্টির শিকার, প্রতিবছর এই দেশ সমূহে প্রায় ১কোটি ২০ লাখ অনুর্ধ ৫বছর বয়সী শিশুর মৃত্যুর অর্ধেকের বেশি ঘটে অপুষ্টির কারণে।[৩০] অন্য রিপোর্টে এর ৯০ভাগ মারা যায় বিনা ঔষধে নিরাময় যোগ্য রোগে।[৩১] অন্য এক তথ্যে জানা যায়, ৩য় বিশ্বের ৮০শতাংশ শিশু অপুষ্টির শিকার।[৩২] অন্য এক তথ্যে উন্নয়নশীল বিশ্বে ৪৯০মিলিয়ন লোক অপুষ্টিতে ভুগছে।[৩৩]

২৮। সম্পাদকীয় - চাই সুন্দর স্বাস্থ্যবান শিশু-দৈনিক জনকণ্ঠ, তারিখ ০১-১২-১৯৯৬ইং।
বা সম্পাদকীয় - কেমন আছে আমাদের শিশুরা-দৈনিক জনকণ্ঠ, তারিখ ০১-১০-১৯৯৯ইং।
২৯। সম্পাদকীয় - শিশুর মৃত্যুর হার হ্রাস জরুরী-দৈনিক জনকণ্ঠ, তারিখ ০২-০৩-১৯৯৯ইং।
৩০। কফি এ, আনান-মুখবন্দ -বিশ্ব শিশু পরিস্থিতি-১৯৯৮, ইউনিসেফ বাংলাদেশ।
৩১। দৈনিক জনকণ্ঠ, তাং ১২/১২/৯৬ইং।
৩২। সালমা খান- সর্বজনীন মানবাধিকার ও তৃতীয় বিশ্ব- দৈনিক প্রথম আলো- তাং- ০৪/১১/৯৮ইং।
৩৩। দিলীপ কুমার দত্ত- দুর্ভিক্ষ কি প্রতিরোধ করা যাবে?- দৈনিক জনকণ্ঠ, তাং ২৮/১২/৯৮ইং

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে শিশুস্বাস্থ্যের চিত্র অধিক করুণ, এখানে মুষ্টিমেয় শিশু ছাড়া অধিকাংশ শিশুরা পাচ্ছে না বেড়ে ওঠার সুযোগ। এদের ৭০% পুষ্টিহীনতার শিকার।[৩৪] খাদ্য, স্বাস্থ্য সেবা সুস্থ্য পরিবেশে বেড়ে ওঠার নিশ্চয়তা সংবিধানে থাকলেও বাস্তবে নেই। প্রতিদিন-প্রতিমুহূর্তে অসংখ্য শিশু পৃথিবীর আলো দেখতে না দেখতেই বিদায় নিচ্ছে। ইউনিসেফের মতে বাংলাদেশে অপুষ্টির হার বিশ্বের মধ্যে সর্বোচ্চ। ক্ষুধা-দারিদ্র্য, অপুষ্টি, আর বিপুল অংকের ঋণের বোঝা নিয়ে আমাদের দেশে প্রতি মিনিটে জন্ম নিচ্ছে চার জন শিশু। ৪০ শতাংশ শিশু আড়াই কেজির কম ওজন নিয়ে জন্ম নিচ্ছে। আর অপুষ্টির কারণে প্রতি বছর অন্ধ হয়ে যাচ্ছে ত্রিশ হাজার শিশু।[৩৫] ইউনিসেফের অন্য পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, বাংলাদেশের ২ কোটি শিশু অপুষ্টি শিকার। রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে, ৫ বছরের কম বয়সী শতকরা ৫৬ জন শিশুই অপুষ্টির শিকার। জাতিসংঘের এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের প্রতি ১০ জনের ৯ জনই অপুষ্টির শিকার।[৩৬] এর পূর্বের এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী শিশু ডায়রিয়ায় মারা যায় প্রায় ৩ লাখ, ভিটামিন 'A' এর অভাবে প্রায় ৩০ থেকে ৩৫ হাজার শিশু অন্ধত্ব বরণ করে, ৩৮% শিশু আয়োডিনের অভাবে নানা রোগের শিকার এবং প্রতি বছর ৫ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুর হার ৮ লক্ষ ৭০ হাজার।[৩৭] এই তথ্যের মধ্যে বর্তমানে ডায়রিয়ার কারণে মৃত্যু হার খাবার স্যালাইন অধিক ব্যবহারের ফলে হ্রাস পেয়েছে এবং ১৯৯১ সালের গণনা অনুসারে শিশু মৃত্যুর হার হাজারে ১২৫ জনের স্থানে বিগত দশ বছরে ৮৫ জনে উন্নিত হয়েছে। সম্প্রতি প্রকাশিত বিশ্ব ব্যাংকের রিপোর্টে জানা যায়, বাংলাদেশে অপুষ্টিতে প্রতিদিন ৭০০ শিশু মারা যায়। [৩৮] এ হার ১৯৯৬ সালে অভিন্ন ছিল। মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রতিবেদন প্রণেতা ডঃ মাহবুবুল হক এর সাক্ষাৎকারে দেয়া রিপোর্টে বিগত ১৫ বছরে অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুর সংখ্যা বাড়বার হার প্রায় ২৭ শতাংশ, পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের প্রায় ৬৭ শতাংশই পুষ্টিহীনতার শিকার, স্বাস্থ্যসেবা পান না ৫৫ শতাংশ নাগরিক।[৩৯] এক তথ্যে জানা যায়, অপুষ্টির কারণে শতকরা ১.৩ ভাগ অর্থনৈতিক উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে বিধায় বাংলাদেশে ২০০৭ সাল নাগাদ শুধুমাত্র অপুষ্টিজনিত কারণে ক্ষতির পরিমান দাড়াঁবে ২ হাজার ২শ কোটি ৯০ লাখ মার্কিন ডলার।[৪০]

৩৪। মাহবুব হোসেন পিয়াল- শিশু অধিকার ও বাংলাদেশের শিশু- দৈনিক ইত্তেফাক, তাং ২৯/১০/২০০০ইং।

৩৫। সম্পাদকীয়- শিশুদের সাথে প্রতারনা এবং- দৈনিক দিনকাল, তাং- ০৭/১০/১৯৯৯ইং।

৩৬। সম্পাদকীয়- দুস্থ শিশুদের কল্যান- দৈনিক জনকণ্ঠ, তাং- ০১/১২/১৯৯৮ইং।

৩৭। মোহাম্মদ তারেক সরকার-শিশু অধিকার সনদ এবং বাংলাদেশ- দৈনিক জনকণ্ঠ, তাং ১৫/১০/১৯৯৬ইং।

৩৮। ETV সংবাদ, তাং ২৩/০৪/২০০১ইং

৩৯। সম্পাদকীয়- আমরি বাংলাদেশ- দৈনিক জনকণ্ঠ, তাং- ০৬/০৬/৯৭ইং

৪০। দৈনিক জনতা, তারিখ ২৯/১২/১৯৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে আয়োডিন ঘাটতি জনিত রোগব্যধির হার অত্যন্ত বেশি। ১৯৯৩ সালের এক জরীপে ৫ থেকে ১১ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগের গলগন্ড (৫৩ ভাগ মেয়ে ৪৭ ভাগ ছেলে) এবং ০৬ শতাংশ মানসিক প্রতিবন্দী ও অন্যান্য প্রতিবন্দীত্বের লক্ষণ রয়েছে। ১৯৯৬-৯৭ সালের এম আই সি এম থেকে জানা যায় জাতীয় গড় হিসাবে শতকরা ৬৭ ভাগ পরিবার আয়োডিন যুক্ত লবন ব্যবহার করছে।[৪১] তথ্য অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত সেমিনার এর মূল প্রবন্ধে জানা যায় দেশের গর্ভবতী মহিলা ও পাঁচ বছরের কম শিশুদের শতকরা ৭৭ ভাগই এ্যনিমিয়া বা রক্তশূন্যতায় ভোগে এবং শতকরা ৭০ ভাগ মানুষ আয়োডিনের ঘাটতিজনিত রোগে ভোগে।[৪২]

আমাদের দেশে শিশু মাতৃক্রোড়ে থাকা অবস্থায় মাত্র ২৩ শতাংশ মা প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পেয়ে থাকেন, গ্রাম ও বস্তিতে এ হার মাত্র ২০শতাংশ ও শহরে ৪৭ ভাগ।[৪৩] প্রসব পূর্ব শিশুর মা গর্ভকালীন সেবা না পাওয়ায় প্রতিবছর প্রায় ২০ হাজার মা প্রসব কালীন সময়ে মারা যান। বর্তমানে মাতৃ মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৪.৩ জন। (যাহা ১৯৯৬ সালে ছিল ৬.৫ ভাগ) উক্ত সরকারী তথ্য থেকে আরও জানা যায়, ৭৫ ভাগ মাই প্রথম সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার সময় মারা যান। ৩০ থেকে ৫০ ভাগ শিশু ২.৫ কেজির কম ওজন নিয়ে ভূমিষ্ট হয় এবং প্রতি একহাজার শিশুর ১২টি শিশু ভূমিষ্টের অসতর্কতার জন্য জন্মের ৮ ঘন্টার মধ্যে মারা যায়।[৪৪]

৪১। ডঃ মাসউদুর রহমান প্রিন্স- কায়রো সম্মেলনের পাঁচ বছর ও বাংলাদেশের জনসংখ্যার অবস্থা-দৈনিক জনকণ্ঠ,তাং-১৩/০৭/১৯৯৯ইং।

৪২। মূল প্রাবন্ধিক, এ এস এম আনিসুল আউয়াল- সংবাদ মাধ্যমে পুষ্টিবিষয়ক প্রচারাভিযান, 'তথ্য অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত সেমিনার, হোটেল পূর্বানী, তারিখ-২৮/১২/১৯৯৭ইং।

৪৩। ডঃ মাসউদুর রহমান পিন্স- কায়রো সম্মেলনের পাঁচ বছর ও বংলাদেশের জনসংখ্যার অবস্থা-দৈনিক জনকণ্ঠ-তাং ১৩/০৭/১৯৯৯ইং।

৪৪। The Daly Star, Date-24-05-1999.

Dhaka University Institutional Repository

সর্বোপরি অন্যান্য দেশ সমূহের শিশুমৃত্যু হারের সাথে বাংলাদেশের শিশু মৃত্যু হার তুলনা করার জন্য নিম্নে দুটি চিত্র তুলে ধরা হল।[৪৫]

শিশুমৃত্যুর হার

দেশ	হাজারে শিশু মৃত্যুর হার
বাংলাদেশ	৮৫ জন
যুক্তরাষ্ট্র	৮ জন
যুক্তরাজ্য	৬ জন
জাপান	৪ জন
সুইজার ল্যান্ড	৬ জন
শ্রীলংকা	১৪ জন
মালদ্বীপ	৫৫জন
পাকিস্তান	৮৮ জন
ভারত	৭৫ জন
নেপাল	৮১ জন

তথ্য সূত্র ঃ- এশিয়া উইক।

বাংলাদেশের বিভিন্ন হার [৪৬]

বিবরন	হার (%)		সন
৫ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুহার অনুযায়ী অবস্থান	৪৮		
কম ওজন নিয়ে জন্মনেয়া শিশুর অনুপাত	৫০		১৯৯০-৯৭
শুধুমাত্র বুকের দুধ খায়- (০-৩ মাস বয়সী)	৫২		১৯৯০-৯৯
আয়োডিন যুক্ত লবন ব্যবহারকারী পরিবারের অনুপাত (%)	৭৮		১৯৯২-৯৮
৫ বছরের কম বয়সী শিশুর কম ওজন বিশিষ্ট	মাঝারী তীব্র	৫৬	১৯৯০-৯৮
	তীব্র	২১	
৫ বছরের কম বয়সী শিশুর	ক্লিষ্ট মাঝারী ও তীব্র	১৮	
	বৃদ্ধি-ব্যাহত মাঝারী ও তীব্র	৫৫	

৪৫। দৈনিক জনকণ্ঠ- তারিখ- ২৬/০১/১৯৯৯ইং।
৪৬। তথ্য সূত্র ঃ সারণী ২ পুষ্টি ঃ বিশ্ব শিশু পরিস্থিতি- ২০০০ ইউনিসেফ বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

টোকাই-পথশিশুদের স্বাস্থ্যসেবা এদের কল্পনার বাহিরে, এদের থাকার চলার স্থানসমূহ অস্বাস্থ্যকর। নানারকমের রোগজীবানুর বাতাস এদেরকে ঘিরে থাকে। তাই এরা বিভিন্নরোগে আক্রান্ত হয়। এদের জন্য নেই কোন প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র। এদেরকে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত এক জরীপে দেখা যায়, বাংলাদেশে নগরবাসীরা সবচেয়ে বেশি অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস করছে। গ্রামীন পর্যায়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্য অবকাঠামোর তুলনায় এখাতে শহরাঞ্চলের অবকাঠামো দুর্বল।[৪৭] এক জরীপে নগরীর ৭০ ভাগই স্বাস্থ্য সমস্যাকে প্রধান সমস্যারূপে চিহ্নিত হয়েছে।[৪৮] শহরের শিশুরা বড় হচ্ছে কয়েক রকমের, এখানে বিত্তশালী পরিবারের শিশুরা পর্যাপ্ত পুষ্টিতে, উন্নত চিকিৎসায়, আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষায় বড় হচ্ছে। অন্যদিকে ছিন্নমূল বা টোকাই শিশুরা বঞ্চিত হচ্ছে এ সব কিছু থেকে। এরা জন্মগত ভাবেই অপুষ্টির শিকার, বেড়ে উঠছে অনাহারে, অর্ধাহারে ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে। সম্প্রতি প্রকাশিত বিশ্ব জনসংখ্যা প্রতিবেদন ২০০১-এ প্রতিবেদনে বলা হয় ঢাকা পৃথিবীর অন্যতম একটি দুষিত নগরী, এখানের বাতাসে সীসা বা লেডের আধিক্য পৃথিবীর অন্যান্য শহরের তুলনায় সবচেয়ে বেশি।[৪৯] বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অন্য এক প্রতিবেদনে জানাযায়। ঢাকা শহরে বছরে বায়ু দূষণের কারণে প্রায় ১৫ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়। প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, ঢাকা শহরের একজন নাগরিক প্রতিদিন যে বিষাক্ত বায়ু গ্রহণ করে তার ক্ষতির পরিমাণ প্রতিদিন দুই প্যাকেট সিগারেট খাওয়ার সমান।[৫০] আর এসব কিছুর প্রথমেই ভুক্তভোগী টোকাইরা। এরই মধ্যে ওরা বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখে আর বেঁচে থাকার জন্যই প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করছে মহাবিপর্যয়কর পরিবেশের সাথে। ঢাকা মহানগরীর টোকাই বা পথ শিশুদের জরিপ চালাতে গিয়ে প্রতিটি শিশুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

"তুমি যথাযথ স্বাস্থ্যসেবা পাও কিনা? হ্যাঁ/না।"

"কিভাবে কোথায় অন্ন সম্পন্ন কর? "

এর ১ম প্রশ্নে ১৭৭৯ জন অর্থাৎ শতকরা ১০০ভাগ শিশু 'না' বোধক উত্তর প্রদান করেছে। তবে এর মধ্যে মাত্র ১২ জন শিশু মাঝে মধ্যে ২/১ বার এই সেবা পেয়েছে, যা অতি নগন্য। জরিপভুক্ত প্রায় সকল শিশুই অতি রুগ্ন, পুষ্টিহীনতায় ভুগছে। এদের কাছে স্বাস্থ্য সেবা কল্পনা মাত্র। এক তথ্যে দেখা যায় বাংলাদেশে স্বাস্থ্য সুবিধা প্রাপ্ত জনসংখ্যার শতকরা

৪৭। সম্পাদকীয়- প্রাথমিক স্বাস্থ্যবেসা কার্যক্রম- দৈনিক জনকণ্ঠ, তাং- ১০/০৭/২০০০ইং।

৪৮। সম্পাদকীয়- কেমন আছে ঢাকার মানুষ- দৈনিক ইত্তেফাক, তাং-৩১/০৭/১৯৯৯ইং।

৪৯। ইউএনএফপিএ- এর প্রতিনিধি কর্তৃক বিশ্ব জনসংখ্যা প্রতিবদেন ২০০১ প্রকাশ উপলক্ষে সাংবাদিক সম্মেলন, জাতীয় প্রেসক্লাব, তাং- ০৮/১১/২০০১ইং

৫০। আকরাম হোসেন চৌধুরী- স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশে বেঁচে থাকার অধিকার- দৈনিক বাংলার বাণী, তাং- ০২/১০/২০০০।

Dhaka University Institutional Repository

হার ৪৫।[৫১] এ হার অতি লজ্জাজনক পর্যায় হলেও আলাদা করে পথ শিশুরা এই পরিসংখ্যানের আওতায় সেবা হারের অন্তভুক্ত নয়। এদের জন্য নেই কোন প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র, যেসব সরকারী হাসপাতাল সমূহ রয়েছে এর সেবা সাধারণত পথ শিশুরা পায় না। বেসরকারী স্বাস্থ্য কেন্দ্র সমূহের সেবা এরা ভাবতেই পারে না। মাঝে মধ্যে নগন্য সংখ্যক যেসব শিশু অনিয়মিত ভাবে স্বাস্থ্য সেবা পেয়ে থাকে তা কোন বেসরকারী সংস্থা বা কোন ব্যক্তি বিশেষ কর্তৃক। এদেরকে দেখে ধারণা হয়েছে প্রায় সকলেই মারাত্মক অপুষ্টির শিকার এবং অধিকাংশই মারাত্মক অপুষ্টিতে ভুগছে। এর প্রধান কারণ দারিদ্র্য, এবং দারিদ্র্যের কারণে দেখা দেয় খাদ্য স্বল্পতা।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে ১০০ ভাগ শিশুই তিনবেলা প্রয়োজনমত খাবার পায় না বলে জানায়। বিশ্বের পরিসংখ্যানে যেখানে প্রতিদিন অভুক্ত অবস্থায় ২১৫ কোটি শিশু রাত কাটায়।[৫২] সেখানে বাংলাদেশের প্রায় ১০০ ভাগ টোকাই শিশুই অভুক্ত অবস্থায় রাত কাটায়। বিশ্বব্যাংকের হিসাব মতে, পৃথিবীতে যেখানে এক-চতুর্থাংশ শিশু প্রয়োজন মতো খেতে পায় না।[৫৩] সেখানে বাংলাদেশের ১০০ ভাগ এই সব শিশুরা প্রয়োজন মতো খেতে পায় না।

সম্প্রতি ও সর্বশেষ ইউএনএফপিএ-র এক পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রায় ৬০ শতাংশ মানুষ মৌলিক পরিচ্ছন্ন ব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত। ২০ শতাংশ আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় প্রবেশের অধিকার নেই। বিশ্বে প্রতিবছর মোট মৃত্যুর ২০ থেকে ২৫ শতাংশ ঘটে সংক্রামক রোগে, অথচ অল্প কিছু পরিবেশ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জটিল শ্বাসজনিত রোগের ৬০ শতাংশ, উদারাময় জাতীয় রোগের ৯০ শতাংশ, ৫০ শতাংশ শ্বাসযন্ত্র সংক্রান্ত পুরনো রোগে এবং ৯০ শতাংশ ম্যালেরিয়া এড়ানো সম্ভব।[৫৪] অত্র হিসাবের বিপরীতে যারা সব রকমের সুবিধা পাচ্ছে তার ছোঁয়া বাংলাদেশের এই সব টোকাই-পথ শিশুদের জন্য কল্পনার বাহিরে।

উন্নত দেশ সমূহের সাথে সর্বক্ষেত্রে আমাদের এই সব ভাগ্যবঞ্চিত শিশুদের ক্রমান্বয়ে ব্যবধান বাড়ছে। এসব শিশুরা যখন যেখানে যা পায় তাই খেয়ে থাকে। এদের খাবারের কোন নির্দিষ্ট স্থান, সময় বা ম্যানু থাকে না। এরা সর্বসময় ব্যস্ত থাকে নিজের ও পরিবারের খাদ্যের সংগ্রহে। প্রতিমুহূর্তে উচ্ছিষ্ট কুড়ানো কাজে ব্যস্ত থাকে। কখনও কখনও স্বচ্ছলদের উচ্ছিষ্ট খেয়ে বেঁচে থাকে। এরা কুকুরের সাথে এই উচ্ছিষ্ট নিয়ে কাড়াকাড়ি করতে দ্বিধা করেনা, বা ভিক্ষা করে নিজের ক্ষুধা নিবারণ করে। সমীক্ষায় দেখা যায় শতকরা ৬১.৭৭ টোকাই ও ৯৯ ভাগ ভাসমান শিশু অন্যের কাছ থেকে চেয়ে আহার সংগ্রহ করে খেয়ে থাকে

৫১। তোফাজ্জল হোসেন- শিশু-বিশ্বও বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট- ছক-৩, স্বাস্থ্য- অনিন্দ্য প্রকাশন, ১৯৮৯।
৫২। সম্পাদকীয়- শিশু মৃত্যু হার হ্রাস জরুরী- দৈনিক জনকণ্ঠ, তাং ০২/০৩/১৯৯৯ইং।
৫৩। ETV News of 23.04.01
৫৪। জাতিসংঘ রিপোর্ট- দৈনিক জনকণ্ঠ, তাং- ০৯/১১/২০০১ইং।

Dhaka University Institutional Repository

বা কোন মাজারে প্রদত্ত খাবার বা হোটেলের ফেলে দেয়া খাবার খেয়ে বেঁচে থাকে। যার ফলে এরা সারাজীবন অপুষ্টিতে ভোগে। যার ফলে এদের শারীরিক বৃদ্ধি ব্যাহত হচ্ছে। অনাহারে অর্ধাহারে জীবন কাটায়- এদের বাস্তব চিত্র সত্যিকার অর্থে শিশু অধিকার সনদে রাষ্ট্র কর্তৃক "পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা" ও বাংলাদেশ সংবিধানের 'প্রত্যেকের মৌলিক অধিকার ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান' হার মানায়। বাংলাদেশ সরকার বেশ কিছুদিন আশাব্যঞ্জক কথা বলেছিল; ২০০০ সালের মধ্যে 'সবার জন্য স্বাস্থ্য' কিন্তু পারা যায়নি। পরবর্তীতে স্লোগানটি বদলে গেছে, হয়েছে ২০০৫ সালে সবার জন্য স্বাস্থ্য। ২০০৫ সাল বলতে গেলে আক্ষরিক অর্থেই আর মাত্র কয়েকটি বছর। তবুও আমরা আশাকরি এই ভাগ্য বঞ্চিত শিশুদের সুন্দর ভবিষ্যৎ একদিন না একদিন রচিত হবেই, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় একশত নম্বরের নীচে[৫৫] এ-অবস্থান থেকে পরিবর্তন হবে এবং এসব শিশুদের স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, প্রয়োজনীয় খাদ্য নিশ্চয়তায় দেশের ও বিশ্বের নেতৃবৃন্দদের নিকট অধিক গুরুত্ব পাবে। অন্ততঃ অপুষ্টি নিরাময়যোগ্য রোগ ব্যাধিতে বিশ্বের মানচিত্রে ৮০ কোটি শিশুর[৫৬] চিত্র পরিবর্তন হয়ে যেন কোন শিশুকে মরতে না হয়। আর এ জন্য বিশ্ব ও দেশের নেতৃবৃন্দদের সদ্ইচ্ছাই যথেষ্ট।

৫৫। দৈনিক সংগ্রাম- তাং- ১৭/১১/২০০০ইং।

৫৬। সাংবাদিক সম্মেলন- ইউএনএফপিএ প্রতিনিধি- সুমিতা মুখার্জীর রিপোর্ট, জাতীয় প্রেসক্লাব, তাং-৮/১১/২০০১ইং। ETV সংবাদ মাধ্যমে প্রচারিত।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী- ৫.৪ অপুষ্টি ও স্বাস্থ্য

বিবরণ	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
অপুষ্টির শিকার	১১১২	৬২.৫০
যথাযথ স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্ত	০০	০০
অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস	১৭৭৯	১০০
২/১ বার স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্ত	১২	০.৬৭
অর্ধাহার/অভূক্ত অবস্থায় রাত কাটায় - ভাসমান শিশু	১০৯৯	৯৯
অনিয়মিত খাদ্য গ্রহণকরে	১১৭৯	১০০

Dhaka University Institutional Repository

বাসস্থান

'বহু দিন মনে ছিল আশা, ধরণীর এক কোনে,
রহিব আপন মনে, ধন নয়, মান নয়,
এতটুকু বাসা, করেছিনু আশা।'

কবির এই আশাই অগনিত মানুষের আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন। এতটুকু বাসা কে না চায়। প্রতিটি মানুষই চায় মাথার উপর একটুখানি ছাদ, চায় মাথা গোঁজার ঠাঁই। নিজস্ব একটি গৃহ আকাঙ্খা সকলের।

মানুষের অত্যাবশ্যকীয় মৌলিক চাহিদার মধ্যে বাসস্থান অন্যতম, রাষ্ট্র তার নাগরীকদের জন্য এই মৌলিক চাহিদা পূরণে সংবিধানিক ভাবে বাধ্য। শতশত কোটি ডলার ব্যয়ে মানুষকে চাঁদে পাঠানো হয়েছে, অথচ সভ্যতার এই যুগে পৃথিবীতে কমপক্ষে ১৬ থেকে ২০ কোটি শিশু-কিশোর বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অনাহারে অর্ধাহার ও বিবস্ত্রে রাস্তায় ও ফুট পথে রাত্রি যাপন করে।[৫৭] সম্প্রতি ও সর্বশেষ প্রকাশিত ইউ এন এফ পি এ বিশ্ব জনসংখ্যা প্রতিবেদন- ২০০১ প্রকাশ উপলক্ষে প্রদত্ত রেকর্ড থেকে জানা যায়, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এক চতুর্থাংশের পর্যাপ্ত গৃহায়ন ব্যবস্থা নেই।[৫৮]

বাংলাদেশ উন্নত জীবন যাপনের আশায় খাদ্য সংস্থান কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ও নদী ভাঙ্গনের কারণে বা সামাজিক ও প্রাকৃতিক কারণে গ্রামের দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর একটি অংশ শহরে ছুটে আসে। ইট-পাথরের কঠিন পৃথিবীতে তাদের স্বপ্ন ভাঙ্গতে সময় লাগে না, এদের সুখ এদের কাছে সোনার হরিণ হয়েই থাকে। শেষ পর্যন্ত এদের ঠাঁই জোটে ফুটপাথে, অর্থাৎ ভাসমান অবস্থায় দিনাতিপাত করে, যাদের ভাগ্য ভাল তাদের বস্তিতে। ভাসমান জনগোষ্ঠী বলতে সাধারণতঃ যারা ফুটপাথে উন্মুক্ত আকাশের নীচে বাস করে, পার্ক বা অফিস-আদালতের বারান্দায় বা টার্মিনালে বা অন্য কোথাও অস্থায়ীভাবে রাত কাটায়, তাদেরকেই

৫৭। আশরাফুল ইসলাম (নিউইয়র্ক থেকে)-বিশ কোটি শিশু রাস্তায় ফুট পাথে দৈনিক জনকণ্ঠ-তারিখ- ০১/১১/১৯৯৯ইং।

৫৮। দৈনিক জনকণ্ঠ, তাং ০৯/১১/২০০১ইং।

Dhaka University Institutional Repository

বুঝায়। শেয়ারিং রিসোর্সেস এন্ড ইনোভেশন্স ফর সাসটেইনেবল টেকনিক্যাল ইনোভেশন্স এর সমীক্ষা রিপোর্ট মোতাবেক দেশে ভাসমান মানুষের সংখ্যা ৩৫ লাখের মত। সমিক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী এসব মানুষ ৬৪ শতাংশ সামাজিক সমস্যার কারণে, ২৩ শতাংশ আর্থিক অসঙ্গতির জন্য এবং ১৩ শতাংশ প্রাকৃতিক কারণে ভাসমান গোষ্ঠীতে রূপান্তরিত হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য মতে গ্রামে বসবাসরত দারিদ্র্য জনগণের প্রতি ১০০ জনের মধ্যে ৭জন নানা কারণে শহরে ঠাঁই নিচ্ছে, এহারে ঢাকা শহরে প্রতিদিন এক হাজার ৩শ নতুন মুখ যোগ হচ্ছে।[৫৯] অন্য এক তথ্যে জানা যায় নগরীতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে আসছে ১১০০ লোক।[৬০] ওদের মধ্যে শিশু হতভাগ্যের অবিচ্ছিন্ন সংগ্রাম রাজধানী ঢাকা শহরের জন্য চরম বাস্তবতা, জীবন-জীবিকার তাগিদে তারা বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে অন্ন-বস্ত্র জোগাতে পারলেও কিন্তু বাসস্থান? এ যেন এক সোনার হরীণ হয়েই থাকে। যাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন বা পিতা মাতা আয়ের যোগান দিয়ে থাকে তারা সাধারণতঃ বাস্তিতে মানবেতর ভাবে অবস্থান করছে। নগর গবেষণা কেন্দ্রের পরিসংখ্যানানুসারে ১৯৯৬ সালে ঢাকা মহানগরীর ৩০০৭ বস্তিতে ভাসমান ভাবে ৬লক্ষ পরিবারে প্রায় ৪০ লক্ষ সদস্য মানবেতর ভাবে জীবন যাপন করছে।[৬১] অন্য এক রিপোর্টে এ সংখ্যা ৩০ লক্ষ। এখানে বসবাসের ঘণত্ব প্রতি কিলোমিটারে ২৬ হাজার জন। এর ৪৩ শতাংশই বাস করছে বস্তীতে, বাকী ৫৭ ভাগ মানুষ বাস করছে দোকান পাট, অফিস আদালতের ফাঁকা জায়গায়, গৃহকর্তার বাসা কিংবা ভাসমান অবস্থায়।[৬২] এরা মানবেতর ভাবে জীবন যাপন করে।

অত্র গবেষণার অংশ হিসেবে জরিপের মাধ্যমে টোকাই ও অন্যান্য পথ শিশুদের রাত্রিযাপনের অবস্থান সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছিল। জরিপের প্রশ্ন মালায় একটি প্রশ্ন ছিল-

"তুমি কোথায় রাত্রিযাপন কর?"

উত্তরে ৫৪.১৮ শতাংশ শিশু বস্তিতে বা কোন সংস্থা কর্তৃক আশ্রয়কেন্দ্রে এবং বাকী ৪৫.৮২ শতাংশ রাস্তাঘাট ফুটপাথ, ষ্টেডিয়াম, ষ্টেশন, খেলার মাঠ, পার্ক অফিস আদালত বা কোন মার্কেটের বারান্দায় বা উন্মুক্ত আকাশের নিচে রাত্রি যাপন করে। এরা সাধারণতঃ সারা

৫৯। এম,এ, খালেক- ফুটপাথ বাসিদের জন্য নাইট শেল্টার সময়ের দাবি, দৈনিক ইত্তেফাক- তাং ১৮/০৯/১৯৯৯ইং।

৬০। ঘর নাই সবত নাই- যাপিত জীবন- দৈনিক জনকণ্ঠ, তারিখ- ২৩/১১/২০০১ইং।

৬১। মোঃ কামরান চৌধুরী- মতামত বস্তীকেন্দ্রিক সমস্যা সমাধানের রূপরেখা- দৈনিক ইত্তেতফাক, তারিখ-২৯/০৮/১৯৯৯

৬২। সম্পাদকীয়- ঢাকার বস্তি- দৈনিক জনকণ্ঠ, তারিখ- ১১/০৫/১৯৯৯ইং।

দিন জীবন জীবিকার রোজগার খুঁজে বেরায়, সারা দিনে যা আয় করে তার প্রায় সবটাই খাবারের পিছনে ব্যয় হয় বিধায় বাসস্থান তৈরীর জন্য কোন সঞ্চয় করা সম্ভব হয় না। হাজার হাজার এসব দারিদ্র্য পিড়ীত শিশু সাধারণতঃ আয় রোজগারহীন, ভূমিহীন, নদীভাঙ্গন, আর্থ-সামাজিক বিপর্যয় বা পারিবারিক পরিস্থিতির শিকার হয়ে রাজধানীর ভাসমান জনগোষ্ঠী বা ফুটপাথ বাসিদের দলে জমায়েত হয়েছে, এদের জীবনে সুখ নেই, মুখে হাসি নেই, শীতে বা বৃষ্টির সময় কখনও বা ছালা, চট টানিয়ে মাথা গোজার ব্যবস্থা করে নেয়, কখন ও বা দোকান বা মার্কেটে বা অফিসের বারান্দায় আশ্রয় নেয়, এসব ভাসমান শিশুদের জীবন যাত্রা দেখলে শিশু অধিকার সনদের ও সাংবিধান স্বীকৃত এদের অধিকারের বাস্তবতা খুঁজে পাওয়া যায়। মধ্যরাতে যারা ঢাকা শহরের ফুটপাত বা ষ্টেশনগুলো ঘুরে দেখেনি তারা ভাসমান শিশুদের দুর্দশা বুঝতে পারবেনা। অবশ্য দূর থেকে এদের দুর্দশা দেখা গেলেও তা অনুধাবন করা যাবে না। "প্রদীপের নীচে অন্ধকার" বলে একটা কথা আছে, তেমনি ঢাকা শহরের পাশাপাশি বিশাল অট্টালিকায় এক শ্রেণীর বসবাস এক বিশাল জনগোষ্ঠী মাথা গোঁজার জন্য স্বপ্ন দেখাও যেন মহা অন্যায়। সভ্যতার আলো থেকে এরা যেন অনেক যোজন দূরে। ভাগ্যক্রমে যারা বস্তিতে বাস করছে তারা মারাত্মক অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ও মানবেতর জীবন-যাপন করছে, অবৈধ ভাবে ও অপরিকল্পিত ভাবে এগুলো গড়ে ওঠায় এদের কারণে আশে পাশের পরিবেশ দূষণিয় হয়ে পরছে।

প্রতিনিয়ত সম্পদশালী গোষ্ঠি প্রতিদিন কোটি কোটি ডলার ব্যয় করছে ভোগ বিলাসের জন্যে নিজের অতিরিক্ত আরাম আয়েশের জন্য এই দেশ সমূহে বিভিন্ন খাতে বাজেট বরাদ্ধ রাখে, দাতা গোষ্ঠী প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে বিভিন্ন খাতে কোটি কোটি ডলার প্রদান করে থাকে। অথচ আমাদের এই অনাথ দুঃস্থ ভাসমান শিশুদের আশ্রয়ের জন্য উল্লেখযোগ্য কোন ভূমিকা রাখছে না, যা বিবেক তারিত, ভাবাটাই লজ্জাষ্কর। মাঝে মাঝে বাংলাদেশ সরকারের নানা উদ্যোগের কথা শোনা যায়। পরক্ষণেই তা মুখ থুবড়ে পড়ে যায়। ১৯৯৬ সালের ১৪ নভেম্বর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর একটি নির্দেশ ছিল চারটি সিটি কর্পোরেশনের এলাকায় নিম্নবিত্ত জনগোষ্ঠীর জন্য 'হায়ার পারচেজ' ব্যবস্থায় বহুতল আবাসিক ভবন তৈরীর প্রকল্প গ্রহণের,[৬৩] মাসে মাসে ভাড়া শোধ করার মধ্য দিয়েই এক সময় মূল্য পরিশোধ করে একটি ফ্লাটের মালিকানা লাভ করা যায়। নির্দেশটি সরাসরি ভাসমান লোকদের জন্য না হলেও গরীব

৬৩। সম্পাদকীয়- গরীবদের জন্য গৃহ নির্মাণ- দৈনিক জনকণ্ঠ- তারিখ- ০২/১২/১৯৯৬ইং।

Dhaka University Institutional Repository

লোকদের আশান্বিত করেছিল কিন্তু নির্দেশ বাস্তবায়িত হয়নি। ১৯৯১ সালের নির্বাচিত সরকার আমলে জার্মান আর্থিক সহায়তায় রাজধানীর ফুটপাতবাসীদের জন্য 'নাইট শেল্টার' বা নৈশকালীন আশ্রয় কেন্দ্র নির্মানের উদ্যোগ নিয়েছিল। মোট ১৪টি স্থানে নাইট শেল্টার তৈরীর উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল।[৬৪] বিগত সরকারের সময়ও নাইট শেল্টার তৈরীর উদ্যোগ ছিল। উদ্যোগটি সত্যিই প্রশংসার দাবীদার; রাজধানীর নির্দিষ্ট কিছু পয়েন্টে নাইট শেল্টার তৈরী করা হলে ফুটপাথ বাসীরা সামান্য অর্থের বিনিময়ে এখানে রাত যাপন করতে পারবে, এতে শহরের পরিবেশ যেমন ভাল থাকবে তেমনি ফুটপাথ বাসীরা নিরাপত্তা পাবে। তাছাড়া এদের বাসস্থানের সমস্যা সমাধান তথা অন্যতম মৌলিক অধিকার পূরণ হবে। কিন্তু উদ্যোগ পর্যন্তই ক্ষ্যন্ত, তা আর বাস্তবায়ন হয়নি। একথা সকলেই স্বীকার করবে যে, এরূপ গুটি কয়েক নাইট শেল্টার তৈরী সরকারের জন্য, দাতা সংস্থাদের জন্য একেবারে অসম্ভব নয় বরং আন্তরিকতার অভাব। বিগত সরকার গ্রাম থেকে রাজধানীতে আসা রোধ করার জন্য ও গ্রামে পূর্ণবাসন করার জন্য 'ঘরে ফেরা,' 'আশ্রায়ণ,' 'একটি বাড়ি একটি খামার' ও 'আর্দশ গ্রাম' কর্মসূচীর মাধ্যমে কিছুসংখ্যক বস্তিবাসীদের গ্রামে পূর্ণবাসিত করা সম্ভব হয়েছে এবং কিছুটা হলেও গ্রামমুখী হবার জন্য সহায়ক হয়েছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় কর্মসূচী খুবই নগন্য, তবে পথ শিশুদের পূর্ণবাসনের তেমন কোন সহায়ক ভূমিকা পালন করে নি। সুতরাং টোকাই পথ-শিশুদের বাসস্থান সমস্যা রোধ করার জন্য বিশ্ব ব্যাংক বা দাতা দেশ সমূহের সাথে সরকার ও সমাজের সকল শ্রেণীর কার্যকর উদ্যোগের প্রয়োজন, যাতে করে শহরে নাইট শেল্টার প্রতিষ্ঠা সহ অন্যান্য কার্যকরী কর্মসূচী গ্রহণের মধ্যদিয়ে এদেরকে পুর্নবাসিত করা সম্ভব হয়। ফলে গ্রামের ঘুঘু ডাকা, ছায়ায় ঢাকা, শান্ত-সুশীতল সুবজ গাঁয়ে নিজেদের নিরাপদ, নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে ধরে রাখা যদি সম্ভব হয়। তবে 'শিশু কল্যাণই হোক আর নগর উন্নয়নই হোক' সর্বোপরি হবে শিশুদের ভাগ্যের পরিবর্তন।

৬৪। এম.এ. খালেক- ফুটপাথ বাসিদের জন্য নাইট শেল্টার সময়ের দাবি- দৈনিক ইত্তেফাক, তাং-১৮/০৯/১৯৯৯ইং।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী- ৫.৫ বাসস্থান

শিশুর বিবরণ		সংখ্যা	অনুপাত %
বস্তিতে বা আশ্রয়কেন্দ্রে বাস- পথশিশু		৯৬৪	৫৪.১৮
বস্তিতে বা আশ্রয়কেন্দ্রে বাস- টোকাই শিশু		২৯৫	২৬.৫৭
ভাসমান ও অনির্দিষ্ট স্থানে রাত কাটায়	পথশিশু	৮১৫	৪৫.৮১
	টোকাই	৮১৫	৭৩.৪২

Dhaka University Institutional Repository

প্রাথমিক শিক্ষা

'শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড' প্রবাদটি সকল মহলে অধিক পরিচিত। বাস্তবেও শিক্ষা একটি জাতির উন্নয়নের মূল চালিকা শক্তি। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসার পাশাপাশি শিক্ষাও প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভূক্ত। কোন জাতিকে শিক্ষার সোপান বেয়েই উন্নয়নের উচ্চ শিখরে আরোহন করতে হবে। তাই শিক্ষাকে কোন জাতির নিউক্লিয়ার্স বা মস্তিস্ক বললেও ভুল হবে না। অর্থনীতি বিদগণ তাদের বিভিন্ন গবেষণায় বলেছেন, অর্থনৈতিক বৈপ্লবিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। অর্থাৎ উন্নয়নের জন্য শিক্ষাকে সর্বোত্তম বিনিয়োগ হিসাবেই দেখিয়েছেন। যে সব দেশ আজ উন্নয়নের মডেলের ক্ষেত্রে অনুকরণীয়, অনুসরণীয় কিংবা ঈর্ষনীয় সে সব দেশের কোনটিরই শিক্ষার হার শতকরা ৯০ভাগের কম নহে।[৬৫] মানুষের সর্বোত্তম বৈশিষ্ট হল, সে জ্ঞান অর্জন করতে পারে এবং অর্জিত জ্ঞান সঠিক ভাবে কাজে লাগাতে পারে, এই জ্ঞান অর্জন ও অর্জিত জ্ঞান কাজে লাগানোর প্রধান হাতিয়ার শিক্ষা। দার্শনিক ডিউইর মতে, শিক্ষা হল অভিজ্ঞতার সেই পুর্ণগঠন যা অভিজ্ঞতার অর্থ বৃদ্ধি করে।[৬৬]

একটি শিশুর শিক্ষার প্রভাব অপ্রাতিষ্ঠানিক-প্রাতিষ্ঠানিক, অনানুষ্ঠানিক -আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক বহুভাবে। অপ্রাতিষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা জন্মের পর পরই শুরু হয়; আর তা হয় পরিবারে, পাড়ায় ও সমাজে এবং খেলাধুলার সময়। প্রতিটি শিশু প্রথম পর্যায়ে শিক্ষার মাধ্যম হচ্ছে তার মা-বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, সঙ্গী-সাথী, কর্মস্থল ও গণমাধ্যম। শিশুটির বয়স বাড়ার সাথে সাথে যে শিক্ষার কথা চিন্তা করা হয় তা হল প্রাতিষ্ঠানিক ও আনুষ্ঠানিক। এই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার জন্যই চলছে বিভিন্ন আন্দোলন, গবেষণা, বাজেট বরাদ্ধ, হচ্ছে আইন ও বিভিন্ন উদ্ভাবন। কারণ এই শিক্ষাই হচ্ছে লাভজনক বিনিয়োগ ক্ষেত্র যা থেকে বেশি রিটার্ন আসে, যার মাধ্যমে প্রত্যেককে আলোকিত মানুষ রূপে তৈরি করে। অর্থনীতিবিদ আর্থার লিউইস, থিওডার শুল্জ এর মতে, প্রাথমিক শিক্ষায় বিনিয়োজিত সম্পদের রেট অব রিটার্ন ৩৫%, মাধ্যমিক শিক্ষায় ২০% এবং উচ্চশিক্ষায় ১১%। ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ এডামস্মিথ, ডেভিড রিকাডো মার্শাল প্রমুখের মতে শিক্ষা হল এমন একটি ক্ষেত্র যার কাজ হচ্ছে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলে পুঁজির সঞ্চালন ঘটানো।[৬৭] শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব অনুধাবন করেই শিশু অধিকার সনদের ২৮ অনুচ্ছেদে প্রতিটি শিশুর জন্য শিক্ষার সুযোগ করে দেয়া, বিনা খরচে শিক্ষা লাভ সহ বিভিন্ন বিধান উল্লেখ করে শরীক রাষ্ট্র সমূহ শিশুর শিক্ষা লাভের অধিকারকে স্বীকার করছে। বাংলাদেশ সংবিধানের ১৭ নং ধারায় প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক বাধ্যতামূলক করার কথা বলা হয় এবং বাধ্যতামূলক করাও হয়। বিশ্বের

৬৫। সাইফুল মাহমুদ- শিক্ষা বঞ্চিত শিশু-কিশোর, দৈনিক মানব জমিন, তারিখ-১১/০৬/১৯৯৯ ইং।
৬৬। শাওয়াল খান-স্বাক্ষরতা শিক্ষার শেষ কথা নয়।
৬৭। শাওয়াল খান-স্বাক্ষরতা শিক্ষার শেষ কথা নয়।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিটি দেশেই শিক্ষার জন্য বিভিন্ন অঙ্গীকার থাকলেও একবিংশ শতাব্দিতে এসেও অসংখ্য শিশুর জন্য তাদের এই মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। উন্নয়নশীল দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাওয়ার বয়সী ১৩ কোটির বেশি শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে রয়েছে। এর শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ মেয়ে শিশু।[৬৮] ইউনিসেফ কর্তৃক প্রকাশিত সারণী-তে দেখা যায়-[৬৯]

বিবরণ	বিশ্ব	শিল্পোন্নত দেশ	উন্নয়নশীল দেশ	স্বল্পোন্নত দেশ	দক্ষিণ এশিয়া
প্রাথমিক বিদ্যালয় ভর্ত্তির অনুপাত (%) ১৯৬০					
পূরুষ -	৯৫	১০৯	৯৩	৪৭	৭৭
মহিলা -	৬৮	১০৯	৬২	২৩	৩৯
প্রাথমিক বিদ্যালয় ভর্ত্তির অনুপাত (%)১৯৯০-৯৪					
পূরুষ -	১০৩	১০৪	১০৩	৭৪	১০২
মহিলা -	৯৩	১০৪	৯২	৫৯	৮০
প্রাথমিক বিদ্যালয় ভর্ত্তির অনুপাত (%) ১৯৯০-৯৫					
পূরুষ -	৮৮	৯৭	৮৬	৫৬	-
মহিলা -	৮৪	৯৭	৮১	৪৫	-
প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হওয়া শিশুদের ৫ম শ্রেণী পৌছার হার (%) - - - - - - - - - - - - - - - - -	৭৬	৯৯	৭৫	৫৭	৫৯
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্ত্তির অনুপাত পূরুষ (%) -	৫৭	৯৭	৫১	২১	৫১
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্ত্তির অনুপাত মহিলা (%) -	৪৯	৯৯	৪১	১২	৩২

পক্ষান্তরে বাংলাদেশে ভর্তির হার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অনুপাত ১৯৯০-৯৭, পূরুষ- ৭৪, মহিলা-৬৪, ১৯৯০-৯৬, (নীট) পূরুষ-৬৬, মহিলা- ৫৮। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপস্থিতির নীট হার (%) ১৯৯০-৯৮, পূরুষ- ৭৫, মহিলা-৭৬। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া শিশুদের পঞ্চম শ্রেণীতে পৌছার হার (%) ১৯৯০-৯৫-তে ৪৭। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির অনুপাত ১৯৯০-৯৬ পূরুষ- ২৮, মহিলা- ১৪।[৭০]

৬৮। বিশ্ব শিশু পরিস্থিতি ২০০০, শিক্ষা, ইউনিসেফ বাংলাদেশ।
৬৯। বিশ্ব শিশু পরিস্থিতি- ১৯৯৭, ইউনিসেফ বাংলাদেশ প্রকাশিত সারণী ৪ ও ১০ (৪)
৭০। বিশ্ব শিশু পরিস্থিতি ২০০০, সারণী-৪, ইউনিসেফ বাংলাদেশ প্রকাশিত।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখিত সারণী থেকে দেখা যায় স্বল্পোন্নত- উন্নয়নশীল দেশ সমূহের গড় হারের তুলনায় বাংলাদেশে এর হার অনেক কম, বিশ্বের গড় হারের চেয়ে অনেক বেশি হার রয়েছে শিল্পোন্নত দেশের হার। পক্ষান্তরে অনেক কম হার রয়েছে উন্নয়নশীল, স্বল্পোন্নত, দক্ষিণ এশিয়া বা বাংলাদেশের হার। তাছাড়া বাংলাদেশে যারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় তাদের মধ্যে অধিকাংশ শিশুই পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পৌছতে পারে না। শিল্পোন্নত ও স্বল্পোন্নত দেশ সমূহের এই পার্থক্যের মূল কারণ দারিদ্র্য, সচেতনতার অভাব, এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই।

বাংলাদেশে শিক্ষার হার বৃদ্ধি ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল শিশুদের শিক্ষার জন্য কতিপয় বাস্তব ও পরিকল্পনা হাতে নেওয়ায় শিক্ষায় কিছুটা উন্নয়ণ ঘটেছে। সবার জন্য শিক্ষা, বাধ্যতামুলক প্রাথমিক শিক্ষা, সর্বজনীন শিক্ষা, খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা প্রভৃতি পরিকল্পনা হাতে নেয়ার ফলে প্রাথমিক শিক্ষার হারও আগের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৭৪ সালে শিক্ষিতের হার ছিল ২৪.৫ শতাংশ, ১৯৮১ সালে ২৩.৮ শতাংশ,[৭১] ১৯৯১সলের আদমশুমারী অনুযায়ী এ হার ছিল ৩২.৪০%, এর মধ্যে পুরুষের হার ৩৯% মহিলাদের হার ২৬%।[৭২] অন্য পরিসংখ্যানে দেখা যায় ১৯৯১ সালে ৫-৯ বছরের শিশু ৪১ শতাংশ এবং ১০-১৪ বছরের শিশু ৫৪.২ শতাংশ শিশু স্কুলে যেত।[৭৩] ২০০০ সালের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর উপস্থিতির সংখ্যা ৬০ শতাংশ থেকে ৯৫ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যে ১৯৯১ সালে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন অনুমোদন হয় ও ১৯৯৩ সালে নয়াদিল্লিতে ঘোষিত 'সবার জন্য শিক্ষা'র প্রতি আঙ্গীকার ব্যক্ত করে।[৭৪]

১৯৯৬ সালে প্রাথমিক শিক্ষার্থী ভর্তির হার বেড়েছে। এক পরিসংখ্যান মতে এ সংখ্যা ৮০ শতাংশে পৌছেছে।[৭৫] বিশ্ব ব্যাংকের এক হিসাব মতে ৬ থেকে ১০ বছরের শিশুর শতকরা ১৫ ভাগ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়ে আছে, আবার যারা ভর্তি হয় এদের শতকরা ৪০ ভাগ ৫ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার আগেই লেখাপড়া ছেড়ে দেয়। বিশ্ব ব্যাংক ও দাতা সংস্থার সহায়তায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর সংখ্যা শতকরা ৮৫-৯৫ ভাগ উন্নিত ও ২০০৬ সালের মধ্যে নিরক্ষর মুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে পাঁচ বছর মেয়াদি পরিকল্পনার কাজ শুরু করে। এই পরিকল্পনার ফলে প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীর হার শতকরা ৩৫ ভাগ থেকে ৪৪

৭১। তেরেশ ব্লশে-সৈয়দ আজিজুল হক অনদিত-হারানো শৈশব তার ইতি কথা, শিক্ষা ব্যবস্থা সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ন কাজ- ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ ১৯৯৭ইং।

৭২। সম্পাদকীয়-দৈনিক মুক্তকণ্ঠ, তারিখ-২৮/০৪/১৯৯৮ ইং।

৭৩। তেরেশ ব্লশে-সৈয়দ আজিজুল হক অনুদিত-হারানো শৈশব তার ইতি কথা, শিক্ষা ব্যবস্থা সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ন কাজ- ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ ১৯৯৭ইং।

৭৪। তেরেশ ব্লশে-সৈয়দ আজিজুল হক অনুদিত-হারানো শৈশব তার ইতি কথা-স্কুল ও শিক্ষিতের হার- ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ ১৯৯৭ইং।

৭৫। শিশু অধিকার প্রশিক্ষণে অংশগ্রহনকারীদের সহায়তা তথ্যাবলী- শিশু অধিকার, রাডডা বারনেন, বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

ভাগে উন্নতি হয়। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তকারীদের হার ৬০ থেকে ৭০ শতাংশে উন্নিত হবে বলে বিশ্বব্যাংক আশা প্রকাশ করছেন।[৭৬] পূর্বে শিক্ষা সমাপ্তির অনুপাত ছিল ৪৩%।[৭৭] ১৯৯৮ সালের অন্য এক পরিসংখ্যানে জানা যায় মহিলাদের শিক্ষার হার এবং স্কুলে ভর্তির হার বৃদ্ধি পেয়ে স্ত্রী-পুরুষের অনুপাত ৫১:৪৯ উন্নিত হয়েছে।[৭৮] ১৯৯৭ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশে ৯৯,৪২০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১ কোটি ৮৭ লক্ষ ৮৪ হাজার ৩৪ জন, এর মধ্যে ছাত্রী সংখ্যা ৯০ লক্ষ ৮৮ হাজার ৯১ জন। ছাত্রী ভর্তির হার ৩৩.৩৩% কিশোরদের মাত্র ৪৪% স্কুলে যায়।[৭৯] বিগত সরকারের ঘোষণানুযায়ী ২০০০-২০০১ সালে দেশে স্বাক্ষরতার হার ৪৪ (১৯৯৫-৯৬ সালের) শতাংশ থেকে ৬৫ শতাংশে উন্নিত হয়েছে।[৮০] বিগত ১০ বছরে দুইটি গণতান্ত্রিক সরকার কতিপয় যুগোপযোগি পরিকল্পনা হাতে নিয়ে আন্তরিকতার সাথে কাজ করছে, বাজেটে এখাতে বরাদ্দ বাড়ছে, বৃত্তি প্রদান করছে, বিভিন্ন রাজনৈতিক অঙ্গীকার করছে, এর ফলে কিছুটা উন্নতিও ঘটছে, তবুও প্রশ্ন থেকে যায়- তাদের অঙ্গীকার ও চেষ্টা কতটা ফলপ্রসু হয়েছে? ২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচী সম্পূর্ণ সফল হয়নি, এই প্রেক্ষিতে তারা পূনঃ রাজনৈতিক অঙ্গীকার করে চলছে। সরকারের এই সব পরিকল্পনা টোকাই বা পথ শিশুরা কতটুকু আওতাভুক্ত হচ্ছে?

টোকাই-পথ শিশুদের মধ্যে সমীক্ষা করতে গিয়ে দেখতে পেলাম এদের অবস্থা তিমিরেই থেকে গেছে। জরিপের আওতাভুক্ত ১৭৭৯ জন শিশুর মধ্যে ২৩৩টি শিশু স্কুলে ভর্তি হয়, কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার পূর্বেই ৮৪.১২ শতাংশ শিশুর স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। তবে ১৫.৮৭ শতাংশ শিশু অনিয়মিতভাবে বেসরকারী সংস্থার অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্রে যায়। এ পরিসংখ্যানের মাধ্যমে স্পষ্ট যে, পথ শিশুদের শতকরা ৮৬.৯০ ভাগ শিশুই শিক্ষার আলো থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত, এদেরকে নিয়ে সরকারের তেমন কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা লক্ষনীয় নয়, কিছু কিছু প্রকল্প হাতে নিলেও তা দ্বারা অসহায় শিশুদের তুলনায় কতিপয় বিশেষ ব্যক্তি অধিক লাভবান হচ্ছে। সরাসরি এদের সাথে কথা বলতে গিয়ে জানা যায়, এদের মধ্যে যারা প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি হয়েছিল এদের অধিকাংশই গ্রামে থাকাকালীন

৭৬। সম্পাদকীয়-দেশ নিরক্ষর মুক্ত হতে যাচ্ছে-দৈনিক জনকণ্ঠ, তারিখ- ১৬/০৬/১৯৯৮ইং।
৭৭। UNICEF বার্ষিক প্রতিবেদন ১৯৯৪ইং।
৭৮। ড. মাহবুবুল হক ও খাদিজা হক সম্পাদিত-দক্ষিন এশিয়ায় মানব সম্পদ উন্নয়ন- ১৯৯৮ইং।
৭৯। আমাকে একজন শিক্ষিত মা দাও- মহিলা অঙ্গন, দৈনিক ইত্তেফাক, তারিখ- ২৭/০৯/১৯৯৯ইং।
৮০। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ও পরিসংখ্যান বর্ষপঞ্জী ২০০০-২০০১ তথ্যানুযায়ী বিশেষ ক্রোড়পত্র-নির্বাচন ২০০১ উপলক্ষে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কর্তৃক প্রচারিত, দৈনিক জনকণ্ঠ, তারিখ- ২৮-০৯-২০০১ইং।

Dhaka University Institutional Repository

সময় গ্রামের নিকটতম স্কুলে যেত, পরবর্তীতে পরিস্থিতির কারণে গ্রাম ছেড়ে চলে আসায় আর স্কুলে যায় নি, অনেকেরই অভিযোগ ঢাকা শহরের সরকারী স্কুল সমূহে ভর্তির জন্য টাকা দিতে হয় যার সামর্থ তাদের নেই। তাছাড়া এই শ্রেণীর শিশুদেরকে স্কুলে নেবার জন্য সরকারের তেমন কোন কার্যক্রম বা পরিকল্পনা লক্ষণীয় নয় এবং এদেরও তেমন কিছু জানা নেই। ঢাকা শহরে সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত যে সব সরকারী, বেসরকারী স্কুল রয়েছে, তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল, যার ফলে সংশ্লিষ্ট শ্রেণীর শিশুরা এই সুযোগের বাইরেই থেকে যায়। শিক্ষার প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সরকারীভাবে তেমন কোন কার্যক্রম লক্ষ্য করা যায়নি। তথাপিও শিক্ষার প্রতি এসব কিশোর কিশোরীদের প্রচন্ড আগ্রহ লক্ষ্য করা গেছে, অনেকেই কিছুটা সুযোগ পেলে পড়াশানা করে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার ইচ্ছা, কেহবা ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, জজ, উকিল-ব্যারিষ্টার হবার মতো স্বপ্ন ব্যক্ত করেছে। কেহবা নিজেদের অভাবের কাহিনী তুলে ধরেছে যার জন্য স্কুলে যেতে পারছে না। এদের অধিকাংশই সারা দিন কাজ করে উপার্জিত অর্থ দিয়ে সংসার চালাবার কঠিন দায়িত্ব পালনের কথা অকপটে বলে, অনেকেই নিজের মা-বাবাকেই দায়ী করেছে, মা-বাবাই স্কুলে না পাঠিয়ে অমানবিক কাজে যেতে বাধ্য করছে। তবে বেশ কিছু শিক্ষা সংক্রান্ত পরিকল্পনার পদক্ষেপ এনজিওদের উদ্যোগের মাধ্যমে চলছে, যেমন বাংলাদেশ রুরাল এডভান্সমেন্ট কমিটির (ব্র্যাক) ও সুরভী উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়, সাধারণতঃ এদের স্কুল সমূহ বস্তি এলাকা সমূহে অবস্থিত, এদের ছাত্র-ছাত্রীদের অধিকাংশই বস্তি-সমূহে, কম সংখ্যক পথ শিশুই এ স্কুল সমূহে পড়াশুনা করছে। অপরাজেয় বাংলাদেশ, ছিন্নমূল শিশু-কিশোর সংঘ, শৈশব বাংলাদেশ ও উপক উপানুষ্ঠাণিক শিক্ষামূলক কার্যক্রমের সাথে মাঠ পর্যায়ে আমরা পরিচিত হয়েছি। সাধারণতঃ এদের কার্যক্রম সমূহ ভ্রাম্যমাণ, এদের কর্মীদেরকে পথ শিশুদেরকে ডেকে এনে ষ্টেশনে বা মার্কেটে বা পার্কে বা অন্য কোথাও নির্দিষ্ট স্থানে এনে প্রাথমিক শিক্ষা দিবার চেষ্টা করছে। এসব সংস্থার কর্মীদের সাথে আলোচনায় জানা যায় বিভিন্ন সমস্যার কথা, এর মধ্যে প্রধান সমস্যা হলো এ শ্রেণীর শিশুরা সাধারণতঃ বেশি চঞ্চল ও বিভিন্ন অপরাধের সাথে জড়িত বিধায় এদেরকে সংগঠিত করা খুবই কঠিন। এরা একেক দিন একেক স্থানে থাকায় পরিকল্পনানুযায়ী শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হয় না, নির্দিষ্ট কোন থাকার স্থান না থাকায় এদেরকে বেশি দিন শিক্ষা প্রকল্পে ধরে রাখাও সম্ভব হয়ে ওঠে না।

অপরাজেয় বাংলাদেশ ও ছিন্নমূল শিশু কিশোর সংঘের বেশ কয়েকটি থাকার স্থানও রয়েছে, সেসব যায়গায় ছিন্নমূল শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা দেয়া হয়। অন্যদিকে কিছু সংখ্যক শিশুদের রয়েছে এ সব সংস্থার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ। এই সমস্ত সংস্থার আলোকে জরিপ পরিচালনায় ভুক্ত শিশুদের শতকরা ৬.১৮ ভাগ শিশু শিক্ষা লাভ করছে, যা অতি নগন্য। তাই সকলের জন্য শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়িত করতে হলে ছিন্নমূল-পথ শিশুদের শিক্ষা প্রকল্পে আনার জন্য সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে, একই সাথে বেসরকারী সংস্থা এনজিও সমূহের স্থায়ী পরিকল্পনার ভিত্তিতে নিরক্ষরমুক্ত সমাজ গড়ার আন্দোলন জোরদার করতে হবে। এ সম্পর্কে সমাজের সকল শ্রেণীর মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। কেননা সমাজের এই অবহেলিত শ্রেণীকে বাদ দিয়ে সকলের জন্য শিক্ষা কর্মসূচী সফল হতে পারে না।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী- ৫.৬ শিক্ষা

বিবরণ	সংখ্যা	শতকরা (%)
প্রাথমিক স্কুলে ভর্তির হার	২৩৩	১৩.০৯
মাধ্যমিক স্কুলে ভর্তির হার	০০	০০
বর্তমানে অনিয়মিতভাবে স্কুলে যায়	৩৭	১৫.৮৮
প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার পূর্বেই স্কুলে যাওয়া বন্ধের হার	১৯৬	৮৪.১২
কখনোই স্কুলে যায়নি	১৫৪৬	৮৬.৯০

Dhaka University Institutional Repository

বিশুদ্ধ পানি ও স্যানিটেশন

জীবন এগিয়ে চলছে, কোথাও কেহ থেমে নেই। নিজ নিজ চেষ্টায় প্রত্যেকেই ছুটছে আধুনিকতার দিকে। সাম্প্রতিককালে বিজ্ঞানও প্রযুক্তি অভাবিত উন্নয়নের ফলে বিজ্ঞান তার চারপাশের প্রকৃতিকে প্রভাবিত করছে, নিয়ন্ত্রিত করছে এবং বদলে দিচ্ছে। আমরা একদিকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সুফলতা ভোগ করছি, অন্যদিকে বরণ করে নিচ্ছি এর বিরুদ্ধে চাপ। এর প্রভাবে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আমাদের শিশুরা।

আমরা সর্বদা শিশুদের বলি, তোমরা সৎ হও, আদর্শবান হও, ন্যায়পরায়ণ হও, স্বাস্থ্যবান হও, পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকো, পুষ্টিকর খাবার খাও, বিশুদ্ধ পানি পান কর, নিরাপদ স্যানিটারি পায়খানা ব্যবহার কর। কিন্তু আমরা নিজেরাই তাদের চাহিদানুযায়ী কতটা যোগান বা সুযোগ-সুবিধা দিতে পেরেছি?

সুস্বাস্থ্যের ও উন্নত জীবন যাপনের জন্য বিশুদ্ধ খাবার পানি ও স্যানিটেশন এর প্রয়োজন অস্বীকার করা যাবে না। অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং পরিবেশ সুরক্ষার জন্যও এর প্রয়োজন অনস্বীকার্য। অথচ উন্নয়নশীল দেশে এক-চতুর্থাংশ লোক বিশুদ্ধ খাবার পানি থেকে বঞ্চিত।[৮১] মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রতিবেদনে জানা যায়, দক্ষিণ এশিয়ায় নিরাপদ পানি ব্যবহার করতে পারে না ৩৩ কোটি ৭০ লাখ মানুষ এবং নিরাপদ স্যানিটেশন আওতার বাইরে রয়েছে ৮৩ কোটি মানুষ।[৮২] বাংলাদেশের পরিবেশ অধিদপ্তরের গবেষণার তথ্যে জানা যায়, দেশে দূষিত পানি পান করে শতকরা ৮০ ভাগ মানুষ রোগাক্রান্ত হয়ে থাকে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্টে, প্রতি ১০০ শিশুর মধ্যে ২০টি শিশুর মৃত্যু হয় পানিবাহিত রোগে।[৮৩] অন্য দিকে স্যানিটেশন ব্যবস্থার অভাবে দেশে প্রতি বছর শতকরা ৮৫ ভাগ শিশু কৃমিতে আক্রান্ত হয়।[৮৪] অন্য এক রিপোর্টে জানা যায়, শহরে প্রায় অর্ধেক লোক এবং মোট জনসংখ্যার প্রায় ৯০ ভাগ বিশুদ্ধ খাবার পানি গ্রহণ করতে পারছে না, শহর এলাকায় ১৯৮১ থেকে ১৯৯০ সময়কালে স্যানিটেশনের সুবিধা ৩০ শতাংশে উন্নীত হয়।পল্লী এলাকায় এই ব্যবস্থা ১ শতাংশ থেকে ৩৩ শতাংশে উন্নীত হয়। শহরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে শহর এলাকায় স্যানিটেশন সুবিধা পাওয়া লোকজন এর সংখ্যা ক্রমশ কমে যাচেছ। গৃহস্থালী কাজে ব্যবহৃত পানির মাত্র ১৬ শতাংশ বিশুদ্ধ। পানি বাহিত রোগে ১৯৮১ থেকে ১৯৯৩ সালের মধ্যে ৫ বছর বয়সের নিচে আড়াই লাখ শিশু মারা যায়।[৮৫]

৮১। সালমা খান- সর্বজনীন মানবাধিকার ও তৃতীয় বিশ্ব- দৈনিক প্রথম আলো, তাং-০৪/১১/১৯৯৮ই।

৮২। ইমতিয়ার শামীম- মানব সম্পদের অমানবিক নিম্নগমন- জনকণ্ঠ সাময়িকী, দৈনিক জনকণ্ঠ, তাং-০৬/০৬/১৯৯৭ইং।

৮৩। সম্পাদকীয়- স্বাস্থ্যসেবা ও সুচিকিৎসা চাই- দৈনিক জনকণ্ঠ, তাং-১৮/০৬/১৯৯৬ইং।

৮৪। মোহাম্মদ তারেক সরকার- শিশু অধিকার সনদ এবং বাংলাদেশ, দৈনিক জনকণ্ঠ, তাং- ১৫/১০/১৯৯৬ইং।

৮৫। মাসউদুর রহমান প্রিন্স- কায়রো সম্মেলনের পাঁচ বছর ও বাংলাদেশের জনসংখ্যার অবস্থা। দৈনিক জনকণ্ঠ, তাং-১৩/০৬/১৯৯৯ইং।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে যেসব কাজের ক্ষেত্রে সাফল্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, অসংখ্য টিউবওয়েল স্থাপনের মাধ্যমে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা, স্যানিটেশন কর্মসূচী জনপ্রিয় করে তোলা, এতো অল্প সময়ের মধ্যে দক্ষিণ এশিয়ার কোন দেশই এ সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। এ ব্যাপারে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর উদ্যোগের ফলে দেশের ৮০ ভাগ লোক হাতেচাপা নলকূপ এর পরিস্কার নিরাপদ পানি পাচেছ।[৮৬] মানুষ এ সম্পর্কে ক্রমান্বয়ে সচেতন হচ্ছে এবং কর্মসূচীতে অংশগ্রহনে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে। এর গুনাগুন সম্পর্কে জানার চেষ্টা করছে। জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (ইউএনএফপিএ) এর বিশ্ব জনসংখ্যা প্রতিবেদন ২০০১ প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, উন্নয়ণশীল দেশগুলোর এক-তৃতীয়াংশ মানুষ বিশুদ্ধ পানি পায় না।[৮৭] বিশ্ব শিশু পরিস্থিতি ২০০০ এর সারণী অনুযায়ী, বাংলাদেশে বিশুদ্ধ পানির সুবিধা প্রাপ্ত জনসংখ্যার হার (%) ১৯৯০-৯৮ মোট -৯৫, শহরে ৯৯, গ্রামীন-৯৫ এবং পর্যাপ্ত স্যানিটেশনের সুবিধাপ্রাপ্ত জনসংখ্যার হার (%) ১৯৯০-৯৮, মোট ৪৩, শহরে -৮৩, গ্রামীন-৩৮।[৮৮]

দেশে তথা শহরে নিরাপদ পানি লাভে ও স্যানিটেশনের সুবিধাপ্রাপ্ততা উন্নত করার ক্ষেত্রে অগ্রগতি হলেও ঢাকা শহরের বস্তিবাসী বা ছিন্নমূল বা পথ শিশুদের অবস্থার অগ্রগতি লক্ষ্যনীয় নয়। বিশেষ করে পথ শিশু বা টোকাই শিশুরা নিরাপদ পানি ও উপযুক্ত স্যানিটেশনের প্রাপ্যতার অভাবে বিভিন্ন সংক্রামক ব্যাধিতে ভূগছে। সমীক্ষায় প্রতিটি শিশুর নিকট জানতে চাওয়া হয়েছিল,

"তুমি বিশুদ্ধ পানি পান কর কিনা? হ্যাঁ/না,

তুমি কিভাবে কোথায় টয়লেট সম্পন্ন কর?"

প্রশ্ন দুটির উত্তর বিশ্লেষনে দেখা যায়, জরিপভূক্ত শিশুদের মধ্যে শতকরা ১০০ ভাগই নিরাপদ পানি পায় না, তবে এদের মধ্যে ১৩.০৪ শতাংশ শিশু চাপ কলের পানি পান করে এবং মাত্র ১১.৭৪ শতাংশ শিশু সাপ্লাই পানি পান করে। কোন শিশুই ফুটানো পানি পান করে না। এ ক্ষেত্রে মোটামুটি আশাব্যঞ্জক ফল থাকলেও দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরটির ফল আশাহত। একই শিশুদের মধ্যে মাত্র ৭.১৯ শতাংশ শিশু স্বাস্থ্য সম্মত স্যানিটেশন ব্যবহার করে, বাকী ৯২.৮০ শতাংশ শিশুই পথে-মাঠে-ঘাটে-নদীতে মল-মূত্র বর্জ্য ত্যাগ করে পরিবেশ দূষন করে। এদের জন্য নেই পর্যাপ্ত ও স্বাস্থ্য সম্মত স্যানিটেশনের সুযোগ। সুস্বাস্থ্যের একটি অপরিহায্য উপদান হলো স্বাস্থ্য সম্মত স্যানিটেশন ব্যবহার ও শিশুদ্ধ পানি পান, যা এদের

৮৬। কল্-পি-ডজ- বাংলাদেশ স্যানিটেশন কর্মসূচীতে অংশীদারিত্ব কৌশল- শিশু অধিকার বাংলাদেশ, কেন্দ্রীয় খেলাঘর আসর, মার্চ ১৯৯২ইং।

৮৭। দৈনিক জনকণ্ঠ- তারিখ- ০৯/১১/২০০১ইং

৮৮। সারণী- ৩: স্বাস্থ্য, বিশ্ব শিশু পরিস্থিতি ২০০০, ইউনিসেফ বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

সকলে জানলেও এদের জন্য সরকার বা কোন সংস্থা কর্তৃক পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না করায় তারা এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত। উক্ত সমীক্ষায় যাদেরকে এ সুযোগের আওতাভুক্ত দেখান হয়েছে, তাদের অধিকাংশই কোন আশ্রিত ক্লাবে বা ষ্টেশনে বা বস্তিতে বা লঞ্চঘাটে থাকার সুবাধে অনিয়মিত ভাবে এ সুযোগ পাচ্ছে, যারা এতটুকু সুযোগ থেকে বঞ্চিত তারা তাদের অপারগতার-অপ্রতুলতার কথাই সর্বাগ্রে জানিয়েছে। এ সম্পর্কে শিশুরা বলেন তাদের বাসস্থান ও কর্মস্থলের আওতায় এ ধরনের কোন সুযোগ নেই, কখনও কখনও হোটেল রেস্তোরায় পানি চাইলে পানির পরিবর্তে ধমক খেতে হয়। সব বস্তিতে চাপকল নেই। কেহ কেহ অন্য স্থান থেকে কিনে এনে পানি পানের কথা জানায়। এরা স্যানিটেশন ব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত বললেও অত্যুক্তি হবে না। কিছু কিছু বস্তিতে পায়খানা থাকলেও তার অধিকাংশই স্বাস্থ্য সম্মত নয়। তাছাড়া এ ধরনের শিশুরা অধিকাংশ সময় ভ্রাম্যমান অবস্থায় কাটায় বিধায় এ সুযোগ থেকে এরা বঞ্চিত হয়। কিছুসংখ্যক পাবলিক টয়লেট থাকলেও ইহা ব্যবহারের জন্য টাকা প্রয়োজন হওয়ায় এর সুযোগ এ শ্রেণীর শিশুরা পায় না। যার ফলে ভাসমান শিশুরা ড্রেন-নর্দমায় বা ষ্টেশনে-নদীতে এখানে সেখানে মলমুত্র ত্যাগ করে থাকে, যার ফলে পরিবেশ মারাত্মকভাবে দূষিত হচ্ছে। নোংরা পরিবেশ বসবাস ও নোংরা পানি ব্যবহারের ফলে এরা নানা ধরনের পীড়ায় ভোগে এবং আশে-পাশের লোকদের সংক্রেমিত করে। যারা বস্তিতে বসবাসের সৌভাগ্য লাভকরে, সেখানের জনবসতি ক্রমশ বাড়তে থাকায় জীবনযাত্রা, পানি, পয়ঃ নিষ্কাশন ইত্যাদি সেবাখাতের ওপর এর প্রভাব পড়তে বাধ্য। এদের কোন কোন বস্তিতে একর প্রতি ঘনত্ব ২০০০ জনেরও বেশী।[৮৯] যাদের সামগ্রিক সংখ্যা প্রায় ১ কোটির মতো।[৯০] বস্তি এলাকায় পর্যাপ্ত স্যানিটেশনের ব্যবস্থা না থাকায় এবং বিশুদ্ধ পানির অভাবে এদের জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত করুন ও বিপর্যয়কর। রোদ-বৃষ্টি, মশা-মাছি, দূর্গন্ধ ও রোগ-ব্যধির মধ্যে জীবনকাটায়, এরা মিউনিসিপ্যাল বা সরকারী সুবিধা থেকে প্রায় সম্পূর্ণই বঞ্চিত। আর্থিক সঙ্গতির অভাবের ফলে নিজেদের চেষ্টায় এ সুযোগ গ্রহন করতে পারে না বিধায় এদের প্রতি সরকারের অধিক নজর রাখা আবশ্যক। যাহা শিশু অধিকার সনদের ২৪ (গ) ধারায় বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং সমাজের এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে বাদ দিয়ে সকলের জন্য সুস্বাস্থ্য কামনা করা বা কোন বিশেষ সেবা মূলক কর্মসূচীতে সাফল্য দাবী যুক্তিযুক্ত নহে। বিধায় সরকারী-বেসকারী সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সর্ব শ্রেণীর সমান সাফল্যতার জন্য সুচিন্তিত পদক্ষেপ নিতে হবে।

৮৯। ফারহানা মিলি- ঘরনাই-বসত নাই- দৈনিক জনকণ্ঠ, তাং ২৩/১১/২০০১ইং

৯০। সালাহউদ্দিন আহমেদ- ভাসমান আর বস্তিবাসীদের কথা, দৈনিক জনকণ্ঠ, তাং- ২১/০৮/১৯৯৯ইং

Dhaka University Institutional Repository

সারণী - ৫.৭ পানি

বিবরণ	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
নিরাপদ/বিশুদ্ধ পানি পান করে	০০	০০
টেপের (সাপ্লাই) পানি পান করে	২০৯	১১.৭৪
টিউবওয়েলের পানি পান করে	০০	০০
চাপ কলের পানি পান করে	২৩২	১৩.০৪
ফুটানো পানি পান করে	০০	০০

সারণী - ৫.৮ স্যানিটেশন

বিবরণ	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
পর্যাপ্ত পয়ঃ ব্যবস্থা সুবিধা প্রাপ্ত	০০	০০
নিয়মিত নিরাপদ টয়লেট ব্যবহার করে	০০	০০
অনিয়মিত নিরাপদ টয়লেট ব্যবহার করে	১২৮	৭.১৯
কখনই নিরাপদ টয়লেট ব্যবহার করে না।	১৬৫১	৯২.৮০

Dhaka University Institutional Repository

বিনোদন

শৈশবের দিনগুলো না কত সুন্দর! আনন্দ উচ্ছ্বাস আর মায়া মমতায় ভরা। খোলা আকাশের নিচে, সবুজের ভিড়ে, খোলা মাঠে দৌড়ঝাপ, ছোটাছুটি, লাফালাফি, গোল্লাছুট, দাড়িয়াবাধা, হা-ডু-ডু, বৌচি, কানামাছি ভোঁ ভোঁ কত কি নির্মল আনন্দ, ডানপিটে, দুরন্ত কত বিশেষনেই বিশেষিত হওয়া, কি দস্যিপনা! সে যে কি নির্মল বিনোদনে ভরা দিনগুলো। সুস্থ্য সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার ও মানসিক চাহিদা বিকাশের জন্য একজন শিশুর সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন এই নির্মল বিনোদনের। কিন্তু আমাদের শিশু-কিশোরদের কতজনই তা পাচ্ছে?

বিনোদন বলতে খেলাধুলার বিকল্প নেই। খেলাধুলা শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ঘটায়, কিন্তু এখন খেলাধুলার জন্য পরিসর নেই বললেই চলে, গ্রামের একবিশেষ মৌসুমে কিছুটা খেলাধুলার জন্য মাঠ পেলেও শহরে মাঠ খুঁজে পাওয়া দূরুহ ব্যাপার। ফলে এখানের উচ্চবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্ত শিশুরা বড় হচ্ছে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের মধ্য দিয়ে। টেলিভিশন ও কম্পিউটার তাদের বিনোদনের অন্যতম উপকরন। শিশুদের মস্তিস্ক পুষ্ট হচ্ছে সভ্যতার চরমতম আবিস্কার কম্পিউটার গতিতে। শারীরিক খেলাধুলা বলতে এখন ক্রিকেট, ব্যাড মিন্টন, টেবিল টেনিস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। অন্যদিকে নিম্ন মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পারিবারের শিশুদের জন্য এ সুযোগ যেন সোনার হরীণ। ঢাকা শহরে গুটি কয়েক শিশু পার্কের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা গেলেও এখানে শিশুদের খেলাধুলা বা বিনোদনের উপযুক্ত পরিবেশ নেই। এক তথ্যে জানা যায়, ঢাকা শহরে ৮০ টি শিশু পার্ক রয়েছে।[৯১] কিন্তু এর অধিকাংশেই বড় দালান, কমিউনিটি সেন্টার , প্রশাসনিক ভবন, মার্কেট কিংবা নার্সারী গড়ে উঠেছে। মোটামুটি ৪/৫টি পার্ক যাওয়ার উপযোগী থাকলেও সেখানেও সমস্যা বিশাল, তাছাড়া এসব পার্কগুলোর পরিবেশ নোংরা, আশে-পাশে অসামাজিক কার্যকলাপের আখড়ায় পরিণত হয়েছে, এসব স্থানে বড়রাই বেশিটা আনন্দ উপভোগ করছে। এছাড়াও এর ব্যবহার নিম্নবিত্ত শিশুদের নাগালের বাহিরে।

ঢাকা শহরের টোকাই শিশুদের বিনোদনের ব্যবস্থা নেই বললেই চলে, সমীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট প্রশ্নমালার আলোকে প্রতিটি শিশুকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল:

''কোন বিনোদন/খোলাধুলা কর কিনা? হ্যাঁ/না

হ্যাঁ হলে কি ধরনের এবং কোথায়?''

উত্তরে ১০০ শতাংশ শিশু 'না' সুচক মন্তব্য প্রদান করে, তবে এর মধ্যে ১১.২৪ শতাংশ শিশু অনিয়মিতভাবে আনন্দ/বিনোদন উপভোগ করে বলে জানায় এবং মাত্র ২.১৯ শতাংশ শিশু বিনোদনের একমাত্র উপকরণ হিসাবে অনিমিতভাবে টেলিভিশন দেখার কথা

৯১। অদিতি রহমান- শৈশব শুধুই বন্দী জীবন, দৈনিক জনকণ্ঠ, তাং- ০৬/০৯/২০০০ইং।

Dhaka University Institutional Repository

জানায়। যারা অনিয়মিত ভাবে খেলাধুলা করার কথা জানায় তারা সাধারনতঃ হরতাল বা অন্য কোন সময় রাস্তায় বা কোন মাঠে গিয়ে দৌড়ঝাপ বা ক্রিকেট খেলে থাকে। অনিয়মিতভাবে যারা টেলিভিশন দেখে থাকে তারা সাধারনত কোন ষ্টেশনে বা রাস্তার পার্শ্বের দোকানের ডিসপ্লেতে দূর থেকে উপভোগ করে, এরা বিনোদনের পরিবর্তে নিজেদের বেঁচে থাকাই বড় কাজ বলে মনে করে, অন্ন, বস্ত্র, যোগাতেই ব্যস্ত থাকে সর্বদা, জৈবিক চাহিদা পূরনই এদের মূল লক্ষ্য, মানসিক চাহিদা অনেকটাই এদের কাছে উপেক্ষিত। তবে বিনোদন-খেলাধুলার ব্যাপারে সকলেই সচেতন, তারা খেলাধুলা করতে চায় কিন্তু পরিবেশ-পরিস্থিতি এদের অনুকূলে না থাকায় সম্ভব হচ্ছে না বিধায় তারা হারাচ্ছে তাদের নিজস্ব প্রকৃতি, কমছে মনের বিশালত্ব। এদের জীবন থেকে হারিয়ে গেছে হৈ হৈ রৈ রৈ করার নির্মল আনন্দময় দিনগুলো। যার ফলে এসব শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ পরিপূর্ণভাবে ঘটতে পারে না। অথচ এদের রয়েছে মানসিক বিকাশ ঘটবার প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা পাবার অধিকার, তাই প্রয়োজন তাদের দৈহিক ও মানসিক বৃদ্ধি ও সুরক্ষার জন্য ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ-সুবিধার নিশ্চয়তা। শিশু অধিকার সনদ এর ৩১ নং অনুচ্ছেদে প্রতিটি শিশুর অবকাশ গ্রহন, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অংশ গ্রহন এবং বয়স অনুসারে উপযুক্ত খেলাধুলা ও বিনোদনমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহন করার কথা বলা হয়েছে। বাস্তবে এই শিশুরা এসব অধিকার থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। এদের সামর্থের অভাব, নিরাপত্তার অভাব, সুন্দর পরিবেশের অভাব! এমনি বিস্তার সমস্যার মধ্যে এসব শিশুদের নির্মল আনন্দ উপভোগের আশা করাই দূরুহ বৈকি! ভবিষ্যত প্রজন্মের এসব টোকাই শিশুদের সুন্দর মানসিকতা নিয়ে বেড়ে ওঠার জন্য প্রয়োজন সুস্থ্য নির্মল বিনোদনের। তাদের জন্য এব্যবস্থা করতে না পারলে এর দায়ভার বর্তাবে আমাদেরই উপর।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৫.৯ বিনোদন

বিবরণ	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
বিনোদন/খেলাধূলায় অংশগ্রহণ-নিয়মিত	০০	০০
বিনোদন/খেলাধূলায় অংশগ্রহণ-অনিয়মিত	২০০	১১.২৪
নিয়মিত খেলাধুলা করে	০০	০০
অনিয়মিত খেলাধুলা করে	১৬১	৯.০৫
নিয়মিত টেলিভিশন দেখে	০০	০০
অনিয়মিত টেলিভিশন দেখে	৩৯	২.১৯
অন্যান্য বিনোদন উপভোগ করে	০০	০০

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ-অধ্যায়

শিশুনির্যাতন ও টোকাই

নির্যাতনের অবস্থা

কোন সমাজের অবস্থান কিরূপ তা অনেকটা বোঝা যায় সেই সমাজের শিশুরা কেমন আছে তা দেখলে, সামগ্রিক ভাবে শিশুদের অবস্থা ও তাদের প্রতি আচরণ দেখে বোঝা যায়, সমাজ কোনদিকে এগোচ্ছে। কিন্তু এই একবিংশ শতাব্দীতে সমাজ, সভ্যতা, আবিষ্কার ও উন্নয়ন নিয়ে বিশ্বের বোদ্ধারা একদিকে যখন চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণায় গভীরভাবে নিমগ্ন, তখন আমরা দেখি বিশ্ব জুড়ে শিশু নিপীড়ন প্রক্রিয়া অধিক মাত্রায় চলছে। সমাজে যদি নির্যাতনের প্রবণতা থাকে তাহলে শিশুরাই হয় নির্যাতনের প্রথম শিকার। যুদ্ধে ব্যবহার হচ্ছে অসংখ্য শিশু। ১৯৯৮ সালে জাতিসংঘের একটি রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, ১৯৮৭ সাল হইতে বিশ্বে যুদ্ধে নিহত হয়েছে ২০ লক্ষ শিশু, যুদ্ধে গুরুতর আহত কিংবা বিকলাঙ্গ হয়েছে ৬০ লক্ষ শিশু। অন্যদিকে যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে ৩ লক্ষ শিশু[১] এবং এতিম হয় ১০ লক্ষ শিশু।[২]

আমাদের দেশে শিশুরা কিছু ব্যতিক্রম ব্যতিত পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে বিভিন্নরূপে নির্যাতিত হচ্ছে, এরা একদিকে সকল প্রকার মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত ও অবহেলার শিকার হয়ে পরোক্ষভাবে নির্যাতিত হয়। আবার অন্যদিকে বিভিন্নরূপে সরাসরি শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতিত হচ্ছে। কর্মক্ষেত্রেও যুগপৎ বঞ্চনা ও নির্যাতিত হচ্ছে, পারিবারিক পরিসরেও তারা নির্যাতিত ও অবহেলার শিকার। আমরা জানি আমাদের দেশের নিপীড়িত জনগোষ্ঠী হচ্ছে নারী, কিন্তু বিশেষজ্ঞদের ধারনা এর চেয়েও অধিক নিপীড়িত আমাদের দেশের শিশুরা, শিশুরা শারীরিক ও মানষিকভাবে প্রতিনিয়তই নির্যাতিত হচ্ছে। নারীরা তাদের ক্ষোভের কথা ব্যক্ত করতে পারে বিধায় এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে, নারীরা নিজেদের অধিকারের ব্যাপারে যতটা সচেতন কিন্তু শিশুরা তা নয়। বড়দের যে কোন ইচ্ছা, ক্ষোভ, চাপিয়ে দেওয়া হয় শিশুদের উপর। যুদ্ধ-বিগ্রহ, জাতি-সম্প্রদায়গত সংঘাত, পাচার, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিক্রি, অপহরণ, উটের জকিতে চরন, ব্যাক্তি কলহে খুন, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, দারিদ্র্য, অপুষ্টি, সামাজিক নৈরাজ্য, বাণিজ্যিক যৌন শোষণ সব কিছুর সর্বাগ্রে শিশুরা।

১। সম্পাদকীয়- যুদ্ধে শিশুদের ব্যবহার বন্ধ করুন, দৈনিক ইত্তেফাক, তাং- ২৫/১০/১৯৯৮ইং।
২। দৈনিক জনকণ্ঠ- তাং ২৭/০৮/১৯৯৯ইং।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ দন্ড বিধি এবং নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন অনুযায়ী শিশু নির্যাতন হলো একটি অমানবিক প্রক্রিয়ার নাম। এই নির্যাতন দৈহিক, মানসিক বা উভয়বিদ হতে পারে। জুলুম, অত্যাচার, উপদ্রব, উৎপাত, উৎপীড়ন, যন্ত্রনা, লাঞ্ছনা, নিগ্রহ, শোষন, প্রহার প্রভৃতি নির্যাতনের পর্যায়ভূক্ত। চড়-থাপ্পড়, কানমলা থেকে শুরু করে লাঠিপেটা, বেত্রাঘাত, পদাঘাত, পাথর ছোড়া, অগ্নিদগ্ধকরা প্রভৃতি শারীরিক নির্যাতনের আওতায় পড়ে। গালিগালাজ, তিরস্কার নিন্দা, হিংসা, খোঁচামেরে কথা বলা, লাঞ্ছিত করা প্রভৃতি ধরণের দূর্ব্যবহার মানসিক নির্যাতনের পর্যায়ভূক্ত। প্রমাণ সাপেক্ষে এসবকটিই শাস্তিযোগ্য অপরাধ।[৩] ছোট শিশুরা যেমন প্রতিনিয়ত এসব নির্যাতনের শিকার হচ্ছে তেমনি অপেক্ষাকৃত বড় শিশুরা প্রতিনিয়ত এর মুখোমুখি হচ্ছে তবে এসব নির্যাতন বড়দের কর্তৃক সৃষ্টি। সাধারণত শিশুদের উপর নির্যাতনের মাত্রা অধিক বেড়ে গেলে বা মৃত্যবরণ করলেই সংবাদ পত্র সমূহে বা পসিংখ্যানে অন্তর্ভূক্ত হয়। অন্যথায় সকলের চোখের আড়ালেই থেকে যায়।

শিশুদের উপর নির্যাতনের মাত্রা ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে,তবে কোন পরিসংখ্যানের উপর নির্ভর করে নির্যাতনের সঠিক হিসাব নির্ধারণ করা যাবে না। নির্যাতিতদের সামান্যই পরিসংখ্যানে আসে এবং মামলা হয়, স্বরাস্ট্র মন্ত্রণালয় এর পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ১৯৯৯ সালে দেশের নারী শিশুদের নির্যাতিতদের হার ৮৭১ জন।[৪] যা আগের বছর তুলনায় দেড় হাজার বেশী, ১৯৯৮ সালে দেশে এর পরিমাণ ছিল ৭৩৮৭ টি। ১৯৯৯ সালের উক্ত পরিসংখ্যানে দেখা যায় দেশে ধর্ষনের ঘটনা অভাবিত বৃদ্ধি পেয়েছে। ধর্ষিত নারীও শিশুর সংখ্যা ৩৫০৪ জন অর্থ্যাৎ প্রতিদিন নারী ও শিশু ২৪ জন নির্যাতিত ও ১০ জন ধর্ষিত হচ্ছে।[৫] সম্প্রতি ও সর্বশেষ প্রকাশিত পুলিশ রিপোর্ট থেকে জানা যায়, প্রতিদিন নারী ও শিশু নির্যাতনের সংখ্যা ৩৭ ও ধর্ষিত হয় ১০ জন। ২০০১ সালে শিশু নির্যাতনের ঘটনা ৩৮১টি।[৬] জানুয়ারী-এপ্রিল ২০০২ মধ্যে শিশু নির্যাতন সংখ্যা ৩৯৯ জন।[৭]

ইউনিসেফ ও সার্ক এর, হিসাবে দেশ থেকে বছরে পাচার হয়ে যাচ্ছে প্রায় সাড়ে চার হাজার নারী শিশু। অন্য সূত্রে প্রকাশ স্বধীনতার পর থেকে বাংলাদেশে প্রায় ১০ লাখ নারী-শিশু বিদেশে পাচার হয়ে গেছে।[৮] অন্য এক তথ্যে জানাযায়, গত ২০ বছরে বাংলাদেশ থেকে পাচার হওয়া নারী-শিশুর মধ্যে আরব দেশগুলোতেই বন্দি এবং পতিতাবৃত্তি করছে ২০ লক্ষের মতো।[৯] দুবাই আবুধাবিতে প্রতিবছর পাচার হচ্ছে কয়েকশ শিশু।[১০] যারা সেখানে

৩। শান্তা মরিয়া- শিশু নির্যাতন এর শেষ কোথায়, দৈনিক জনকণ্ঠ, তাং ১৩/০৭/১৯৯৯ইং।
৪। সম্পাদকীয়- নারী নির্যাতন বন্ধ করতে হবে- দৈনিক জনকণ্ঠ, তাং- ২৬/০১/২০০০ইং।
৫। কামরুল হাসান- নারী ও শিশু নির্যাতন বেড়েই চলেছে, দৈনিক জনকণ্ঠ, তাং-২৪/০১/২০০০ইং।
৬। কামরুল হাসান- নারী ও শিশু নির্যাতন বেড়েই চলেছে, দৈনিক জনকণ্ঠ, তাং-০২/০৩/২০০২ইং।
৭। প্রদিবেদন, মুক্ত খবর- একুশে টেলিভিশন, তাং- ০৮/০৬/২০০২ইং
৮। সম্পাদকীয়- চোরা চালান ও নারী -শিশু পাচার, দৈনিক জনকণ্ঠ, তাং-০৬/০৪/১৯৯৮ইং।
৯। সম্পাদকীয়- নারী -শিশু পাচার বন্ধ হোক- দৈনিক জনকণ্ঠ, তাং- ১৮/১১/১৯৯৭ইং।
১০। দৈনিক জনকণ্ঠ- তাং- ৩০/১২/১৯৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

পতিতাবৃত্তি ও উটের জকিতে ব্যবহৃত হয়। বিশ্ব কংগ্রেসের ওয়েব সাইটের তথ্যানুসারে, ১৯৯০ সাল থেকে ২০০০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে ৭০ হাজার নারী শিশু পাচার হয়ে গেছে। প্রতিবছর সাড়ে চার হাজার নারী-শিশু পাকিস্তানে পাচার হয়ে যায়। পাকিস্তানের মানবাধিকার কর্মীদের মতে বাংলাদেশ থেকে প্রতিমাসে ২০০ থেকে ৪০০ যুবতী ও শিশু পাকিস্তানে পাচার হয়।[১১] এক পরিসংখান থেকে জানা যায় উচ্চবিত্তের যে সব শিশু অপহৃত হয় এদের আটক করে দুর্বেত্তরা মুক্তিপন আদায় করে, অপরদিকে ভাসমান শিশুদের অপহরণের পর বেশির ভাগই পাচার করে, বা এদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিক্রি করে। এসব অপহৃত বা পাচার হওয়া শিশুদের খবর থানা পুলিশ পর্যন্ত পৌছায় না বা তাদের হিসাবও কেউ রাখে না। সম্প্রতি বি এস এ এফ রিসোর্স সেন্টার থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী সামপ্রতিক কালের শিশু নির্যাতনের চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হল : [১২]

এক নজরে শিশু পরিস্থিতি জানুযারী-জুন-২০০১

শিশু পরিস্থিতি	এপিল	মে	জুন	মোট	জানু-মার্চ	জানু-এপ্রিল
ধর্ষণের শিকার	২৪	২৩	৩৪	৮১	১০৭	১৮৮
ধর্ষণ পূর্বক হত্যা	২	২	৩	৭	১৯	২৭
যৌণ হয়রানির শিকার	৩০	২৫	৩৭	৯২	৮৯	১৮১
হত্যা	৪২	৫৫	১৯	১১৬	১৪১	২৫৭
নির্যাতন	৭	২	২	১১	৫৬	৬৭
অস্বাভাবিক মৃত্যু	৪০	৩৬	৩২	১০৮	১৩৬	২৪৪
আত্মহত্যা	৯	১১	১৪	৩৪	৭০	১০৪
হত্যার চেষ্টা	-	১	২	৩	১	৪
অপহরন	১২	২৮	২২	৬২	৮৬	১৪৮
হারিয়েছে	১৮	১৪	২১	৫৩	১০৫	১৫৮
পাচার	৭	২২	১৬	৪৫	৭০	১১৫

১১। দৈনিক জনকণ্ঠ- তাং- ০৬/১২/২০০১ইং।
১২। সালমা বেগম মুক্তা- কেন-ও-রা ছিন্নমূল- দৈনিক জনকণ্ঠ- তাং- ২২/০৮/২০০১ইং।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার জন্য সমীক্ষা করতে গিয়ে প্রতিটি শিশুকে প্রশ্ন করা হয়েছিল :

''কখনও কোন নির্যাতনের শিকার হয়েছ কিনা? হ্যাঁ/না ।

হ্যাঁ হলে কি ধরনের?''

উত্তর বিশ্লেষনে দেখা যায় জরিপভূক্ত শিশুদের মধ্যে ১৭৭৯টি শিশু অর্থাৎ শতকরা ১০০ ভাগ শিশু যে কোন ভাবে নির্যাতনের শিকার, এর কেহ পুলিশ কর্তৃক কেহ সাধারণ লোক কর্তৃক, কেহ মাস্তান কর্তৃক, কেহ উচ্চ বিত্ত বা মধ্যবিত্ত লোক কর্তৃক, কেহ তার পেশাগত কাজে নির্যাতিত, কেহ যৌন নির্যাতনের বা যৌন হয়রানির শিকার। কেহ তার পরিবার বা মা-বাবা কর্তৃক, কেহ সহকর্মী কর্তৃক নির্যাতিত হয়ে থাকে। এ সব শিশুদের মধ্যে যারা ছিন্নমূল বা পথ শিশু তাদের নির্যাতনের অবস্থা অতিকরুন, যা সভ্য জাতির জন্য সত্যিই লজ্জাকর। এদের প্রতি নির্যাতনের কাহিনী শুনলে এরাও যে আমাদের এই সমাজের শ্রেণীভূক্ত বা মানুষ তা বিশ্বাস করাই কঠিন হয়ে পড়ে। এদের জীবন শুরুই হয় নির্যাতনের মধ্যদিয়ে। এরা হয়তোবা যৌন লিস্পার মাধ্যামেই পৃথিবীতে আগমন করে নয়তোবা নির্যাতনের ফলেই তারা বর্তমান পরিনতি লাভ করছে। এরা যেন জীবনের সাথে নির্যাতন আষ্টেপৃষ্টে গেঁথে ফেলেছে। প্রতিনিয়তই এরা সমাজের সভ্য পরিচয় প্রদান কারীদের নিকট থেকে চড়-থাপ্পর, লাথি ও গাল-মন্দের মধ্য দিয়ে বড় হয়। কখনও কখনও অধিকমাত্রায়ও নির্যাতিত হয়। এটাই যেন এদের প্রাপ্য, এরা রক্ষা পায় না রক্ষক বাহিনী তথা পুলিশের নির্যাতন থেকেও, এসব নির্যাতিত শিশুরা প্রতি মূহুর্তে নির্যাতনের শিকার হওয়ায় এটা তাদের জীবনের একটি প্রাপ্ত অধিকার হিসাবেই পরিণত হয়েছে, এদের এ যেন এক বাস্তবতা। যার ফলে নির্যাতনের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ রা ক্ষোভ অনেকাংশেই অব্যক্ত থেকে যায়। নির্যাতনই তাদের জীবনের একটি অংশ হিসাবে অনেক সময় মনে করে। এসব নির্যাতিত শিশুদের প্রায় সকলেই শারীরিক ভাবে নির্যাতিত। জরীপে এসব ছিন্নমূল-ভাসমান শিশুদের শতকরা ৮০.৬১ ভাগ শিশু শারিরীক, ১০০ ভাগ মানসিক বা অন্যান্য ভাবে নির্যাতিত হয়ে থাকে। এরা পারছেনা নিজেদের অধিকার ব্যক্ত করতে, পারছে না নির্যাতনের প্রতিবাদ করতে, পারছেনা আইনের সাহায্য নিতে, পারছেনা স্বাধীনভাবে নিজেদের কাজ করতে বা খেতে বা ঘুমাতে, প্রতি স্থানেই মোকাবিলা করতে হচ্ছে নির্যাতনের সাথে। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় এরা যেন আমাদের সমাজের বাহিরের কেহ অথচ শিশু অধিকার সনদে ১৯ ধারায় স্পষ্টই বলেছে-

''.....শিশুকে আঘাত অথবা অত্যাচার অবহেলা অথবা অমনোযোগী আচরণ, দূব্যবহার অথবা শোষণ এবং যৌণ অত্যাচার সহ সকল ধরনের শারীরিক ও মানসিক হিংস্রতা থেকে সুরক্ষার জন্য যথোপযুক্ত ..... ব্যবস্থা নেবে।'' রয়েছে বাংলাদেশে এদের জন্য অসংখ্য আইন, রয়েছে অসংখ্য বেসরকারী সংস্থা, রয়েছে অসংখ্য আইন পরামর্শকারী সংস্থা, কিন্ত বাস্তবে এসব এদের কাছে নিভৃতে কাঁদে, এদের কাছে অসহায়। এ সব শিশুরা নিজেদের

Dhaka University Institutional Repository

অধিকার, নির্যাতনের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রদানের নিয়মাবলী আদৌ জ্ঞাত নয়। কোন সরকারী-বেসরকারী সংস্থা বা আইনী পরামর্শদানকারী সংস্থা এদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য আইনী সহায়তা মূলক কোন কার্যক্রম দেখা যায়নি। এসব শিশুর ক্ষেত্রে দেশের অসংখ্য আইন, সরকারী-বেসরকারী ভাবে প্রচারিত বিভিন্ন কর্মকান্ড, সনদ সবকিছুই একটি আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। কখনও কারও কাছে বা পুলিশের নিকট এরা অভিযোগ নিয়ে গেলে এদের অধিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়, এদের অভিযোগ হাস্যকারে পরিণত হয়। এদের কারও উপর শারীরিক নির্যাতনে স্থায়ী জখম দেখা গেছে। সাধারণতঃ এরা বড়দের কর্তৃক ও নিরাপত্তা কর্মীদের কর্তৃক অধিক নির্যাতিত হয়ে থাকে।

যৌন হয়রানি শ্রেণীভুক্ত কিশোর-কিশোরীদের নিত্যসঙ্গী। সম্প্রতি প্রকাশিত বিশ্ব কংগ্রেসের শিশু যৌনতা সম্পর্কিত রিপোর্টে সচেতন মানুষদেরকে ভাবিয়ে তুলেছে, রিপোর্টের তথ্যানুযায়ী প্রাতিষ্ঠানিক যৌন ব্যবসা ছাড়াও ঢাকার রাস্তায় ১৫ থেকে ২০ হাজার ভাসমান শিশু যৌনকর্মীর ব্যবসা চালাচ্ছে, এদের মধ্যে বালক যৌনকর্মীর সংখ্যা বালিকাদের তুলনায় প্রতি তিনজনে দুজন।[১৩] ইসিডিন নামের একটি সংস্থার বরাদ দিয়ে রিপোর্টে আরো বলা হয়, নগরীর পার্ক, রাস্তার ফুটপাথ, রেলষ্টেশন, ষ্টেডিয়াম, বাস টার্মিনাল, মাজার এলাকা, সিনেমা হল, যাত্রী ছাউনি এলাকায় যৌন কর্মীদের কাজকর্ম-চলাফেরা সহজেই দৃশ্যমান। ১৯৯৮ সালে নয়াদিল্লিতে প্রকাশিত জাতিসংঘের প্রতিবেদনে জানানো হয়, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রায় ৩ লাখ বাংলাদেশী শিশুকে ভারতের পতিতাগুলোতে বিক্রি করা হয়েছে।[১৪]

গত ৫ ডিসেম্বর ২০০১, ঢাকায় জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি এক মতবিনিময় সভায় প্রকাশিত নিজস্ব গবেষণার প্রতিবেদনের মাধ্যমে জানা যায়, বাংলাদেশে ৬০/৬৫ হাজার পতিতা রয়েছে যার ৬৫ ভাগ হচ্ছে শিশু। সমিতি কর্তৃক পরিচালিত ১৩৫ জন পতিতার মধ্যে জরীপে দেখাযায় এদের ৬৫ ভাগের বয়স ১১ থেকে ১৩ এবং ৩৩ ভাগের বয়স ১৩ থেকে ১৫ বৎসর।[১৫]

অত্র গবেষণার জরিপভুক্ত যারা ভাসমান এদের প্রায় সকল কিশোর-কিশোরী যৌন অত্যাচারের শিকার, অত্র গবেষণার জরিপ পরিচালনা করতে গিয়ে বিভিন্নস্থানে কিশোরীদেরকে প্রকাশ্যে উত্যক্ত করতে দেখা গেছে। ঢাকা সদরঘাট, কমলাপুর, রেলষ্টেশন, গাবতলী বাসষ্ট্যান্ড মাজার সমূহের বিভিন্ন ষ্টেডিয়াম ও রাস্তায় অবস্থিত ৮-১৬ বছরের ছিন্নমূল ভাসমান ৮১৫ জন অর্থাৎ শতকরা ১০০ ভাগ কিশোর-কিশোরীই যৌন অত্যাচারের শিকার।

১৩। বিশ্ব কংগ্রেসের ওয়েব সাইট <www.focalpointugo.org>
১৪। দৈনিক আজকের কাগজ, তারিখ- ১৫/১২/১৯৯৮ইং।
১৫। দৈনিক ইত্তেফাক- তাং- ০৬/১২/২০০১ইং।

Dhaka University Institutional Repository

এদের কেহ বাণিজ্যিক রূপে, কেহ একত্রে অবস্থিত বড়দের কর্তৃক, কেহ সমকামীদের যৌন হয়রানির শিকার হয়ে থাকে। অল্প বয়সে এরূপ নির্যাতনের ফলে অনেককে মারাত্মক অসুস্থ্য হিসেবে মনে হয়েছে। যৌন নির্যাতনের পর প্রয়োজনীয়ভাবে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা হতে না পারায় এদের কারও শরীর চরম দূর্গন্ধযুক্ত মনে হয়েছে । অধিকাংশ কিশোরীদের মানসিক ভাবে অসুস্থ্য মনে হয়েছে। কেহ আকোপটে জোরপূর্বক যৌন হয়রানির কথা বলেছে। তবে যারা পরিবারের (মা-বাবা) সাথে কোন বস্তিতে বাস করছে তারা এদের তুলনায় অনেকাংশে নির্যাতন থেকে রক্ষা পাচ্ছে। যৌন নির্যাতনের ক্ষেত্রে দেশে ১৯৩৩ সালের প্রণীত নৈতিকতা বিরোধী বৃত্তি দমন আইনটি চালু আছে, অত্র আইনের ১১ থেকে ১৩ ধারায় এ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, যা যথাযথভাবে প্রয়োগ হচ্ছে না।

দেশে রাষ্ট্রীয় ভাবে শিশুদের জন্য অনেক আইন রয়েছে, বাংলাদেশ সংবিধান, বাংলাদেশ দন্ডবিধি ও জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ (ধারা ৩৪,৩৫,১৯) এ সম্পর্কে রয়েছে অনেক ধারা ও উপধারা কিন্তু যথাযথ কার্যকারিতার অভাবে শিশু নির্যাতন বন্ধ হচ্ছে না। সর্বশেষ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ প্রণীত হয়েছে। যে আইনে নির্যাতনের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদন্ড করে সব ক্ষেত্রে কঠোরভাবে প্রণয়ন করা হলেও, সমাজে নির্যাতনের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। কিন্তু আইনের আশ্রয় নিয়ে থাকে সামান্য সংখ্যক। পুলিশের রেকর্ড অনুযায়ী ১৯৯৯ সালে দেশে শিশু নির্যাতনের ১২ শ মামলা হয়েছে, শিশু অপহরণ সংক্রান্ত মামলার সংখ্যা ১০৫৫, ৯৮ সালে এ সংখ্যা ছিল ৯৯১টি।[১৬] অন্য পরিসংখ্যানুযায়ী ১৯৯৯ সালে সারা দেশের মোট ৯টি নারী ও শিশু নির্যাতন আদালতে প্রায় ৯ হাজার মামলা বিচারের অপেক্ষায়। ইহাছাড়া একই বছর ৫শতাধিক শিশু নির্যাতন মামলা দায়ের হয়েছে।[১৭] ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিষ্ট্রেটের ১৯৯৯ সনে এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ঢাকা মহানগরীর ১৭টি আদালতে ৭ শত ২৪টি নারী ও শিশু নির্যাতন মামলা বিচারাধীন রয়েছে। এর মধ্যে আগের বছরের মামলার ছিল ৪১৮টি, ৯৮ সালে বিচারের জন্য এসেছে ৩০৬টি। এসব মামলার মধ্যে মাত্র ৩৪টি নিস্পত্তি হয়েছে। তার মধ্যে সাজা হয়েছে মাত্র ৭টি মামলার। পরিসংখ্যান অনুযায়ী দায়ের কৃত মামলার মাত্র ২০ শতাংশ আসামীর সাজা হয়।[১৮] ১৯৯৭ ও ৯৮ সালে দেশে যথাক্রমে ৫৮৪৩ ও ৭৩৮৩ টি নির্যাতনের মামলা হয়েছে, এসময় শিশু নির্যাতনের মামলা

১৬। সুনীল ব্যানার্জী- শিশু অপহরণ, নির্যাতন, পাচার বেড়েছে, দৈনিক জনকণ্ঠ, তাং- ১৫/০১/২০০০ইং।

১৭। জাকারিয়া মিলন- সারা দেশে বিচারের অপেক্ষায় ৯ হাজার নারী ও শিশু নির্যাতন মামলা- দৈনিক ইত্তেফাক, তাং-০১/০৩/২০০০ইং।

১৮। কামরুল হাসান/আলী আসগর স্বপন, নারী ও শিশু নির্যাতনে আইন দায়ের করা ৮০ ভাগ মামলাই আদালতে টিকছেনা, দৈনিক জনকণ্ঠ, তাং- ২০/০৪/১৯৯৯ইং।

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে যথাক্রমে ৪৫৩ ও ৬৭৩টি।[১৯] একদিকে নির্যাতনের তুলনায় নগন্য সংখ্যক আদালতের আশ্রয় নেয়, আবার অন্যদিকে অভিযুক্ত আসামীরা বিভিন্ন ফাঁকফোকরের মধ্যে বেরিয়ে যায়। পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ হয়েছে, সি এম এম রিপোর্টে গত সাড়ে তিন বছরে নারী ও শিশু নির্যাতনের ৬০ হাজার আসামীর মধ্যে পুলিশ মাত্র ১৭ হাজার আসামীকে গ্রেফতার করছে। ৪৩ হাজার আসামী এখনও রয়েছে ধরাছোয়ার বাইরে। ৭০ ভাগ নিপীড়নের ঘটনা প্রমাণিত হলেও তদবীরের কারণে পুলিশ আসামী ধরে না।[২০] কিন্তু খাতায় এসব আসামীকে পলাতক হিসাবে দেখানো হয়। আসামী না ধরায় মামলা নিস্পত্তিতে বিলম্ব হয় বিধায় অসংখ্য আইনের কার্যকরিতা সেই তিমিরেই থেকে যায়।

সুতরাং কোন সমাজে ব্যাপকভাবে শিশু নির্যাতন চলতে থাকলে সে সমাজকে সুসভ্য সমাজ বলা চলে না। এই সব নিস্পাপ শিশুদের উপর যে কোন ধরনের নির্যাতন যে কোন বিবেকবান মানুষকে নাড়া দেয়, কোন বিবেকবান ও সুসভ্য ব্যক্তি পারবে না শিশুদের উপর অসম্মান, অপমান, আঘাত দেখতে। এক্ষেত্রে এরা সর্বদা প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্যই অপেক্ষা করে। সমাজের স্বার্থে, দেশের কল্যাণের স্বার্থে, দেশের ভবিষ্যৎ কর্ণধারকে রক্ষার স্বার্থে শিশু নির্যাতন বন্ধ করার জন্য ব্যাপক সামাজিক আন্দোলন যেমনি জরুরী, পাশাপাশি নির্যাতনকারীদের কঠোর শাস্তির নিশ্চয়তা বিধান করা জরুরী।

400445

১৯। সুনীল ব্যানার্জী- নারী ও শিশু নির্যাতন আইনের অপ-প্রয়োগ বন্ধে আইনটি সংশোধন করা হচ্ছে- দৈনিক জনকণ্ঠ, তাং- ১০/০৫/১৯৯৯ইং।

২০। কামরুল হাসান- নারী ও শিশু নির্যাতন বেড়েই চলেছে, দৈনিক জনকণ্ঠ, তাং- ২৪/০১/২০০০ইং।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

সারণী - ৬.১ শিশু নির্যাতন।

বিবরণ	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
যেকোন ধরনের নির্যাতন	১১৭৯	১০০
শারীরিক নির্যাতন	৬৫৭	৩৬.৯৩
মানসিক নির্যাতন	১৭৭৯	১০০
অন্যান্য ভাবে নির্যাতন	১১২২	৬৩.০৬
যৌন হয়রানির শিকার- ভাসমান টোকাই	৮১৫	১০০

Dhaka University Institutional Repository

পুলিশী নির্যাতন

দেশ ও জাতির ভবিষ্যত কর্ণধার হিসাবে শিশুদের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য নিশ্চিত নিরাপত্তা এবং সার্বিক সুবিধাদি প্রদান করতে হবে। একদিকে বিশ্ব সভ্যতা ক্রমান্বয়ে উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে পিছিয়ে যাচ্ছে মানসিকতার দিক থেকে, হারিয়ে যাচ্ছে মনুষত্ব। এর ফলে অধিকাংশ শিশুরা শারীরিক মানসিকভাবে বিকশিত হবার পুর্বেই পরিণত হচ্ছে জগন্য সব বৃত্তিতে হচ্ছে অমানবিক ভাবে নির্যাতিত।

এই নির্যাতন শুধু সমাজের বিভিন্ন স্তরের নরপশু পাষন্ডদের দ্বারাই নয়, আইন রক্ষাকারী কিংবা আইনের সেবক, জনগনের বন্ধুখ্যাত পুলিশ বাহিনী কর্তৃক শিশু নির্যাতনও ধর্ষনের চিত্রটি বিবেক প্রবণদের তাড়িত করে। ৯৫-এ দিনাজপুরে পুলিশ কর্তৃক কিশোরী ইয়াসমীনকে ধর্ষণ ও খুন, ৯৬-এ চট্রগ্রাম-রাউজান থানায় সীমা চৌধুরীর একই ঘটনার পূনরাবৃত্তি, একই বছর খুলনায় পঙ্গু ও বোবা কিশোরী খালেদা পুলিশ কর্তৃক ধর্ষিত। ৯৮-এ মার্চ মাসে ঢাকা সি এম এম কোর্টের নিচ্ছিদ্র নিরাপত্তামূলক এলাকায় পুলিশ কন্ট্রোল রুমে পাঁচ বছরের নিস্পাপ ভাসমান শিশু তানিয়া ধর্ষণ, সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে প্রতিবাদের ঝড় তুলেছিল। এই বর্বর পাশবিকতায় প্রতিটি মানুষকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিল। ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল। এরূপে রয়েছে অসংখ্য অজানা কাহিনী, অভিযোগ রয়েছে নগন্য সংখ্যক পুলিশই তাদের অভিযোগের শাস্তি পেয়ে থাকেন, পুলিশ সমাজের জন্য অপরিহার্য্য একটি সংস্থা, আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি উন্নয়নে নানা সন্ত্রাস, অপরাধ দমনে জীবন ও মানুষের জীবন-সম্পদ রক্ষার্থে পুলিশের ভূমিকা মূখ্য, কিন্তু বিভিন্ন সময় কর্মকান্ডে জনগনের কাছে এদের ভাবমুর্তি নষ্ট হয়, সৃষ্টি হয় দুরত্ব।

এক প্রতিবেদনে জানা যায়, স্বাধীনতার পর গত ২৫ বৎসরে পুলিশের বিরুদ্ধে ৯০ হাজার অভিযোগ এসেছে, এর মধ্যে ১২ হাজার অভিযোগের তদন্ত হয়েছে, তদন্তে ২২৩ জন পুলিশ অভিযুক্ত হয়ে শাস্তি পেয়েছে, চাকুরী হারিয়েছে মাত্র ২ হাজার ২০ জন।[২১] যা অপরাধের তুলনায় অত্যন্ত নগন্য।পুলিশী হেফাজতে তাদের কর্তৃক নির্যাতন ও নৃসংশতা সভ্যতাকে হার মানায়। এক রিপোর্টে পুলিশী হেফাজতে নির্যাতনে গত ৩বছরে ১শ৫০ জনের মৃত্যু হয়েছে। ১৯৯৯ সালের প্রথম ছ'মাসে দেশের বিভিন্ন থানা হাজতে পুলিশী নির্যাতনে ৭০ জন নিহত ও হয়েছে অসংখ্য ধর্ষিতা।[২২] অন্য এক দৈনিকে প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানা যায়, গত পঁচিশ বছরে পুলিশী হেফাজতে ১৯ হাজার ৯শ ১১ জনের মৃত্যু

২১। হাসিনা বেগম হাসি- তালিকা বাড়ছে নারী নির্যাতনের- দৈনিক ইত্তেফাক, তাং- ০৫/০১/১৯৯৮ইং।

২২। মহসিন মিলন- দেশে পুলিশ নির্যাতন ভয়াবহভাবে বৃদ্ধি, ভেঙ্গে পড়েছে চেইন অব কমান্ড, দৈনিক ইনকিলাব, তাং- ০৫/১০/১৯৯৯ইং।

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে বলে অভিযোগ স্বজনদের, পুলিশি তদন্তে এদের মধ্যে ৩১১ জনের মৃত্যুর কথা প্রমানিত হয়েছে। আর অপরাধীদের মধ্যে মাত্র ১৪১ জনের বিভাগীয় শাস্তি হয়েছে, মাত্র ৩জনের শাস্তি হয়েছে মামলার রায়ে।[২৩]

বাস্তবতার দিকে তাকালে দেখা যায় আমাদের দেশে রয়েছে, শিশু আইন ১৯৭৪ এ সহ অসংখ্য আইন, আমরা জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ, তথাপিও এসবের রক্ষক পুলিশের কাছে বেশি নিগৃহিত আমাদের দেশের অসহায় টোকাই-পথ কিংবা ভাসমান শিশুরা। পুলিশ ৮/৯ বছরের শিশুকেও খুনের আসামী করে গ্রেফতার করার নজির সৃষ্টি করছে। রাস্তায় কখনও কোন গোলযোগের সৃষ্টি হলে পরে পুলিশ এসে যাকে পায় তাকেই ধরে থানায় নিয়ে যায়। এসবের অধিকাংশ ক্ষেত্রে টোকাইরা শিকার হয়ে থাকে, সমীক্ষা চালাতে গিয়ে এরূপ পরিস্থিতির শিকার অসংখ্য শিশুকে পাওয়া গেছে, যাদের ধরে নিয়ে নির্মম নির্যাতন চালিয়েছে, বড়দের সাথে থানা হাজতে রেখেছে। কোন কোন শিশুর শরীরে স্থায়ী জখম দেখা গেছে। যে পুলিশ কর্মকর্তা নিষ্পাপ শিশুদের ধরে নিয়ে যায় তাদের স্বাভাবিক ভাবেই জানার কথা বাংলাদেশ দন্ডবিধির ৮২ ধারা মতে '৭ বছরের কম বয়সের কারও বিরুদ্ধে কোন অপরাধের মামলা দায়ের আইনসঙ্গত নয় । একই ভাবে ৮৩ ধারা মতে ৭ বছরের বেশী এবং ১২ বছরের কম বয়সের কোন শিশু বা কিশোরের কোন কাজকে অপরাধমূলক বলে গন্য করা যায় না।' জরীপে প্রশ্নমালার প্রতিটি শিশুর নিকট প্রশ্ন ছিল:

"পুলিশ কর্তৃক কখনও হয়রানির শিকার হয়েছে কিনা হাঁ/ না

হাঁ হলে কি ধরনের?"

উত্তর বিশ্লেষনে জরিপভূক্ত মোট ১১১০ জন টোকাই শিশুর শতকরা কমবেশি ১০০ ভাগ শিশুই কোন না কোন পুলিশ কর্তৃক হয়রানির শিকার হয়ে থাকে, তবে এদের মধ্যে যারা ভাসমান তারা বেশী হয়রানির শিকার, এদের সর্বমোট ৮১৫ জন ভাসমান টোকাইর মধ্যে ৪৫৫ জন অর্থ্যাৎ শতকরা ৫৫.৮২ ভাগ শিশুই পুলিশ কর্তৃক চরম নির্যাতনের শিকার, যারা মারাত্মক শারীরিক নির্যাতন ও গ্রেফতারের শিকার হয়েছে, তাদের সংখ্যাই এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। এদের থেকে চড়-থাপ্পড়, লাথি, গালি, পিটানি একটি স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। যা তেমন কোন অপরাধের মধ্যে অনেকেই মনে করবে না, সংশ্লিষ্ট শিশুরাও তাদের অধিকার ক্ষুন্ন হিসাবে মনে করছে না, কারণ হিসাবে তারা বলছে, ইহা তাদের নিত্য নৈমিত্তিক তালিকায় আওতাভূক্ত হয়ে গেছে। কিন্ত শিশু অধিকার ও আইনে যা চরম লংঘন। এসব শিশুর মধ্যে যারা চরম নির্যাতনের শিকার তাদের থেকে জানা গেছে লোমহর্ষক কাহিনী তাদের

২৩। বোরহান আহমেদ- মানবাধিকার সংরক্ষনের দায়িত্বে নিয়োজিত পুলিশের নির্যাতন।। ধর্ম ব্যবসায়ীদের ফতোয়া আর নিরপরাধীদের দূর্ভোগ, দৈনিক জনকণ্ঠ- তাং- ১০/১২/১৯৯৬ইং।

Dhaka University Institutional Repository

অনেকে পুলিশের নির্যাতনে শরীরের বিভিন্ন স্থানে স্থায়ী আঘাত দেখা গেছে। অনেকে একাধিকবার গ্রেফতার করে নিয়ে থানা হাজতে অমানবতার ভাবে রাখা হয়েছে। অনেকের অভিযোগ তাদের উপার্জিত অর্থের একটি বড় অংশ পুলিশকে দিতে হয়। ইহা ঢাকা সদর ঘাট ও কমলাপুর রেলষ্টেশনের শিশুদের মধ্যে অধিক। ভাসমান শিশুদের সকলের একই অভিযোগ যে তারা তাদের উপার্জনের পন্থা হিসাবে টোকাইর কাজ ও রাতে নিদ্রার সময় বেশি পুলিশ কর্তৃক হয়রানির শিকার হয়। এসব শিশুদের অভিযোগ ব্যক্ত করার সুযোগ তাদের নেই। কখনও এসব অভিযোগে অভিযুক্ত না হওয়ায় পুলিশ বাহিনীও তাদের উক্ত কর্মকান্ড অপরাধের অন্তর্ভূক্ত বলে মনে করছে না। যার ফলে এ রকম অপরাধ বা নির্যাতন অহরহই করে চলছে, কিন্তু এসব ঘটনা কতটা নৈতিকতার অবক্ষয় ও শিশু অধিকার বিবর্জিত বিবেকবান মানুষ মাত্রই উপলব্ধি করতে পারবে। অপরাধী সমাজের যে অবস্থানে কিংবা যে পেশাতেই থাকুক না কেন তাকে অপরাধী হিসাবেই দেখতে হবে। না দেখলে ন্যায়বিচার বিঘ্নিত হবে। বিবর্জিত হবে শিশু অধিকারের নীতিমালা। একজনের অপরাধের জন্য গোটা সম্প্রদায় কিংবা পেশাকে কলুষিত করা যায় না, সুতরাং অপরাধীকে অপরাধী হিসাবে দেখা নৈতিকতা।

পুলিশ ও মানুষ আর এসব ভাসমান শিশুরাও মানুষ, এই সমাজেরই সদস্য তারা। যখন একটি সমাজকে রক্ষার নৈতিক ও দাপ্তরিক দায়িত্ব কোন মানুষের উপর অর্পিত হয়, তখন তার কাছে সমাজ প্রত্যাশা করে বিশুদ্ধতা ও নৈতিকতার। যখন নৈতিকতার স্খলন ঘটে তখন সেই সমাজ আর ভরসা করে কাদের উপর, সমাজের শৃংখলা কি করে রক্ষা হবে? এবং এসব শিশুদের অধিকারই কিভাবে নিশ্চিত হবে? এসব কিছু রক্ষার জন্য পুলিশ বাহিনীকে উচ্চ প্রশিক্ষণের প্রয়োজন, অধিক সুযোগ সুবিধা প্রদান সহ মানবাধিকার কর্মীরুপে ব্যবহার করা প্রয়োজন, যাতে করে আমাদের সমাজে শুদ্ধ পুলিশ বাহিনী প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী - ৬.২ পুলিশী নির্যাতন

বিবরণ	সংখ্যা	হার (%)
পুলিশ কর্তৃক চরম নির্যাতিত	৪৫৫	৫৫.৮২
হয়রানির শিকার- টোকাই শিশু	১১১০	১০০
হয়রানির শিকার, ভাসমান শিশু	৮১৫	১০০
পুলিশকে নিয়মিত চাঁদা দেয়- টোকাই	৮১৫	৭৩.৪২

Dhaka University Institutional Repository

মাতা-পিতা তথা পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক প্রভাব

'বন্যেরা বনে সুন্দর,
শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।'

সঞ্জিব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'পালা মৌ-ভ্রমন' গ্রন্থের এই চমৎকার উক্তিটি পরবর্তীতে শিশুদের অধিকার বিষয়ক বহুল পরিচিত প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েছে। প্রতিটি শিশু মাতৃক্রোড়ে স্নেহময় নিরাপত্তাটুকু প্রাণ মন দিয়ে অনুধাবন করবে এবং বাবা-মা তথা পারিবারিক স্নেহবন্ধনে শিশুদের পূর্ন অধিকার রক্ষার্থে তাদের সাবধানতা ও সচেতনতার মধ্য দিয়ে সুস্থ্য স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠবে এটাই স্বাভাবিক।

শিশু জন্মলগ্ন হতেই বড়বেশী অসহায়। তাই সে জন্মলগ্ন হতে অন্যের সাহায্য-সহযোগিতায় তথা পরিবারের সকলের স্নেহ-আদরে বড় হতে থাকে। তাই শিশুকে ঘিরে পরিবারের সকলের কত স্বপ্ন? স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য সর্বসময় অতিব্যস্ততা, একই সাথে শিশুটির হাসিতে বাবা-মার মন ভরে ওঠে। দূর করে একটি পরিবারের জমাট বিষাদ। ক্রমে ক্রমে শিশুটি বড় হয়। চার পাশ থেকে শেখে নানা কিছু, গড়ে ওঠে ব্যক্তিত্ব, সুশিক্ষা, চরিত্রবান, মহৎ জীবন, আদর্শবান, শিষ্ঠাচার, সুশৃংখল, আচরন, বুদ্ধি বিকাশের ধার বাড়তে থাকে একটি সুন্দর ও সুশৃংখল পরিবারিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। পারিবারিক এসব বৈশিষ্ট্যই একটি শিশুর সামাজিক স্তর নির্মান করে দেয় সবার অলক্ষ্যে। যখনই পরিবারে এর ব্যাত্যয় ঘটে তখনই শিশুটি হয় বিপদগামী।

আমাদের সমাজে এক শ্রেণীর পরিবার তথা মা-বাবার মধ্যে কিছুটা অস্বাভাবিকতা, লক্ষ্য করা যায়, যাদের মধ্যে ঝগড়া-ঝাটি, অভাব-অনটন বা বাবা-মার বিচ্ছিন্নতা বা বাবার একাধিক বিবাহের ফলে পরিবারে ভালবাসা, নিরাপত্তা ও বাবা-মার দায়িত্বশীলতার অভাব দেখা দেয়। ছিটকে পড়ে পরিবারের অতি আদরের শিশুটি, সে নির্জিব, নিরানন্দ, নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ে। কেহ কেহ আত্মীয়-স্বজনের স্নেহে বড় হতে থাকে। কিন্তু প্রতি মূহুর্তে একটি অভাব বোধ করতে থাকে। তিরস্কার জীবনের বড় পুরস্কার হিসাবে পেয়ে থাকে। সমাজের স্বীকৃত বাবা-মার শাসন-নির্দেশ, স্নেহের ও ভালবাসার অভাবে প্রভান্বিত হয় আশ পার্শ্বের অশুভ পরিবেশে। ক্রমান্বয়ে শিশুটি স্বাধীনচেতা হয়ে ওঠে, একসময় বেরিয়ে আসে পরিবার নামক নির্দিষ্ট ঠিকানা থেকে, পরিণত হয় ভাসমান সাড়িতে।

গবেষণার অংশ হিসেবে জরীপে দেখা যায়, শতকরা ৩১.১৪ ভাগ শিশুর মা-বাবার বিচ্ছিন্নতা বা একাধিক বিবাহের ফলে পারিবারের বাইরে চলে আসছে। কারও ক্ষেত্রে মা-বাবার কারও মৃত্যুর ফলে সৎ মা বা সৎ বাবার নির্যাতনে ঘড় ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। কারও মা-বাবার একাধিক বিয়ের কারণে অভাবের ফলে পরিবারের ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এক

Dhaka University Institutional Repository

পরিসংখ্যানে দেখা যায় বস্তি এলাকায় একাধিক স্ত্রী নিয়ে সংসার করে ৫০% লোক। ফলে তাদের সংসারিক জীবনে অশান্তি, ঝগড়া, মারামারি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার।[২৪] প্রশ্ন মালায় জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল:

"তোমার পিতা-মাতার বিবাহ বিচ্ছেদ কিনা? হ্যাঁ/না,

উত্তরে ৫৫৪টি শিশু হ্যাঁ সূচক মন্তব্য প্রদান করেছিল, অথচ সকলেই বিশ্বাস করে শত দুঃখ দারিদ্র্য আর অনটনও যা কেড়ে নিতে পারে না, তা হচ্ছে একমাত্র মাতৃত্বের অনুপম পরিতৃপ্তি। তবুও পরিবেশ অনুকূলে না থাকায় নিজ পরিবারে ফিরে যাবার কথা ভাবতে পারে না। এদের অনেককেই ভাল পরিবারের সন্তান বলে জানা গেছে। এর অধিকাংশই সৎ মায়ের নির্যাতনে রাস্তায় চলে এসেছে। এদের মধ্যে কেহ আবার বাবার মৃত্যুর ফলে মা তাকে ছেড়ে অন্যত্র বিবাহ করছে বিধায় শিশুটি অসহায় হয়ে পড়ছে। জরীপে ৫৪৫টি শিশু মা-বাবা থাকা সত্বেও তাদের থেকে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করছে। এসব শিশুদের নিকট অন্য একটি প্রশ্ন ছিল-

'তোমার সামাজিক/পারিবারিক পরিবেশ কেমন?'

উত্তরে ১৭৭৯টি শিশু অর্থাৎ শতকরা ১০০ ভাগ নিজ অবস্থানের পরিবেশকে অস্বস্তিকর, অস্বাভাবিক, ঝগড়া-ঝাটি পূর্ণ বলে মন্তব্য করছে। পিতা-মাতার সৃষ্টি অস্বস্তিকর পরিবেশের প্রভাব পড়েছে, এসব কোমলমতি শিশুদের উপর। টোকাই শিশুদের একটি অংশ পরিত্যাক্ত, যারা মা-বাবার ও পারিবারের কোন পারিচয় এদের জানা নাই।

জরীপে আওতাভূক্ত শিশুদের একশ্রেণী যারা বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক কারনে টোকাই রূপে পরিণত হয়েছে, এদের অনেকে প্রাকৃতিক কারণে যথা- নদী ভাঙ্গনে বা মামলা-মোকদ্দমা বা কোন জোর দখল দারদের কবলে পড়ে বা অভাবের ফলে বা বাবা-মায়ের সিদ্ধান্তে বা অন্য কোন পারিবারিক কারণে ঢাকায় এহেন কাজ করছে, যাদের সংখ্যা শতকরা ৯০.৭৮ জন।

এসব শিশু তাদের স্বাভাবিক জীবনের প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে- তথা বাবা-মায়ের অশুভ সিদ্ধান্তের ফলে অনিশ্চিত ভবিষ্যতে এগিয়ে চলছে, মা-বাবার মমতার পরশের পরিবর্তে অশুভ পারিপার্শ্বিক পরিবেশে প্রভাবিত হয়ে পড়ছে। মনোবিজ্ঞানিদের মতে, বাবা-মায়ের ব্যক্তিত্ব সন্তানদের সাথে আবেগজাত সম্পর্কের প্রভাব ফেলে। বাবা-মা যদি সন্তানদের প্রতি যথাযথ অনুভূতিশীল, যত্নশীল এবং দায়ীত্ববান হন তা হলে সন্তানরা স্বাভাবিক ও মানসিকভাবে ভারসাম্য বজায় রেখে সুন্দর ও সুশৃংখলভাবে বেড়ে উঠতে পারে।

২৪। মোঃ কামরান চৌধুরী- বস্তিকেন্দ্রিক সমস্যা সমাধানের রূপরেখা- দৈনিক ইত্তেফাক, তাং-১৯/০৮/১৯৯৯ইং।

Dhaka University Institutional Repository

এসম্পর্কে "শিশু অধিকার সনদ" এর ৩ অনুচ্ছেদের সারমর্ম হলো- 'শিশুর বাবা-মা বা অনুমোদিত অভিভাবক বা এমন কেহ যার উপর আইনত দায়িত্ব বর্তায়, যদি সে তার অধিকার ও কর্তব্য বিবেচনা করে শিশুর মঙ্গলের জন্য দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয় তা হলে রাষ্ট্র সেই দায়িত্ব পালন করবে।' ১৮ অনুচ্ছেদ মতে- 'শিশু প্রতিপালন পিতা-মাতার যৌথ গুরুদায়িত্ব এবং রাষ্ট্র এ ব্যাপারে তাদেরকে যথেষ্ট সমর্থন দান করবে, শিশু প্রতি-পালনে রাষ্ট্র যথাযথ সহায়তা দিবে।' ২০অনুচ্ছেদে বলেছে, 'যে সব শিশু পারিবারিক পরিবেশ হতে বঞ্চিত তাদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব এবং যথোচিত বিকল্প পরিবারের বা কোন উপযুক্ত সংস্থার কাছে উক্ত ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে।' অথচ রাষ্ট্র কর্তৃক এসব শিশুদের ক্ষেত্রে যথাযথ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনে ব্যর্থ হয়েছে। এদের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক উল্লেখযোগ্য কোন ব্যবস্থা গ্রহনের সন্ধান পাওয়া যায়নি। স্বল্প আয়োজনে দু একটি প্রকল্প থাকলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় উল্লেখ করার মত নয়, বিধায় বাবা-মা কর্তৃক এসব অবহেলিত শিশুরা সব ক্ষেত্রেই বঞ্চনার শিকার।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী- ৬.৩ পরিবার ও পারিপার্শ্বিক প্রভাব

বিবরণ	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
বাবা-মার বহু বিবাহ/বিচ্ছেদ	৫৫৪	৩১.১৪
বাবা-মার সাথে বসবাস	৬৮০	৩৮.২২
অজ্ঞাত কারণে বাবা-মা থেকে বিচ্ছিন্ন	৫৪৫	৩০.৬৩
অস্বস্তিকর ও অস্বাভাবিক পরিবেশের স্বীকার	১৭৭৯	১০০
পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক প্রভাবে- টোকাই	১৬১৫	৯০.৭৮

Dhaka University Institutional Repository

অপরাধী

'Man is not a born Criminal' স্বাভাবিক প্রকৃতি নিয়েই সে জন্ম লাভ করে। কিন্তু পরিবেশ পরিস্থিতি তার জীবন পাল্টে দেয়। অপরাধ করার প্রবণতায় শিশু-মানুষ জন্মায় না। সমাজ, পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতার কারনে সে হয় অপরাধী। কিশোর জীবন হচ্ছে ভবিষ্যত জীবনের প্রস্তুতিপর্ব। হাসি-আনন্দ, খোলাধুলা ও পড়াশুনার মধ্যদিয়ে বেড়ে ওঠার সময়। কিন্তু সেসময় এদের অধিকাংশ ক্রমেই সহিংসতা, মাদকাসক্ত, চুরি, ছিনতাই মূলক জগন্য অপরাধে নিজে জড়িয়ে পড়ছে। সমাজের নিম্নবিত্ত তথা ভবঘুরে শিশুদের মধ্যে এ হার অধিকমাত্রায় বৃদ্ধি পাচ্ছে।

একসময় শিশু-কিশোরদের অপরাধ বলতে ছোটখাটো চুরি, মারামারি, হাতাহাতি বোঝান হত। কিন্তু বর্তমানে এর পরিবর্তন ঘটেছে। অবৈধ অস্ত্রের ব্যবহার, মাদকদ্রব্য বিক্রি, চাঁদাবাজি, রাজনৈতিক দলের কর্মসূচীতে পিকেটিং করার মতো ভয়ংকর অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়ছে। অপরাধ বিশেষজ্ঞদের মতে, পারিবারিক বাধনহীনতা বা অভিভাবকদের অযত্ন, অবহেলা, শিশুর ন্যুনতম চাহিদা পূরনে ব্যর্থতা, পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক কুপ্রভাব, সঙ্গদোষ, সর্বস্তরে দূর্নীতি, বৈষম্যমূলক আচরণ, ধর্মীয় অনুশাসনের অভাব, আর্থিক অনটন, ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার প্রভাব, অপসংস্কৃতি, মদ, গাজা, হেরোইন তথা মাদকদ্রব্যের ভয়াল থাবা ইত্যাদির কারনে শিশু কিশোররা নিজের অজান্তে অপরাধকর্মে জড়িয়ে পড়ছে।[২৫]

পত্রিকা, গবেষকদের গবেষণা ও পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট যে, দেশে অপরাধ রেকর্ডসংখ্যক বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ১৯৯৭ সালের এক পারিসংখ্যান থেকে জানা যায়, পুলিশের নথিতে রেকর্ড অনুযায়ী ১৯৯৬ সালে দেশে অপরাধের ঘটনার সংখ্যা ছিল ৯৩ হাজার ৩শ ১০, যা ১৯৯৭ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ১ লাখ ২ হাজার ১শ ৬১ টি দাড়ায়, একই তথ্যে বিগত চার বছরের পরিসংখ্যানে দেখা গেছে প্রতিবছর ১০ হাজার করে অপরাধ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ১৯৯০ সন থেকে ঢাকা মাহনগরীতে প্রায় ১ হাজার ৭০০ কিশোর অপরাধ সংঘটিত হয়েছে।[২৬] সম্প্রতি প্রকাশিত পুলিশ সদর দপ্তরের সূত্রের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, ২০০০ সালের অক্টোবর থেকে ২০০১ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত রাজধানীতে ৫ হাজার ৯৩৬টি অপরাধের মামলা হয়, ২০০১ অক্টোবর থেকে ২০০২ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত অপরাধ বৃদ্ধি পেয়ে এই সংখ্যা ৬ হাজার ৯৬৮টি হয়েছে।[২৭]

২৫। সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ, কিশোর অপরাধ- কেন উন্মত্ত হয়ে উঠছে আমাদের কিশোররা- দৈনিক ইনকিলাব, তারিখ- ২২/০৯/১৯৯৯ইং।

২৬। নিয়ামত হোসেন, এই সব অপরাধ- দৈনিক জনকণ্ঠ- তারিখ ১৭/০৪/১৯৯৭ইং।

২৭। আমির খসরু/সাকির আহম্মেদ- রাজধানীতে হত্যা, নারী নির্যাতনসহ ১৩ ধরণের অপরাধ বেড়েছে, দৈনিক ইত্তেফাক, তারিখ-১৩/০৩/২০০২ইং

Dhaka University Institutional Repository

অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার্স কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে কর্মশালায় প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী ১৯৯৮ সালে দেশে বিভিন্ন অপরাধে ৫৮ শিশু-কিশোর পুলিশের হাতে ধরা পড়ে, ঢাকা মাহনগরীতে ধরা পড়ে ৪৮ জন, ৩৬টি মামলায় এদের গ্রেফতার করা হয়।[২৮] সমিতির গবেষণায় অপরাধ মূলক অন্য একটি পরিসংখ্যান নিম্নে তুলে ধরা হল: [২৯]

অপরাধ মূলক পরিসংখ্যান ঃ ১৯৯০ (আগষ্ট-ডিসেম্বর) থেকে ১৯৯৮ (জানুযারী-ডিসেম্বর) পর্যন্ত।

বছর	পকেট মার, চুরি	ডাকাতি	অস্ত্র ও বিস্ফোরক	সন্ত্রাস	নারী নির্যাতন	খুন	মাদক দ্রব্য	নিরাপদ হেফাজতি	সন্দেহ মূলক	ভবঘুরে	অন্যান্য	মোট
১৯৯০	২৩	০১	০১	০৪	০১	০২	০	০১	০৮	০১	০২	৪৪
১৯৯১	৩৭	০৫	০৩	০৫	০৩	০৩	০২	০৫	৬৭	১৯	৩১	১৮০
১৯৯২	৪৫	০৭	০৬	১০	০৬	০৪	০১	০৪	২৯	০৫	২০	১৩৭
১৯৯৩	৩২	১০	১৩	০২	০১	০১	০১	০৩	২৮	০৫	১৭	১১৩
১৯৯৪	৪৫	১২	১৩	২০	০২	০৫	০৪	২৮	১৯	৫০	১৬	২১৪
১৯৯৫	৬৮	০৪	৫২	১০	০২	০৫	০৮	৪৮	৪৮	৫৮	২৬	৩২৯
১৯৯৬	৯৩	১৮	৫১	৪০	১০	০৯	১২	১১	১২৬	৪১	৮৭	৪৯৫
১৯৯৭	১০২	১৭	৩৯	১৭	১০	০৯	০৯	২৫৩	১২৮	১৭	৬৮	৪৩৯
১৯৯৮	১৪০	১৯	৪৬	২৪	২৭	১০	১৬	২৮	১২৬	২৬	৬৪	৫২৬
সর্বমোট	৫৮৫	৯৩	২২৪	১৩২	৬২	৪৮	৫৩	১৫১	৫৭৬	২২২	৩৩১	২৪৭৭

উক্ত পরিসংখ্যানে দেখাযায়, ১৯৯০ সালে মোট ৪৪ জন, ১৯৯১ এ ১৮০ জন, ১৯৯২ এ ১৩৭ জন, ১৯৯৩ এ ১১৩ জন, ১৯৯৪ এ ২১৪ জন, ১৯৯৫ এ ৩২৯ জন, ১৯৯৬ এ ৪৯৫ জন, ১৯৯৭ এ ৪৩৯জন ও ১৯৯৮এ ৫২৬ জন মোট ৯ বৎসরে সর্বমোট ২৪৭৭ জন কিশোর অপরাধী গ্রেফতার হয়েছে, যা থেকে বিচার ও সংশোধনের জন্য কিশোর আদালতে প্রেরন ৪৫৭, বৈধ অভিভাবকের জিম্মায় ৬৫৫ ও ভবঘুর কেন্দ্রে ২৪৮ জন প্রেরন করা হয়েছে। সম্প্রতি ও সর্বশেষ বাংলাদেশ পুলিশের বার্ষিক রিপোর্ট থেকে জানাযায় ২০০১ সালে দেশে মোট ১ লাখ ১৪ হাজার ১৯১ টি অপরাধ পুলিশের নথিভূক্ত হয়েছে। অপরাধের এ বৃদ্ধির হার ১৪ শতাংশ।[৩০] তবে বাস্তবে অপরাধীদের সঠিক পরিসংখ্যান দেয়া সম্ভব নয়।

২৮। দৈনিক জনকণ্ঠ, তারিখ ২৫/০৪/১৯৯৯ইং।

২৯। সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ, কিশোর অপরাধ- কেন উন্মত্ত হয়ে উঠছে আমাদের কিশোররা- দৈনিক ইনকিলাব, তারিখ- ২২.০৯.১৯৯৯ইং।

৩০। কামরুল হাসান, প্রতিদিন ৩৭ নারী শিশু নির্যাতিত এবং ১০ জন ধর্ষিত, দৈনিক জনকণ্ঠ, তারিখ-০২.০৩.২০০২ইং।

Dhaka University Institutional Repository

ছিন্নমূল বা টোকাই শিশু অপরাধের অবস্থা অতি করুন, এদের সাধারনতঃ জন্মই অপরাধের মধ্যে, অপরাধ দেখতে দেখতে বড় হতে থাকে, একসময় নিজের অজান্তে জড়িয়ে পড়ে অপরাধের সাথে, কাউকে কাউকে অপরাধ কাজে বাধ্য করা হয় বা ব্যবহার করা হয়। অসৎ সঙ্গের কুফল, পরিবেশের প্রভাবেই এদের অপরাধ জীবনের অবস্থার জন্য দায়ী। বিভিন্ন পর্যালোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, এসব শিশুরা সাধারনতঃ পরিবারিক অর্থনৈতিক, সঙ্গদোষ, সাংস্কৃতিক, অনুকরন বা মেলামেশার প্রভাব, কৌতুহল, অশ্লীলতার প্রভাব, বারংবার স্থানান্তর বা গমনের প্রভাব, বসতির প্রভাব কিংবা মৌলিক চাহিদা পূরনের ফলেই অপারাধীতে পরিণত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ কল্যাণ গবেষণা ইনিষ্টিটিউটের অধ্যাপক ও বিশিষ্ট অপরাধ বিশেষজ্ঞ আবদুল হাকিম সরকারের মতে, 'শিশু কিংবা কিশোর অপরাধ মূলত শহুরে সমস্যা, অপরদিকে কিশোরীদের চেয়ে কিশোররাই বেশী অপরাধ করে, শহরে বস্তির ভবঘুরে শিশুরা বিভিন্ন ভাবে অপরাধে জড়িত হয়ে পড়ে। এদের দুঃসহ জীবন এদেরকে অপরাধী করে তোলে, বাংলাদেশে শহর এলাকার মধ্যে রাজধানী ঢাকার শহর জীবনের চিত্র ভয়ংকর। রাস্তায় জন্ম, রাস্তায় বড় হওয়া, এসব শিশু সবকিছু এখানেই রপ্ত করে, এরা চলতে শিখলেই ছোট ছোট চুরি করে, একটু সাহস হলেই ষ্ট্রিটলাইট, ম্যানহোল, ইট, রডের টুকরো চুরি করে। পরবর্তীতে পরিবেশ-পরিস্থিতি এদেরকে মাদকদ্রব্যের প্রতি টেনে নেয়। কখনও এরা পরিণত হয় রাজনৈতিক দলের টোকাই বাহিনী- যা হয়ে ওঠে হরতাল তথা দলীয় কর্মসূচী বাস্তবায়নের হাতিয়ার। অপরদিকে ছিন্নমূল কিশোরীরা নেমে পড়ে পতিতাবৃত্তিতে।' অত্র গবেষণার অংশ হিসেবে জরীপে প্রতিটি শিশুকে প্রশ্ন করা হয়েছিল-

"তুমি কোন অপরাধের সাথে জড়িত কি না? হ্যাঁ/না,

হ্যাঁ হলে কি ধরনের?

তুমি কখনও কাহারও কর্তৃক অন্যায় ভাবে ব্যবহৃত হয়েছ কিনা? হ্যাঁ/না,

হ্যাঁ হলে কি ধরনের?"

প্রশ্ন দু'টির সরাসরি উত্তর পাওয়া জটিল, অপরাধীরা সাধারণত: নিজেদের অপরাধ নিজ মুখে স্বীকার করবে না এটাই স্বাভাবিক, এরা সর্বসময় আতংকের মধ্যে থাকে বিধায় নিজ অপরাধ স্বীকার করছে না, তদুপরি এসব শিশুদেরকে কাছেটেনে নির্ভয় করে ৭২৪টি শিশুর নানা অপরাধ সম্পর্কে জানা গেছে, যার মধ্যে ৫২৬ জন চুরি বা ছিনতাই ও ৭১টি মাদক বা নেশাগ্রহ দ্রব্যের সাথে সরাসরি জড়িত থাকার স্বীকারোক্তি পাওয়া গেছে। তবে বাস্তব পর্যবেক্ষণে যারা ছিন্নমূল এবং বিভিন্ন ষ্টেশন, ফুটপাত, ষ্টেডিয়াম কিংবা ভাসমান ভাবে কাটায় তারা সকলেই কোন না কোন ভাবে অপরাধী হিসারে লক্ষ্য করা গেছে, আর যারা সারাদিন বাহিরে থেকে রাত্রিবেলা মা-বাবার নিকট থাকে তারা তুলনামূলক কম অপরাধের সাথে জড়িত, কোন কোন শিশু অত্যন্ত সাহসের সাথে পাল্টা প্রশ্ন রেখেছে, আমরা কি করে খাব?

Dhaka University Institutional Repository

চুরি করলে বলবেন চোর, আবার ভাঙ্গারী টোকালে বলবেন কাংগালী বা টোকাই, প্রশ্নের উত্তর দেয়া সত্যিই কষ্টকর। তাদের বাস্তব জীবনই অতি করুন। যারা মাদক পাচারের সাথে জড়িত এদের সাক্ষাৎকার নেয়া অধিক কঠিন, তারপরও যারা মাদকে আসক্ত এদের কাছ থেকে কিছু কিছু উত্তর নেয়া সম্ভব হয়েছে। পর্যালোচনায় জানা গেছে নগরীর উদ্যানে, পার্কে বসে মাদকসেবীরা শরীরে ঢুকাচ্ছে নিষিদ্ধ মাদক। নগরীর শতাধিক পয়েন্টে প্রকাশ্যে বিক্রি হচ্ছে হেরোইন, টিউজেজিক ইনজেকশন, গাজা, ফেনসিডিল। আড়ালে থাকা রাঘব বোয়ালদের পরিকল্পনানুযায়ী সেলসবয় হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে কয়েক হাজার শিশু। এসব শিশুদেরকে কৌশলে হেরোইন আসক্ত করে তাদের সুস্থ জীবন বিকাশের পথ রুদ্ধ করে দেয়া হচ্ছে, তারা নগরীর বিভিন্ন পার্কে, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে, ছাত্র হোষ্টেলে, বস্তিতে সহ বিভিন্ন স্থানে মাদক সরবরাহ ও বিতরণ করে থাকে। ধরা পড়লে শিশু অপরাধী হিসাবে সহজে পার পাবে- এ রকম ধারনা থেকেই ব্যবসায় এদেরকে ব্যবহার করছে।

অপরাধী কিশোরদের খারাপ পরিবেশ থেকে দুরে রেখে সংশোধন এবং অপরাধ প্রবন, উচ্ছৃংখল ও অভিভাবক কর্তৃক নিয়ন্ত্রন বহির্ভুত কিশোরদের চরিত্র সংশোধনের মাধ্যমে আগামী সম্ভাবনাময় এবং যোগ্য নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার জন্য শিশু অধিকার সনদ, বাংলাদেশ শিশু আইন ১৯৭৪ ও ১৯৭৬ সালের শিশু বিধিমালায় স্পষ্ট উল্লেখ আছে, এর কার্যকারিতা হিসাবে ১৯৭৮ সালে গাজীপুর জেলার টঙ্গীতে ২০০ আসন বিশিষ্ট জাতীয় কিশোর সংশোধনী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়, এ প্রতিষ্ঠানটিকে কিশোর আদালত, কিশোর হাজত ও কিশোর সংশোধনী কেন্দ্র এ তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এটি চালু হবার পর ১৯৯৮ সালের আগষ্ট পর্যন্ত প্রায় ৬ হাজার ৬২৮ টি শিশুর বিচার কিশোর আদালতে হয়েছে, মোট ৪ হাজার ৬৬২ জন (তন্মধ্যে প্রবেশনাধীন ২০৪) সংশোধনের সুযোগ পেয়েছে এবং সংশোধন শেষে ৪ হাজার ৫৪০ জন মুক্তি পেয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে গেছে।[৩১] অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এসুযোগ কোন ছিন্নমূল শিশুর ভাগ্যে জুটেছে এরূপ তথ্য মাঠ পর্যায়ে জরিপে জানা যায়নি। শিশু আইনে কোন শিশু অপরাধীকে বয়স্ক আসামীদের সাথে একত্রে রাখা নিষেধ ও তাদেরকে কিশোর সংশোধণী কেন্দ্রে রেখে বিচার ও সংশোধনের কথা বলা হলেও দেশের কারাগারগুলোতে অসংখ্য কিশোর-কিশোরী কারাগারে দাগী আসামীদের সাথে জীবন নিঃশেষ করছে। সম্প্রতি প্রকাশিত পরিসংখ্যান থেকে যানা যায়, ফেব্রুয়ারী ২০০২ ১২-১৬ বৎসরের ১৯৭ জন মেয়ে শিশু জেলে জীবন কাটাচ্ছে, শুধুমাত্র ঢাকা কেন্দ্রীয় জেলে ৩৯ জন আটক রয়েছে, এ সংখ্যা দিনাদিন বাড়ছে।[৩২] সুতরাং একটি শিশুকে অপরাধ জগত থেকে উদ্ধার করার অর্থ একজন অপরাধীর সংখ্যা কমানো এবং একজন সুনাগারিকের সংখ্যা বাড়ানো। তাই অপরাধ প্রবন শিশু-কিশোরদের পুনরুদ্ধার এবং সংশোধনের জন্য আইনের সঠিক প্রয়োগ অপরিহার্য ও জরুরী।

৩১। সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ, কিশোর অপরাধ- কেন উন্মত্ত হয়ে উঠছে আমাদের কিশোররা- দৈনিক ইনকিলাব, তারিখ- ২২/০৯/১৯৯৯ইং।

৩২। Zaydul Ahsan and Biswadip Das- Lost behind bars, The Daily Star, Date- 08.03.2002

Dhaka University Institutional Repository

সারণী - ৬.৪ অপরাধী শিশু

বিবরণ	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
অপরাধী শিশু	৭২৪	৪০.৬৯
চুরি/ছিনতাই করে- ভাসমান শিশু	৫২৬	৬৪.৫৪
মাদক বা নেশাগ্রস্ত দ্রব্যের সাথে সরাসরি জড়িত	৭১	৯.৮০
ধুমপান করে	১৫৮০	৮৮.৪১
রাজনৈতিক ভাবে ব্যবহৃত	৫৬৫	৩১.৭৫
সংশোধন লাভ করেছে	০০	০০

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

বিশ্লেষণ ও উপসংহার

সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে বদলাচ্ছে মানুষের জীবন ধারা। সীমাবদ্বতার মধ্যে আবদ্ধ হচ্ছে চিন্তাভাবনা, ক্রমেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে মানুষ, ভুলুণ্ঠিত হচ্ছে মানবতা। যান্ত্রিক হয়ে উঠছে আমাদের জীবন ব্যবস্থা। এই আত্মকেন্দ্রিকতা ও যান্ত্রিকতার প্রভাবে আমরা অনেকখানি হারিয়ে ফেলেছি জীবনের সুন্দর অনুভূতি-ভালোবাসা, সুন্দর সম্পর্ক ও সম্পর্কের বন্ধনকে। আমাদের আশ-পাশে কে, কারা, কোথায় ও কি অবস্থায় বাস করছে তা আমরা জানিইনা বা জানার প্রয়োজন মনে করি না । এ যেন পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে সূর্যের আলোক সম্পাতের মত। কোথাও কম, কোথাও বেশি, কোথাও কুয়াশা বা বরফাচ্ছন্ন অবস্থা। যা অত্র গবেষণায় মানব জাতির ক্ষেত্রে অনুভূত হয়েছে।

বিজ্ঞান ও সভ্যতার জয় যাত্রার মাঝে আজও মানব জাতি অনেক বৈপরীত্যের মধ্যে বাস করছে , যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমাদের সমাজেরই টোকাই-পথ শিশুরা। এসব শিশুরা সাধারণত: পরিবারের বন্ধন থেকে বেরিয়ে আসে, পিতা-মাতা বা অন্য কোন অভিভাবকের নিয়ন্ত্রনাধীনে থাকে না, নিজেরাই নিজেদের ভরণ-পোষণ ও রক্ষণাবেক্ষন করে, নিজেরাই গড়ে তোলে নিজেদের জীবন, তারা ফুটপাথে ,রেলওয়ে ষ্টেশন, বাস ষ্টেশন, পার্কে, মার্কেটে, ষ্টেডিয়ামে কিংবা জনসাধারনের অবাধ যাতায়াতের অন্য কোন স্থান সমূহে রাত কাটায়। তারা পরিত্যক্ত খাবার খায়, এদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কোন বালাই নেই, নেই কোন ঘর বাড়ি, সম্পদ, কোন কিছু মেনে চলার বাধ্যবাধকতা কিংবা কোন সমাজ। এরা বাস্তার স্বাধীনতায় হয়ে ওঠে উত্তেজনাময়। ফলে যুক্ত হয় কখনও অবৈধ কাজে কিংবা কখনও অনৈতিক কাজে কিংবা কখনও নোংরা ঘাঁটাঘাঁটিতে। অনেক সময় এদেরকে 'কাঙ্গালী' বলেও অভিহিত করা হয়।[১] এসব শিশুরা সুশীল সমাজকে বিচারের কাঠগড়ায় দাড় করায়, তারা সমাজের একটি বিশেষ অমানবিক ও নিষ্ঠুরতার চিত্র তুলে ধরে, যে সমাজ কর্তৃক তারা পরিত্যক্ত। এসব শিশুর শৈশব-কৈশর হরিয়ে যাচ্ছে নিষ্ঠুর সমাজ ব্যবস্থার যাতাকলে পিষ্ঠ হয়ে।

সমাজের এই পরিত্যক্ত ও মানবেতর জীবন-যাপন কারী শিশুশ্রেণীর প্রতি অনুপ্রাণিত হয়ে গবেষণা ও সমীক্ষা চালাতে গিয়ে অভাগা অগণিত শিশুর দূর্ভাগ্যের বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করি। ঢাকা মহানগরে মানবেতর ও ঝুকিপূর্ন জীবন যাপনকারী ভাসমান পথ শিশু (টোকাই নামে পরিচিত) সংখ্যা প্রায় ৩১ হাজার। এদের একটি অংশের মধ্যে সমীক্ষা চালাতে গিয়ে জানা গেছে তাদের করুন জীবন কাহিনী। অত্র অভিসন্দর্ভ যার ইংগিত বহন করে।

১। তেরেশ ব্লাশে- সৈয়দ আজিজুল হক (অনুদিত), বাংলাদেশে শিশু অধিকার হারানো শৈশব: তার ইতি কথা, তৃতীয় অধ্যায়, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

যে সব শিশুর মধ্যে জরিপ চালানো হয়েছিল এদের প্রায় সকলেই দরিদ্র্য কিংবা পরিবার-পারিপার্শ্বিকতাকেই নিজেদের জীবনের জন্য দায়ী করেছে, এদের অধিকাংশই কাঙ্গালী কিংবা টোকাই শব্দটির নেতিবাচক মন্তব্য করেছে। পাশাপাশি তুলে ধরেছে নিজেদের জীবন কাহিনী, স্ব-কাজের তিক্ত অভিজ্ঞতা, সমাজের উচ্চ শ্রেণী লোকজনের রূঢ় আচরন, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, নিজেদের অপরাধী জীবন কাহিনী, নির্যাতন, বিভিন্ন সমস্যাবলী প্রভৃতি সম্পর্কে। এদের জীবন চিত্র সবদিক থেকে নেতিবাচক। যাদের নিকট অধিকার-আইন ও বাস্তবতা সম্পূর্ণ বিপরীত মেরু। এসব শিশুদের করুণ জীবনের সঙ্গে তাদের পারিবারিক পরিবেশ অবশ্যাম্ভাবী রূপে জড়িত। জন্ম ও পরবর্তী পরিবেশের প্রভাব ওদের জীবনের জন্য অনেকটা দায়ী, এছাড়া দেশের রাজনৈতিক প্রশ্নও জড়িত। যার উপর ওদের নিজেদের কোন নিয়ন্ত্রয়ন নেই, তবে রাষ্ট্র, সমাজ, বিত্তশালী, দাতাগোষ্ঠী তথা সুশীল সমাজ সম্মিলিতভাবে ওদের ভাগ্যোন্নয়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখা সম্ভব।

এসব শিশুদের অধিকার রক্ষা, তা বাস্তাবায়ন ও শিশুদের মৌলিক চাহিদা মেটানোর ব্যাপারে রাষ্ট্র গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করবে। রাষ্ট্রের এই দায়িত্বের বিষয়টি বাংলাদেশের সংবিধান ও আইন দ্বারা স্বীকৃত এবং সি আর সি অনুমোদনের মধ্য দিয়ে তা আনুষ্ঠানিকভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ। এরই ধারাবাহিকতায় সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবাকেন্দ্র, নাইট শেল্টার-এর মতো প্রশংসনীয় বিভিন্ন কার্যক্রম ও নুতন নুতন পরিকল্পনা থাকলেও বাস্তবে এসব অসহায় শিশুদের কতটা অধিকার রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে কিংবা এরা কি আদৌ সরকারের কার্যক্রমের সাথে পরিচিত কিনা? জরিপ করতে গিয়ে জানা গেছে মাত্র ২টি শিশু সরকারী হাসপাতাল থেকে ২/১ বার প্রাথমিক চিকিৎসা পেয়েছে, এছাড়া সরকারের কোন কার্যক্রম বা সেবা এদেরকে স্পর্শ করেনি। কিছুসংখ্যক শিশুকে পাওয়া গেছে যারা গ্রামে থাকাবস্থায় সরকারী প্রাথমিক স্কুলে যেত কিন্তু ঢাকায় আসার পর প্রচন্ড ইচ্ছা থাকা সত্বেও স্কুলে যাবার সুযোগ পায় নি। সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় শিশুদের কল্যাণে কিছু কিছু কাজ করছে যার মধ্যে এতিমখানা, ভবঘুরে কেন্দ্র ও টঙ্গী পূর্ণবাসন কেন্দ্র অণ্যতম। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, এতিখানায় ভর্তি ও আনুষঙ্গিক কর্ম সম্পাদন করতে একজন ভারপ্রাপ্ত অভিভাবকের প্রয়োজন হয়- যা এসব পথ শিশুর নেই। এক তথ্যে জানা যায়, এতিমখানায় আশ্রয় পাওয়া শিশুদের মাত্র ৫ ভাগ ছিন্নমূল শিশু।[২] এতিমখানা, ভবঘুরে কেন্দ্র ও টঙ্গী পূর্ণবাসন কেন্দ্রে সংখ্যা ও আসন প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। বাংলাদেশ শিশু একাডেমির কার্যক্রমের সুফল পথশিশুদের জন্য অকল্পণীয়।

২। শান্তা মারিয়া- পথ যখন ঘর, দৈনিক জনকণ্ঠ, তারিখ- ২৮/১১/২০০০ইং।

Dhaka University Institutional Repository

কিছু সংখ্যক বেসরকারী সংস্থা ছিন্নমূল শিশুদের পূর্ণবাসনের লক্ষ্যে কাজ করছে, এর মধ্যে ছিন্নমূল শিশু-কিশোর সংস্থা, অপরাজেয় বাংলাদেশ, শৈশব বাংলাদেশ, উপক, সুর্নীতি, উৎস বাংলাদেশ, বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম, ILO উল্লেখযোগ্য। ছিন্নমূল শিশু-কিশোর সংস্থার সদরঘাট, কেরাণীগঞ্জ, কমলাপুর, বিজয়নগর সহ বিভিন্ন স্থানে কার্যক্রম দেখা গেছে। তাদের নিজস্ব পূর্ণবাসন কেন্দ্রে রাখা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান, সামান্য টাকার বিনিময়ে খাবার ও শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এদের কর্তৃক উপকৃত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিশু জরীপে পাওয়া গেছে। অপরাজেয় বাংলাদেশ-এর ছিন্নমূল শিশু-কিশোর সংস্থার মত প্রায় একই কার্যক্রম বিদ্যমান, ভ্রাম্যমান ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে বেশ সংখ্যক ভাসমান শিশুদের শিক্ষা প্রদান করে আসছে। এছাড়া কাওরান বাজার, আরামবাগ- এলাকায় পূর্ণবাসন কেন্দ্র রয়েছে। সমীক্ষা পরিচালনার সময় গাবতলী, কাওরান বাজার, গুলশান-১ এলাকা সমূহে উক্ত সংগঠনের কার্যক্রম লক্ষ্য করা গেছে। শৈশব বাংলাদেশ- চাইল্ড ডেমোষ্টিক ওয়াকার্স প্রোগ্রাম এর মাধ্যমে বিভিন্ন এলাকায় গৃহে কর্মরত শিশুদের জন্য শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। জরিপ পরিচালনার সময় উপক-এর গুলশান মার্কেট ও রমনা পার্কে সপ্তাহে দুই দিন করে ভাসমান শিশুদের জন্য শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করতে দেখা গেছে। গুটিকয়েক সংগঠনের কার্যক্রম অত্যন্ত প্রশংসনিয় হলেও প্রয়োজনের তুলনায় ইহা অতি সামান্য।

বাংলাদেশ একটি গরীব দেশ, কিন্তু এখানে সমস্যা প্রকট। এদেশে প্রতি ঘন্টায় ৩৬টি শিশু মারা যায়। বিশ্বব্যাংকের রিপোর্ট অনুযায়ী ৫ বছরের নিচে প্রতি ৫ জনের ১ জন মারা যায়।[৩] যেখানে প্রধান সমস্যা দারিদ্র্য, এ দেশে মাথাপিছু আয় ১ ডলারের কম উল্লেখ থাকলেও এসব শিশুদের গড় আয় অর্ধ ডলার থেকে অনেক কম। এসব সমস্যা-সমাধানের পথ দীর্ঘ ও বন্ধুর, তবুও এ পথে সাফল্য অর্জন অসম্ভব নয়। সমস্যা সংকুল এই দেশে বাজেট-কার্যক্রম নিঃসন্দেহে উন্নত দেশ সমূহের সংগে তুলনা করা যাবে না, তথাপিও রাষ্ট্র বা দাতা সংস্থা বা কোন বেসরকারী সংস্থা সীমিত বাজেট নিয়েও এসব শিশুদের মৌলিক চাহিদা পূরণ ও তাদের অধিকার রক্ষার ব্যাপারে অনেক বেশি ভুমিকা রাখতে পারে। এ জন্য জাতীয় উদ্যোগ প্রয়োজন, এই উদ্যোগের পাশাপাশি দানশীল, বিত্তশালী ও সুশীল সমাজকে এসব অর্ধাহারী-অনাহারী, শিক্ষাহীন, বস্ত্রহীন, আনন্দ বঞ্চিত শিশুদের পাশে করুনাহীনভাবে সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে দাড়াঁতে হবে। একই সঙ্গে গড়ে তুলতে হবে সামাজিক আন্দোলোন। কেননা আমরা 'এই পৃথিবীকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যেতে দৃঢ় অঙ্গিকারবদ্ধ।'

৩। সংবাদ প্রতিবেদন- একুশে টেলিভিশন, তারিখ- ৩০/০৭/২০০০ইং।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৭.১ শিশুর নিজস্ব মতামতের প্রেক্ষিত

বিবরণ		সংখ্যা	শতকারা হার (%)
অভাব, পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব		১৬১৫	৯০.৭৮
মানুষ সম্পর্কে ভাল মন্তব্য/ধারণা		৬২৯	৩৫.৩৫
নিজ কাজে ভালো অভিজ্ঞতা		২২২	১২.৪৭
উপকৃত শিশু	রাষ্ট্র কর্তৃক	০২	৬.২৯
	বেসরকারী সংস্থা কর্তৃক	১১০	
নিজ সমস্যা ও সম্পাদন সম্পর্কে জ্ঞাত		২৯১	১৬.৩৫
নিজ অধিকার, আইন ও জাতীয় নীতি সম্পর্কে জ্ঞাত		০০	০০
শ্রমজীবী		১৭৭৯	১০০
টোকাই মেয়ে		৩৫১	১৯.৭৩

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

হোসেন, তোফাজ্জল	:	শিশু- বিশ্ব ও বাংলাদেশ পেক্ষাপট অনিন্দ্য প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৮৯
রহমান, গাজী শামসুর	:	বাংলাদেশের আইনে শিশু প্রসঙ্গ বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, ঢাকা।
_____	:	বাংলাদেশের আইনে শিশু প্রসঙ্গ পেপার প্রসেসিং এন্ড প্যাকেজিং লিঃ
_____	:	শিশু অধিকার সনদের ভাষ্য, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি- ১৯৯৪।
_____	:	মানবাধিকার ভাষ্য বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪
_____	:	নারী ও শিশু নির্যাতনের ভাষ্য খোশরোজ কিতাব মহল, ১৯৯৬
নিকেল, জেমস ডব্লিউ হোসেন, আফতাব (অনুবাদ)	:	মানবাধিকারের তাৎপর্য, বাংলা একাডেমি, ঢাকা-১৯৯৬।
চৌধুরী, আবু সাঈদ	:	মানবাধিকার, বাংলা একাডেমি, ঢাকা-১৯৮৫।
আজিজ, আব্দুল (সম্পাদিত)	:	শিশু অধিকার বাংলাদেশে খেলাঘর, ১৯৯২
ব্লশে, তেরেশ হক, সৈয়দ আজিজুল	:	বাংলাদেশ শিশু অধিকার হারানো শৈশব ঃ তার ইতি কথা, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ-১৯৯৭
ডজ-কল-পি	:	শিশু অধিকার বাংলাদেশ, বাংলাদেশ স্যানিটেশন কর্মসূচীতে অংশীদারিত্ব কৌশল,খেলাঘর আসর, ১৯৯২
মাহবুব, এম, আর	:	শিশু অধিকার বাংলাদেশ মানবাধিকার সংস্থা

Dhaka University Institutional Repository

আইন ও সালিশ কেন্দ্র	:	অধিকার ও বাস্তবতা,
(সম্পাদনা ও প্রকাশক)		প্রথম প্রকাশ ১৯৯৭
রনবী	:	টোকাই, ১,২,৩
		প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা ১৯৯৪
চৌধুরী, সাইফ	:	শিশু আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ,
		টাচ এন্ড প্রিন্ট, ১৯৯৯
হোসেন, সেলিনা	:	মেয়ে শিশু
		ইউনিসেফ বাংলাদেশ, ১৯৯০।
Khan. Dr. Borhanuddin	:	Fifty years of the Universal
		Declaration of Human Rights.
		IDHRB, Ministry of law, Justice and
		Parliamentary Affairs 1998.
Unicef	:	Universal child immunization by 1990
		(Assignment children).

প্রবন্ধাবলী/সংকলন

রুমা, রেহানা পারভীন	:	"যেতে হবে কত দূর"
		দৈনিক জনকণ্ঠ (তারিখ ২৮/০৯/১৯৯৯)
চৌধুরী, আকরাম হোসেন	:	"শিশু অধিকার মানবাধিকার"
		দৈনিক ইনকিলাব (তারিখ ১৯/১১/২০০০ইং
_____	:	"স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশে বেঁচে থাকার অধিকার"
		দৈনিক বাংলার বাণী (২ অক্টোবর ২০০০)
প্যান হুইস, এইচ, এফ	:	"দ্যা হেগ মার্ভিনাস নাইফ" ১৯৮১
		বালাম ০১-এ
খান, সালমা	:	"সর্বজনীন মানবাধিকার ও তৃতীয় বিশ্ব"
		দৈনিক প্রথম আলো (৪ নভেম্বর, ১৯৯৮)
আজগর, আলী	:	"শিশুকে দিতে হবে অধিকার"
		শিশু অধিকার বাংলাদেশে
		কেন্দ্রীয় খেলাঘর আসর।

Dhaka University Institutional Repository

কিবরিয়া, গোলাম : "শিশু অধিকার প্রসঙ্গ"
শিশু অধিকার বাংলাদেশ,
কেন্দ্রীয় খেলাঘর আসর,১৯৯২

বারী, ফজলুল : দৈনিক জনকণ্ঠ (২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬)

হোসেন, নিয়ামত : "এই সব অপরাধ"
দৈনিক জনকণ্ঠ (১৭ এপ্রিল১৯৯৭)

হোসেন, নিয়ামত : দৈনিক জনকণ্ঠ (২১ অক্টোবর ১৯৯৬)

হোসেন, নিয়ামত : "দারিদ্র কমলে গড় আয়ু আরও বাড়বে "
দৈনিক জকণ্ঠ (১২ জুন ২০০০)

শুভ রহমান, আশিষ-উর : দৈনিক জনকণ্ঠ, (৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯)

আমিন, ফহমিদা : "শিশুর জীবন গঠনে সঠিক সুযোগ সুবিধা অধিকার"
দৈনিক ইত্তেফাক, (১১ জানুয়ারী ১৯৯৯)

ইউনিসেফ বাংলাদেশ : "শিশুদের জন্য এক নতুন যুগ
বিশ্ব শিশু পরিস্থিতি, ১৯৯৭

ইউনিসেফ বাংলাদেশ : "শিশু অধিকার সনদ- ফ্লাপে নোট"

কফি, এ আনান : বিশ্ব শিশু পরিস্থিতি ১৯৯৮, মুখবন্ধ
ইউনিসেফ বাংলাদেশ।

রাড্ডা বারনেন, বাংলাদেশ : শিশু অধিকার
(প্রশিক্ষনে অংশগ্রহন কারীদের সহায়তা তথ্যাবলী)

মিলি, ফারহানা : "ঘর নাই বসত নাই"
দৈনিক জনকণ্ঠ (২৩ নভেম্বর ২০০১)

আহমেদ, সালাহউদ্দীন : "ভাসমান আর বস্তিবাসীদের কথা "
দৈনিক জনকণ্ঠ (২১ আগষ্ট ১৯৯৯)

রহমান, অদিতি : "শৈশব শুধু বন্দী জীবন"
দৈনিক জনকণ্ঠ (৬ সেপ্টেম্বর ২০০০)

মরিয়া, শান্তা : "শিশু নির্যাতন এর শেষ কোথায়"
দৈনিক জনকণ্ঠ (১৩ জুলাই ১৯৯৯)

_____ : "পথ যখন ঘর"
দৈনিক জনকণ্ঠ (২৮ নভেম্বর ২০০০)

Dhaka University Institutional Repository

হাসান, কামরুল : "নারী ও শিশু নির্যাতন বেড়েই চলেছে"
দৈনিক জনকণ্ঠ (২৪ জানুয়ারী ২০০০)

_____ : "নারী ও শিশু নির্যাতন বেড়েই চলেছে"
দৈনিক জনকণ্ঠ (২ মার্চ ২০০২)

_____ : " প্রতিদিন ৩৭ নারী শিশু নির্যাতিত এবং ১০ জন ধর্ষিত"
দৈনিক জনকণ্ঠ (২ মার্চ ২০০২)

সুলতানা, পারভিন : "কেন জন্ম নিবন্ধন"
দৈনিক জনকণ্ঠ (১৭ আগষ্ট ১৯৯৯)

মনিরউজ্জামান : "জন্ম নিবন্ধীকরনে বাংলাদেশ"
বাংলাদেশ শিশু একাডেমি,
বিশ্ব শিশু দিবস সংখ্যা, ১৯৯৯।

জীবন প্রবাহ : দৈনিক ইনকিলাব, (২৯ অক্টোবর ১৯৯৯)

খান, এম শহীদুল্লা : " আর্থ সামাজিক মুক্তি এবং স্বাধীন স্থানীয় সরকার"
দৈনিক জনকণ্ঠ (১২ নভেম্বর ১৯৯৬)

সৌরভ, মিজানুর রহমান : "বাংলাদেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতি ও দারিদ্র্য বিমোচন"
দৈনিক ইত্তেফাক (১০ মে ১৯৯৯)

নূরে আলম, আহমেদ : " পরিসংখ্যান ব্যুরোর রিপোর্ট"
দৈনিক জনকণ্ঠ (২৩ এপ্রিল ১৯৯৯)

মতিন, আবদুল : "দারিদ্র্য বোমা পারমানবিক বোমার চেয়ে ভয়ংকর"
দৈনিক জনকণ্ঠ (১৭ আগষ্ট ১৯৯৯)

মহিউদ্দীন, মোহাম্মদ : "দারিদ্র্য ও শিশু শ্রম-একটি সমীক্ষা"

দত্ত, দিলীপ কুমার : "দূর্ভিক্ষ কি প্রতিরোধ করা যাবে?"
দৈনিক জনকণ্ঠ (২৮ ডিসেম্বর ১৯৯৮)

পিয়াল, মাহবুব হোসেন : " শিশু অধিকার ও বাংলাদেশের শিশু"
দৈনিক ইত্তেফাক (২৯ অক্টোবর ২০০০)

Dhaka University Institutional Repository

সরকার, মোহাম্মদ তারেক : "শিশু অধিকার সনদ এবং বাংলাদেশ"
দৈনিক জনকণ্ঠ (১৫ অক্টোবর ১৯৯৬)

প্রিন্স, মাসউদুর রহমান : "কায়রো সম্মেলনে পাঁচ বছর ও
বাংলাদেশের জনসংখ্যার অবস্থা"
দৈনিক জনকণ্ঠ (১৩ জুলাই ১৯৯৯)

ইসলাম, আশরাফুল (নিউইয়র্ক থেকে) : "বিশ কোটি শিশু রাস্তায় ফুটপাথে"
দৈনিক জনকণ্ঠ (১ নভেম্বর ১৯৯৯)

খালেক, এম,এ : "ফুটপাথ বাসীদের জন্য নাইট শেল্টার
সময়ের দাবী"
দৈনিক ইত্তেফাক (১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯)

ব্যাপিত জীবন : "ঘর নাই বসত নাই"
দৈনিক জনকণ্ঠ (২৩ নভেম্বর ২০০১)

চৌধুরী, মোঃ কামরান : "বস্তী কেন্দ্রিক সমস্যা সমাধানের রূপরেখা"
দৈনিক ইত্তেফাক (১৯ আগষ্ট ১৯৯৯)

মাহমুদ, সাইফুল : " শিক্ষা বঞ্চিত শিশু কিশোর"
দৈনিক মানব জমিন (১১ জুন ১৯৯৯)

মুক্তা, সালমা বেগম : "কেন ওরা ছিন্নমূল"
দৈনিক জনকণ্ঠ (২২ আগষ্ট ২০০১)

ব্যানার্জী, সুনীল : "নারী ও শিশু নির্যাতন আইনের অপ-প্রয়োগ
বন্ধে আইনটি সংশোধন করা হচ্ছে"
দৈনিক জনকণ্ঠ (১০ মে ১৯৯৯)

———————— : "শিশু অপহরণ, নির্যাতন, পাচার বেড়েছে"
দৈনিক জনকণ্ঠ (১৫ জানুয়ারী ২০০০)

মিলন, জাকারিয়া : "সারা দেশে বিচারের অপেক্ষায় ৯ হাজার
নারী ও শিশু নির্যাতন মামলা-"
দৈনিক ইত্তেফাক (১ মার্চ ২০০০)

হাসান, কামরুল/
স্বপন, আলী আসগর : "নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে দায়ের করা
৮০ ভাগ মামলাই আদালতে টিকছে না"
দৈনিক জনকণ্ঠ (২০ এপ্রিল ১৯৯৯)

Dhaka University Institutional Repository

হাসি, হাসিনা বেগম : "তালিকা বাড়ছে নারী নির্যাতনের"
দৈনিক ইত্তেফাক (০৫ জানুয়ারী ১৯৯৮)

মিলন, মহসিন : " দেশে পুলিশ নির্যাতন ভয়াবহভাবে বৃদ্ধি, ভেঙ্গে পড়েছে চেইন অব কমান্ড"
দৈনিক ইনকিলাব (০৫ অক্টোবর ১৯৯৯)

আহমেদ, বোরহান : "মানবাধিকার সংরক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত পুলিশের নির্যাতন, ধর্মব্যবসায়ীদের ফতোয়া আর নিরাপরাধীদের দূর্ভোগ"
দৈনিক জনকণ্ঠ (১০ ডিসেম্বর ১৯৯৬)

মোর্শেদ, সৈয়দ মাহবুব : "কিশোর অপরাধ কেন উন্মুক্ত হয়ে উঠেছে আমাদের কিশোররা"
দৈনিক ইনকিলাব (২২ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯)

আহমেদ, সৈয়দ আবদাল : "জীবন ধারণে ভয়ংকর ঝুঁকিপূর্ণ শ্রম"
দৈনিক জনকণ্ঠ (১০ জানুয়ারী ২০০২)

খসরু, আমীর/
আহমেদ, সাকির : "রাজধানীতে হত্যা, নারী নির্যাতন সহ ১৩ ধরণের অপরাধ বেড়েছে"
দৈনিক ইত্তেফাক (১৩ মার্চ ২০০২)

AHSAN, ZAYDUL
DAS, BISWADIP : "LOST BEHIND BARS"
(THE DAILY STAR, 08 MARCH 2002)

সম্পাদকীয় /উপসম্পাদকীয়

: "ক্ষুধামুক্ত বিশ্ব চাই"
(দৈনিক জনকণ্ঠ ১৯ নভেম্বর ১৯৯৬)

———— : " বাংলাদেশের দারিদ্র বিমোচনে অগ্রগতি"
দৈনিক সংবাদ (২৮ জানুয়ারী ২০০০)

———— : " চাই সুন্দর, স্বাস্থ্যবান শিশু"
দৈনিক জনকণ্ঠ (১ লা ডিসেম্বর ১৯৯৬)

———— : " কেমন আছে আমাদের শিশুরা"
দৈনিক জনকণ্ঠ (১ লা অক্টোবর ১৯৯৯)

Dhaka University Institutional Repository

———————— : "শিশুর মৃত্যুর হার হ্রাস জরুরী"
দৈনিক জনকণ্ঠ (২ মার্চ ১৯৯৯)

———————— : "শিশুদের সাথে প্রতারনা এবং"
দৈনিক দিনকাল, (৭ অক্টোবর ১৯৯৯)

———————— : "দুঃস্থ শিশুদের কল্যাণ"
দৈনিক জনকণ্ঠ (১ লা ডিসেম্বর ১৯৯৮)

———————— : " আমরি বাংলাদেশ"
দৈনিক জনকণ্ঠ (৬ই জুন ১৯৯৭)

———————— : " প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম"
দৈনিক জনকণ্ঠ (১০ ই জুলাই ২০০০)

———————— : "কেমন আছে ঢাকার মানুষ"
দৈনিক ইত্তেফাক (৩১ জুলাই ১৯৯৯)

———————— : " ঢাকার বস্তি"
দৈনিক জনকণ্ঠ (১১ মে ১৯৯৯)

———————— : " গরীবদের জন্য গৃহ নির্মান"
দৈনিক জনকণ্ঠ (২ ডিসেম্বর ১৯৯৬)

———————— : " দেশ নিরক্ষরমুক্ত হতে যাচ্ছে"
দৈনিক জনকণ্ঠ (১৬ জুন ১৯৯৮)

———————— : " স্বাস্থ্য সেবা ও সুচিকিৎসা চাই"
দৈনিক জনকণ্ঠ (১৮ জুন ১৯৯৬)

———————— : " যুদ্ধে শিশুদের ব্যবহার বন্ধ করুন"
দৈনিক ইত্তেফাক (২৫ অক্টোবর, ১৯৯৮)

———————— : " নারী নির্যাতন বন্ধ করতে হবে"
দৈনিক জনকণ্ঠ (২৬শে জানুয়ারী ২০০০)

———————— : " চোরা চালান ও নারী শিশু পাচার"
দৈনিক জনকণ্ঠ (৬ই এপ্রিল ১৯৯৮)

———————— : " নারী-শিশু পাচার বন্ধ হোক"
দৈনিক জনকণ্ঠ (১৮ নভেম্বর ১৯৯৭)

Dhaka University Institutional Repository

Journal and Articles

Sabah chowdhury, Nurus	:	The River's Child A journal of contemporary Bangladesh June 1990, published by the Argus studio & printing, Dhaka.
Unicef	:	Children Population and Development ICPD, 1994.
ILO, Geneva	:	Protecting children in the world of work, Oslo child labour conference (27-29- October 1997) Labour Education 1997/3 No. 108.
Halim, M. Abdul	:	CHILDREN Role of Voluntary Organizations in the Proteetion of Human Rights at the Grassroots, BSEHR, DHAKA.
World vision of Bangladesh (copy right)	:	Street Girl Children Research study. Addressing the right of street girl children in the Dhaka Metropolitan Area, DUICSP, 1993

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য পঞ্জী

দৈনিক পত্রিকা/Daliy paper

দৈনিক জনকণ্ঠ	:	৯ নভেম্বর, ২০০১
————	:	২৭ অক্টোবর ১৯৯৬
————	:	১২ ডিসেম্বর ১৯৯৬
————	:	২৬ জানুয়ারী ১৯৯৯
————	:	৯ নভেম্বর ২০০১
————	:	২৭ আগষ্ট ১৯৯৯
————	:	৩০ ডিসেম্বর ১৯৯৭
————	:	০৬ ডিসেম্বর ২০০১
————	:	২৫ এপ্রিল ১৯৯৯
দৈনিক ইত্তেফাক	:	০৬ ডিসেম্বর ২০০১
————	:	০১ মার্চ ১৯৯৯
দৈনিক আজকের কাগজ	:	১৫ ডিসেম্বর ১৯৯৮
দৈনিক সংগ্রাম	:	১৭ নভেম্বর ২০০০
দৈনিক মুক্তকণ্ঠ	:	২৮ এপ্রিল ১৯৯৮.
দৈনিক জনতা	:	২৯ ডিসেম্বর ১৯৯৭
The Daily Star	:	23 March 1995
————	:	24 May 1999

বিশেষ ক্রোড় পত্র

ভাটিকন দিবসে বিশেষ ক্রোড়পত্র	:	"শিশুরা শান্তিপূর্ন ভবিষ্যতের প্রত্যাশায়" দৈনিক জনকণ্ঠ (২২ অক্টোবর ১৯৯৬)
বিশেষ ক্রোড় পত্র	:	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয় দৈনিক জনকণ্ঠ (২৬ নভেম্বর ১৯৯৮)

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ব খাদ্য দিবস'৯৬ উপলক্ষ্যে বিশেষ
ক্রোড় পত্র : "ক্ষুধা ও অপুষ্টির বিরুদ্ধে সংগ্রাম"
দৈনিক জনকণ্ঠ (১৬ অক্টোবর ১৯৯৬)

বাংলাদেশে অর্থনৈতিক সমীক্ষা ও
পরিসংখ্যান বর্ষপঞ্জী ২০০০-২০০১
তথ্যানুযায়ী বিশেষ ক্রোড় পত্র : দৈনিক জনকণ্ঠ ২৮ সেপ্টেম্বর ২০০১
প্রচারে- বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ,

একুশে সংবাদ ও প্রতিবেদন : ২৩ এপ্রিল ২০০১
_____ : ৮ নভেম্বর ২০০১
_____ : ৩০ জুলাই ২০০০
_____ : ১৯ জুলাই ২০০০
_____ : ৮ জুন ২০০২

Web side

<www.unicef.org>
<www.wucp.org>
<www.focalpointugo.org>

সাপ্তাহিক

মহিলা অঙ্গন (সাপ্তাহিক পাতা) : "আমাকে একজন শিক্ষিত মা দাও"
দৈনিক ইত্তেফাক (২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯)

জনকণ্ঠ সাময়িকী : "মানব সম্পদের অমানবিক নিম্নগমন"
ইমতিয়ার শামীম
দৈনিক জনকণ্ঠ (৬ জুন ১৯৯৭)

মানবাধিকার রিপোর্ট : ১৮ জানুযারী ২০০২

Dhaka University Institutional Repository

Weekly Magaging

Weekend Independent	:	7 January 2000
Star weekend Magaging	:	26 February 1999
_____	:	9 July 1999

মাসিক, বার্ষিকী, অন্যান্য অনিয়মিত সংকলন

মাসিক ছোটদের কাগজ	:	প্রবন্ধ রচনাঃ টোকাই আমাদের বন্ধু বর্ষ-১, সংখ্যা-২ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫
_____	:	বর্ষ-৪, সংখ্যা-২,৩ ১৯৯৮
_____	:	বর্ষ-৪, সংখ্যা-৪-৫ ১৯৯৮
বুলেটিন	:	আইন ও শালিশ কেন্দ্র জুন ১৯৯৯
কিশোর অপরাধ বার্তা	:	বর্ষ-৩য়, সংখ্যা-১ম, জানু-জুন ১৯৯৯
ঢাকা মাহানগরীর বস্তি	:	গনসাহায্য সংস্থা, ১৯৯৫
শিশু এবং আমরা শিশু বিকাশ বিষয়ক প্রকাশনা	:	রাড্ডা বারনেন, বাংলাদেশ ১৯৯৬

সরকারী ও বেসরকারী তথ্য

Unicef Bangladesh	:	বিশ্ব শিশু পরিস্থিতি ১৯৯৪, ১৯৯৭, ১৯৯৮ ও ২০০০
_____	:	বার্ষিক প্রতিবেদন, ১৯৯৪
_____	:	The state of the world children, 1994, 1996, 1998, 1999 (Education)
_____	:	Progotir Pathey, Achiving the Goals for Children in Bangladesh, October 1999

Dhaka University Institutional Repository

ইউনিসেফ ও রাভডা বারনেন	:	জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ
ডঃ মাহাবুবুল হক ও		
খাদিজা হক (সম্পাদিত)	:	দক্ষিণ এশিয়ায় মানব সম্পদ উন্নয়ন ১৯৯৮
জন্ম নিবন্ধন শিশুর মৌলিক অধিকার	:	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়
বিশ্ব জনসংখ্যা প্রতিবেদন ২০০১		
প্রকাশ উপলক্ষে	:	ইউএনএফপিএ এর সংবাদ সম্মেলন,
		জাতীয় প্রেস ক্লাব (৮ নভেম্বর ২০০১)
ইনস্টিটিউট ফর ল এন্ড ডেভেলপমেন্ট	:	শিশু ও নারী পাচার (জুন ১৯৯০)

Dhaka University Institutional Repository

কেইস ষ্টাডি

কেইস ষ্টাডি-১

ময়মনসিংহের সাইফুল ইসলাম (১১) ও খায়রুল (বধির) ১২ বৎসরের স্বাভাবিক গঠনের দুই ভাই সারাদিন কাজ করে এয়ার পোর্ট এলাকার পার্কে। যাদের যৌথ আয় দৈনিক ২০ টাকা হারে মাসে ৬০০ টাকা। পার্কে বিনোদনের জন্য কেহ গেলেই এরা তাদের কাছে গিয়ে বার বার অনুনয় করতে থাকে ছাতা বা পাটি নিবেন, ভাড়া ৫/১০ টাকা। বৃদ্ধ বাবা সহ সংসারে সদস্য সংখ্যা ৮ জন, অভাবের তাড়নায় সংসারে প্রয়োজনে এই বিচিত্র পেশায় আগমন। এ রূপে এখানে ১৪/১৫টি শিশু রয়েছে যাদেরকে পরিচালনা করার মাতবর রয়েছে। মাতবররাই পাটি ও ছাতা সরবরাহ করে, সকল প্রাপ্ত টাকা তাদের কাছেই জমা হয়, দিন শেষে ১০ টাকা হাতে ধরিয়ে দেয়। পেশাটি এদের ভাল লাগেনা, লোকজন মাঝে মধ্যে মারধর করে। হরতালে রাজনৈতিক দলের পিকেটিংয়ের কাজ করে।

(ফাইল নং ০১)

কেইস ষ্টাডি-২

ঠিকানাবিহীন ভাসমান শিশু দুলাল (১২) সারাদিন সবুজবাগ এলাকায় রিক্সা চালায়। মাদারটেকের রাস্তায় খোলা আকাশের নিচে রাত কাটায়। পুলিশের নির্যাতনের শিকার, মানুষ সম্পর্কে বিরুপ ধারনা তার। মহল্লার বড় ছেলেরা বখড়া নেয়, হরতালে মিছিল ও পিকেটিং করে, শিশুর প্রধান সমস্যা হিসাবে আবাস সমস্যাই মনে করে। বাবার কথা জিজ্ঞাসা করতে বলে, বাবা অন্যত্র ৩০টি বিবাহ করছে, কোন খোঁজ খবর নেয় না। এনজিও স্কুলে যায়। পুলিশ, বাবা ও মাস্তানদের প্রতি তার ভীতি।

(ফাইল নং ০২)

কেইস ষ্টাডি - ০৩

বস্তিউচ্ছেদের শিকার ১২ বৎসরের ভাসমান খোরশেদ আলম কুমিল্লার ছেলে। সারাদিন টোকাইয়ের কাজ করে, রাস্তায় রাত যাপন করে। রুগ্ন শিশুটি ৩০ টাকা হারে মাসিক ৯০০ টাকা রোজগার করে। পড়াশুনার দৌড় ক্লাশ ওয়ান পর্যন্ত। বাবা অন্যত্র বিয়ে করেছেন, যার প্রধান সমস্যা আবাসন। পানিও চেয়ে খেতে হয়, উন্মুক্ত খোলা আকাশের নিচে মলমূত্র ত্যাগ করে।

(ফাইল নং ০২)

Dhaka University Institutional Repository

কেইস ষ্টাডি-০৪

স্বাভাবিক গঠনের মেঘনা পাড়ের ছেলে সুমন (১০) টোকাইয়ের কাজের সাথে হরতালের পিকেটিং যেন তার সখ। রাত-দিন থাকা-খাওয়া-ঘুমান-টয়লেট ব্যবহার সব কিছু সদরঘাটকে ঘিরে। সাধারন লোকজনের মারধর ও কাজের বাধাদানের সাথে সাথে পুলিশের নির্যাতন সহ্য করতে হয়। ইতিমধ্যে ২ বার পুলিশ ধরে নিয়ে মারধর করে।

(ফাইল নং ০৩)

কেইস ষ্টাডি -০৫

পরিচয়হীন রফিক (৮) সদরঘাট ষ্টেশনে কুলির কাজ করে। টুকটাক চুরি স্বাভাবিক ঘটনা। লোকজন ও পুলিশের নির্যাতন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যপার। বড়দের কর্তৃক মারধর, কাজে বাধা দান প্রতিদিনের প্রাপ্তি। পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতার হয়ে ময়মসিংহ জেলে বড়দের সাথে ৩দিন ছিল।

(ফাইল নং ০৩)

কেইস ষ্টাডি -০৬

পারিবারিক পরিচয়হীন হওয়ার কারনে ৮ বৎসরের মামুন টোকাই হয়েছে। সদরঘাটই তার ঠিকানা, ৩০ টাকা হারে মাসে ৯০০ টাকা আয় করে। যার একাংশ পুলিশকে বখড়া দিতে হয়, মানুষ ও পুলিশ কর্তৃক নির্যাতনের শিকাড়, পুলিশ হরতালে ২ বার গ্রেফতার করে ১ বার ১৫দিন ও অন্যবার ১ মাস জেলে আটকে রাখে। নিজের অধিকার ও সমস্যার ব্যাপারে আদৌ জ্ঞাত নহে।

(ফাইল নং ০৩)

কেইস ষ্টাডি -০৭

বাবা অন্যত্র বিবাহ করে বিতাড়ন ও মার কর্তৃক মার খেয়ে পটুয়াখালীর আরিফ (১০) সদরঘাট এলাকায় কাগজ টোকায়। যার সমস্যা খাওয়া ও রাতে ঘুমান, সারাদিন কাজ করে ১০ টাকা উপার্জন করে, একই সাথে চুরি করে নইলে চলে না তার। কুলি-লোকজন কর্তৃক নির্যাতন ব্যতিত অন্য কোন অভিজ্ঞতা নেই জীবনে।

(ফাইল নং ০৩)

Dhaka University Institutional Repository

কেইস ষ্টাডি -০৮

মা-বাবাহীন ব্রাক্ষ্মনবাড়িয়ার শামসুলহক (১২) সদরঘাট এলাকার টোকাই, দৈনিক সর্বসাকুল্যে আয় ২০ টাকা। পারিবারিক ও অসহায়ত্বই তার জীবনের এ করুন হাল। মানুষ কর্তৃক অসদাচরন ও নির্যাতনই জীবনের একমাত্র প্রাপ্তি। সব কিছু খোলা আকাশের নিচে।
(ফাইল নং ০৩)

কেইস ষ্টাডি -০৯

সদরঘাটের ভাসমান টোকাই নূর মোহাম্মদ (১৩) যার দৈনিক উপার্জন ২০/৩০ টাকা। নিজ ব্যাপারে অসচেতন শিশুটি জীবনে প্রধান পাওয়া পুলিশ সন্দেহজনক ভাবে গ্রেফতার করে ১ বৎসর জেলে বড়দের সাথে বিনা বিচারে রেখে নির্যাতন চালিয়েছে।
(ফাইল নং ০৩)

কেইস ষ্টাডি -১০

লালমোহন জেলার সবুজ সদরঘাটের ভাসমান হিসাবে পিয়াজ টোকাই এবং দৈনিক ১৫ টাকা হারে মাসিক ৪৫০ টাকা পায়। পরিবার, রাষ্ট্র বা এনজিও কর্তৃক কোন উপকার সে পায়নি, পেয়েছে শুধু পুলিশ ও মানুষ কর্তৃক নির্যাতন। বাবা অন্যত্র বিয়ে করে কোন খোজ নেয় না, পুলিশ ৭ বার গ্রেফতার করে প্রতিবার তিন দিন করে রাখে। আইন-অধিকার কি জিনিস তা সে জানে না।
(ফাইল নং ০৪)

কেইস ষ্টাডি -১১

সদরঘাটের ভাসমান, পরিত্যাক্ত ও ভবঘুরে কিশোরগঞ্জের মর্জিনা বয়স ৭ বৎসর সারাদিন ভিক্ষা করে। বাবা-মা বিচ্ছিন্ন হয়েছে, বাবা মেয়েকে তাড়িয়ে দিয়েছে। সারাদিন ভিক্ষা করে ৫ টাকা হারে মাসে ১৫০ টাকা উপার্জন করে। রাতের বেলা বিভিন্ন ষ্টেশনে রাতযাপন করে। মাঝে মধ্যে চুরি করে। সারাদিন একটি মাত্র নোংরা হাফ প্যান্ট ও ফ্রোক পরে ষ্টেশনে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। এক মুঠো খাবারের জন্য এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ায়, হরতালে মিছিল ও ভাংচুর করে, নিজের অতীত, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। ফুটফুটে, আস্তে ধীর গতিতে চলাচলকারী নম্র স্বভাবের কচি শিশুটির মানুষ ও পুলিশ সম্পর্কে তিক্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে। ঘাটে লোকজন কর্তৃক শিশুটি ধর্ষনের শিকার, প্রায়ই ধর্ষিত হয়ে থাকে, শিশুটি শারীরিকভাবে অসুস্থ্য। শরীর থেকে গন্ধ বের হয়, অহরহ কাশছে, পুলিশ কর্তৃক চরম নির্যাতনের কারনে শিশুটি পুলিশ হওয়া জীবনের লক্ষ্য। দু'বার পুলিশ গ্রেফতার করে একবার দুই মাস রড়দের সাথে জেলে ছিল ।
(ফাইল নং-০৪)

Dhaka University Institutional Repository

কেইস ষ্টাডি -১২

সদরঘাটের ভাসমান শিশুর ভিড়ে ফরিদপুরের জুয়েল (১০) সারাদিন ষ্টেশনে একই সাথে টোকাই, কুলি ও পানি বিক্রি করে। কাজে দৈনিক গড়ে ৩০ টাকা উপার্জন করে ও রাতের বেলা ষ্টেশনেই কাটায়। শিশুটি বেশ চঞ্চল স্বভাবের ও ভাল-মন্দ বিচার করার বিচক্ষণতা লক্ষ্য করা গেছে। পারিবারিক অশান্তির কারণে সে আজ ভাসমান, মানুষ সম্পর্কে ধারনা, ভাল ব্যবহার করলে কেহ খারাপ ব্যবহার করেনা। শিশুটির পড়ালেখা শিখে কোন কাজ করার প্রচন্ড আগ্রহ। পুলিশ প্রায়ই মারধর করে, ১ বার ধরে নিয়ে ১ মাস জেলে আটকে রেখেছিল। নিজের সমস্যাও নির্যাতনের কথা ব্যক্ত করেছিল এভাবে! (ক) রাতে ঘুমাতে দেয় না, (খ) লঞ্চে উঠলে বলে জুতা চোর, শিশুটি নিয়মিত খেতে পায় না।

(ফাইল নং ০৪)

কেইস ষ্টাডি -১৩

কুমিল্লার আলীনূর (১০)। বাবা মারা যাওয়ায় তৎপর মা তার খালার বাসায় রেখে চলে যায়। একসময় খালা বের করে দেয়, তার পর থেকে মাকে আর খুঁজে পায় নি, বর্তমানে সদরঘাটে কুলির কাজ করে দৈনিক ১০ টাকা আয় করে। নিয়মিত ২ বেলা খেতে পায়না, কখনও অর্ধাহারে-অনাহারে রাত কাটায়, শান্ত স্বভাবের শিশুটি ভাগ্যের নির্মম পরিণতিতে পুলিশ কর্তৃক প্রায়ই নির্যাতিত হয়, একবার ধরে নিয়ে ১দিন থানায় আটক রাখে। নিয়মিত গাঁজা খায়, যা সঙ্গদোষে আয়ত্ত করছে।

(ফাইল নং ০৪)

কেইস ষ্টাডি -১৪

ভদ্র স্বভাবের Technical কাজে ইচ্ছুক মনির (১৪) ফরিদপুর থেকে এসে সদরঘাটে কুলির কাজ করে ভাসমান মানুষের ভীড়ে মিশে গেছে। দৈনিক গড়ে ৩০ টাকা আয় করে। অভাব ও পারিবারিক কারনে সে আজ ভাসমান। পিতা অন্যত্র ২টি বিবাহ করে কোন খোজ নেয় না। পুলিশ ২ বার ধরে নিয়ে একবার ২ মাস আর ১বার ১ মাস জেলে রাখে। পরে সুযোগ বুঝে পালিয়ে আসে। শিশুটি Technical কাজ শিখে ভাল কোন কাজ করতে চায়।

(ফাইল নং ০৪)

Dhaka University Institutional Repository

কেইস ষ্টাডি-১৫

পরিত্যাক্ত, ভাসমান ও পরিচয়হীন নোয়াখালীর সহিদ (১০) সারাদিন ভাংগারী টোকায়ে দৈনিক ৬ টাকা আয় করে। অসহায়, দুঃখী, লাজুক ও স্নেহাপ্রিয় প্রকৃতির শিশুটি পারিবারিক কারনে আজ সদরঘাটে ভাসমান সাড়িতে। শিশুটি ছোট থাকতে বাবা অন্যত্র বিবাহ করে চলে যায় পরে মা মারা যায়। সদরঘাটেই এর জন্ম, সম্ভবতঃ অবৈধ সন্তান, প্রায়ই পুলিশ কর্তৃক নির্যাতিত হয়। পুলিশ তিনবার ধরে নিয়ে ৫/৬ দিন করে আটকে রাখে। পড়াশুনার প্রচন্ড ইচ্ছা, অনেক সময় সাথে ঘুরে ঘুরে বলেছে, স্যার আপনারা পড়াবেন?
(ফাইল নং ০৪)

কেইস ষ্টাডি-১৬

অভাব ও পারিবারিক কারণে খুলনার ঝর্না-(৭) মিরপুর চিড়িয়াখানায় ভিক্ষা করে দৈনিক ১০ টাকা উপার্জন করে। কখনও কখন অভূক্ত অবস্থায় রাস্তায় ফটপাতে রাত্রিযাপন করে। বাবাহীন ও মা অন্যত্র বিবাহ করে তাকে তাড়িয়ে দেয়। পুলিশ কর্তৃক মারধর নৈমিত্তিক ব্যাপার, কোন দোকানে বা গ্রেজে কাজ করার প্রচন্ড আগ্রহ।
(ফাইল নং-৬)

কেইস ষ্টাডি-১৭

চটপটে বুদ্ধিমান সুন্দর স্পষ্টভাষী সবুজ (১২) পটুয়াখালীর মির্জাগঞ্জের বাসিন্দা অভাবের জন্য বাবার অসুস্থতার কারণে সারাদিন ছাই বিক্রি করে দৈনিক ৩০ টাকা পায়। ৬ জনের পরিবার, বাবা পঙ্গুত্বের কারণে বড় কষ্টে চলে তাদের সংসার। বই কিনতে না পারায় পড়াশুনায় ফাইভ পার হতে পারেনি। তার বাবার ঔষধ কেনার জন্য হাতে কটি টাকা তুলে দিলে শিশুটি আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলে, স্যার আপনি খুব ভাল, মানুষ শুধু ঠকায় পাওনা টাকা দেয়না তদুপরি ধমক দেয়। ভবিষ্যতে চাকরি করার ইচ্ছে তার।
(ফাইল নং-৬)

কেইস ষ্টডি-১৮

বাবা ও পুলিশের প্রতি প্রচন্ড ক্ষোভ ব্যাক্তকারী নয় বৎসরের পিন্টু চুরি পেশা ছেড়ে দিয়ে মিরপুর মাজারে গাড়ি ঠেলে, পাঁচ/ছয় ঘন্টা এই কাজে মাসিক দুইশত টাকা আয়ে কোনভাবে জীবন চলে, হরতালে ভাংচুর, মিছিল, পিকেটিং একপ্রকার নেশা, পুলিশের গুলিতে তার ডান বাহু ক্ষত হয়েছে। মাকে বাবা গলা টিপে হত্যা করে অন্যত্র বিয়ে করায় নানী ও খালার সাথে অবস্থান করে।
(ফাইল নং-৬)

Dhaka University Institutional Repository

কেইস ষ্টাডি-১৯

পরিবার বিচ্ছিন্ন, জঘন্য অপরাধী ও মাদকসেবী হবার সম্ভবনাময়ী ফরিদপুরের ওয়াহিদ (৭) মিরপুর মাজারে সারাদিন ভিক্ষা করে, চুরি করে ও হরতালে ভাংচুর করে, বাবা মারা যাওয়ায় মা অন্যত্র বিয়ে করে অভিভাবকহীন হয়ে পড়ে সে, আয়হীন শিশুটি বড় হয়ে রিক্সা চালক হতে চায়।
(ফাইল নং-৬)

কেইস ষ্টাডি-২০

চঞ্চল, চটপটে, চালাক প্রকৃতির অপরাজেয় বাংলাদেশ থেকে পড়ুয়া গফরগাঁওয়ের আনোয়ার (১০) কাওরানবাজারে পিয়াজ টোকায়, বাবা মায়ের সাথে অবস্থান করেও লোকজন কর্তৃক মারধর নিত্যদিনের পাওনা। সবসময় নিজে তথা সকল মানুষ ভাল হবার স্বপ্ন দেখে।
(ফাইল নং-৭)

কেইস ষ্টাডি-২১

অসুস্থ নেশাগ্রস্থ লম্বা প্রকৃতির টোকাই মাসুম- (১৩) নারায়নগঞ্জের বাসিন্দা, বাবা মা বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজে একা হয়ে যাওয়ায় কাওরান বাজার মার্কেটে অবস্থান করে, দৈনিক ২০ টাকা উপার্জনে খাওয়া ধুমপান করে ও অবসরে হরতালে ভাংচুর করে।
(ফাইল নং-৭)

কেইস ষ্টাডি-২২

স্পষ্টভাষী, দুঃখী ও রুগ্নশরীরের ফরিদপুরের আব্দুর রহমান গাবতলীর গাড়ী ঝাড়ুদার। সারাদিনের শ্রমে দৈনিক ১০ টাকা উপার্জন করে কখনও খেয়ে, কখনও অভূক্ত থেকে টার্মিনালে রাত কাটায়। পিতামাতার একাধিক বিবাহের ফলে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে পরিবার থেকে। অপরাজেয় বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা গ্রহন করে থাকা-খাওয়া নির্যাতন তার জীবনের প্রধান সমস্যা।
(ফাইল নং-৮)

কেইস ষ্টাডি-২৩

অসহায় ও পালিয়ে আসা ৮ বৎসরের জামাল গাবতলীর টোকাই, মাঝে মধ্যে চুরি করে, সখে হরতালে ভাংচুর করে, বাবা মায়ের একাধিক বিয়ের কারণে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, মাসে ৩৬০ টাকা উপার্জনের একাংশ পুলিশ ও মাস্তানদেরকে বখড়া দিতে হয়, অপরাজেয় বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহনকারী শিশুটি চরম নির্যাতনের স্বীকার, নির্যাতনের ফলে মুখে ভয়ংকর দাগ ও একপা কেটে গেছে। (ফাইল-৮)

Dhaka University Institutional Repository

কেইস ষ্টাডি-২৪

চটপটে ও স্বচ্ছল পরিবারের ফরিদপুরের সোহেল (১২) গাবতলীর গাড়ীর হেল্পার বাবা মায়ের বিচ্ছিন্নতা, বাবা অন্যত্র বিয়ে করায় নানা বাড়ী থেকে বড় হয়েছে শিশুটি, দৈনিক ১০০ টাকা উপার্জনে গাবতলীর ঝুপড়ী ঘরে রাত্রিযাপন করে এবং হোটেলে খেয়ে থাকে, অক্ষর জ্ঞানহীন শিশুটির পিতামহ এলাকায় দীর্ঘ দশ বছর চেয়ারম্যান এবং প্রভাবশালী লোক, বাবার প্রতি প্রচন্ড ক্ষুব্ধ ও প্রতিশোধ পরায়ন শিশুটির বড় হয়ে গাড়ীর ড্রাইভার হবার ইচ্ছা পোষণ করছে।

(ফাইল নং-৮)

কেইস ষ্টাডি-২৫

পরিচয়হীন-দুঃখী, অসহায়, পরিত্যক্ত ১৪/১৫ বৎসরের জমির, মিরপুর মাজারে ভাঙ্গারী টোকায় মাসিক ৪০০ টাকা উপার্জনে একটি মেয়ের সকল খরচা বহন করে কোনভাবে জীবন চলে। পিতামাতা ও পরিচয়হীন আশ্রয়দাতাকে ত্যাগ করে মাজারে ভাসমান ভাবে রাত কাটায়, ধুমপান ও গাজা তার প্রধানতম নেশা। সমস্যার কথা জানতে চাইলে কাজের সমস্যা কথা জানায়, আরও বলে টোকালে বলে কাঙ্গালী ও চোর হিসাবে মানুষ ঘৃনার চোখে দেখে। ছেলেটির জীবন কাহিনী অতি করুন। উপার্জিত টাকা দোকানে জমা রাখে, সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে পূনর্বাসন ও কোন ভাল কাজের মাধ্যমে ভালভাবে বেঁচে থাকতে চায়।

(ফাইল নং-১০)

কেইস ষ্টাডি - ২৬

পারিবারিক কারনে ফরিদপুরের ১১ বৎসরের শিল্পী মিরপুর মাজারে ভিক্ষা করে আহার জোটায়, মায়ের মৃত্যুর পর পিতা অন্যত্র চারটি বিবাহ করে, সৎমা ও ভাই বোনদের খাওয়াতে হয়, এসময় বাসা থেকে চলে এসে মাজারে একটি ছেলের সাথে অবস্থান করে। মেয়েটি খুবই অসহায় দুঃখী। দুগ্ধ অবস্থায় মা মারা যায়। ৪/৫ বৎসর বয়সে সৎমায়ের অত্যাচারে গাবতলী টার্মিনালে ৫/৬ বৎসর ধরে থাকত। গাবতলী এলাকায় টার্মিনাল থেকে ধরে নেয় সন্ত্রাসীরা নির্যাতন করে, ইতি পূর্বে পাঁচ বছরের ছোট বোনকে ধরে নিয়ে ধর্ষন করে। তারপর ভয়ে গাবতলী থেকে মাজার এলাকায় চলে আসে, মেয়েটি ধর্ষিতা।

(ফাইল নং - ১০)

Dhaka University Institutional Repository

কেইস ষ্টাডি - ২৭

ভরঘুরে, পরিত্যক্ত, ঠিকানাহীন ও মা-বাবা পরিচয়হীন ৯ বছরের শিশু দুলাল মিরপুর মাজারে অবস্থান করছে। রুগ্ন শরীরের ৪ ফুট ১ ইঞ্চি উঁচু নির্দিষ্ট কোন পেশা নেই ধুমপান করে, চুরি করে, গাজা খায়, হরতালে ভাংচুর করে ইহাই প্রধানতম নেশা। শিশুটির নিজ জীবন সম্পর্কে কিছুই জানেনা, কোথা থেকে কিভাবে এখানে এসেছে, সে তার পিতামাতা সম্পর্কে সম্পূর্ন অজ্ঞাত, মাঝে মধ্যে এনজিও স্কুলে যায়।

(ফাইল নং -১০)

কেইস ষ্টাডি -২৮

উষ্ক-শুষ্ক প্রকৃতির মাধকসেবী, গাজা, ধুমপায়ী খুলনার সোহাগ (১২) মিরপুর মাজারে টোকাইয়ের কাজ করে। নাম লিখতে জানা এশিশুটি বাবা মায়ের বিচ্ছিন্নতায় বাবা অন্যত্র একটি বিয়ে করায় বাড়ী থেকে চলে আসে। উন্মুক্ত খোলা আকাশের নীচে খাওয়া-থাকা-মলমুত্র ত্যাগ করে থাকে, হরতালে মাঝে মধ্যে ভাংচুরও করে। বড় হয়ে শিশুটি পুলিশ ইনপেক্টার হতে চায়।

(ফাইল নং-১০)

কেইস ষ্টাডি-২৯

পারিবারিক কারনে বাড়ী থেকে পালিয়ে আসা সন্ত্রাসীর প্রকৃতির কারণে এলাকা ছেড়ে নরসিংদীর ফারুক (১৩) মিরপুর মাজার এলাকায় ১০/১২ ঘন্টা টোকাইয়ের কাজ করে মাসিক ৪০০ টাকা উপার্জন করে। পুলিশের হাতে তিনবার ধরা খেয়ে রমনা থানায় ২৫দিন, মতিঝিল থানায় ৮দিন ও ৪দিন অবস্থান করে। বড় হয়ে হকার হতে আগ্রহী।

(ফাইল নং-১০)

কেইস ষ্টাডি-৩০

অভাব ও পারিবারিক কারনে ১০ বৎসরের মোখলেস ময়মনসিংহ থেকে এসে পশ্চিম পান্থ পথে টোকাইয়ের কাজ করতে দেখা যায়। মাসিক ২০০ টাকা উপার্জন করে প্রায়ই পুলিশ কর্তৃক নির্যাতিত হয়। একবার ধানমন্ডি থেকে ধরে নিয়ে মিরপুর কারাগারে আড়াইমাস আটকে রেখে প্রচুর নির্যাতন করে। পিতা দুইটা বিবাহ করায় বাড়ী যাওয়ার পরিবেশ না থাকায় সে ভাসমান অবস্থায় যেখানে সেখানে রাত কাটায়।

(ফাইল নং-১৪)

Dhaka University Institutional Repository

কেইস ষ্টাডি-৩১

ছোট্ট মিষ্টি চেহারার অধিকারী ডাক্তার হবার স্বপ্ননিয়ে ৪ বছরের আশরাফুল গুলশান ৩৬নং রোডে মায়ের সাথে ইট ভাংগে, এই অমানবিক কাজে দৈনিক ৪/৫ ঘন্টায় তিন টাকা উপার্জন করে মায়ের উপার্জনে যোগান দেয়। কাজের অনুভূতির কথা জানতে চাইলে জানায় হাতে ব্যাথা লাগে।

(ফাইল নং-১৫)

কেইস ষ্টাডি-৩২

সত্যভাষী, স্বাবলম্বী হবার স্বপ্নে বিভোর সরলমনের বরিশালের ৯ বৎসরের কাকলী রুগ্ন শরীর নিয়ে শেওড়াপাড়ায় ভিক্ষা করে মাসিক ২০০ টাকা উপার্জন দিয়ে ছোট ভাইকে দেখতে হয়। বাবা অন্যত্র বিয়ে করায় পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে শিশু দুটি।

(ফাইল নং-১৬)

কেইস ষ্টাডি-৩৩

পরিচয়হীন ১০ বছরের মাসুম লালবাগে ভিক্ষা করে, রাস্তায় রাতিযাপন করে, টাইফয়েডে ডান পা বাম চক্ষু বিকলাঙ্গ হয়ে যাওয়ায় মা বাবা ঢাকায় ফেলে রেখে যায়। প্রায় সময় ধুমপান, চুরি ও হরতালে ভাংচুর করে, পুলিশ ও লোকজনের নির্যাতন প্রতিদিনের পাওনা।

(ফাইল নং-১৭)

কেইস ষ্টাডি-৩৪

সিলেট থেকে পালিয়ে আসা ভাসমান রিপন (১০) বিগত পাঁচ বছর ধরে রাস্তায় জীবন যাপন ও টোকাইয়ের কাজ করে, আরামবাগে ছিন্নমুল আশ্রয়ে থাকাকালে পাঁচ হাজার টাকা কুড়ে পেয়ে চলে আসে এবং তা বাড়ীতে দেয়, তৎপর তিন হাজার ও সাড়ে তিন হাজার টাকা পেয়ে আরাম বাগ ক্লাবে জমা দেয় পরবর্তীতে উক্ত টাকা নিয়ে ক্লাবের ভাইয়াদের সাথে গন্ডোগোল হলে টাকা সহ চলে আসে এবং পাকিস্তানী মাঠে অবস্থান করতে থাকে।

(ফাইল নং-১৮)

Dhaka University Institutional Repository

কেইস ষ্টাডি-৩৫

সুখ-স্বপ্ন-উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর নোয়াখালীর সাইফুল ইসলাম (১৩) রাজার বাগে কাগজ টোকায় এবং রাস্তায় ভাসমান ভাবে রাতযাপন করে, নিয়মিতভাবে তিনবেলা খেতে না পারা শিশুটি ধুমপান ও রাজনৈতিক দলের মিছিল নিয়মিত চালিয়ে যাচ্ছে, অদ্য দেশে জাতীয় শিশু অধিকার দিবস সম্পর্কে অজ্ঞাত, নিজ পেশা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে জানায় (ক) লোকে গালিদেয়, ঘৃনা করে, মারধর করে, সন্দেহ করে, (খ) একজনের দোষে অন্যজনকে ধরে নিয়ে যায়, (গ) টোকাইদের সাথে কেউ ভাল ব্যবহার করে না, (ঘ) অন্যকোন কাজের সুযোগ পায় না, (ঙ) পিতা মারা যাওয়ায় মাতা অন্যত্র বিয়ে করায় ৮/৯ বছর পূর্বে ভাগ্যের লিখনে এই কাজে এসেছি।

(ফাইন নং-১৮)

কেইস ষ্টাডি-৩৬

অভাব ও পারিবারিক কারণে স্বাবলম্বী হওয়ার স্বপ্নে বিভোর ময়মনসিংহের শহিদ - (১০) রাজারবাগ রাস্তায় টোকাইয়ের কাজ করছে। আরামবাগ ক্লাবে কিছুদিন থাকত, সে সময় রাস্তায় ৫১০০ টাকা পেয়ে ক্লাবে জমা দেয়। টাকা নিয়ে মতবিরোধ হওয়ায় টাকা নিয়ে ক্লাব থেকে চলে আসে। পিতা জুয়া খেলত, মাকে তালাক দেয়, সৎমা মারধর করায় গ্রাম থেকে পালিয়ে আসে। সাধারণ লোকজন কাঙ্গালী বলে গালি দেয় এ থেকে পরিহার চায় সে।

(ফাইল নং-১৮)

কেইস ষ্টাডি-৩৭

পরিত্যাক্ত-পরিচয়হীন দশ বৎসরের জাহাঙ্গীর রাজারবাগে টোকাইয়ের কাজ করে, রাস্তায় অবস্থান করে, দুগ্ধ শিশু থেকে রাস্তায় বড় হয়, দুঃখী ছেলে, মা বাবার কোন হদিস নেই, রোদ বৃষ্টি শীতে খোলা আকাশের নিচে যাপন করে। কাজের অভিজ্ঞতার জানায় যে, পুলিশ ও লোকজন মারধর করে, লোকজন গালিগালাজ করে, চোর সন্দেহ করে, নিজের স্বাবলম্বিতার জন্য যে কোন কাজ চায়। পড়াশুনায় প্রচন্ড ইচ্ছা থাকা সত্ত্বে পারছেনা। সদরঘাটে ক্লাবে থাকা অবস্থায় তার কাপড় চোপড় চুরি হলে কোন শুরাহা না হওয়ায় ক্লাব থেকে চলে আসে। ধুমপান ও হরতালে পিকেটিং নিয়মিত চালিয়ে যাচ্ছে।

(ফাইল নং-১৮)

Dhaka University Institutional Repository

কেইস ষ্টাডি-৩৮

ভাসমান, ছিন্নমূল, অসহায়, পরিচয়হীন ৮ বৎসরের সুমী থাকে সোহরাওয়াদী উদ্যানে, সে পার্কে ভিক্ষা করে দৈনিক গড়ে ১০ টাকা পায়। ছোট্ট মেয়েটি যৌনলালসার শিকার। নিজে অধিকার ও সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে বেশ সচেতন, এ ক্ষেত্রে নিজেই বলে (ক) তারা মৌলিক অধিকার বঞ্চিত, (খ) লেখাপড়া করতে চাই, (গ) কাজ চাই, (ঘ) ভাল পরিবেশে বেড়ে উঠতে চাই, (ঙ) শিশু নির্যাতন বন্ধ হোক ও (চ) শিশুদের যে কোন বিপদে সাহায্য পাবে এটাই তার স্বপ্ন। জয়হোক মেয়েটির চাওয়া ও স্বপ্ন।
(ফাইল নং-১৯)

কেইস ষ্টাডি-৩৯

চটপটে, দুঃখী, সুন্দর চেহারার, সুন্দর বাচন ভঙ্গীর নোয়াখালীর ছেলে দেলোয়ার (১০) সৎমায়ের জ্বালাতনে বাড়ী থেকে পালাইয়ে আসে। মাকে তালাক দিয়ে পিতা অন্যত্র বিয়ে করে, কোন খোঁজ খবর নেয় না। সারাদিন দোয়েল চত্বর বিশ্ববিদ্যালয় ও আশে পাশের এলাকায় কাগজ টোকায় এবং মাসিক ৩৬০ টাকা উপার্জন করে। রাতের বেলায় ষ্টেডিয়াম ও বায়তুল মোকাররমে যাপন করে। নিজের সমস্যার কথা জিজ্ঞাসা করতে জানায়, (ক) কাজ করতে গেলে বাধা পায়, লোকজন মারধর করে ও গালি গালাজ করে (খ) সর্বত্র অবহেলার শিকার (গ) পুলিশ ও সাধারণ লোকজন নির্যাতন করে, (ঘ) মৌলিক অধিকার বঞ্চিত (ঙ) ঘুমাবার সুব্যবস্থা নেই (চ) পুলিশ মারধর করে ও ধরে নিয়ে যায়। (ছ) ধনশালী ও বড়দের মনে সহানুভূতি জাগার কামনা করে (জ) নির্যাতন বন্ধ চায় (ঝ) অসহায় শিশুদের প্রতি যে কোন অবহেলা বন্ধ চায়, বড় হয়ে ব্যবসায়িক হতে চায়।
(ফাইল নং-১৯)

কেইস ষ্টাডি- ৪০

আরামবাগ ক্লাবে অবস্থানকারী নরসিংদীর ছেলে মোহন (১১) মাসিক ৫০০ টাকা উপার্জনে টোকাইর কাজ করে। রাতের বেলায় ষ্টেডিয়ামে বা বায়তুল মোকাররমে থাকে। লোকজন ও পুলিশ কর্তৃক প্রতিনিয়ত নির্যাতিত হয়ে থাকে। পিতা অন্যত্র ২টি বিয়ে করায় পরিবারিক অস্বস্তিকর পরিবেশ থেকে রক্ষা পাবার জন্য বাড়ি থেকে চলে আসে। নিজেদের সমস্যা ও সমাধানের কথা স্পষ্টভাবে বলে, বড় লোকজন মারধর করে, বকাকি করে, শিশু একাডেমিতে নিয়মিত আসে সে ওখানে অংশগ্রহন করার প্রচন্ড ইচছা তার, কিন্তু এখানে বড় লোকদের সন্তানদের জন্য সকল কার্যক্রম বিধায় ওদের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়, হরতালের সময় রাস্তায় ঘুম থেকে তুলে পুলিশ নিয়ে যায়, এভাবে ৪/৫ বার নিয়ে ৫/৬ মাস করে আটকে রেখে

Dhaka University Institutional Repository

চরম নির্যাতন চালায় তার উপর। সারাদিন পরিশ্রমের পর সামান্য অবসরের জন্য কোথাও দাড়ালে বা বিশ্রাম নিতে গেলেও লোকজন বা পুলিশ মারধর করে বা বকাবকি করে। বাসস্থান থাকলে ভালভাবে জীবন যাপন করা যেত। পরিশেষে জানায় লোকজনের মানসিকতা পরিবর্তন করে কিছুটা আদর করলে, ভাল লাগবে তাদের।

(ফাইল নং-১৯)

কেইস ষ্টাডি-৪১

বরিশালে পূর্ব পুরুষের বাড়ী নদী ভাঙ্গনে মা-বাবা ঢাকা চলে আসে। হাইকোর্ট মাজার এলাকায় জন্ম তাছলিমার ইতিমধ্যে ১২টি বৎসর পার হয়ে গেল এই মাজার এলাকায়, পিতার পঙ্গুত্বে ও শুধুমাত্র ভিক্ষায় খাওয়া, থাকা, কাপড়-চোপড়, পড়ালেখা ও চিকিৎসা সত্যিই কষ্টকর । ইতিপুর্বে পুলিশ একবার ভবঘুর কেন্দ্রে নিয়ে যায়। বেশ কিছু সমস্যা ও সুপারিশ করে মেয়েটি (ক) ভাল পরিবেশের অভাব, (খ) গরীব বিধায় মানুষ ঘৃণা ও নির্যাতন করে, (গ) লেখাপড়া করার প্রচন্ড ইচ্ছা, কিন্তু সামর্থ নেই।

(ফাইল নং-১৯)

কেইস ষ্টাডি-৪২

ফরিদপুরের অসহায় দুঃখী ছেলে মাধব (১২) ছিন্নমূল বিজয়নগর ক্লাবে থাকে ও সারাদিন কাগজ টোকায় দৈনিক ১৫ টাকা পায়। বাবাকে এলাকার মাস্তানরা মেরে ফেলে মাকে বাড়ী থেকে বের করে দেয়, মা অন্যত্র বিয়ে করায় ও হয়ে যায় ছিন্নমূল। শান্ত প্রকৃতির শিশুটি পরিস্থিতির শিকার। বাবা মায়ের কথা বলতে গিয়ে বেশি দুঃখ প্রকাশ করে।

(ফাইল নং-২০)

কেইস ষ্টাডি- ৪৩

ফুল বাড়িয়া মার্কেটে ৪০ জন শিশু টোকাইর মধ্যে হারিয়ে যাওয়া পরিচয়হীন রাসেল বেশ ভাল টাকা আয় করে। যার একাংশ বখড়া দিয়ে বাকী ধুমপান ও নিজের পিছনে ব্যয় করে। বাবা অন্যত্র বিবাহ করে কোন খোঁজ নেয়না, পুলিশ একবার ধরে নিয়ে নির্যাতন করে। কথা প্রসঙ্গে বলে লোকজন সন্দেহবশতঃ মারধর করে, গালিগালাজ করে। মাঝে মধ্যে জরিমানা দিতে হয়। সন্দেহ বশতঃ মামলায় জড়িয়ে যায়। বেকারত্বের কারণে হয়রানির শিকার হয়। পারিবারিক কারনেই তার এ পাওয়া।

(ফাইল নং-২১)

Dhaka University Institutional Repository

কেইস ষ্টাডি-৪৪

কুমিল্লার মেয়ে ক্লাশ টুতে পড়ুয়া ১৩ বৎসরের চটপটে। রাবিয়া বঙ্গমার্কেটের Foreign Guider, মার্কেটের সামনে রিকশা থামতেই ফোটাফোটা বৃষ্টির মধ্যে ১০/১২ টি মেয়ে চতুর্দিকে ঘিরে ফেললো, তোমরা কি কাজ কর? বলতেই একই সাথে বলে ওঠলো Foreign Guider। সকলেই কমবেশী ইংরেজী ও উর্দু বলতে পারে। কাজের ব্যাপারে অনুভূতি জানতে চাইলে বলে ভাল লাগে। তবে বখাটে ছেলেরা প্রায়শই উত্যক্ত করে। আমার সামনেও এভাবে ঘটছিল এ ছাড়াও রাতে যাবার সময় ভয়ে থাকে, কখনো কখনো কাউকে না কাউকে অবৈধ কাজে বাধ্য করে।

(ফাইল নং-২১)

কেইস ষ্টাডি-৪৫

পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির শিকার নোংড়া ও দূর্গন্ধময়যুক্ত শরীরের বিক্রমপুরের ১৩/১৪ বৎসরের আহমেদ আলী সাথে দেখা ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে। থাকে চাঙ্খারপুল, কাগজ টোকায় দৈনিক ১৫০ টাকা উপার্জন করে, রাস্তার এক কিনারে বসে ইনজেকশন নিচ্ছিল, জিজ্ঞাসা করলে জানায় প্রথমত জোর করে সঙ্গরা হিরোইন খাওয়ায় তার পর থেকে দীর্ঘ ৫/৭ বৎসর যাবৎ প্রতিদিন ৩টি করে ইনজেকশন নেয়। এতে দৈনিক খরচ হয় ৯০ টাকা, ভাল হতে চায় কিন্তু সম্ভব নয় বলে জানায়, দুইবার জেলে গিয়ে ৪ মাস ও ১১ মাস আটক ছিল।

(ফাইল নং-২২)

কেইস ষ্টাডি-৪৬

বুলবুলির মাঠে ভাঙ্গারী টোকাই মিষ্টি-সুন্দর-চেহারা, হাসি-খুসি স্বচ্ছল পরিবারের যশোরের সন্তান বিল্লাল জানায় বাবা-মাকে তালাক দিয়ে অন্যত্র বিবাহ করে। এর পূর্বে মায়ের টাকা দিয়ে যশোরে বাবা বাড়ী করে, মায়ের সাথে তাকেও তাড়িয়ে দেয়। বাবার ১০০ বিঘার মত জমি আছে, সে পিতৃ অধিকার থেকে বঞ্চিত, বিধায় স্বাবলম্বি হওয়ার জন্য এই পেশায় নিয়োজিত। তার জীবনে করুন পরিনতির জন্য বাবা ও সৎমাকে দায়ী করেছে। বাড়ীতে গিয়ে বাবার নিকট থেকে তার অধিকার ফিরে পেতে চায়। মানুষ সম্পর্কে জানায় তারা সর্বদা দুর্ব্যবহার করে, মারধর ও গালিগালাজ করে।

(ফাইল নং-২২)

Dhaka University Institutional Repository

কেইস ষ্টাডি-৪৭

ভাবীর সাথে অভিমান করে ব্রাহ্মনবাড়ীয়া থেকে চলে আসা ১২ বৎসরের আলামিন কমলাপুর ষ্টেশনে টোকাইয়ের কাজ করে এবং রাত্রি যাপন করে। বেইজ থেকে কিছুটা সহায়তাও পেয়ে থাকে। মাসে উপার্জন ৬০০ টাকা, কাজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে এভাবে, পুলিশ ও লোকজন কর্তৃক নির্যাতিত হয়ে থাকে, লোকজনের মধ্যে সামান্য সহানুভূতি নেই, কখনও কেহ জানতে চায় না আমরা খেয়ে আছি কি না? পেশাগত কাজে লোকজন কর্তৃক প্রায় থাপ্পর খেতে হয়। প্রায় সময় অভুক্ত থেকে ফুটপাতে পড়ে থাকে, তাদের দেখার কেউ নেই। তার ধারনা তারা সমাজেরই আলাদা কেউ ।

(ফাইল নং-২৩)

কেইস ষ্টাডি-৪৮

গোপালগঞ্জের আরব (১৩) ভাইয়ের হাতে মার খেয়ে পালিয়ে এসে কমলাপুরে সারাদিন কাজ করে, সারাদিন পর ১০ টাকা পায় সে, রাত্রে পুলিশের ও ষ্টেশন লোকদের চরম নির্যাতনের মধ্যে ষ্টেশনেই যাপন করে। ব্যক্ত করে নিজের তিক্ত অভিজ্ঞতা, টোকাইতে গেলে লোকজন মারধর করে, গরীব বলে মানুষ ঘৃনা করে, ভাল সাহেবেরা প্রায় চড় থাপ্পর মারে, পুলিশ অযথা সন্দেহে মারধর করে। নিয়মিত ৩ বেলা খেতে না পারা শিশুটি লেখাপড়া করার প্রচন্ড ইচ্ছা, খেলাধুলা করার সুযোগ চায়।

(ফাইল নং-২৩)

কেইস ষ্টাডি-৪৯

পাঁচ বছর পূর্বে চলে আসা ভোলার ছেলে লিটন (১২), কুলি/টোকাই এর কাজের সাথে, হরতালের রাজনৈতিক কাজে ব্যবহার হয়ে থাকে। রাতে ষ্টেশনেই কাটায়, লোকজন সম্পর্কে বিরুপ ধারনা, কাজ করার পরও তারা পারিশ্রমিক দেয় না, অযথা গালিগালাজ করে, ধন-শালিরা অবজ্ঞা করে, পুলিশ বিনা কারনে মারধর ও ধরে নিয়ে যায়, ওকে চার বার ধরে নিয়ে ৪ মাস, ১ মাস, ২মাস ও ১মাস করে আটকে রাখে। পিতা অন্যত্র বিবাহ করায় মা এর সাথে তাকে তাড়িয়ে দেয়। পিতার পরিবার যথেষ্ট স্বচ্ছল।

(ফাইল নং-২৩)

Dhaka University Institutional Repository

কেইস ষ্টাডি-৫০

দূর্দান্ত, নিশাগ্রস্ত ও অন্যকেও নেশায় উৎসাহিত করে থাকে, বিভিন্ন অপরাধের সাথে জড়িত, যৌন বিক্রিত, পারিবারিক কারনে ফরিদপুরের সোহেল (১৪) কমলাপুরে টোকাই এর কাজ করে, দৈনিক ২০ টাকা উপার্জন তার। ধুমপান, গাজা, ট্যাবলেট প্রধান নেশা। পিতা দুটি বিবাহ করে তাদেরকে বের করে দেয়। পুলিশ বেশ ছোট থাকতে ধরে নিয়ে জেলে পাঠায়, সাত বছর জেলে থেকে খালাস পায়। অন্যান্যদের সম্পর্কে বলে এখানে সবাই চরম দুঃখী।
(ফাইল নং-২৩)

কেইস ষ্টাডি-৫১

পিতৃহীন ও ভাসমান টাঙ্গাইলের সেলিম (১৪) গুলিস্তানের ফুটপাথে দিন-রাত কাটায়, অসুস্থ্যতার জন্য সে টোকাই এর কাজ করে, সারাদিনে ৩০ টাকা উপার্জন করে, এতে সে নিয়মিত চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় খাবার পায় না। ধুমপান করে নিয়মিত, রাজনৈতিক দলের মিছিলে মাঝে মধ্যে ৫০/৬০ টাকা পায়। বড় ভাই থাকা সত্বেও কেউ ওর খোঁজ নেয় না।
(ফাইল নং-২৪)।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১

বাংলাদেশের সংবিধানে শিশু অধিকার ঃ সংশ্লিষ্ট ধারা সমূহ ঃ

অনুচ্ছেদ ১৪। কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তি ঃ রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতী মানুষকে, কৃষক ও শ্রমিককে এবং জণগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তিদান করা।

অনুচ্ছেদ ১৫। মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা ঃ রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদনশক্তির ক্রমবৃদ্ধিসাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতিসাধন, যাহাতে নাগরিকদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অর্জন নিশ্চিত করা যায় ঃ

ক) অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা;

খ) কর্মের অধিকার, অর্থাৎ কর্মের গুণ ও পরিমাণ বিবেচনা করিয়া যুক্তিসঙ্গত মজুরির বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার অধিকার;

গ) যুক্তিসঙ্গত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকার; এবং

ঘ) সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতৃ-পিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্য লাভের অধিকার।

অনুচ্ছেদ ১৭। অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা ঃ

ক) রাষ্ট্র একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য,

খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছাপ্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য,

গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

অনুচ্ছেদ ১৮। জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা ঃ

(১) জনগণের পুষ্টির স্তর-উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতিসাধনকে রাষ্ট্র অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য বলিয়া গণ্য করিবেন এবং বিশেষত আরোগ্যের প্রয়োজন কিংবা আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট অন্যবিধ প্রয়োজন ব্যতীত মদ্য ও অন্যান্য মাদক পানীয় এবং স্বাস্থ্যহানিকর ভেষজের ব্যবহার নিষিদ্ধকরণের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(২) গণিকাবৃত্তি ও জুয়াখেলা নিরোধের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

Dhaka University Institutional Repository

অনুচ্ছেদ ২৮। ধর্ম প্রভৃতি কারণে বৈষম্য ঃ

(১) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠি, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।

(২) রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরের নারী-পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন।

(৩) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠি, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না।

(৪) নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যেকোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্তি করিবে না।

অনুচ্ছেদ ৩৪। জবরদস্তি শ্রম নিষিদ্ধকরণ ঃ

(১) সকল প্রকার জবরদস্তি শ্রম নিষিদ্ধ এবং এই বিধান কোনভাবে লংঘিত হইলে তাহা আইনত দন্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই সেই সকল বাধ্যতামূলক শ্রমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, যেখানে-

ক) ফৌজদারী অপরাধের জন্য ব্যক্তি আইনত দন্ডভোগ করিতেছে; অথবা

খ) জনগণের উদ্দেশ্যে সাধনকল্পে আইনের দ্বারা তাহা আবশ্যক হইতেছে।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-২

জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ

প্রস্তাবনা এই সনদে শরীক রাষ্ট্রসমূহ

জাতিসংঘ ঘোষণায় বর্ণিত নীতিমালা অনুসারে স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার ও বিশ্বশান্তির ভিত্তি হচ্ছে মানব জাতির প্রতিটি সদস্যের সহজাত মর্যাদা এবং সমান ও অবিচ্ছেদ্য অধিকারের স্বীকৃতি; একথা বিবেচনায় রেখে-

জাতিসংঘের আওতাভূক্ত সকল দেশ উক্ত ঘোষণায় বর্ণিত মৌলিক মানবাধিকার এবং ব্যক্তি মানুষের মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি তাদের বিশ্বাস পুনর্ব্যক্ত করছে এবং আরও স্বাধীনভাবে সমাজ-প্রগতিকে এগিয়ে নিতে ও জীবনমানের উন্নয়ন সাধনে দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করছে; এই বিষয়টি মনে রেখে-

জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণা ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার নীতিমালায় একথা ঘোষিত ও স্বীকৃত হয়েছে যে, গোত্র, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক কিংবা অন্যান্য মত, জাতীয় অথবা সামাজিক পরিচয়, বিত্ত, জন্মসূত্র কিংবা অন্যবিধ কৌলীন্য নির্বিশেষ কোন প্রকার ভেদাভেদ ব্যতিরেকে প্রতিটি মানুষ উক্ত ঘোষণায় বর্ণিত সকল অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করবে; এই বিষয় মেনে নিয়ে-

বিশেষ তত্ত্বাবধান ও সহায়তা শিশুদের প্রাপ্য, মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণায় বর্ণিত জাতিসংঘের এই উচ্চারণকে স্মরণে রেখে-

পরিবার যেহেতু সমাজের প্রাথমিক সংগঠন এবং এর সকল সদস্য বিশেষ করে শিশুদের বিকাশ ও কল্যাণের স্বাভাবিক পরিবেশ, সেহেতু তাকে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা এবং সহায়তা দিতে হবে যাতে সমাজ অভ্যন্তরে সে তার দায়িত্বসমূহ পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারে; এ ব্যাপারে আস্থাশীল হয়ে-

শিশুর ব্যক্তিত্বের পূর্ণ ও সুষম বিকাশের স্বার্থে আনন্দ, ভালবাসা ও সমঝোতাপূর্ণ পারিবারিক পরিবেশে তাকে বেড়ে উঠতে দিতে হবে; একথা অনুধাবন করে-

সমাজে স্বকীয় জীবনযাপনের জন্যে শিশুকে পুরোপুরি প্রস্তুত করে তুলতে হবে এবং জাতিসংঘ ঘোষণায় বর্ণিত আদর্শসমূহের আলোকে বিশেষকরে শান্তি, মর্যাদা, সহনশীলতা,স্বাধীনতা, সমতা ও সংহতির চেতনায় তাকে গড়তে হবে; এ বিষয়টি চিন্তায় রেখে-

শিশু অধিকার সম্পর্কে ১৯২৪ সালের জেনেভা ঘোষণা ও ১৯৫৯ সালের ২০ নভেম্বর সাধারণ পরিষদে গৃহীত শিশু অধিকার ঘোষণায় শিশুদের প্রতি বিশেষ যত্নের কথা বর্ণিত হয়েছে; এবং সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণায়, নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক নীতিমালায় (বিশেষকরে ২৩ ও ২৪ অনুচ্ছেদ), অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক নীতিমালায় (বিশেষকরে ১০ অনুচ্ছেদ) এবং শিশু কল্যাণের কাজে নিয়োজিত বিশেষ সংস্থাসমূহ ও অপরাপর আন্তর্জাতিক সংগঠনসমূহের বিধিবিধান ও প্রাসঙ্গিক দলিলপত্রে তা স্বীকৃত রয়েছে, এটা মনে রেখে-

Dhaka University Institutional Repository

"শিশুর শারীরিক ও মানসিক অপরিপক্কতায় কারণে তার জন্মের আগে থেকে এবং পরেও তার জন্যে চাই যথাযথ বৈধ রক্ষাব্যবস্থাসহ বিশেষ নিরাপত্তা ও যত্ন" - শিশু অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণায় ব্যক্ত এই কথা চিন্তায় রেখে-

জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে পালক প্রদান ও দত্তক গ্রহণের প্রসংগ বিশেষভাবে উল্লেখসহ শিশুদের সুরক্ষা ও কল্যাণ সম্পর্কিত সামাজিক ও আইনগত নীতিমালা সংক্রান্ত ঘোষণা; শিশু সংক্রান্ত বিচারকার্য পরিচালনার জন্যে জাতিসংঘের আদর্শ ন্যূনতম বিধিমালা (বেইজিং রুলস); এবং জরুরী অবস্থা ও সশস্ত্র সংঘাতকালীন মহিলা ও শিশুর নিরাপত্তা সংক্রান্ত ঘোষণার শর্তাবলী স্মরণে রেখে-

বিশ্বের সকল দেশেই এমন শিশু রয়েছে যারা বিশেষ দুর্দশাগ্রস্ত পরিস্থিতিতে বাস করছে, সেই সব শিশুর জন্যে বিশেষ মনোযোগ প্রয়োজন; একথা উপলব্ধি করে- শিশুর সুরক্ষা ও তাদের সুষম বিকাশের স্বার্থে প্রতিটি জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের গুরুত্বের কথা যথাযথ বিবেচনায় নিয়ে-

প্রতিটি দেশে, বিশেষকরে উন্নয়নশীল দেশসমূহে শিশুদের জীবনমান উন্নয়নে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার গুরুত্ব অনুধাবন করে-

নিম্নোক্ত বিষয়াবলীতে ঐক্যমত ঘোষনা করছেঃ

পরিচ্ছেদ-১

ধারা-১

এই সনদে শিশু বলতে বোঝাবে ১৮ বছরের কম বয়সী প্রতিটি মানব সন্তান, যদি না শিশুদের জন্যে প্রযোজ্য আইনের আওতায় আরো কম বয়সে সাবালকত্ব নির্ধারিত হয়ে থাকে।

ধারা - ২

(১) শরীক রাষ্ট্রসমূহ তাদের নিজ নিজ আওতাধীন প্রতিটি শিশুর জন্যে এই সনদে নির্ধারিত অধিকার সমূহের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবে এবং এগুলির নিশ্চয়তা বিধান করবে। এ ব্যাপারে শিশু অথবা তার পিতামাতা কিংবা আইনসম্মত অভিভাবকের ক্ষেত্রে গোত্র, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক ও অন্যান্য মত, জাতীয়-গোষ্ঠীগত-সামাজিক পরিচয়, বিত্ত, অসামর্থ্য, জন্মসূত্র কিংবা অন্যবিধ কৌলীন্য, নির্বিশেষে কোন ধরনের বৈষম্য করা হবে না।

(২) পিতামাতা, আইনসম্মত অভিভাবক কিংবা পরিবারের সদস্যদের সামাজিক অবস্থান, কার্যকলাপ, ব্যক্ত মতামত কিংবা বিশ্বাসের কারণে যে কোন ধরনের বৈষম্য অথবা শাস্তি থেকে শিশুরা নিরাপদ থাকবে; এই বিষয়টি নিশ্চিত করতে শরীক রাষ্ট্রসমূহ যথাযথ কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ধারা-৩

(১) সমাজকল্যাণমূলক সরকারী কিংবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, আইন-আদালত, প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ কিংবা আইন সভা-যেই হোক না কেন, শিশু-সংক্রান্ত তাদের যে কোন কার্যক্রমের প্রধান বিবেচ্য হবে শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ।

Dhaka University Institutional Repository

(২) শিশুর পিতামাতা, আইনসম্মত অভিভাবক কিংবা আইনতঃ দায়িত্ব বর্তায় এমন কোন ব্যক্তির অধিকার ও কর্তব্য বিবেচনায় রেখে শিশুর কল্যাণার্থে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ও যত্ন নিশ্চিত করতে শরীক রাষ্ট্রসমূহ যথাযথ আইনগত ও প্রাশাসনিক পদক্ষেপ নেবে।

(৩) শিশুদের পরিচর্যা অথবা নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান এবং সেবা ও সুবিধা প্রদানকারী সংস্থাসমূহ যাতে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত মান-বিশেষকরে নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের সংখ্যা ও তাদের উপযুক্ততাএবং সেই সাথে দক্ষ তদারকির মত ক্ষেত্রে-বজায় রাখে, শরীক রাষ্ট্রসমূহ তা নিশ্চিত করবে।

ধারা-৪

এই সনদে স্বীকৃত অধিকারসমূহ বাস্তবায়নে শরীক রাষ্ট্রসমূহ প্রয়োজনীয় আইনগত, প্রশাসনিক ও অপরাপর সকল ব্যবস্থা নেবে। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারসমূহের ক্ষেত্রে শরীক রাষ্ট্রগুলো প্রাপ্ত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার এবং প্রয়োজনবোধ আন্তর্জাতিক সহযোগিতা কাঠামোর মধ্যে উপরোক্ত পদক্ষেপগুলো নেবে।

ধারা-৫

এই সনদে স্বীকৃত শিশুর অধিকার চর্চার ক্ষেত্রে শিশুর বিকাশযোগ্যতার সাথে সংগতিপূর্ণ যথাযথ নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদানের প্রশ্নে পিতামাতা বা স্থানীয় রীতি অনুযায়ী সম্প্রসারিত পরিবার বা সমাজ-সদস্য, আইনসম্মত অন্য কোন ব্যক্তির দায়িত্ব, অধিকার এবং কর্তব্যের প্রতি শরীক রাষ্ট্রসমূহ সম্মান দেখাবে।

ধারা-৬

(১) শরীক রাষ্ট্রসমূহ স্বীকার করে যে, প্রতিটি শিশুর বেঁচে থাকার সহজাত অধিকার রয়েছে।

(২) শরীক রাষ্ট্রসমূহ শিশুদের বেঁচে থাকা এবং বিকাশের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সর্বাধিক নিশ্চয়তা বিধান করবে।

ধারা-৭

(১) জন্মে অব্যবহিত পরেই শিশুকে নিবন্ধিকরণ করতে হবে এবং জন্ম থেকেই তার নামকরণ লাভের, একটি জাতীয়তা অর্জনের এবং যতটা সম্ভব, পিতামাতার পরিচয় জানবার ও তাদের হাতে প্রতিপালিত হওয়ার অধিকার থাকবে।

(২) শরীক রাষ্ট্রসমূহ তাদের জাতীয় আইন অনুসারে এই অধিকারসমূহের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে এবং এই ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক দলিলসমূহের বাধ্যবাধকতা মেনে চলবে, বিশেষকরে সে সব ক্ষেত্রে যেখানে এর অন্যথা হলে শিশু রাষ্ট্রহীন হয়ে পড়ে।

ধারা-৮

(১) জাতীয়তা, নাম এবং পারিবারিক সম্পর্কসহ আইনসম্মত পরিচিতি সংরক্ষণে শিশুর অধিকারের প্রশ্নে শরীক রাষ্ট্রসমূহ সম্মান দেখাবে, যেখানে কোন বেআইনী হস্তক্ষেপ চলবে না।

(২) কোথাও কোন শিশু যদি তার নিজস্ব পরিচয়ের কতিপয় বা সবগুলো দিক থেকে বেআইনীভাবে বঞ্চিত হয় তাহলে শরীক রাষ্ট্রসমূহ যত দ্রুত সম্ভব সেই পরিচয় পুনঃ প্রতিষ্ঠায় যথাযথ সহায়তা প্রদান ও সুরক্ষার ব্যবস্থা করবে।

Dhaka University Institutional Repository

ধারা-৯

(১) শরীক রাষ্ট্রসমূহ কোন শিশুকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার পিতামাতার কাছ থেকে আলাদা না করার নিশ্চয়তা বিধান করবে, তবে কোন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ যদি প্রযোজ্য আইন ও বিধিবিধান অনুসারে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা সাপেক্ষে নির্ধারণ করে যে শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থে এ ধরনের বিচ্ছিন্নতা প্রয়োজন, কেবল সে ক্ষেত্রেই এর ব্যতিক্রম হবে। এ ধরনের সিদ্ধান্তের প্রয়োজন হতে পারে নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে যেমন, সন্তানের প্রতি পিতামাতার উৎপীড়ন বা অবহেলা কিংবা পিতা ও মাতা আলাদা বাস করছে এবং সন্তান কোথায় বাস করবে তা নির্ধারণ যে ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যকীয়।

(২) এই ধারার অনুচ্ছেদ-১ অনুযায়ী কোন মোকদ্দমা হলে তাতে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে উপস্থিত থাকার এবং তাদের মতামত জ্ঞাপন করার সুযোগ দিতে হবে।

(৩) পিতামাতার যে কোন একজনের অথবা উভয়ের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন শিশুর পিতামাতা উভয়ের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক বজায় রাখার এবং নিয়মিত সরাসরি যোগাযোগ রাখার অধিকারের প্রতি শরীক রাষ্ট্রসমূহ সম্মান দেখাবে, অবশ্য যদি তা শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থের পরিপন্থী না হয়।

(৪) শরীক রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত কোন কার্যব্যবস্থা, যেমন পিতামাতার যে কেউ অথবা দু'জনকে কিংবা শিশুকে আটক, কারাদন্ড, নির্বাসন, স্বদেশ থেকে বিতাড়ন অথবা মৃত্যু (রাষ্ট্রকর্তৃক আটক ব্যক্তির যে কোন কারণে মৃত্যুসহ) ইত্যাকার কারণে যদি এ ধরনের বিচ্ছিন্নতা ঘটে তাহলে পিতামাতা, শিশু কিংবা যথোপযুক্ত ক্ষেত্রে পরিবারের অন্য সদস্যকে অনুরোধের ভিত্তিতে পরিবারের অনুপস্থিত সদস্য সম্পর্কে শরীক রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় তথ্যাদি জ্ঞাপন করবে, অবশ্য যদি সে তথ্যের বিষয়বস্তু শিশুর কল্যাণের জন্যে ক্ষতিকর না হয়। শরীক রাষ্ট্রসমূহ এটাও নিশ্চিত করবে যে, এই ধরনের অনুরোধ পেশ করাটা যেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য কোন বিরূপ ফল ভোগের কারণ হয়ে না দাঁড়ায়।

ধারা-১০

(১) কোন শিশু বা তার পিতামাতা পারিবারিক পুনর্মিলনের উদ্দেশ্যে কোন একটি শরীক রাষ্ট্রে প্রবেশ বা রাষ্ট্র ত্যাগের দরখাস্ত করলে নবম ধারার অনুচ্ছেদ-১ এর ভিত্তিতে শরীক রাষ্ট্র সমূহের বাধ্যবাধকতা মোতাবেক শরীক রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক তা ইতিবাচক, মানবিক ও ত্বরিৎ পন্থায় বিবেচিত হতে হবে। শরীক রাষ্ট্রসমূহ আরো নিশ্চয়তা বিধান করবে যে, এ ধরনের আবেদন আবেদনকারী এবং তার পরিবারের সদ্যদের জন্যে কোন বিরূপ ফল বয়ে আনবে না।

(২) কোন শিশুর পিতামাতা পৃথক রাষ্ট্রে বাস করলে ঐ শিশুর, বিশেষ কিছু ক্ষেত্র ছাড়া, উভয়ের সাথে নিয়মিত ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও সরাসরি যোগাযোগ রাখার অধিকার থাকবে। সেই উদ্দেশ্যে এবং নবম ধারার প্রথম অনুচ্ছেদে বর্ণিত কর্তব্য অনুসারে শিশু কিংবা তা র পিতামাত নিজেদের দেশহস যে কোন দেশ ত্যাগ করার এবং নিজেদের দেশে প্রবেশ করার অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে শরীক রাষ্ট্রসমূহ। কোন দেশ ত্যাগের এই অধিকার শুধুমাত্র এমন কিছু বিধিনিষেধ দ্বারা রহিত করা যাবে যেগুলো আইন দ্বারা বিধিবদ্ধ এবং যেগুলো জাতীয় নিরাপত্তা, জনশৃংখলা, জনস্বাস্থ্য

Dhaka University Institutional Repository

(৩) কিংবা নৈতিকতা কিংবা অন্যের অধিকার ও স্বাধীনতা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় এবং সনদে স্বীকৃত অন্যান্য অধিকারের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

ধারা-১১

(১) শরীক রাষ্ট্রসমূহ শিশুদের অবৈধভাবে বিদেশে পাচার এবং দেশে ফেরতে না দেয়া প্রতিহত করতে ব্যবস্থা নেবে।

(২) এ উদ্দেশ্যে শরীক রাষ্ট্রসমূহ দ্বিপক্ষীয় বা বহুপক্ষীয় চুক্তি সম্পাদনে উদ্যোগী হবে অথবা বিদ্যমান চুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করবে।

ধারা-১২

(১) নিজস্ব ধারণা বা মত গঠনে সক্ষম শিশু তার নিজের সকল বিষয়ে অবাধে মতামত প্রকাশের অধিকারী। সেই অধিকার যাতে রক্ষিত হয় এবং শিশুর বয়স ও পরিপক্কতা অনুযায়ী তার সেইসব মতামতকে যাতে যথাযথ গুরুত্ব দেয়া হয় শরীক রাষ্ট্রসমূহ তার নিশ্চয়তা দেবে।

(২) এই উদ্দেশ্যে শিশুকে সুনির্দিষ্টভাবে এই সুযোগ দিতে হবে যাতে শিশুর স্বার্থে সংশ্লিষ্ট বিচার বিভাগীয় বা প্রশাসনিক মোকাদ্দমার ক্ষেত্রে শিশু সরাসরি অথবা কোন প্রতিনিধি কিংবা কোন উপযুক্ত সংস্থার মাধ্যমে জাতীয় আইনের বিধিবদ্ধ ধারার সঙ্গে সংগতি রেখে তারা কথা বলতে পারে।

ধারা-১৩

(১) শিশুর স্বাধীনভাবে ভাব প্রকাশের অধিকার থাকবে। এই অধিকারের মধ্যে রয়েছে সীমান্ত নির্বিশেষে সব ধরনের তথ্য ও ধ্যান-ধারণা জানতে চাওয়া, গ্রহণ করা এবং অবহিত করার স্বাধীনতা। এটি মৌখিকভাবে, লিখিত মুদ্রিত কিংবা চারুশিল্পের আকারে অথবা শিশুর পছন্দই অন্য কোন পন্থায় হতে পারে।

(২) এই অধিকার চর্চার ক্ষেত্রে কতিপয় বিধিনিষেধ আরোপ করা যেতে পারে, তবে তা হবে আইন দ্বারা নির্ধারিত এবং নিম্নোক্ত প্রয়োজনেঃ

(ক) অন্যের অধিকার ও সুনামের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যে; কিংবা

(খ) জাতীয় নিরাপত্তা অথবা জনশৃংখলা, জনস্বাস্থ্য বা নৈতিকতা সুরক্ষার জন্যে।

ধারা-১৪

(১) শরীক রাষ্ট্রসমূহ শিশু চিন্তা, বিবেক ও ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারের প্রতি সম্মান দেখাবে।

(২) শরীক রাষ্ট্রসমূহ শিশুর বিকাশযোগ্যতার সাথে সঙ্গতি রেখে তার অধিকার চর্চার নির্দেশনা দেয়ার ব্যাপারে পিতামাতা এবং প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে আইনসম্মত অভিভাবকের অধিকার ও কর্তব্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে।

(৩) কারো ধর্ম বা মিশ্বাস সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে কেবলমাত্র সেইসব সীমাবদ্ধতা আরোপ করা যাবে যা আইনে উল্লেখিত রয়েছে এবং নিরাপত্তা, শৃংখলা, স্বাস্থ্য অথবা নৈতিকতা কিংবা অন্যদের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্যে প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

ধারা-১৫

(১) শরীক রাষ্ট্রসমূহ শিশুদের সংঘবদ্ধ হবার এবং শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকারকে স্বীকার করে।

(২) এই অধিকার চর্চার উপর আইনানুসারে প্রযোজ্য বিধিনিষেধ ছাড়া এবং একটি গণতান্ত্রিক সমাজে জাতীয় কিংবা জননিরাপত্তা, শৃংখলা, স্বাস্থ্য, নৈতিকতা এবং অপরের অধিকার ও স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় নিষেধাজ্ঞা ছাড়া অন্য কোন বিধিনিষেধ আরোপ করা যাবে না।

ধারা-১৬

(১) কোন শিশুর নিজস্ব গোপনীয়তা, পরিবার, আবাস কিংবা পত্র যোগাযোগের উপর স্বেচ্ছাচারী অথবা বেআইনী হস্তক্ষেপ কিংবা তার মর্যাদা ও সুনামের উপর বেআইনী আক্রমণ করা যাবে না।

(২) এই ধরনের কোন হস্তক্ষেপ কিংবা আক্রমণের বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় নেয়ার অধিকার শিশুর রয়েছে।

ধারা-১৭

শরীক রাষ্ট্রসমূহ গণমাধ্যমের দ্বারা সাধিত কর্মকান্ডের গুরুত্বের স্বীকৃতি দেয় এবং তারা শিশুর জন্যে বিভিন্নমুখী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সূত্র থেকে তথ্য ও বিষয়বস্তু প্রাপ্তির সুবিধা নিশ্চিত করবে, বিশেষকরে যেসব তথ্য ও বিষয়বস্তু শিশুর সামাজিক, আত্মিক ও নৈতিক কল্যাণ এবং শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের বিকাশ সাধনের জন্য প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে শরীক রাষ্ট্রসমূহঃ

ক) শিশুর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে উপকারী এবং ২৯ ধারায় ব্যক্ত দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্য এবং বিষয়বস্তু প্রচারে গণমাধ্যমকে উৎসাহিত করবে;

খ) বিভিন্নমুখী সাংস্কৃতিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সূত্র থেকে এ ধরনের তথ্য ও বিষয়বস্তু প্রস্তুত, বিনিময় এবং প্রচারের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতাকে উৎসাহিত করবে;

গ) শিশুগ্রন্থ প্রণয়ণ ও প্রচারে উৎসাহ যোগাবে;

ঘ) সংখ্যালঘু গোষ্ঠিভুক্ত বা আদিবাসী শিশুদের ভাষাগত চাহিদার প্রতি বিশেষভাবে সম্মান দেখাবার ব্যাপারে গণমাধ্যমকে উৎসাহ দেবে;

ঙ) ১৩ এবং ১৮ ধারায় বর্ণিত বিষয় মনে রেখে শিশুর কল্যাণের জন্যে ক্ষতিকারক তথ্য ও বিষয়বস্তু থেকে তার সুরক্ষায় যথাযথ দিকনির্দেশনা প্রণয়নকে উৎসাহিত করবে।

ধারা-১৮

(১) শিশুর প্রতিপালন, শিক্ষাদান ও বিকাশের ব্যাপারে পিতামাতা উভয়ের অভিন্ন দায়িত্ব রয়েছে-এই নীতির স্বীকৃতি নিশ্চিত করতে শরীক রাষ্ট্রসমূহ সর্বাত্মক প্রয়াসী হবে। শিশুকে লালন-পালন, শিক্ষাদান ও গড়ে তোলার প্রাথমিক দায়িত্ব হচ্ছে পিতামাতা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আইনসম্মত অভিভাবকের। শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থেই হবে তাদের মূল চিন্তা।

Dhaka University Institutional Repository

(২) শরীক রাষ্ট্রসমূহ এই সনদে স্থিরকৃত অধিকারসমূহ নিশ্চিত এবং জোরদার করার উদ্দেশ্যে পিতামাতা ও আইনসম্মত অভিভাবককে তাদের শিশুর লালন-পালনে যথাযথ সহায়তা দেবে এবং শিশু-পরিচর্যার প্রতিষ্ঠান, সুযোগসুবিধা ও সেবা মাধ্যম সমূহের বিকাশ নিশ্চিত করবে।

(৩) শরীক রাষ্ট্রসমূহ কর্মজীবী পিতামাতার সন্তানদের প্রাপ্তিযোগ্যতা অনুসারে শিশু-পরিচর্যা কার্যক্রম ও সুবিধাদি থেকে উপকৃত হওয়ার অধিকার নিশ্চিত করতে যথাযথ ব্যবস্থাদি নেবে।

ধারা-১৯

(১) শরীক রাষ্ট্রসমূহ পিতামাতা, আইনানুগ অভিভাবক অথবা শিশু-পরিচর্যায় নিয়োজিত অন্য কোন ব্যক্তির তত্বাবধানে থাকাকালীন শিশুকে আঘাত অথবা অত্যাচার, অবহেলা অথবা অমনোযোগী আচরণ, দুর্ব্যবহার অথবা শোষন এবং যৌন অত্যাচারসহ সকল ধরনের শারীক ও মানসিক হিংস্রতা থেকে সুরক্ষার জন্য যথোপযুক্ত আইনানুগ, প্রশাসনিক, সামাজিক এবং শিক্ষাগত সকল ব্যবস্থা নেবে।

(২) এ ধরনের সুরক্ষ ব্যবস্থার মধ্যে যথার্থ ব্যবস্থা হিসাবে শিশু এবং শিশু-পরিচর্যায় নিয়োজিতদের জন্যে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেয়ার প্রশ্নে সামাজিক কর্মসূচী প্রবর্তন, সেই সাথে প্রতিরোধের অন্য ব্যবস্থাদির জন্যে কার্যকর পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত হতে পারে এবং উল্লেখিত শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে সে ক্ষেত্রে সনাক্তকরণ এবং প্রয়োজন বোধে বিচার বিভাগীয় হস্তক্ষেপের ব্যবস্থা নিতে হবে।

ধারা-২০

(১) যে শিশু স্থায়ী কিংবা অস্থায়ী ভিত্তিতে তার পারিবারিক পরিবেশ থেকে বঞ্চিত অথবা যে শিশুকে তার সর্বোত্তম স্বার্থে ঐ পরিবেশে থাকতে দেয়া যাবেনা, সেই শিশু রাষ্ট্রকর্তৃক প্রদত্ত বিশেষ সুরক্ষা ও সহায়তার অধিকারী।

(২) শরীক রাষ্ট্রসমূহ তাদের জাতীয় আইনানুসারে এ ধরনের শিশুর জন্যে বিকল্প তত্বাবধান নিশ্চিত করবে।

(৩) ঐ ধরনের পরিচর্যার অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হতে পারে, পালিত সন্তান হিসাবে অর্পণ, ইসলামী আইনের কাফালা, দত্তক প্রদান কিংবা প্রয়োজনবোধে কোন উপযুক্ত সংস্থার কাছে শিশুকে লালন-পালন করতে দেয়া। এ ক্ষেত্রে সমাধানের কথা ভাবার সময় শিশুর প্রতিপালন অব্যাহত রাখার বাঞ্চনীয়তা এবং শিশুর জাতিগোষ্ঠী, ধর্ম, সংস্কৃতি ও ভাষাগত পটভূমির প্রতি যথাযথ সম্মান দিতে হবে।

ধারা-২১

দত্তক পদ্ধতির স্বীকৃতিদান এবং কিংবা অনমোদনকারী শরীক রাষ্ট্রসমূহ এটা নিশ্চিত করবে যে, শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থেই হবে এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বিবেচনা এবং তারাঃ

(ক) এটা নিশ্চিত করবে যে, কোন শিশুকে দত্তক গ্রহণের বিষয়টি শুধুমাত্র উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা নির্ধারিত হবে। ঐ কর্তৃপক্ষ প্রযোজ্য আইন ও কার্যপ্রণালী অনুসারে এবং সকল প্রাসঙ্গিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন যে, পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন ও আইনসম্মত অভিভাবকদের

Dhaka University Institutional Repository

দিকে থেকে শিশুর অবস্থান অনুযায়ী দত্তক অনুমোদনযোগ্য এবং আবশ্যক বিবেচনা করলে এ ব্যাপারেও নিশ্চিত হতে হবে যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ প্রয়োজনীয় পরামর্শের ভিত্তিতেই দত্তকের ব্যাপারে সুস্পষ্ট সম্মতি দিয়েছেন;

(খ) এটা অনুমোদন করবে যে, যদি শিশুকে পালক বা দত্তক হিসাবে কোন পরিবারে স্থান করে দেয়া না যা কিংবা শিশুর নিজস্ব দেশে যদি উপযোগী কোন পন্থায় প্রতিপালনের ব্যবস্থা না করা যায় তাহলে তার পরিচর্যার বিবেচিত হতে পারে;

(গ) এই বিষয় নিশ্চিত করবে যে, আন্তঃদেশীয় দত্তকের ক্ষেত্রে শিশুর জন্যে এমন রক্ষাব্যবস্থা ও মান বজায় রাখতে হবে যা জাতীয় পর্যায়ের দত্তকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য রক্ষাব্যবস্থা ও মানের অনুরূপ;

(ঘ) আন্তঃদেশীয় দত্তকের ক্ষেত্রে শিশুকে প্রদান যাতে সংশ্লিষ্টদের অবৈধ আর্থিক সুবিধা প্রাপ্তির নিমিত্ত না হয় তা নিশ্চিত করতে উপযুক্ত সকল পদক্ষেপ নেবে;

(ঙ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত লক্ষ্যসমূহকে কার্যকর করতে দ্বিপক্ষীয় বা বহুপাক্ষিক সমঝোতা বা চুক্তি সম্পন্ন করবে, এবং এই কাঠামোর মধ্যে এ কথা নিশ্চিত করতে উদ্যোগী হবে যে, অপর দেশে শিশুর স্থানান্তরের বিষয়টি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কিংবা সংস্থার দ্বারা পরিচালিত হবে।

ধারা-২২

(১) শরীক রাষ্ট্রসমূহ এ বিষয় নিশ্চিত করতে যথাযথ কার্যব্যবস্থা নেবে যে, প্রযোজ্য আন্তর্জাতিক কিংবা দেশীয় আইন ও কার্যপদ্ধতি অনুসারে কোন শিশু যদি শরণার্থীর অবস্থান প্রার্থনা করে কিংবা শরণার্থী বিবেচিত হয়, তার সাথে পিতামাতা বা অন্য কোন লোক থাকুক বা না থাকুক, ঐ শিশু এই সনদ এবং সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র সামিল রয়েছে এমন অন্যান্য আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কিংবা জনহিতকর দলিলে বর্ণিত অধিকারসমূহ ভোগের ক্ষেত্রে উপযুক্ত সুরক্ষা ও মানবিক সহায়তা পাবে।

(২) ঐ ধরনের শিশুর সুরক্ষা ও সহায়তা এবং কোন শরণার্থী শিশুর পরিবারের সাথে পুনর্মিলনের জন্যে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহার্থে তার পিতামাতা কিংবা পরিবারের অন্য সদস্যদের খোঁজ পেতে জাতিসংঘের যে কোন প্রয়াস এবং জাতিসংঘকে সহযোগিতাকারী অন্যান্য উপযুক্ত আন্তঃসরকারী সংস্থা বা বেসরকারী সংস্থাকে শরীক রাষ্ট্রসমূহ তাদের বিবেচনা অনুযায়ী যথাযথ সহযোগীতা প্রদান করবে। যে বিবেচনা অনুযায়ী যথাযথ সহযোগীতা প্রদান করবে। যে ক্ষেত্রে পিতামাতা কিংবা পরিবারের অপর সদস্যদের সন্ধান পাওয়া যাচেছ না, সেক্ষেত্রে শিশুর জন্যে এরূপ সুরক্ষার ব্যবস্থা করা হবে যা যে কোন কারণে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে পারিবারিক পরিবেশ বঞ্চিত অন্য শিশুদের জন্যে এই সনদে নির্ধারিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ধারা-২৩

(১) শরীক রাষ্ট্রসমূহ স্বীকার যে, মানসিক অথবা শারীরিকভাবে পঙ্গু শিশু এমন পরিবেশে পরিপূর্ণ ও সুন্দর জীবনযাপন করবে যেখানে মর্যাদার নিশ্চয়তা থাকবে, আত্মনির্ভরতা বাড়বে এবং সমাজে শিশুর সক্রিয় অংশগ্রহণের পথ সুগম হবে।

(২) শরীক রাষ্ট্রসমূহ পঙ্গু শিশুর বিশেষ যত্ন লাভের অধিকারকে স্বীকার করে এবং প্রাপ্ত সম্পদ অনুযায়ী, পঙ্গু বলে গ্রহণযোগ্য শিশু ও তার পরিচর্যার দায়িত্বে নিয়োজিতদেরকে, আবেদনের ভিত্তিতে শিশুর পরিচর্যাকারী অন্যান্যদের পারিপার্শ্বিকতা অনুযায়ী যথোপযুক্ত সহায়তা প্রদানকে উৎসাহিত ও নিশ্চিত করবে।

(৩) পঙ্গু শিশুর বিশেষ প্রয়োজনের কথা স্বীকার করে এই ধারার অনুচ্ছেদ-২ মোতাবেক সহায়তা বিনামূল্যে প্রদান করতে হবে এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে পিতামাতা অথবা শিশুর পরিচর্যাকারী অন্যদের আর্থিক সংগতির বিষয়টি বিবেচনায় নিতে হবে এবং সহায়তা এমনভাবে প্রদান করতে হবে যাতে পঙ্গু শিশুর শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য পরিচর্যা ব্যবস্থা, পুর্বাসন পরিসেবা, কর্মসংস্থানের প্রস্তুতি এবং বিনোদন লাভের ক্ষেত্রে কার্যকর সুযোগ থাকে এবং তা এমনভাবে লাভ করতে পারে যাতে শিশুর সাংস্কৃতিক এবং আত্মিক বিকাশসহ ব্যক্তিগত উন্নয়ন এবং তার সম্ভাব্য পুরোপরি সমাজ সমন্বয় অর্জিত হয়।

(৪) শরীক রাষ্ট্রসমূহ আন্তর্জাতিক সহযোগিতার চেতনায় প্রতিষেধক স্বাস্থ্য পরিচর্যা এবং পঙ্গু শিশুদের শারীরিক, মানসিক ও ক্রিয়ামুলক চিকিৎসাক্ষেত্রে যথাযথ তথ্যের বিনিময়কে উৎসাহিত করবে। এই তথ্য বিনিময়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে পুনর্বাসন, শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক সেবার পদ্ধতি সংক্রান্ত তথ্য প্রচার এবং সংগ্রহ। এর লক্ষ্য হবে এই সব বিষয়ে শরীক রাষ্ট্রসমূহের যোগ্যতা ও দক্ষতার উন্নয়ন এবং তাদের অভিজ্ঞতা সম্প্রসারণ। এ প্রসঙ্গে উন্নয়নশীল দেশসমূহের প্রয়োজনের কথা বিশেষ বিবেচনায় থাকবে।

ধারা-২৪

(১) শরীক রাষ্ট্রসমূহ শিশুর সর্বোচ্চ অর্জনযোগ্য মানের স্বাস্থ্য লাভ এবং ব্যাধির চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের সুবিধা ভোগের অধিকারকে স্বীকার করে। এ ধরনের স্বাস্থ্য পরিচর্যা সেবা প্রাপ্তির অধিকার থেকে কোন শিশু যাতে বঞ্চিত না হয়, শরীক রাষ্ট্রসমূহ তা নিশ্চিত করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নেবেঃ

ক) নবজাত ও শিশুমৃত্যু হ্রাস করতে;

খ) প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার উন্নয়নের উপর গুরুত্ব প্রদানসহ সকল শিশুর জন্যে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সহায়তা ও স্বাস্থ্য পরিচর্যা প্রদানের ব্যবস্থাদি নিশ্চিত করতে;

গ) প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা কাঠামোর আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, সহজলভ্য প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে এবং পরিবেশগত দুষণের বিপদ ও ঝুকির কথা বিবেচনায় রেখে পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাদ্য ও পরিস্কার খাবার পানির ব্যবস্থাসহ ব্যাধি ও অপুষ্টির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে;

ঘ) মায়েদের জন্যে গর্ভকালীন এবং সন্তান প্রসবের পরবর্তী উপযুক্ত স্বাস্থ্য পরিচর্যা নিশ্চিত করতে;

Dhaka University Institutional Repository

ঙ) শিশু-স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, মায়ের দুধ পানের সুফল, স্বাস্থ্য ও পরিবেশসম্মত পয়ঃনিস্কাশন এবং দুর্ঘটনা নিরোধ সংক্রান্ত প্রাথমিক জ্ঞানের ব্যবহার সম্পর্কে সমাজের সকল অংশ, বিশেষকরে পিতামাতা ও শিশুদের অবহিত, শিক্ষা প্রাপ্ত ও সহায়তা লাভ নিশ্চিত করতে;

চ) প্রতিষেধক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পিতামাতার করণীয় সম্পর্কে নির্দেশনা এবং পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত শিক্ষা ও সেবা উন্নত করতে।

(৩) শরীক রাষ্ট্রসমূহ শিশুর স্বাস্থ্যের জন্যে অনিষ্টকর চিরাচরিত সংস্কারসমূহ বিলোপ করার লক্ষ্যে সকল কার্যকর ও উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে।

(৪) শরীক রাষ্ট্রসমূহ এই ধারায় স্বীকৃত অধিকার ক্রমোন্নয়নের ভিত্তিতে পূর্ণ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক সহযোগীতাকে জোরদার ও উৎসাহিত করতে প্রয়াসী হবে। এ প্রসঙ্গে উন্নয়শীল দেশের প্রয়োজনের বিষয়টি বিশেষ বিবেচনায় নেয়া হবে।

ধারা-২৫

শরীক রাষ্ট্রসমূহ উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচর্যা, সুরক্ষা অথবা শারীরিক বা মানসিক চিকিৎসায় নিয়োজিত শিশুকে প্রদত্ত চিকিৎসা এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকল পারিপার্শ্বিকতা সময়ে সময়ে পর্যালোচনার প্রশ্নে শিশুর অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়।

ধারা-২৬

(১) শরীক রাষ্ট্রসমূহ প্রতিটি শিশুর সামাজিক বীমাসহ সামাজিক নিরাপত্তা থেকে উপকৃত হবার অধিকারকে স্বীকার করে এবং নিজ নিজ জাতীয় আইনানুসারে এই অধিকারের পরিপূর্ণ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(২) এই সুবিধাদি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মঞ্জুর করার ব্যাপারে বিচার্য বিষয়সমূহ হলো, সম্পদের সংস্থান এবং শিশু ও শিশুর ভরণপোষণের দায়িত্ব নিয়োজিত ব্যক্তিদের অবস্থা। এ ছাড়া, শিশু কিংবা তার পক্ষ থেকে সুবিধাদি প্রাপ্তির জন্যে পেশকৃত দরখাস্তের সাথে সংগতিপূর্ণ অন্য কোন বিবেচনা।

ধারা-২৭

(১) শরীক রাষ্ট্রসমূহ প্রতিটি শিশুর শারীরিক, মানসিক, আত্মিক, নৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত জীবনমানের অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়।

(২) পিতামাতা কিংবা শিশুর দায়িত্বগ্রহণকারী অন্যান্যদের প্রাথমিক দায়িত্ব হচ্ছে, সামর্থ্য ও আর্থিক সংগতি অনুযায়ী শিশুর উন্নয়নের জন্যে উপযোগী জীবনমান নিশ্চিত করা।

(৩) শরীক রাষ্ট্রসমূহ জাতীয় পরিস্থিতি অনুসারে এবং তাদের সামর্থ্যানুযায়ী এই অধিকার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পিতামাতাকে কিংবা শিশুর দায়িত্বে নিয়োজিত অন্যদেরকে সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত উপকরণ সাহায্য এবং সহায়তা কর্মসূচীর ব্যবস্থা করবে, বিশেষকরে পুষ্টি, পোশাক ও গৃহায়নের ক্ষেত্রে।

(৪) শরীক রাষ্ট্রসমূহ দেশের অভ্যন্তরে এবং বাইরে, উভয় ক্ষেত্রে, শিশুর পিতামাতা কিংবা শিশুর অর্থনৈতিক দায়িত্বে নিয়োজিত অন্য ব্যক্তিদের কাছ থেকে শিশুর খোরপোষ আদায় নিশ্চিত করতে যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। বিশেষকরে, যে ক্ষেত্রে শিশুর অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি শিশুর থেকে পৃথক কোন দেশে বসবাস

Dhaka University Institutional Repository

করে, সে ক্ষেত্রে শরীক রাষ্ট্রসমূহ এতদসম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তিতে সামিল হবে কিংবা এ জাতীয় চুক্তি সম্পাদনে উৎসাহ যোগাবে, একই সাথে অন্যান্য উপযোগী ব্যবস্থাদিও গ্রহণ করবে।

ধারা-২৮

(১) শরীক রাষ্ট্রসমূহ শিশুর শিক্ষা লাভের অধিকারকে স্বীকার করে এবং এই অধিকার ক্রমেই বেশী এবং সমান-সুযোগের ভিত্তিতে অর্জনের লক্ষ্যে তারা, বিশেষকরেঃ

ক) সকলের জন্যে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামুলক ও বিনা খরচে লাভের সুযোগ করে দেবে;

খ) সাধারণ ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাসহ মাধ্যমিক শিক্ষাকে বহুমুখী করে গড়ে তোলার বিষয়ে উৎসাহ দেবে এবং প্রতিটি শিশুর জন্যে এই শিক্ষার সুযোগ করে দেয়া এবং বিনা খরচে শিক্ষা লাভ ও প্রয়োজনে আর্থিক সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা প্রবর্তনের মতো উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণে উৎসাহ দেবে;

গ) সকল উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে যোগ্যতার ভিত্তিতে উচ্চ শিক্ষার দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত করবে;

ঘ) শিক্ষাগত ও বৃত্তিমুলক তথ্য এবং দিকনির্দেশনা সকল শিশুর জন্যে লভ্য ও প্রাপ্য করবে;

ঙ) বিদ্যালয়ে নিয়মিত হাজিরাকে উৎসাহিত করতে এবং স্কুল ত্যাগের হার কমাতে পদক্ষেপ নেবে।

(২) শরীক রাষ্ট্রসমূহ বিদ্যালয়ের শৃংখলা বিধানের রীতি যাতে শিশুদের মানবিক মর্যাদা এবং এই সনদের সাথে সংগতিপূর্ণ হয় তা, নিশ্চিত করতে উপযুক্ত সকল ব্যবস্থা নেবে।

(৩) শরীক রাষ্ট্রসমূহ শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত বিষয়সমূহে আন্তর্জাতিক সহযোগীতাকে জোরদার এবং উৎসাহিত করবে, এ ক্ষেত্রে বিশ্বে বিরাজমান অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতা দূরীকরণে সহায়তা দান এবং বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী জ্ঞান ও আধুনিক শিক্ষাদান পদ্ধতি আয়ত্বে আনার পথ সুগম করার দিকে বিশেষ লক্ষ্য থাকবে। এ প্রসংগে উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রয়োজনের ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে।

ধারা-২৯

(১) শরীক রাষ্ট্রসমূহ এ ব্যাপারে সম্মত যে, শিশুদের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে লক্ষ্য থাকবেঃ

ক) শিশুর ব্যক্তিত্ব, মেধা এবং মানসিক ও শারীরিক সামর্থ্যের পরিপূর্ণ বিকাশ;

খ) মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকার এবং জাতিসংঘ ঘোষণায় বর্ণিত নীতিমালার প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ;

গ) শিশুর পিতামাতা, তার নিজস্ব সাংস্কৃতিক সত্তায় ভাষাও মূল্যবোধ, শিশু যে দেশে বাস করে সেখানকার জাতীয় মূল্যবোধ, তার মাতৃভূমি এবং অপরাপর সভ্যতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ;

ঘ) সমঝোতা, শান্তি, সহিষ্ণুতা, নারী-পুরুষের সমানাধিকার এবং সকল মানুষ, নৃগোষ্ঠী, জাতীয় ও ধর্মীয় গোষ্ঠী এবং আদিবাসী লোকজনের মধ্যে মৈত্রীর চেতনার আলোকে একটি মুক্তসমাজে দায়িত্বশীল জীবনের জন্যে শিশুর প্রস্তুতি;

Dhaka University Institutional Repository

ঙ) প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ;

(২) এই ধারা কিংবা ধারা-২৮ এর কোন অংশই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং পরিচালনার ব্যাপারে ব্যক্তি বা সংস্থার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে পারে এমন ভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে না যদি সব সময় এই ধারার অনুচ্ছেদ-১-এ বর্ণিত নীতিমালা অনুসৃত হয় এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রদত্ত শিক্ষা রাষ্ট্র নির্দেশিত নূন্যতম মানের সাথে সংগতিপূর্ণ থাকে।

ধারা-৩০

যেসব দেশে জাতি গোষ্ঠীগত, ধর্মীয় কিংবা ভাষাগত সংখ্যালঘু কিংবা আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোক রয়েছে, সে দেশে ঐ ধরণের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভূক্ত বা আদিবাসী শিশুকে সমাজে তার সম্প্রদায়ের অপরাপর সদস্যের সাথে, তার নিজস্ব সংস্কৃতি ধারণ, নিজস্ব ধর্মের কথা ব্যক্ত করা ও চর্চা করা, কিংবা তার নিজ ভাষা ব্যবহার করার অধিকার ভোগ থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

ধারা-৩১

(১) শরীক রাষ্ট্রসমূহ শিশুর বিশ্রাম ও অবকাশ যাপন, বয়স অনুযায়ী উপযুক্ত খেলাধূলা ও বিনোদনমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ এবং সাংস্কৃতিক জীবন ও সুকুমার শিল্পে অবাধে অংশগ্রহণের অধিকার স্বীকার করে।

(২) শরীক রাষ্ট্রসমূহ সংস্কৃতি ও শিল্প সংক্রান্ত জীবনে শিশুর পরিপূর্ণ অংশগ্রহণের অধিকারকে সম্মান দেবে ও জোরদার করবে এবং সংস্কৃতি, সুকুমার শিল্প, বিনোদন ও অবকাশমূলক কার্যক্রমে যথাযথ ও সমান সুযোগ থাকার ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করবে।

ধারা-৩২

(১) শরীক রাষ্ট্রসমূহ অর্থনৈতিক শোষণ থেকে শিশুর অধিকারকে রক্ষা করবে এবং শিশুকে যাতে বিপদাশংকাপূর্ণ ও শিশুর শিক্ষায় ব্যাঘাত সৃষ্টিকারী কিংবা তার স্বাস্থ্য অথবা শারীরিক, মানসকি, আত্মিক, নৈতিক বা সামাজিক বিকাশের জন্যে ক্ষতিকর কাজ করানো না হয় সে ব্যবস্থা নেবে।

(২) শরীক রাষ্ট্রসমূহ এই ধারার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে আইনগত, প্রশাসনিক, সামাজিক ও শিক্ষাসংক্রান্ত পদক্ষেপ নেবে। এই উদ্দেশ্যে এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক দলিলের প্রাসংগিক ধারাসমূহের প্রতি লক্ষ্য রেখে শরীক রাষ্ট্রসমূহ বিশেষকরেঃ

ক) কর্মে নিয়োগের ব্যাপারে ন্যূনতম বয়সসীমা নির্ধারণ করবে;

খ) কর্মস্থলে কর্মঘন্টা এবং কাজের পরিবেশ সম্পর্কে উপযুক্ত নিয়ম-নীতি ঠিক করে দেবে;

গ) এই অনুচ্ছেদ কার্যকরভাবে প্রয়োগ নিশ্চিত করতে উপযুক্ত শাস্তি বা অন্যান্য বিধি-নিষেধের ব্যবস্থা রাখবে।

Dhaka University Institutional Repository

ধারা-৩৩

শরীক রাষ্ট্রসমূহ প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক চুক্তির বর্ণনা অনুযায়ী শিশুদের মাদক ও মনস্প্রভাবী দ্রব্যের অবৈধ সেবন থেকে রক্ষা করবে এবং এই ধরনের বস্তুর অবৈধ উৎপাদন ও চোরাচালানের কাজে শিশুদের নিয়োজিত করা থেকে বিরত রাখার সকল প্রকার যথোপযুক্ত আইনানুগ, প্রশাসনিক, সামাজিক এবং শিক্ষাভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

ধারা-৩৪

শরীক রাষ্ট্রসমূহ সকল প্রকারের যৌন অপব্যবহার ও যৌন উৎপীড়ন থেকে শিশুর সুরক্ষায় সচেষ্ট হবে। এই উদ্দেশ্যে বিশেষকরে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে রোধ করতে শরীক রাষ্ট্রগুলো জাতীয়, দ্বিপাক্ষিক এবং বহুপক্ষীয় সকল উপযোগী কার্যব্যবস্থা নেবে;

ক) কোন বেআইনী যৌন ক্রিয়াকর্মে লিপ্ত হতে শিশুকে প্ররোচিত কিংবা বাধ্য করা;

খ) পতিতাবৃত্তি কিংবা অন্যান্য বেআইনী যৌন তৎপরতায় শিশুদেরকে অপব্যবহার করা;

গ) যৌন অশ্লীলতাপূর্ণ কোন ক্রিয়াকর্ম বা বিষয়বস্তুতে শিশুদেরকে অপব্যবহার করা।

ধরা-৩৫

শরীক রাষ্ট্রসমূহ যে কোন উদ্দেশ্যে বা যে কোন ধরনের শিশু অপহরণ, বিক্রি বা পাচার রোধে জাতীয়, দ্বিপাক্ষিক ও বহুপক্ষীয় সকল উপযুক্ত পদক্ষেপ নেবে।

ধারা-৩৬

শরীক রাষ্ট্রসমূহ শিশুর কল্যাণে যে কোন দিক থেকে অনিষ্টকর অন্যান্য সব ধরনের শোষণের বিরুদ্ধে শিশুদেরকে সুরক্ষা করবে।

ধারা-৩৭

শরীক রাষ্ট্রসমূহ নিম্নোক্ত বিষয়গুলো নিশ্চিত করবেঃ

ক) কোন শিশুই নির্যাতন কিংবা অন্যবিধ নৃশংস, অমানবিক বা মর্যাদাহানিকর কোন আচরণ বা শাস্তির শিকার হবে না। ১৮ বছরের কম বয়স্ক কোন অপরাধীকে মৃত্যুদন্ড অথবা মুক্তির সম্ভাবনাহীন যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রদান করা হবে না।

খ) বেআইনী কিংবা স্বেচ্ছাচারিতামূলক ভাবে কোন শিশুকেই তার মুক্তজীবন থেকে বঞ্চিত করা হবে না। শিশুর গ্রেফতার, আটকাদেশ বা কারাদন্ড আইনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে এবং এই সকল পদক্ষেপ শুধুমাত্র সর্বশেষ উপায় হিসাবে এবং সবচাইতে সংক্ষিপ্ত উপযুক্ত সময়ের জন্যে গৃহীত হবে।

গ) মুক্তজীবন-বঞ্চিত প্রতিটি শিশুর সংগে মানবিক এবং মানুষের সহজাত মর্যাদার প্রতি সম্মান রেখে এবং তার বয়সানুপাতিক প্রয়োজনাবলীর দিকে লক্ষ্য রেখে আচরণ করা হবে। বিশেষকরে, মুক্তজীবন-বঞ্চিত প্রতিটি শিশুকে পূর্ণবয়স্কদের থেকে পৃথক রাখা হবে, যতক্ষণ তা শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থের পরিপন্থী না হয় এবং পত্রালাপ ও সাক্ষাতের মাধ্যমে পরিবারের সাথে কেবলমাত্র অস্বাভাবিক পরিস্থিতি ব্যতীত যোগাযোগ অব্যাহত রাখার অধিকার শিশুর থাকবে।

ঘ) মুক্তজীবন-বঞ্চিত প্রতিটি শিশুর দ্রুততার সাথে আইনগত ও অন্যান্য উপযুক্ত সহায়তা লাভের এবং সেই সাথে মুক্তজীবন থেকে তাকে বঞ্চিত করার আইনগত বৈধাতাকে আদালতে কিংবা অন্যান্য উপযুক্ত, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ কর্তৃপক্ষের সামনে চ্যাালেঞ্জ করার এবং ঐ ধরনের যে কোন কার্যব্যবস্থা সম্পর্কে ত্বরিৎ সিদ্ধান্ত লাভের অধিকর থাকবে।

Dhaka University Institutional Repository

ধারা-৩৮

(১) শরীক রাষ্ট্রসমূহ সশস্ত্র সংঘাতকালীন সময়ে তাদের জন্যে প্রযোজ্য এবং শিশুদের ব্যাপারে প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক মানবতা আইনের বিধিসমুহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে এবং এগুলোর পরিপালন নিশ্চিত করতে অঙ্গীকার করছে।

(২) শরীক রাষ্ট্রসমূহ ১৫ বছরের কম বয়সী কেউ যাতে সরাসরি কোন সংঘাতে না জড়ায় তা নিশ্চিত করতে সম্ভাব্য সকল পদক্ষেপ নেবে।

(৩) শরীক রাষ্ট্রসমূহ তাদের সশস্ত্র বাহিনীতে ১৫ বছরের কম বয়সীদের অন্তর্ভূক্ত করা থেকে বিরত থাকবে। যাদের বয়স ১৫ হয়েছে কিন্তু ১৮ বছরের কম তাদেরকে সেনাদলে ভর্তির সময় শরীক রাষ্ট্রসমূহ অপেক্ষাকৃত বেশী বয়স্কদের অগ্রাধিকার প্রদানের চেষ্টা করবে।

(৪) সশস্ত্র সংঘাতকালীন বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষার বিষয়ে আন্তর্জাতিক মানবতা আইনের বাধ্যবাধকতা অনুসারে শরীক রাষ্ট্রসমূহ যুদ্ধকবলিত শিশুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে ফলপ্রসু সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ধারা-৩৯

(১) শরীক রাষ্ট্রসমূহ যে কোন ধরনের অবহেলা, শোষণ বা দুর্ব্যবহার, নির্যাতন বা অন্য কোন ধরনের নৃশংস, অমানবিক বা অমর্যাদাকর আচরণ বা শাস্তি, কিংবা সশস্ত্র সংঘাতের শিকার শিশুদের শারীরিক ও মনস্তাত্ত্বিক সুস্থতা এবং সামাজিক পুনঃপ্রতিষ্ঠা ত্বরান্বিত করতে উপযোগী সকল কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করবে । এই সুস্থতা এবং পুনঃপ্রতিষ্ঠা এমন এক পরিবেশে হবে যা শিশুর স্বাস্থ্য, আত্মসম্মান এবং মর্যাদাকে পুষ্ট করবে।

ধারা-৪০

(১) শরীক রাষ্ট্রসমূহ ফৌজদারী আইন লংঘনকারী হিসাবে কথিত, অভিযুক্ত কিংবা চিহ্নিত প্রতিটি শিশুর এই অধিকারের স্বীকৃতি দেয় যে, তার সাথে এমন আচরণ করা হবে যা শিশুর আত্মসম্মান ও স্বকীয়তাবোধ বৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যার ফলে মানবাধিকার ও অপরের মৌলিক অধিকারসমূহের প্রতি শিশুর শ্রদ্ধাবোধ জোরদার হবে এবং এ ক্ষেত্রে শিশুর বয়সবিবেচনায় রেখে সমাজে তার পূনর্বাসন ও গঠনমুলক ভূমিকা পালনের আকাঙ্খাকে উৎসাহিত করতে হবে।

(২) এ উদ্দেশ্যে এবং আন্তর্জাতিক দলিলসমূহের প্রাসঙ্গিক ধারাগুলোর প্রতি সম্মান রেখে শরীক রাষ্ট্রসমূহ বিশেষভাবে নিশ্চিত করবে যেঃ

ক) কোন কাজ করা বা না করার কারণে কোন শিশুই ফৌজদারী আইনভংগকারী হিসাবে কথিত, অভিযুক্ত বা চিহ্নিত হবে না, যে কাজ করা বা না করার সময়ে জাতীয় কিংবা আন্তর্জাতিক আইনে তা নিষিদ্ধ ছিল না;

খ) ফৌজদারী আইনভংগকারী হিসাবে কথিত কিংবা অভিযুক্ত প্রতিটি শিশুর ন্যূনপক্ষে নিশ্চিয়তা থাকবে যেঃ

১) আইনানুসারে দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষ হিসাবে বিবেচিত হবে;

Dhaka University Institutional Repository

২) শিশুকে তার বিরুদ্ধে আনতী অভিযোগসমূহ দ্রুত এবং সরাসরি এবং যথাযথ ক্ষেত্রে পিতামাতা কিংবা আইনসম্মত অভিভাবকের মাধ্যমে অবহিত করতে হবে এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রস্তুতি ও তা তুলে ধরার জন্য আইনগত ও অন্যান্য উপযুক্ত সহায়তা দিতে হবে;

৩) শিশুকে আইনগত ও যথাযথ সহায়তা প্রদানপূর্বক কালক্ষেপণ ব্যতিরেকে উপযুক্ত, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ কর্তৃপক্ষ কিংবা বিচার সংস্থার আইনানুসারে সৃষ্ঠ শুনানীর মাধ্যমে বিষয়টি নিস্পত্তি করতে হবে এবং শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থের পরিপন্থী না হলে, এ ক্ষেত্রে বিশেষকরে শিশুর বয়স ও পারিপার্শ্বিকতা, পিতামাতা অথবা আইনসম্মত অভভাবকের কথা বিবেচনায় রাখতে হবে;

৪) প্রমাণাদি পেশ বা অপরাধ স্বীকার, প্রতিপক্ষ সাক্ষীদের জেরা করা বা তাদের জেরার জবাব দান এবং সমতার শর্তে তার পক্ষে সাক্ষী হাজির করা ও সেই সাক্ষীদের সওয়াল-জওয়াব করার ব্যাপারে বাধ্য করা যাবে না;

৫) ফৌজাদারী আইন লংঘন করছে বলে বিবেচিত হলে এবং তার পরিণতিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং কোন কার্যব্যবস্থা আরোপিত হলে তা' উচ্চতর কোন উপযুক্ত, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ কর্তৃপক্ষ কিংবা বিচার সংস্থায় আইনানুসারে পুনর্বিবেচিত হতে হবে;

৬) ব্যবহৃত ভাষা শিশু বুঝতে বা বলতে না পারলে বিনা ব্যয়ে একজন দোভাষীর সহায়তা পাবে;

৭) বিচার প্রক্রিয়ার সর্বস্তরে তার একান্ত গোপনীয়তার প্রতি পূর্ণ সম্মান দিতে হবে।

(৩) শরীক রাষ্ট্রসমূহ ফৌজদারী আইনভংগকারী হিসাবে কথিত, অভিযুক্ত কিংবা চিহ্নিত শিশুদের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে প্রযোজ্য আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন এবং প্রশাসনিক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান স্থাপনকে উৎসাহিত করবে এবং বিশেষকরে ঃ

ক) এমন একটি ন্যূনতম বয়সসীমা নির্ধারণ করবে, যার নিচের বয়সী শিশু ফৌজদারী আইন লংঘনের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না;

খ) এই ধরনের শিশুর বেলায় কখনো বিচার বিভাগীয় প্রক্রিয়া বাদ দিয়ে অন্য কোন উপযোগী এবং বাঞ্ছনীয় পদ্ধতি অবলম্বিত হলে অবশ্যই মানবাধিকার এবং আইনগত রক্ষাব্যবস্থার প্রতি পুরোপুরি মর্যাদা দিতে হবে।

৪) শিশুর জন্য বিভিন্ন ধরনের বন্দোবস্ত, যেমন তত্ত্বাবধান, নির্দেশনা ও তদারকী, উপদেশ প্রদান, শিক্ষানবিসী, লালন-পালন; শিক্ষা এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের কর্মসূচী এবং প্রাতিষ্ঠানিক তত্ত্বাবধানের অন্যান্য বিকল্প লভ্য হতে হবে যাতে এ বিষয় নিশ্চিত হয় যে, শিশুর সাথে কৃত আচরণরীতি তার কল্যাণের জন্য উপযোগী এবং তার পারিপার্শ্বিকতা ও অপরাধের সাথে সংগতিপূর্ণ।

ধারা-৪১

এই সনদের কোন কিছুই সেই সব বিধি ব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে না, যা শিশু অধিকার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অধিকতর অনুকূল এবং যা রয়েছে ঃ

Dhaka University Institutional Repository

ক) শরীক রাষ্ট্রের আইনে; কিংবা

খ) ঐ রাষ্ট্রের জন্যে প্রযোজ্য আন্তর্জাতিক আইনে।

ধারা-৪২

শরীক রাষ্ট্রসমূহ যথাযথ এবং কার্যকর পন্থায় এই সনদের নীতিমালা ও বিধিব্যবস্থা সমূহকে বয়স্ক ও শিশুর প্রতি সমান গুরুত্ব দিয়ে ব্যাপকভাবে প্রচার করতে উদ্যোগী হবে।

ধারা-৪৩

(১) এই সনদে বর্ণিত দায়দায়িত্বসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরীক্ষার্থে শিশু অধিকার বিষয়ে একটি কমিটি গঠন করতে হবে, যে কমিটি অতঃপর প্রদত্ত কর্মকান্ড সম্পাদন করবে।

(২) এই কমিটিতে থাকবে উচ্চ নৈতিকমানসম্পন্ন এবং এই সনদের আওতাধীন ক্ষেত্রে স্বীকৃত যোগ্যতাসম্পন্ন দশজন বিশেষজ্ঞ। শরীক রাষ্ট্রসমূহের নাগরিকদের মধ্য থেকে কমিটির সদস্য নির্বাচিত হবে এবং তাঁরা ব্যক্তিগত যোগ্যতাবলে দায়িত্ব পালন করবেন, এ ক্ষেত্রে সুষম ভৌগলিক প্রতিনিধিত্ব এবং মূখ্য আইনগত কাঠামোসমূহ বিবেচনায় নিতে হবে।

(৩) শরীক রাষ্ট্রসমূহের মনোনয়নপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের তালিকা থেকে গোপন ব্যালটে কমিটি সদস্যরা নির্বাচিত হবেন। প্রতিটি শরীক রাষ্ট্র তার নাগরিকদের মধ্য থেকে একজনকেই মনোনয়ন দেবে।

(৪) কমিটির প্রারম্ভিক নির্বাচন এই সনদ কার্যকর হবার ছয় মাসের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে এবং পরবর্তীতে প্রতি দ্বিতীয় বছরে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিটি নির্বাচনের অন্ততঃ চার মাস আগে জাতিসংঘ মহাসচিত শরীক রাষ্ট্রসমূহকে দুই মাসের মধ্যে তাদের মনোনয়ন পেশের আমন্ত্রণ জানিয়ে পত্র দেবেন। এরপর মহাসচিব মনোনয়নপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা কে কোন রাষ্ট্রকর্তৃক মনোনীত তার উল্লেখ সহকারে উক্ত ব্যক্তিদের নামের বর্ণক্রমানুসারে একটি তালিকা তৈরী করে এই সনদের শরীক রাষ্ট্রসমূহের বরাবরে পেশ করবেন।

(৫) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে জাতিসংঘ সদর দফতরে, মহাসচিব আহুত শরীক রাষ্ট্র সমূহের বৈঠকে এই দুই তৃতীয়াংশ শরীক রাষ্ট্রের উপস্থিতি কোরাম হিসাবে বিবেচিত হবে এবং কমিটির সদস্য হিসাবে তারাই নির্বাচিত হবেন যারা উপস্থিত ও ভোটদানকারী শরীফ রাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধিদের সর্বাধিক ভোট এবং নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট লাভ করবেন।

(৬) কমিটি সদস্যগণ চার বছর মেয়াদে নির্বাচিত হবেন। পুনরায় মনোনয়ন পেলে তাঁরা পূনর্নির্বাচিত হবার যোগ্য বিবেচিত হবেন। প্রথমবারের নির্বাচনে নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যকার পাঁচজন সদস্যের মেয়াদ প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর দুই বছরের শেষে উত্তীর্ণ হবে। এই পাঁচজন সদস্যের নাম সভার সভাপতি কর্তৃক লটারীর মাধ্যমে ঠিক হবে।

Dhaka University Institutional Repository

(৭) কমিটির কোন সদস্যের মৃত্যু, পদত্যাগ কিংবা অন্য যে কোন কারণে তিনি কমিটির দায়িত্ব পালনে অপারগতা প্রকাশ করলে শূন্যপদে ঐ সদস্যের মনোনয়নদানকারী শরীক রাষ্ট্র তার নাগরিকদের মধ্য থেকে আরেকজন বিশেষজ্ঞ মনোনীত করবে এবং তিনি কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে বাদবাকী মেয়াদের জন্য দায়িত্ব পালন করবেন।

(৮) কমিটি তার নিজস্ব কার্যপ্রণালী বিধি প্রনয়ন করবে।

(৯) কমিটি দুই বছর মেয়াদে তার কর্মকর্তাদের নির্বাচিত করবে।

(১০) কমিটির বৈঠক সাধারণতঃ জাতিসংঘ সদর দফতরে কিংবা কমিটি নির্ধারিত অন্য কোন সুবিধাজনক স্থানে অনুষ্ঠিত হবে। কমিটির সভা হবে সাধারণতঃ বছরে একবার। কমিটির বৈঠকগুলির স্থায়িত্ব নির্ধারণ এবং প্রয়োজনবোধে তা পূনর্বিবেচনা করা হবে এই সনদের শরীক রাষ্ট্রগুলোর বৈঠকে, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে।

(১১) এই সনদে নির্ধারিত কমিটির ক্রিয়াকর্ম কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্যে জাতিসংঘ মহাসচিব প্রয়োজনীয় কর্মচারী এবং সুবিধাদির বন্দোবস্ত করবেন।

(১২) সাধারণ পরিষদের অনুমোদনক্রমে এই সনদের আওতায় প্রতিষ্ঠিত কমিটির সদস্যগণ সাধারণ পরিষদ নির্ধারিত শর্তানুযায়ী জাতিসংঘের সংস্থান থেকে বেতন-ভাতা গ্রহণ করবেন।

ধারা-৪৪

(১) শরীক রাষ্ট্রসমূহ জাতিসংঘ মহাসচিবের মারফত কমিটির কাছে অত্র সনদে স্বীকৃত অধিকারসমূহ প্রতিষ্ঠার বিষয়ে তাদের গৃহীত ব্যবস্থা এবং সেই সব অধিকার ভোগের বিষয়ে অগ্রগতির ব্যাপারে প্রতিবেদন পেশের অঙ্গীকার করছেঃ

ক) সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের এই সনদে অন্তর্ভুক্তির দুই বছরের মধ্যে;

খ) এরপর থেকে প্রতি পাঁচ বছরে।

(২) এই ধারার অধীনে প্রণীত প্রতিবেদনে এই সনদের আওতাধীন বাধ্যবাধকতাসমূহ পরিপুরণের ক্ষেত্রে যাবতীয় প্রয়োজনীয় উপাদান এবং অসুবিধা, যদি থাকে, তার উল্লেখ থাকতে হবে। সংশ্লিস্ট দেশে সনদ বাস্তবায়ন সম্পর্কে কমিটিকে একটি ব্যাপক ধারণা দেয়ার জন্য প্রতিবেদনে পর্যাপ্ত তথ্যের সন্নিবেশও থাকতে হবে।

(৩) যে শরীক রাষ্ট্র কমিটির নিকট ব্যাপক প্রাথমিক প্রতিবেদন পেশ করছে, তাকে এই ধারার অনুচ্ছেদ-১ (খ) অনুযায়ী পেশকৃত পরবর্তী প্রতিবেদনসমূহে পূর্বে প্রদত্ত মৌলিক তথ্যাদির পুনরুল্লেখ করতে হবে না।

(৪) কমিটি শরীক রাষ্ট্রসমূহের নিকট সনদ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত আরো তথ্যের অনুরোধ জানাতে পারে।

(৫) কমিটি অর্থনৈতিক ও সামজিক পরিষদের মাধ্যমে সাধারণ পরিষদের নিকট প্রতি দুবছর তার কর্মতৎপরতার উপর প্রতিবেদন পেশ করবে।

(৬) শরীক রাষ্ট্রসমূহ তাদের প্রতিবেদনসমূহ নিজ নিজ দেশের জনসাধারণকে ব্যাপকভাবে অবহিত করার ব্যবস্থা নেবে।

Dhaka University Institutional Repository

ধারা-৪৫

এই সনদের কার্যকর বাস্তবায়নকে উৎসাহিত করতে এবং এই সনদের আওতাধীন ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগীতা জোরদার করতেঃ

ক) এই সনদের সেইসব বিধিব্যবস্থা বাস্তবায়নের ব্যাপারে নিশেষায়িত সংস্থা, জাতিসংঘ শিশু তহবিল এবং জাতিসংঘের অপরাপর প্রতিষ্ঠান প্রতিনিধিত্ব করার অধিকারী হিসাবে বিবেচিত হবে, যে সকল বিধিব্যবস্থা উল্লেখিত সংগঠনসমূহের নিজস্ব দায়িত্বের আওতাভুক্ত। এই সনদের সেইসব বিষয় বাস্তবায়নের ব্যাপারে কমিটি প্রয়োজনবোধে বিশেষায়িত সংস্থা, জাতিসংঘ শিশু তহবিল এবং অন্যান্য উপযোগী সংস্থার কাছ থেকে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ আহবান করতে পারে, যে সকল ক্ষেত্র ঐ সব সংস্থার নিজস্ব দায়িত্বের আওতাভুক্ত। বিশেষায়িত সংস্থা, জাতিসংঘ শিশু তহবিল এবং জাতিসংঘের অন্যান্য সংস্থার কাছ থেকে কমিটি এই সনদের সেইসব ক্ষেত্র বাস্তবায়নের উপর প্রতিবেদন দাখিলের আহবান জানাতে পারে, যেগুলো ঐ সব সংস্থার তৎপরতার আওতায় পড়ে;

খ) শরীক রাষ্ট্রগুলোর কোন প্রতিবেদনে যদি কারিগরী পরামর্শ কিংবা সহায়তার জন্যে কোন অনুরোধ, কিংবা প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ থাকে তাহলে উক্ত অনুরোধ কিংবা চাহিদা সম্পর্কে কমিটি তার মন্তব্য এবং পরামর্শ (যদি থাকে) উল্লেখপূর্বক প্রতিবেদনটি বিশেষায়িত সংস্থা, জাতিসংঘ শিশু তহবিল এবং অন্যান্য উপযুক্ত সংস্থার কাছে পাঠিয়ে দেবে;

গ) কমিটি তার পক্ষ থেকে শিশু অধিকারের সাথে সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট প্রসঙ্গসমূহ পর্যালোচনার জন্যে মহাসচিবকে অনুরোধ জানাতে সাধারণ পরিষদের কাছে সুপারিশ করতে পারে;

ঘ) বর্তমান সনদের ৪৪ এবং ৪৫ ধারার আওতায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কমিটি প্রস্তাবাবলী ও সাধারণ সুপারিশমালা প্রণয়ন করতে পারে। এ ধরনের প্রস্তাব ও সাধারণ সুপারিশ সংশ্লিষ্ট শরীক রাষ্ট্রসমূহের কাছে পাঠানো হবে এবং শরীক রাষ্ট্রগুলোর তরফ থেকে কোন মন্তব্য থাকলে তা সহ সাধারণ পরিষদে পেষ করা হবে।

অনুচ্ছেদ -৩

ধারা-৪৬

এই সনদ সকল রাষ্ট্রের স্বাক্ষরের জন্যে উন্মুক্ত থাকবে।

ধারা-৪৭

এই সনদ অনুমোদন সাপেক্ষ। অনুমোদনের দলিল জাতিসংঘ মহাসচিবের কাছে জমা থাকবে।

ধারা-৪৮

এই সনদে যে কোন রাষ্ট্রের অন্তর্ভূক্ত হবার পথ খোলা থাকবে। এই অন্তর্ভূক্তির দলিলাদি জাতিসংঘ মহাসচিবের কাছে জমা থাকবে।

Dhaka University Institutional Repository

ধারা-৪৯

(১) জাতিসংঘ মহাসচিবের কাছে অনুমোদন বা অন্তর্ভূক্তির বিংশতিতম দলিল জমা হওয়ার পরবর্তী ত্রিশতম দিবসে এই সনদ কার্যকর হবে।

(২) অনুমোদন অথবা অন্তর্ভূক্তির বিংশতম দলিল জমা দেয়ার পর সনদ অনুমোদন অথবা সনদে অন্তর্ভূক্ত প্রতিটি রাষ্ট্রে ঐ রাষ্ট্রকর্তৃক তার অনুমোদন অথাবা অন্তর্ভূক্তি সংক্রান্ত দলিল জমা দেয়ার পরবর্তী ত্রিশতম দিবসে এই সনদ কার্যকর হবে।

ধারা-৫০

(১) যে কোন শরীক রাষ্ট্র কোন সংশোধনীর প্রস্তাব করতে পারবে এবং তা জাতিসংঘ মহাসচিবের নিকট পেশ করতে হবে। অতঃপর মহাসচিব প্রস্তাবিত সংশোধনী শরীক রাষ্ট্রসমূহকে অবহিত করবেন, সেই সাথে প্রস্তাবের উপর আলোচনা এবং ভোট গ্রহণের উদ্দেশ্যে শরীক রাষ্ট্রসমূহের সম্মেলন অনুষ্ঠানে তারা পক্ষপাতি কিনা তা উল্লেখ করার অনুরোধ জানাবেন। এই যোগাযোগের তারিখ থেকে চার মাসের মধ্যে কমপক্ষে একতৃতীয়াংশ শরীক রাষ্ট্র এ ধরনের সম্মেলনের পক্ষপাতি হলে মহাসচিব জাতিসংঘের আয়োজনে সম্মেলন আহবান করবেন। সম্মেলনে গরিষ্ঠসংখ্যক শরীক রাষ্ট্রের উপস্থিতি এবং ভোটের মাধ্যমে যে কোন সংশোধনী গৃহীত হলে তা অনুমোধনের জন্য সাধারণ পরিষদে পেশ করতে হবে।

(২) এই ধারা অনুচ্ছেদ-১ মোতাবেক গৃহীত কোন সংশোধনী কার্যকর হবে যখন তা জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত এবং দুই-তৃতীয়াংশ গরিষ্ঠ শরীক রাষ্ট্র কর্তৃক সমর্থিত হবে।

(৩) যখন কোন সংশোধনী কার্যকর হবে, তা ঐ সকল শরীক রাষ্ট্রকে বাধ্যবাধকতাধীন করবে যারা তা গ্রহণ করছে, অন্যান্য শরীক রাষ্ট্র সমূহের ক্ষেত্রে এই সনদের শর্তাবলী এবং তাদের দ্বারা গৃহীত যে কোন পূর্বতন সংশোধনী বাধ্যবাধকতাধীন হবে।

ধারা-৫১

(১) অনুমোদন কিংবা অন্তর্ভূক্তির সময় রাষ্ট্র সমূহের উত্থাপিত কোন আপত্তির বিষয়বস্তু জাতিসংঘ মহাসচিব গ্রহণ করবেন এবং তা সকল রাষ্ট্রকে অবহিত করবেন।

(২) এই সনদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিহীন কোন আপত্তি গ্রাহ্য করা হবে না।

(৩) জাতিসংঘ মহাসচিব বরাবরে নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে যে কোন সময় আপত্তি প্রত্যাহার করা যাবে। মহাসচিব নোটিশটি পাবেন সেদিন থেকে তা কার্যকর হবে।

ধারা-৫২

জাতিসংঘ মহাসচিবকে লিখিত নোটিশ প্রদানের মাধমে কোন শরীক রাষ্ট্র এই সনদ বর্জন করতে পারে। মহাসচিব কর্তৃক নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে এক বছর পর এই বর্জন কার্যকর হবে।

ধারা-৫৩

জাতিসংঘ মহাসচিব এই সনদের সংরক্ষকের দায়িত্ব পালন করবেন।

ধারা-৫৪

এই সনদের মূল কপি, যার আরবী, চীনা, ইংরেজী, ফরাসী, রুশ ও স্পেনীয় সংস্করণ সমান মানসম্পন্ন-জাতিসংঘ মহাসচিবের কাছে সংরক্ষিত থাকবে।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৩

১৯৭৪ সালের শিশু আইন
(১৯৭৪ সালের ৩৯নং শিশু আইন)

শিশুদের হেফাজত, রক্ষণ ও তাহাদের সহিত ব্যবহার এবং বাল-অপরাধীদের বিচার ও শাস্তি-সম্পর্কিত আইন একীভূত ও সংশোধন করবার জন্য একটি আইন।

যেহেতু শিশুদের হেফাজত, রক্ষণ ও তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার এবং বাল-অপরাধীদের বিচার ও শাস্তি-সম্পর্কিত আইন একীভূত ও সংশোধন করিবার জন্য একটি আইন প্রণয়ন করা সমীচীন,

সেহেতু এত দ্বারা নিম্নরূপ করা হইল ঃ

প্রথম ভাগ

প্রারম্ভিক

ধারা ১। সংক্ষিপ্ত শিরনাম ও প্রবর্তন ঃ

(১) এই আইন '১৯৭৪ সালের শিশু আইন' নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দ্বারা যে এলাকাসমূহ এবং যে সকল তারিখ নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন এই আইন সেই এলাকাসমূহে এবং সেই সকল তারিখে বলবৎ হইবে।

ধারা ২। সংজ্ঞা ঃ বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে এই আইনে-

(ক) 'প্রাপ্তবয়স্ক' অর্থ এইরূপ ব্যক্তি যিনি শিশু নহে।

(খ) 'অনুমোদিত আবাস' অর্থ এইরূপ কোন প্রতিষ্ঠান যাহা শিশুদিগকে গ্রহণ ও হেফাজত করিবার জন্য অথবা তাহাদরে প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ নিরোধের উদ্দেশে এবং উহার তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত কোন শিশুকে তাহার জন্মগত ধর্মের বিধান মোতাবেক পালন করিবার বা করিবার সুযোগ প্রদানের জন্য কোন সমিতি অথবা ব্যক্তি সংস্থা কর্তৃক প্রতিষ্টিত এবং সরকার কর্তৃক স্বীকৃত।

(গ) 'ভিক্ষা করা' অর্থ-

(অ) গান গাওয়া, নাচ দেখানো, ভাগ্য গণনা করা, পবিত্র আয়াত বা স্তবক পাঠ করা অথবা কলাকৌশল দেখানো, ভান করিয়া হউক বা না হউক, প্রভৃতি দ্বারা, কোন প্রকাশ্য স্থানে ভিক্ষা চাওয়া বা গ্রহণ করা ;

(আ) ভিক্ষা চাহিবার বা গ্রহণের উদ্দেশে কোন বেসরকারী বাড়িতে প্রবেশ করা ;

(ই) কোন ক্ষত, ঘা, জখমি, বিকলাঙ্গতা কিংবা ব্যাধি, ভিক্ষা, ভিক্ষা প্রাপ্তি বা আদায়ের উদ্দেশে প্রদর্শন করা বা অনাবৃত করিয়া রাখা ;

(ঈ) জীবনধারণের দৃশ্য কোন উপায় নাই বলিয়া প্রকাশ্য স্থানসমূহে এইরূপ অবস্থায় ও পন্থায় ঘুরিয়া বেড়ান বা অবস্থান করা যদ্দ্বারা বুঝা যায় যে এইরূপভাবেই ভিক্ষা চাহিয়া বা গ্রহণ করিয়া তিনি বাঁচিয়া আছেন এবং

Dhaka University Institutional Repository

(উ) ভিক্ষা চাওয়া বা গ্রহণ করিবার উদ্দেশে নিজেকে আলামত হিসাবে ব্যবহৃত হইবার জন্য অনুমতি দেওয়া।

(ঘ) 'প্রত্যয়িত ইন্‌স্টিটিউট' অর্থ সরকার কর্তৃক ১৯ ধারার অধীনে প্রতিষ্ঠিত প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট অথবা কোন প্রত্যয়িত প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, শিল্প বিদ্যালয় অথবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ;

(ঙ) 'প্রধান পরিদর্শক' অর্থ ৩০ ধারার অধীনে নিয়োগপ্রাপ্ত প্রত্যয়িত ইন্‌স্টিটিউট সমূহের প্রধান পরিদর্শক ;

(চ) 'শিশু' অর্থ ১৬ বৎসরের কম বয়স্ক কোন ব্যক্তি, এবং প্রত্যয়িত ইন্‌স্টিটিউটে বা অনুমোদিত আবাসে প্রেরিত অথবা আদালত কর্তৃক কোন আত্মীয় বা অন্য উপযুক্ত ব্যক্তির হেফাজতে সোপর্দকৃত শিশুর ক্ষেত্রে সেই শিশু যিনি তাহার আটক জেলের পূর্ণ সময়কাল আটক থাকেন, উক্ত সময়ে তাহার বয়স ১৬ বৎসর পূর্ণ হইলেও ;

(ছ) 'কার্যবিধি' অর্থ ১৮৯৮সালের ফৌজদারী কার্যবিধি (১৮৯৮ সালের ৫নং আইন)।

(জ) 'অভিভাবক' বলিতে কোন শিশু কিংবা বাল-অপরাধীর ক্ষেত্রে, এইরূপ ব্যক্তি অন্তর্ভূক্ত যিনি আদালতের মতে, শিশু বা বাল-অপরাধী সম্পর্কে গৃহীত কার্যধারা মানিয়া লইতে উক্ত শিশু বা বাল-অপরাধীর যথার্থ দায়িত্ব অথবা নিয়ন্ত্রণের ভার সাময়িকভাবে গ্রহণ করেন ;

(ঝ) 'শিশু আদালত' অর্থ ৩ ধারার অধীনে প্রতিষ্ঠিত আদালত ;

(ঞ) 'নিরাপদ স্থান' বলিতে হাজত আবাস অথবা এইরূপ অন্য কোন উপযুক্ত স্থান কিংবা প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত যাহার দখলদার বা ব্যবস্থাপক সাময়িকভাবে শিশুকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক অথবা যেখানে অনুরূপ হাজত আবাস বা অন্য উপযুক্ত স্থান কিংবা প্রতিষ্ঠান নাই সেখানে, কেবল পুরুষ শিশুদের ক্ষেত্রে, এইরূপ ব্যবস্থাসম্পন্ন থানা যাহার মধ্যে শিশুগণকে অন্যান্য অপরাধী হইতে পৃথকভাবে হেফাজতে রাখিবার বন্দোবস্ত রহিয়াছে ;

(ট) 'নির্ধারিত' অর্থ এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত ;

(ঠ) 'শিক্ষনবিস কর্মকর্তা' অর্থ ৩১ ধারার অধীনে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষানবিস কর্মকর্তা;

(ড) 'তত্ত্বাবধান' অর্থ শিশুর পিতামাতা, অভিভাবক, আত্মীয় কিংবা কোন উপযুক্ত ব্যক্তি যাহার তত্ত্বাবধানে শিশুকে সোপর্দ করা হইয়াছে তৎকর্তৃক শিশুর যথাযথ দেখাশুনা ও হেফাজত নিশ্চিত করিবার উদ্দেশে শিশুকে শিক্ষনবিসি কর্মকর্তা বা অণ্য ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন; এবং

(ঢ) 'বাল-অপরাধী' অর্থ এইরূপ কোন শিশু যাহাকে অপরাধ করিতে দেখা গিয়াছে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় ভাগ

এই আইনের অধীন এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতের ক্ষমতা ও দায়িত্ব।

ধারা ৩। শিশু আদালত ঃ এই বিধিতে কোন কিছু থাকা সত্ত্বেও সরকার সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দিয়া কোন স্থানীয় এলাকার জন্য এক বা একাধিক শিশু আদালত প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবেন।

ধারা ৪। শিশু আদালতের ক্ষমতা প্রয়োগের এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতসমূহ ঃ এই আইন দ্বারা শিশু আদালতের উপর অর্পিত ক্ষমতাসমূহ, যেকোন মামলার মূল বিচার বা আপীল-বিচার অথবা পুনর্বিচারের ক্ষেত্রে, হাইকোর্ট বিভাগ, দায়রা আদালত, অতিরিক্ত দায়রা জজ এবং সহকারী দায়রা জজের আদালত, মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট এবং প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটও প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

ধারা ৫। শিশু আদালতের ক্ষমতাসমূহ ইত্যাদি ঃ

(১) কোন স্থানীয় এলাকার জন্য শিশু আদালত গঠন করা হইলে এইরূপ আদালত অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত কোন শিশুর সকল মামলার বিচার করিবেন, এবং এই আইনের অধীনে অন্যান্য সকল কার্যধারার কাজকর্মও নিষ্পত্তি করিবেন, কিন্তু এই আইনের ৬ষ্ঠ ভাগে উল্লিখিত কোন অপরাধের অভিযোগ-সংক্রান্ত মামলায় জড়িত কোন যুবা মামলার বিচার ক্ষমতা এইরূপ আদালতের থাকিবে না,

(২) কোন স্থানীয় এলাকার জন্য শিশু আদালত গঠন করা না হইলে, কোন অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত শিশুর বিরুদ্ধে আনীত কোন মামলার বিচার করা অথবা এই আইনের অধিনে অন্য কোন কার্যধারার কাজকর্ম অথবা নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা ৪ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রদত্ত আদালত ব্যতীত অন্য কোন আদালতের থাকিবে না।

(৩) কোন শিশু আদালত অথবা ৪ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রদত্ত তবে দায়রা আদালতের অধঃস্তন এইরূপ কোন আদালতের নিকট যখন প্রতীয়মান হয় যে, যে অপরাধে কোন শিশু অভিযুক্ত হইয়াছে তাহা কেবল দায়রা আদালতেই বিচারযোগ্য তখন উহা মামলাটি অবিলম্বে বদলি করিবেন।

ধারা ৬। শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কের যৌধ বিচার করা চলিবে না ঃ

(১) বিধির ২৩৯ ধারা অথবা আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনের কোন কিছু থাকা সত্ত্বেও কোন শিশুকে কোন প্রাপ্তবয়স্কের সঙ্গে যৌথভাবে কোন অপরাধর দায়ে অভিযুক্ত বা বিচার করা চলিবে না।

(২) (১) উপধারার বিধানাবলী না থাকিলে, বিধির ২৩৯ ধারা অথবা আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনের অধীনে যে অপরাধর দায়ে অভিযুক্ত কোন শিশুকে কোন প্রাপ্তবয়স্কের সঙ্গে একত্রে বিচার করা যাইত আদালত উক্ত অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিয়া উক্ত শিশুর এবং উক্ত যুবার বিচার পৃথকভাবে করিবার জন্য নির্দেশ দিবেন।

Dhaka University Institutional Repository

ধারা ৭। শিশু আদালতের অধিবেশন ইত্যাদি ঃ

(১) শিশু আদালত নির্ধারিত স্থানে, দিনে এবং পদ্ধতিতে উহার অধিবেশনকরিবেন।

(২) যে অপরাধের দায়ে কোন শিশু অভিযুক্ত হইয়াছে সেই অপরাধ-সংক্রান্ত কোন মামলার বিচারের ক্ষেত্রে, সাধারণত যে দালানে বা কামরায়, যে যে দিবসে বা সময়ে আদালতের অধিবেশন বসে, তদ্ভিন্ন অন্য কোন দালান বা কামরায় অথবা অন্য দিবস বা সময়ে এই আদালতের অধিবেশন বসিবে।

ধারা ৮। দায়রায় সোপর্দযোগ্য মামলায় প্রাপ্তবয়স্ককে দায়রায় সোপর্দ করিতে হইবে ঃ

(১) কোন শিশু কোন অপরাধ সংঘটনের দায়ে কোন প্রাপ্তবয়স্কের সহিত একত্রে অভিযুক্ত হইলে এবং উক্ত অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণকারী আদালতের মতে মামলাটি দায়রা আদালতে প্রেরণের উপযুক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হইলে, এই আদালত মামলাটির শিশু-সম্পর্কিত অংশ উহার প্রাপ্তবয়স্ক-সম্পর্কিত অংশ হইতে পৃথক করিয়া ফেলিবার পর নির্দেশ দিবেন যে, শুধুমাত্র প্রাপ্তবয়স্ককে দায়রা আদালতে বিচারের জন্য সোপর্দ করিতে হইবে।

(২) অতঃপর শিশু-সম্পর্কিত মামলাটি, উক্ত স্থানীয় এলাকার জন্য কোন শিশু আদালত থাকিলে, উক্ত আদালতে অথবা না থাকিলে, এবং উক্ত অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণকারী আদালত ৪ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রদত্ত না হইয়া থাকিলে, ৪ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রদত্ত কোন আদালতে বদলি করিতে হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, শিশু-সম্পর্কিত মামলাটি যদি তাহা ফৌজদারী কার্যবিধির দ্বিতীয় তফসিল অনুসারে শুধুমাত্র দায়রা আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য হয় তাহা হইলে ৫ (৩) ধারার অধীনে দায়রা আদালতে বদলি করিতে হইবে।

ধারা ৯। শিশু আদালতে যাহারা হাজির হইতে পারিবে ঃ এই আইনের বিধান অনুসারে ব্যতীত, নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ছাড়া অণ্যকোন ব্যক্তি শিশু আদালতের এজলাসে উপস্থিত থাকিবেন না-

(ক) আদালতের সদস্যগণ ও কর্মকর্তা,

(খ) আদালতে উত্থাপিত মামলা অথবা কার্যধারার পক্ষগণ এবং পুলিশ অফিসারগণসহ মামলা অথবা কার্যধারার সহিত সরাসরি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিগণ ;

(গ) শিশুর পিতামাতা অথবা অভিভাবক ; এবং

(ঘ) উপস্থিত হইবার জন্য আদালত কর্তৃক বিশেষভাবে অনুমোদিত অন্যান্য ব্যক্তিগণ।

Dhaka University Institutional Repository

ধারা ১০। আদালত হইতে যে সকল ব্যক্তিকে প্রত্যাহার করিতে হইবে ঃ কোন মামলা বা কার্যধারার শুনানির কোন পর্যায়ে আদালত যদি শিশুটির স্বার্থে তাহার পিতামাতা, অভিভাবক অথবা দম্পত্তি অথবা শিশু নিজে সমেত কোন ব্যক্তিকে আদালত হইতে প্রত্যাহারের নির্দেশ দিবেন এবং তারপর এইরূপ ব্যক্তি আদালত ত্যাগ করিবেন।

ধারা ১১। শিশুর হাজিরা মওকুফকরণ ঃ কোন মামলা বা কার্যধারার শুনানির কোন পর্যায়ে আদালত যদি উক্ত শুনানির উদ্দেশে শিশুটির হাজির থাকা অনাবশ্যক বলিয়া মনে করেন, তবে আদালত তাহার হাজিরা মওকুফ করিতে এবং তাহার অনুপস্থিতিতেই উক্ত মামলা বা কার্যধারার শুনানি চালাইয়া যাইতে পারেন।

ধারা ১২। শিশুকে সাক্ষী হিসাবে পরীক্ষা করিবার পর আদালত হইতে যাহাদিগকে প্রত্যাহার করিতে হইবে ঃ শালীনতা অথবা নৈতিকতা বিরোধী কোন অপরাধ-সংক্রান্ত মামলা বা কার্যধারার শুনানির কোন পর্যায়ে যদি কোন শিশুকে সাক্ষী হিসাবে তলব করা হয়, তবে উক্ত মামলা বা কার্যধারার শুনানিকারী আদালত উহার মতে উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে প্রত্যাহারের নির্দেশ দিবেন এবং তদনুসারে তাহাদিগকে প্রত্যাহার করিতে হইবে-তবে উক্ত মামলা বা কার্যধারার পক্ষগণ তাহাদের আইন-উপদেষ্টাগণ এবং মামলা বা কার্যধারা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে এই ধারার অধিনে প্রত্যাহার করিতে ইহবে না।

ধারা ১৩। অপরাথে অভিযুক্ত শিশুর পিতামাতার আদালতে হাজিরা ইত্যাদি ঃ

(১) এই আইনের অধীনে আদালতে হাজিরকৃত শিশুর পিতামাতা অথবা অভিভাবক বর্তমান থাকিলে, এবং তাহার সন্ধান পাওয়া গেলে অথবা তিনি যদি যুক্তিসঙ্গত দূরত্বে বসবাস করেন তাহা হইলে, আদালত যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট না হয় যে তাহাকে হাজির হইতে নির্দেশ দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে তবে এই আইনের অধীনে যে, আদালতে কোন কার্যধারা গ্রহণ করা হয় সেই আদালতে হাজির হইতে নির্দেশ দিতে পারেন।

(২) শিশুটি গ্রেফতার করা হইলে যে থানায় তাহাকে আনা হয় সেই থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার অবিলম্বে শিশুর পিতা-মাতা অথবা অভিভাবককে, যদি তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায়, এইরূপ গ্রেফতার সম্পর্কে অবহিত করিবেন এবং যে আদালতে শিশুটিকে হাজির করা হইবে সেই আদালতে হাজির হইবার জন্য তারিখ নির্দিষ্ট করিয়া তাহার প্রতি নির্দেশদানের ব্যবস্থা করাইবেন।

(৩) যে পিতামাতা বা অভিভাবককে এই ধারার অধীনে হাজির হইবার নির্দেশ দেওয়া হইবে তাহাকে শিশুটির যথার্থ দায়িত্বশীল বা নিয়ন্ত্রণকারী পিতামাতা বা অভিভাবক হইতে হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ পিতামাতা বা অভিভাবক যদি পিতা না হইয়া থাকেন তবে পিতাকেও হাজির হইতে দেওয়া যাইতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

(৪) যেক্ষেত্রে এই কার্যধারা রুজু হইবার পূর্বে শিশুটিকে আদালতের আদেশ দ্বারা তাহার পিতামাতা হেফাজত বা দায়িত্ব হইতে অপসারণ করা হইয়াছে সেইক্ষেত্রে কোন প্রকারেই এই ধারার অধীনে শিশুটিকে পিতামাতাকে আদালতে হাজির হইতে নির্দেশ দেওয়া যাইবে না।

(৫) এই ধারার কোন কিছু শিশুর মাতা বা মহিলা অভিভাবককে হাজির হইবার নির্দেশ দান করে বলিয়া গণ্য হইবে না তবে এইরূপ কোন মাতা বা মহিলা অভিভাবক কোন উকিল বা প্রতিনিধির মাধ্যমে আদালতে হাজির হইতে পারেন।

ধারা ১৪। মারাত্মক রোগাক্রান্ত শিশুকে অনুমোদিত স্থানে প্রেরণ ঃ

(১) এই আইনের কোন বিধান অনুযায়ী আদালতে আনীত কোন শিশু যদি এইরূপ রোগাক্রান্ত থাকে যে, তাহাকে দীর্ঘদিন চিকিৎসা করা প্রয়োজন, অথবা এইরূপ শারীরিক বা মানসিক যন্ত্রণাগ্রস্ত হয় যাহার চিকিৎসা সম্ভব হইতে পারে তাহা হইলে আদালত শিশুটিকে কোন হাসপাতাল অথবা এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি অনুযায়ী অনুমোদিত বলিয়া স্বীকৃত কোন অন্য স্থানে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার জন্য যতদিন আবশ্যক মনে করেন ততদিনের জন্য প্রেরণ করিবেন ;

(২) যেক্ষেত্রে আদালত (১) উপধারার অধীনে, কোন সংক্রামক বা ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত শিশুর ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করিযাছেন সেই ক্ষেত্রে আদালত, ক্ষেত্রমত, শিশুটির বৈবাহিকসূত্রে কোন অংশীদার থাকিলে তাহার নিকট অথবা অভিভাবকের নিকট তাহাকে ফেরত দেওয়ার পূর্বে আদালত অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা শিশুটির স্বার্থের অনুকূল হইবে বলিয়া সন্তুষ্টি হইলে, শিশুটির ক্ষেত্রমত, বৈবাহিকসূত্রে অংশীদার অথবা অভিভাবককে এই মর্মে নির্দেশ দিবেন যে, আদালত যে শিশুর ব্যাপারে আদেশ প্রদান করিয়াছেন সেই শিশুর রোগ তাহার সহচর্যে পুনঃসংক্রমিত হইবে না ইহা তিনি নিজেকে ডাক্তার দ্বারা পরীক্ষা করাইয়া জানিতে পারিয়াছেন বলিয়া আদালতের সন্তুটি বিধান করিতে হইবে।

ধারা ১৫। আদালত কর্তৃক আদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে যে সকল যে বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে ঃ এই আইনের অধীনে কোন আদেশ প্রদানের উদ্দেশে আদালত নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ রাখিবেন ঃ

(ক) শিশুর চরিত্র ও বয়স ;

(খ) শিশুর জীবনধারণের পরিবেশ ;

(গ) শিক্ষানবিস কর্মকর্তা কর্তৃক প্রণীত রিপোর্ট ; এবং

(ঘ) শিশুটির স্বার্থে যে সকল বিষয় বিবেচনার্থ গ্রহণ করিতে হইবে বলিয়া আদালত মনে করেন সেই সকল বিষয়।

Dhaka University Institutional Repository

তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে দেখা যায় যে শিশু কোন অপরাধ করিয়াছে, সেই ক্ষেত্রে তাহার বিরুদ্ধে উক্ত মর্মে আদালত উহার তদন্ত ফল লিপিবদ্ধ করিবার পর উপরোক্ত বিষয়াদি বিবেচনার্থগ্রহণকরিরেন।

ধারা ১৬। **শিক্ষানবিস কর্মকর্তার রিপোর্ট এবং অন্যান্য রিপোর্ট গোপনীয় গণ্য করিতে হইবে ঃ** ১৫ ধারার আদালত কর্তৃক বিবেচিত শিক্ষানবিস কর্মকর্তার রিপোর্ট অথবা অন্য কোন রিপোর্ট গোপনীয় বলিয়া গণ্য হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ রিপোর্ট যদি শিশুটি বা তাহার পিতামাতা কিংবা অভিভাবকের চরিত্র, স্বাস্থ্য অথবা আরচণ অথবা জীবণধারণের পরিবেশ-সংক্রান্ত হয় তবে আদালত সমীচীন মনে করিলে উক্ত রিপোর্টের সারমর্ম, উক্ত শিশু কিংবা সংশ্লিষ্ট পিতামাতা অথবা অভিভাবককে জানাইতে পারিবেন এবং তাহাদিগকে রিপোর্টে বর্ণিত বিয়য়াদির সহিত প্রাসঙ্গিক হয় এইরূপ সাক্ষ্য প্রদানের সুযোগ দিতে পারেন।

ধারা ১৭। মামলায় জড়িত শিশুর পরিচয় ইত্যাদি প্রকাশমূলক রিপোর্ট প্রকাশনার উপর নিষেধ ঃ কোন সংবাদপত্র, পত্রিকা বা সংবাদ ফলকে প্রকাশিত কোন রিপোর্ট অথবা কোন সংবাদদাতা এজেন্সি এই আইনের আধীনে কোন আদালতে উথাপিত কোন মামলা বা কার্যধারা যাহাতে কোন শিশু জড়িত উহার বিস্তারিত বর্ণনা এবং যাহা এইরূপ শিশুকে সনাক্তকরণে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাহায্য করে তাহা প্রকাশ করিবে না বা এইরূপ কোন শিশুর ছবি প্রকাশ করিবে না।

তবে শর্ত থাকে যে, মামলার বিচারকারী অথবা কার্যধারা গ্রহণকারী আদালত, যদি উহার মতে এইরূপ রিপোর্ট প্রকাশ করা শিশু কল্যাণের স্বার্থে অনুকূল হইবে এবং সংশ্লিষ্ট শিশুর স্বার্থের কোন ক্ষতি হইবে না বলিয়া মনে করেন তবে কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া উক্ত আদালত এইরূপ কোন রিপোর্ট প্রকাশের অনুমতি দিতে পারিবেন।

ধারা ১৮। বাদ দেওয়া না হইলে ১৮০৮ সালের ফৌজদারী কার্যবিধির বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে ঃ এই আইন অথবা ইহার অধীনে প্রণীত বিধির স্পষ্ট বিধান অনুযায়ী ব্যতীত, এই আইনের অধীনে মামলার বিচার এবং কার্যধারা গ্রহণের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় পদ্ধতির জন্য এই বিধির বিধানাবলী অনুসরণ করিতে হইবে।

তৃতীয় ভাগ

প্রত্যয়িত ইনস্টিটিউট ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ

ধারা ১৯। **ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা ও প্রত্যয়ন ঃ**

(১) সরকার শিশু এবং বাল-অপরাধীগণকে গ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিবেন।

Dhaka University Institutional Repository

(২) সরকার প্রত্যযন করিতে পারিবেন যে (১) উপধারার অধীনে প্রতিষ্ঠিত নহে এইরূপ কোন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট অথবা কোন শিশু বিদ্যালয় কিংবা অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিশু অথবা বাল-অপরাধীগণের অভ্যর্থনার জন্য উপযুক্ত।

ধারা ২০। হাজতাবাস ঃ সরকার, কোন আদালত অথবা পুলিশ কর্তৃক হাজতে প্রেরিত শিশুগণের আটক রাখা, রোগ নির্ণয় এবং শ্রেণী বিভাগের উদ্দেশে, হাজতাবাসে প্রতিষ্ঠা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন।

ধারা ২১। ইনস্টিটিউট ইত্যাদি প্রত্যয়ন অথবা স্বীকৃতিদানের শর্তাবলী ঃ এই আইনের উদ্দেশে কোন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, শিল্পবিদ্যালয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিংবা অনুমোদিত আবাসকে যে শর্তাবলী সাপেক্ষে ক্ষেত্রমত, প্রত্যয়ন অথবা স্বীকৃতি দান করা যাইবে সরকার সেই সকল শর্তাবলী নির্ধারণ করিবেন।

ধারা ২২। প্রত্যয়িত ইনস্টিটিউটসমূহের ব্যবস্থাপনা ঃ

(১) ১৯ (১) ধারার অধীনে প্রতিষ্ঠিত প্রত্যেকটি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য সরকার একজন তত্ত্বাবধায়ক এবং একটি পরিদর্শন কমিটি নিয়োগ করিবেন যাহা এই আইনের উদ্দেশে ইনস্টিটিউটের ব্যবস্থাপক বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) ১৯ (২) ধারার অধীনে প্রত্যয়িত প্রতিটি ইনস্টিটিউট বিদ্যালয় অথবা প্রতিষ্টান উহার গর্ভনিং বডি শাসক সংস্থার ব্যবস্থাধীন থাকিবে এবং উক্ত সংস্থার সদস্যগণ এই আইনের উদ্দেশে ইনস্টিটিউট, বিদ্যালয় অথবা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক বলিয়া গণ্য হইবেন।

ধারা ২৩। ব্যবস্থাপকগণের সহিত পরামর্শ ঃ কোন শিশুকে কোন প্রত্যয়িত ইনস্টিটিউটে প্রেরণের পূর্বে উহার ব্যবস্থাপকগণের সহিত আদালত পরামর্শ করিবেন।

ধারা ২৪। প্রত্যয়িত ইনস্টিটিউট ও অনুমোদিত আবাসসমুহে ডাক্তারী পরিদর্শনঃ এতদুদ্দেশে সরকার কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত কোন রেজিষ্ট্রিভূক্ত চিকিৎসক যেকোন সময়ে কোন প্রত্যয়িত ইনস্টিটিউট অথবা অনুমোদিত আবাস, উহার ব্যবস্থাপক বা অন্যান্য ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে নোটিস দিয়া বা না দিয়া পরিদর্শন করিতে পারিবেন এবং প্রত্যয়িত ইনষ্টিটিউট বা অনুমোদিত আবাসের স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থাদি এবং উহার বাসিন্দাগণের স্বাস্থ্য সম্পর্কে প্রধান পরিদর্শকের নিকট রিপোর্ট দিবেন।

ধারা ২৫। সরকারের প্রত্যয়নপত্র প্রত্যাহারের ক্ষমতা ঃ সরকার কোন প্রত্যয়িত ইনস্টিটিউটের ব্যবস্থাপনায় অসন্তুষ্ট হইলে, উহার ব্যবস্থাপকের প্রতি নোটিস জারি করিয়া যেকোন সময়ে ঘোষণা করিতে পারেন যে, উক্ত ইনস্টিটিউটের প্রত্যয়নপত্র নোটিসে উল্লিখিত তারিখে প্রত্যাহার করা হইল এবং উক্ত তারিখ হইতে উক্ত প্রত্যাহার কার্যকর হইবে এবং ইনস্টিটিউট অতঃপর প্রত্যয়িত ইনস্টিটিউট বলিয়া গণ্য হইবে না।

Dhaka University Institutional Repository

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ নোটিস জারির পূর্বে প্রত্যয়িত ইনস্টিটিউটের ব্যবস্থাপককে, প্রত্যয়নপত্র কেন প্রত্যাহার করা হইবে না তাহার কারণ দর্শাইবার জন্য, যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান করা হইবে।

ধারা ২৬। ব্যবস্থাপক কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র সমর্পণ ঃ কোন প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউটের ব্যবস্থাপকগণ, প্রধান পরিদর্শকের মাধ্যমে তাহাদের অভিপ্রায় উল্লেখ করিয়া সরকারকে ছয় মাসের লিখিত নোটিশ প্রদান করিয়া ইনস্টিটিউটের প্রত্যয়নপত্র সমর্পণ করিতে পারিবে এবং তদনুসারে, নোটিশ প্রদানের তারিখ হইতে ছয় মাস অতিবাহিত হইলে, এবং উক্ত সময়ের পূর্বে নোটিশটি প্রত্যাহার না করা হইলে, প্রত্যয়নপত্রের সমর্পণ কার্যকর হইবে এবং ইনস্টিটিউটের প্রত্যয়িত মর্যাদা লোপ পাইবে।

ধারা ২৭। প্রত্যয়নপত্র প্রত্যাহার অথবা সমর্পণের ফলাফল ঃ কোন প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউটের ব্যবস্থাপকগণ উহার প্রত্যয়নপত্র প্রত্যাহার বা সমর্পণ-সংক্রান্ত নোটিশ, ক্ষেত্রমত, প্রাপ্তি বা প্রদানের তারিখের পর এই আইনের অধীনে কোন শিশু কিংবা বাল-অপরাধীকে কোন প্রত্যয়িত ইনস্টিটিউটে গ্রহণ করিবেন না।

তবে শর্ত থাকে যে, যথাক্রমে উপরোক্ত তারিখে ইনস্টিটিউটে আটক কোন শিশু অথবা বাল-অপরাধীকে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, বাসস্থান, বস্ত্র ও খাদ্য প্রদানের ব্যাপারে ব্যবস্থাপকগণের দায়-দায়িত্ব, সরকার যতদূর অন্য প্রকার নির্দেশ দেন ততদূর পর্যন্ত ব্যতীত, প্রত্যয়নপত্রের প্রত্যাহার বা সমর্পণ কার্যকর না হওয়া অবধি অব্যাহতি থাকিবে।

ধারা ২৮। প্রত্যয়নপত্র প্রত্যাহার বা সমর্পণের পর বাসিন্দাগণ সম্পর্কে ব্যভস্থা ঃ কোন ইনস্টিটিউটের 'প্রত্যয়িত' মর্যাদা লোপ পাইলে সেখানে আটক শিশুগণ অথবা বাল-অপরাধীগণকে সম্পূর্ণরূপে অথবা সরকার কর্তৃক আরোপিত শর্তে খালাস দিতে হবে অথবা এই আইনের খালাস ও বদলি-সংক্রান্ত বিধানাবলী মোতাবেক প্রধান পরিদর্শকের আদেশক্রমে অন্য কোন প্রত্যয়িত ইনস্টিটিউটে বদলি করা যাইতে পারে।

ধারা ২৯। প্রত্যয়িত ইনস্টিটিউট এবং অনুমোদিত আবাস পরিদর্শন ঃ প্রত্যেকটি প্রত্যয়িত ইনস্টিটিউট এবং অনুমোদিত আবাস ও উহার সকল বিভাগ সকল সময়ে প্রত্যয়িত ইনস্টিটিউটের প্রধান পরিদর্শক, পরিদর্শক অথবা সহকারী পরিদর্শক কর্তৃক পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে এবং প্রতি ছয় মাসে অন্তত একবার পরিদর্শন করা হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে শুধুমাত্র বালিকাদের অভ্যর্থনার জন্য এইরূপ কোন কোন ইনস্টিটিউট থাকে এবং প্রধান পরিদর্শক এইরূপে পরিদর্শন না করেন সেই ক্ষেত্রে, বাস্তবসম্মত হইলে, প্রধান পরিদর্শক কর্তৃক এতদুদ্দেশে অনুমোদিত মহিলা এইরূপ পরিদর্শন করিবেন।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ ভাগ

অফিসারগণ এবং তাহাদের ক্ষমতা ও কর্তব্য

ধারা ৩০। প্রধান পরিদর্শক ইত্যাদির নিয়োগ ঃ

(১) সরকার, প্রত্যয়িত ইনস্টিটিউটের জন্য একজন প্রধান পরিদর্শক এবং তাহার সহায়তাকল্পে সরকারী বিবেচনামতে উপযুক্ত সংখ্যক পরিদর্শক ও সহকারী পরিদর্শক নিয়োগ করিবেন।

(২) প্রধান পরিদর্শকের এই আইনে বর্ণিত এবং সেইরূপ নির্ধারণ করা হয় সেইরূপ ক্ষমতা ও কর্তব্য থাকিবে।

(৩) প্রত্যেক পরিদর্শক বা সহকারী পরিদর্শক, প্রধান পরিদর্শকের সেইরূপ ক্ষমতা লাভ করিবেন ও কর্তব্য পালন করিবেন যেরূপ সরকার নির্দেশ দিবেন এবং প্রধান পরিদর্শকের নির্দেশানুযায়ী কাজ করিবেন।

ধারা ৩১। শিক্ষানবিস কর্মকর্তা নিয়োগ ঃ

(১) সরকার প্রত্যেক জেলায় একজন শিক্ষানবিস কর্মকর্তা নিয়োগ করিতে পারিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে কোন জেলায় এই নিযুক্ত কোন ব্যক্তি না থাকে সেইক্ষেত্রে মোকদ্দমা বিশেষের জন্য ঐ জেলায় আদালত কর্তৃক সময়ে সময়ে অন্য যেকোন ব্যক্তি শিক্ষানবিস কর্মকর্তারূপে নিযুক্ত হইবেন।

(২) শিক্ষানবিস কর্মকর্তা স্থানীয় শিশু আদালত অথবা যেখানে এইরূপ আদালত নাই সেখানে দায়রা আদালতের তত্ত্বাবধানে এবং পরিচালনায় এই আইনের অধীনে তদীয় কর্তব্য সম্পাদন করিবেন।

(৩) শিক্ষানবিস কর্মকর্তা, এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি এবং আদালতের নির্দেশাবলী সাপেক্ষ-

(ক) যুক্তিসঙ্গত বিরতিতে নিজে শিশুকে পরিদর্শন করিবেন অথবা করিতে সুযোগ দিবেন ;

(খ) লক্ষ রাখিবেন যে, শিশুটির আত্মীয় অথবা যাহার তত্ত্বাবধানে শিশুটিকে রাখা হইয়াছে তিনি মুচলেকার শর্ত পালন করিতে থাকেন ;

(গ) শিশুর আচরণ সম্পর্কে আদালতে রিপোর্ট দিবেন ;

(ঘ) উপদেশ দিবেন, সহায়তা করিবেন এবং বন্ধুভাবাপন্ন করিয়া তুলিবেন এবং প্রয়োজনের চেষ্টা করিবেন; এবং

(ঙ) অন্য কোন নির্ধারিত কর্তব্য পালন করিবেন।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম ভাগ

দুস্থ ও অবহেলিত শিশুদের তত্ত্বাবধান ও পালনের/রক্ষণের কর্মপন্থা।

ধারা ৩২। যেসকল শিশুকে গৃহহীন, দুস্থ ইত্যাদি অবস্থায় পাওযা যায় ঃ

(১) কোন শিক্ষানবিস কর্মকর্তা কিংবা কমপক্ষে সাবইন্সপেক্টরের পদমর্যাদাসম্পন্ন পুলিশ কর্মকর্তা অথবা সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশে ক্ষমতা প্রদত্ত অন্য কোন ব্যক্তি শিশু আদালত বা ৪ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রদত্ত আদালতে, তাহার মতে শিশু এবং নিম্নবর্ণিত অবস্থার সম্মুখীন বলিয়া বিবেচিত যেকোন ব্যক্তিকে হাজির করিতে পারিবেন এবং এইরূপ যেকোন ব্যক্তিকে হাজির করিতে পারিবেন যিনি বা যাহাকে-

(ক) যাহার কোন গৃহ, নির্দিষ্ট কোন বাসস্থান অথবা জীবনধারণের কোন দৃশ্য উপায় নাই অথবা এইরূপ কোন পিতামাতা বা অভিভাবক নাই যিনি নিয়মিত ও যথাযথভাবে অভিভাবকের ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারেন ; অথবা

(খ) যাহাকে শিক্ষা করিতে দেখা যায় অথবা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কোন কাজ এইরূপ অবস্থাধীন করিতে দেখা যায় যাহা উক্ত শিশুর মঙ্গলের পরিপন্থী ;

(গ) যাহাকে দুঃস্থ অবস্থায় নিপতিত দেখা যায় অথবা যাহার পিতামাতা বা অভিভাবক যাবজ্জীবন কারাদন্ড কিংবা কারাদন্ড ভোগ করিতেছে ; অথবা

(ঘ) যিনি এইরূপ পিতামাতা অথবা অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে রহিযাছেন, যিনি প্রায়ই স্বভাবত শিশুটিকে অবহেলা করে অথবা তাহার সহিত নিষ্ঠুর ব্যবহার করে ; অথবা

(ঙ) যাহাকে সাধপরনত কোন কুখ্যাত অপরাধী অথবা তাহার পিতামাতা কিংবা অভিভাবক নহে এইরূপ পতিতার সঙ্গ-দোষে দুষ্ট অবস্থায় পাওয়া যায় ; অথবা

(চ) যিনি অবস্থান করিতেছেন অথবা প্রাইয় যাতায়াত করিতেছেন এইরূপ কোন বাড়িতে যাহা পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত কোন পতিতার ব্যবহারের অধীনে রহিযাছে এবং যিনি উক্ত পতিতার শিশু নহেন ; অথবা

(ছ) যিনি প্রকারান্তরে কোন অসৎ সঙ্গে পতিত হইতে পারেন অথবা নৈতিক বিপদের সম্মুখীন হইতে পারেন অথবা অপরাধের জীবনে প্রবেশ করিতে পারেন।

(২) (১) উপধারায় উল্লিখিত কোন শিশুকে যে আদালতে হাজির করা হয় সেই আদালত তথ্যাদি পরীক্ষা করিবেন এবং এইরূপ পরীক্ষার সারমর্ম লিপিবদ্ধ করিবেন, এবং যদি মনে করেন যে আরও তদন্ত করিবার পর্যাপ্ত কারণ রহিয়াছে তবে তদুদ্দেশে তারিখ ধার্যকরিবেন।

(৩) (২) উপধারার অধীনে তদন্তের জন্য ধায্য দিবসে অথবা অন্য কোন পরবর্তী তারিখে যে পর্যন্ত কার্যধারা মুলতবী থাকে সেই তারিখে আদালত এই আইনের অধীনে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইতে পারে উহার পক্ষে এবং বিপক্ষে

Dhaka University Institutional Repository

যে সকল প্রাসঙ্গিক সাক্ষ্য প্রদত্ত হইতে পারে তাহা শুনিবেন এবং লিপিবদ্ধ করিবেন এবং যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন সেইরূপ পুনরায় তদন্ত করিতে পারেন।

(৪) এইরূপ তদন্ত করিয়া আদালতে যদি সন্তুষ্ট হন যে, উক্ত ব্যক্তি (১) উপধারায় বর্ণিত একটি শিশু এবং তদনুযায়ী তৎসমএর্ক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমীচীন তাহা হইলে আদালত তাহাকে কোন প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউটে অথবা অনুমোদিত আবাসে প্রেরণের আদেশ দিতে পারেন অথবা তাহাকে কোন আত্মীয় কিংবা আদালত কর্তৃক উল্লিখিত এবং শিশুটির বয়স ১৮ বৎসর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত অথবা কোন সংক্ষিপ্ততর সময়ের জন্য তত্ত্বাবধান করিতে ইচ্ছুক অন্য কোন ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে নির্ধারিত পদ্ধতিতে সোপর্দ করিবার আদেশ দিতে পারিবেন।

(৫) যে আদালত শিশুকে কোন আত্মীয় অথবা অন্য উপযুক্ত ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে প্রেরণের আদেশ দেন সেই আদালত এইরূপ আদেশ প্রদানকালে এইরূপ আত্মীয় অথবা অন্য ব্যক্তিকে জামিনসহ অথবা বিনা জামিনে এই মর্মে একটি মুচলেকা সম্পাদনের নির্দেশ দিবেন যে, তিনি শিশুটির সদাচরণে জন্য এবং অন্যান্য যে সকল শর্ত আদালত শিশুটির সৎ এবং পরিশ্রমী জীবনযাপনের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য আরোপ করিতে পারেন সেই সকল শর্ত পালনের জন্য দায়ী থাকিবে।

(৬) যে আদালত শিশুটিকে আত্মীয় অথবা অন্য উপযুক্ত ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে সোপর্দেন জন্য এই ধারার অধীনে আদেশ প্রদান করেন সেই আদালত অতিরিক্ত আদেশ প্রদান করিতে পারেন যে শিশুকে শিক্ষানবিসি কর্মকর্তা অথবা আদালত কর্তৃক উল্লিখিত অন্য ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে রাখা যাইতে পারে।

ধারা ৩৩। নিয়ন্ত্রণ-বহির্ভূত শিক্ষা ঃ

(১) যেক্ষেত্রে কোন শিশুর পিতামাতার বা অভিভাবক শিশু আদালতে অথবা ৪ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রদত্ত আদালতে অভিযোগ করেন যে তিনি শিশুটিকে নিয়ন্ত্রণ করিতে অপারগ সেই ক্ষেত্রে আদালত তদন্তের পর যদি সন্তুষ্ট হন যে, শিশুটি সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমীচীন তবে অনধিক তিন বৎসরের মেয়াদে তাহাকে কোন প্রত্যয়িত ইনস্টিটিউট অথবা অনুমোদিত আবাসে প্রেরণের হুকুম দিতেপারেন।

(২) আদালত যদি সন্তুষ্ট হন যে, বাড়ির পরিবেশ সন্তোষজনক এবং শিশুটিকে প্রত্যয়িত ইনস্টিটিউটে অথবা অনুমোদিত আবাসে প্রেরণের পরিবর্তে তাহার তত্ত্বাবধান করাই আশু প্রয়োজন তাহা হইলে আদালত শিশুটিকে অনধিক তিন মাসের মেয়াদে শিক্ষানবিস কর্মকর্তার তত্ত্বধানে ন্যস্ত করিতে পারেন।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ ভাগ
শিশু-সম্পর্কিত বিশেষ অপরাধসমূহ

ধারা ৩৪। শিশুর প্রতি নিষ্ঠুরতার দন্ড ঃ যাহার হেফাজত, দায়িত্ব বা তত্ত্বাবধানে কোন শিশু রহিয়াছে এইরূপ কোন ১৬ বৎসরের উপর বয়স্ক ব্যক্তি যদি অনুরূপ শিশুকে এইরূপ পন্থায় আক্রমণ, উৎপীড়ন, অবহেলা, বর্জন অথবা অরক্ষিত হালে পরিত্যাগ করে অথবা করায় যদ্দ্বারা শিশুটির অহেতুক দুর্ভোগ হয় কিংবা তাহার স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয় এবং তাহার দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি নষ্ট হয়, শরীরের কোন অঙ্গ বা ইন্দ্রিয়ের ক্ষতি হয় এবং কোন মানসিক বিকৃতি ঘটে তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি দুই বৎসর পর্যন্ত মেয়াদের কারাদন্ড অথবা এক হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবে।

ধারা ৩৫। শিশুদেরকে ভিক্ষাবৃত্তির জন্য নিয়োগের দন্ড ঃ কোন ব্যক্তি যদি কোন শিশুকে ভিক্ষার উদ্দেশে নিয়োগ করেন অথবা কোন শিশুর দ্বারা ভিক্ষা করান অথবা শিশুর হেফাজত, তত্ত্বাবধান ও দেখাশুনার জন্য দায়িত্বশীল কোন ব্যক্তি যদি ভিক্ষার উদ্দেশে শিশুর নিয়োগদানে অজ্ঞতার ভান করে কিংবা উৎসাহ দেন, অথবা শিক্ষার উদ্দেশে কোন শিশুকে আলামতরূপে ব্যবহার করেন তাহা হইলে তিনি এক বৎসর পর্যন্ত মেয়াদের কারাদন্ড অথবা তিনশত টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

ধারা ৩৬। শিশুর দায়িত্বে থাকাকালে পানোম্মত্ত হইবার দন্ড ঃ কোন শিশুর দায়িত্বে থাকা কালে কোন ব্যক্তিকে যদি কোন প্রকাশ্য স্থানে, তাহা কোন দালান হউক বা না হউক, পানোম্মত্ত অবস্থায় পাওয়া যায় এবং তাহার মাতলামির কারণে তিনি শিশুটির যথাযথ তত্ত্বাবধান করিতে অসমর্থ হন তাহা হইলে তিনি একশত টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

ধারা ৩৭। শিশুকে নেশাগ্রস্তকারী সুরা কিংবা বিপজ্জনক ঔষধ প্রদানের দন্ড ঃ যদি কোন শিশুকে শিশুর অসুস্থতা অথবা অন্য জরুরী কারণে, যথাযথ যোগ্যতাসম্পন্ন ডাক্তারের আদেশক্রমে ব্যতীত কোন ব্যক্তি কোন প্রকাশ্য স্থানে, তাহা দালান হউক বা না হউক কোন নেশাগ্রস্তকারী সুরা অথবা বিপজ্জনক ঔষধ প্রদান করেন বা করান, তিনি এক বৎসর পর্যন্ত মেয়াদের কারাদন্ড অথবা পাঁচশত টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

ধারা ৩৮। সুরা কিংবা বিপজ্জনক ঔষধ বিক্রয়ের স্থানসমূহে প্রবেশের অনুমতিদানে দন্ডঃ যদি শিশুকে সুরা কিংবা বিপজ্জনক ঔষধ বিক্রয়ের স্থানে লইয়া যান, অথবা এইরূপ স্থানের স্বত্বাধিকারী, মালিক কিংবা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি হইয়াও শিশুকে যিনি অনুরূপ স্থানে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করেন অথবা যিনি অনুরূপ স্থানে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করেন অথবা যিনি অনুরূপ স্থানে শিশুর যাইবার কারণ ঘটান তিনি পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

Dhaka University Institutional Repository

ধারা ৩৯। শিশুকে বাজি ধরিতে বা ঋণ গ্রহণে উস্কানি দেওয়ার দন্ড ঃ যে ব্যক্তি উচ্চারিত বা লিখিত শব্দ দ্বারা কিংবা ইঙ্গিত দ্বারা বা প্রকারান্তরে কোন শিশুকে কোন বাজি ধরিতে বা পণ রাখিতে অথবা কোন বাজি বা পণ ভিত্তিক লেনদেনে অংশগ্রহণ করিতে অথবা শেয়ার লইতে বা স্বার্থসম্পন্ন হইতে উস্কানি দেন কিংবা দেওয়ার চেষ্টা করেন অথবা অনুরূপভাবে কোন শিশুকে ঋণ গ্রহণ করিতে কিংবা ঋণ গ্রহণমূলক লেনদেনে অংশগ্রহণ করিতে উস্কানি দেন, তিনি ছয় মাস পর্যন্ত মেয়াদের কারাদন্ড অথবা দুইশত টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

ধারা ৪০। শিশুর নিকট হইতে দ্রব্যাদি বন্ধক গ্রহণ বা ক্রয় করিবার দন্ড ঃ যে ব্যক্তি কোন শিশুর নিকট হইতে কোন দ্রব্য, তাহা উক্ত শিশু কর্তৃক নিজ তরফ হইতে বা অন্য ব্যক্তির তরফ হইতে প্রদেয় হউক না কেন, বন্ধক গ্রহণ করেন তিনি এক বৎসর পর্যন্ত কোন মেয়াদের কারাদন্ড কিংবা পাঁচশত টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

ধারা ৪১। শিশুকে পতিতালয়ে থাকিবার অনুমতিদানের দন্ড ঃ যে ব্যক্তি চার বৎসরের উপর বয়স্ক শিশুকে পতিতালয়ে বাস করিতে কিংবা প্রায়শঃ যাতায়াত করিতে সুযোগ বা অনুমতি দেয় তিনি দুই বৎসর পর্যন্ত কোন মেয়াদের কারাদন্ড অথবা এক হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড অথবা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

ধারা ৪২। অসৎ পথে পরিচালনা করানো বা করিতে উৎসাহদানের জন্য দন্ড ঃ যে ব্যক্তি ১৬ বৎসরের কম বয়স্ক কোন বালিকার সত্যিকার দায়িত্বসম্পন্ন হইয়া বা তাহার নিয়ন্ত্রণকারী হইয়া তাহাকে অসৎ পথে পরিচালিত কিংবা বেশ্যাবৃত্তিতে প্রবৃত্ত করায় বা তজ্জন্য উৎসাহ দেয় অথবা তাহার স্বামী ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তিকে তাহার সহিত যৌন সঙ্গম করায় বা তজ্জন্য উৎসাহ দেয়, তিনি দুই বৎসর পর্যন্ত মেয়াদের কারাদন্ড অথবা এক হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড অথবা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

ব্যাখ্যা ঃ এই ধারার উদ্দেশে, সেই ব্যক্তি কোন বালিকাকে অসৎ পথে পরিচালিত করাইয়াছেন বা তজ্জন্য উৎসাহ দিয়াছেন বলিয় গণ্য হইবেন যদি সেই ব্যক্তি বালিকাটিকে কোন পতিতা কিংবা ভ্রষ্ট চরিত্র বলিয়া জ্ঞাত ব্যক্তির সহিত বাস করিতে বা তাহার অধীনে চাকরিতে নিয়োজিত হইতে বা থাকিতে জ্ঞাতসারে অনুমতি দিয়া থাকেন ।

ধারা ৪৩। অসৎ পথে পরিচালিত হইতে অল্পবয়স্ক বালিকাকে ঝুকির সম্মুখীন হওয়াঃ কোন ব্যক্তির নালিশের প্রেক্ষিতে যদি আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, ১৬ বৎসরের কম বয়স্ক কোন বালিকা তাহার পিতামাতা বা অভিভাবকের জ্ঞাতসারে অজ্ঞাতসারে অসৎ পথে পরিচালিত হওয়া বা বেশ্যাবৃত্তিতে লিপ্ত হইবার ঝুঁকির সম্মুখীন হইয়াছে তাহা হইলে আদালত এইরূপ বালিকার ব্যাপারে উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন এবং তদারকি করিবার জন্য একটি মুচলেকা সম্পাদন করিতে পিতামাতা অথবা অভিভাবককে নির্দেশ দিতে পারিবেন।

Dhaka University Institutional Repository

ধারা ৪৪। শিশু কর্মচারীদিগকে শোষণের দন্ড ঃ

(১) যে ব্যক্তি শিশুকে ভৃত্যের চাকরি অথবা কারখানা কিংবা অন্য প্রতিষ্ঠানে শ্রামিকের কাজে নিয়োগের ভান করিয়া কোন শিশুকে হস্তগত করে কিন্তু কার্যত শিশুটিকে তাহার নিজ স্বার্থে শোষণ করে বা কাজে লাগায়, আটকাইয়া রাখে অথবা তাহার উপার্জন ভক্ষণ করেন তিনি এক হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

(২) যে ব্যক্তি (১) উপধারায় বর্ণিত কোন-একটি উদ্দেশের জন্য ভান করিয়া কোন শিশুকে হস্তগত করে কিন্তু তাহাকে অসৎ পথে চালিত হওয়া, সমকাম, বেশ্যাবৃত্তি কিংবা অন্যান্য নীতি-বিগর্হিত পরিবেশে লিপ্ত হইবার ঝুঁকির সম্মুখিন করে তিনি দুই বৎসর পর্যন্ত মেয়াদের কারাদন্ড কিংবা এক হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

(৩) কোন ব্যক্তি (১) উপধারায় বা (২) উপধারায় উল্লিখিত পদ্ধতিতে শোষিত বা কাজে লাগানো শিশুর শ্রমের ফল যে ব্যক্তি ভোগ করে অথবা যাহার নৈতিকতা বিরোধী বিনোদনের জন্য শিশুকে ব্যবহার করা হয় তিনি দুস্কর্মে সহায়তার জন্য দায়ী হইবেন।

ধারা ৪৫। শিশু অথবা বাল-অপরাধীর পলায়েনে সহায়তার দন্ড ঃ যে ব্যক্তি, প্রত্যয়িত ইনস্টিটিউট কিংবা অনুমোদিত আবাসে আটক কিংবা তথা হইতে অনুজ্ঞামূলে অন্য স্থানে প্রদত্ত কোন শিশু বা বাল-অপরাধীকে ইনস্টিটিউট, আবাস অথবা যে ব্যক্তির নিকট শিশুকে অনুজ্ঞামূলে রাখা হইয়াছিল তাহার নিকট হইতে পলায়ন করিতে অথবা কোন শিশুকে এই আইনের অধীনে যে ব্যক্তির হেফাজতে সোপর্দ করা হয় তাহার নিকট হইতে পলায়নে কোন শিশুকে যে ব্যক্তি, জ্ঞাতসারে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করে বা প্রলুব্ধ করে তিনি, অথবা কোন শিশু বা বাল-অপরাধী প্রত্যয়িত ইনস্টিটিউট বা অনুমোদিত আবাস হইতে অথবা তাহাকে অনুজ্ঞামূলে যাহার তত্ত্বধানে রাখা হইয়াছিল কিংবা এই আইনের অধীনে যাহার হেফাজতে সোপর্দ করা হইয়াছিল, তাহার নিকট হইতে পালাইয়া যাইবার পর তাহাকে পুনরায় উক্ত স্থান বা ব্যক্তির নিকট প্রত্যাবর্তন করা হইতে যে ব্যক্তি অনুরূপ করিতে সাহায্য করে তিনি দুই মাস পর্যন্ত মেয়াদের কারাদন্ড কিংবা দুইশত টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডনীয়হইবে।

ধারা ৪৬। শিশু-সম্পর্কিত রিপোর্ট অথবা ছবি প্রকাশের দন্ড ঃ যিনি ১৭ ধারার বিধানাবলী লংঘন করিয়া কোন রিপোর্ট বা ছবি প্রকাশ করেণ তিনি দুই মাস পর্যন্ত মেয়াদের কারাদন্ড অথবা দুইশত টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবে।

ধারা ৪৭। এই ভাগে বর্ণিত অপরাধ আদালত গ্রাহ্য অপরাধ ঃ কার্যবিধিতে কোন কিছু থাকা তত্ত্বেও এই ভাগের অধীনকৃত সকল অপরাধ আদালতে গ্রাহ্য হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম ভাগ
বাল-অপরাধীগণ

ধারা ৪৮। গ্রেফতারকৃত শিশুর জামিন ঃ যেক্ষেত্রে আপাতদৃষ্টিতে ১৬ বৎসরের কম বয়স্ক কোন ব্যক্তিকে জামিনের অযোগ্য অপরাধের দায়ে গ্রেফতার করা যায় না, এবং অবিলম্বে আদালতে হাজির করা যায় না, সেই ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত জামানত পাওযা গেলে, তিনি যে থানায় আনীত হইয়াছেন সেই থানায় ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, তাহাকে জামিনে খালাস দিতে পারেন, কিন্তু যেক্ষেত্রে খালাস দেওয়া হইলে উক্ত ব্যক্তি কোন কুখ্যাত অপরাধীর সহচর্য লাভ করিবে অথবা নৈতিক বিপদের সম্মূখীন হইবে অথবা যেক্ষেত্রে তাহাকে খালাস দেওয়ার কারণে ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় ব্যাহত হয় সেই ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তিকে খালাস দেওয়া যাইবে না।

ধারা ৪৯। জামিনে খালাসপ্রাপ্ত নহে এইরূপ শিশুর হেফাজত ঃ

(১) যেক্ষেত্রে আপাতদৃষ্টিতে ১৬ বৎসরের কম বয়স্ক কোন ব্যক্তি গ্রেফতার হইবার পর ৪৮ ধারার অধীনে খালাসপ্রাপ্ত না হন, সেই ক্ষেত্রে যতদিন তাহাকে আদালতে হাজির করা না যায় ততদিন পর্যন্ত তাহাকে হাজত আবাস অথবা কোন নিরাপদ স্থানে আটক রাখিবার জন্য উক্ত থানায় ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(২) যে শিশু জামিনে খালাসপ্রাপ্ত হয় নাই তাহাকে বিচারে প্রেরণ করিয়া আদালত তাহাকে কোন হাজত আবাস অথবা নিরাপদ স্থানে আটক রাখিবার জন্য আদেশ দিবেন।

ধারা ৫০। গ্রেফতারের পর শিক্ষানবিস কর্মকর্তার নিকট পুলিশ কর্তৃক তথ্য পেশ ঃ কোন শিশুকে গ্রেফতারের পর অবিলম্বে তাহা শিক্ষানবিস কর্মকর্তাকে অবহিত করা পুলিশ অফিসার অথবা অন্য কেনা গ্রেফতারকারী ব্যক্তির কর্তব্য, যাহার উদ্দেশ্য হইতেছে আদালতকে উহার আদেশ প্রদানে সহায়তার নিমিত্তে উক্ত শিশুর পূর্ব-পরিচয় এবং পারিবারিক ইতিহাস এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পারিপর্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য অবিলম্বে উদ্যোগ লইতে শিক্ষানবিস কর্মকর্তাকে সমর্থ করা।

ধারা ৫১। শিশুর শাস্তি বিধানে বাধানিষেধ ঃ

(১) অন্য কোন আইনে বিপরীত কিছু থাকা সত্ত্বেও কোন শিশুকে মৃত্যুদন্ড, যাবজ্জীবন কারাদন্ড অথবা কারাদন্ড দান করা যাইবে না।

তবে শর্ত থাকে যে, কোন শিশুকে যখন এইরূপ মারাত্মক ধরনের অপরাধ করিতে দেখা যায় যে তজ্জন্য এই আইনের অধীনে প্রদানযোগ্য কোন শাস্তি আদালতের মতে পর্যাপ্ত নহে, অথবা আদালত যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, শিশুটি এত বেশী অবাধ্য অথবা ভ্রষ্ট-চরিত্র যে তাহাকে কোন প্রত্যয়িত ইনস্টিটিউটে প্রেরণ করা চলে না এবং অন্যান্য যে সকল আইনানুগ

Dhaka University Institutional Repository

পন্থায় মামলাটির সুরাহা হইতে পারে উহাদের কোন-একটিও তাহার জন্য উপযুক্ত নহে তাহা হইলে আদালত শিশুটিকে কারাদন্ড দান অথবা যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন সেইরূপ স্থানে বা শর্তে আটক রাখিবার আদেশ দিতে পারেন।

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ আদিষ্ট আটক-মেয়াদ তাহার অপরাধের জন্য প্রদেয় দন্ডের সর্বোচ্চ মেয়াদের অধিক হইবে না।

আরও শর্ত থাকে যে, এইরূপ আটক থাকাকালে কোন সময়ে আদালত উপযুক্ত মনে করিলে নির্দেশ দিতে পারেন যে, এইরূপ আটক রাখিবার পরিবর্তে বাল-অপরাধীকে, তাহার বয়স ১৮ বৎসর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কোন প্রত্যয়িত ইনস্টিটিউটে রাখিত হইবে।

(২) কারাদন্ডে দন্ডিত কোন বাল-অপরাধীকে যুবা আসামীর সঙ্গে মেলামেশা করিতে দেওয়া যাইবে না।

ধারা ৫২। শিশুকে প্রত্যয়িত ইনস্টিটিউটে সোর্পদ ঃ কোন শিশু মৃত্যুদন্ড, যাবজ্জীবন কারাদন্ড অথবা কারাদন্ডে দন্ডীয় অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইলে আদালত তাহার ক্ষেত্রে সমীচীন বিবেচনা করিলে অন্যূন দুই বৎসর এবং অনধিক দশ বৎসর মেয়াদে আটক রাখিবার জন্য কোন প্রত্যয়িত ইনস্টিউটে সোর্পদ করিতে আদেশ দিতে পারেন কিন্তু কোন ক্রমেই আটকের মেয়াদ শিশুর বয়স ১৮ বৎসর পূর্ণ হইবার পর আর বৃদ্ধি করা যাইবে না।

ধারা ৫৩। বাল-অপরাধীকে খালাস দেওয়া অথবা উপযুক্ত হেফাজতে সোপর্দ করিবার ক্ষমতা ঃ

(১) আদালতে উপযুক্ত বিবেচনা করিলে, কোন বাল-অপরাধীকে ৫২ ধারার অধীনে প্রত্যয়িত ইনস্টিটিউটে আটক রাখিবার নির্দেশদানের পরিবর্তে আদেশ দিতে পারিবেন যে তাহাকে-

(ক) যথাযথ অনুশাসনের পর খালাস দিতে হইবে, অথবা

(খ) সদাচরণের শিক্ষানবিসি শেষে মুক্তি দিতে হইবে এবং তাহার পিতামাতা বা অন্য প্রাপ্তবয়স্ক আত্মীয় অথবা অন্য উপযুক্ত ব্যক্তি উক্ত বাল-অপরাধীর অনধিক তিন বৎসরকাল সদাচরণের জন্য দায়ী থাকিবেন এই মর্মে জামিনসহ অথবা বিনা জামিনে, আদালত যেরূপ নির্দেশ দিবেন সেইরূপ মুচলেকা দানের পর বাল-অপরাধীকে তাহার পিতামাতা অথবা অন্য প্রাপ্তবয়স্ক কোন আত্মীয় অথবা অন্য উপযুক্ত ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে সোপর্দ করিতে পারিবেন, এবং আদালত আরও আদেশ দিতে পারিবেন যে, বাল-অপরাধীকে শিক্ষানবিস কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে রাখিতে হইবে।

(২) শিক্ষানবিস কর্মকর্তার নিকট হইতে রিপোর্ট পাওয়া অথবা প্রকারান্তরে যদি আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, বাল-অপরাধী তাহার শিক্ষানবিসিকালে সদাচরণ করে নাই, তাহা হইলে আদালত সেইরূপ উপযুক্ত মনে করেন সেইরূপ তদন্ত করিবার পর বাল-অপরাধকে শিক্ষানবিসিকালের অসমাপ্ত সময়ের জন্য প্রত্যয়িত ইনস্টিটিউটে আটক রাখিবার আদেশ দিতে পারিবেন।

Dhaka University Institutional Repository

ধারা ৫৪। পিতামাতাকে জরিমানা ইত্যাদি প্রদানে আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা ঃ

(১) যেক্ষেত্রে কোন শিশু অর্থদন্ডে দন্ডনীয় অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়, সেই ক্ষেত্রে আদালত যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট না হন যে, শিশুর পিতামাতা অথবা অভিভাবককে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না অথবা শিশুর প্রতি যথাযথ যত্নবান হইতে অবহেলা করিয়া তিনি শিশুকে অপরাধ সংঘটনে সাহায্য করেন নাই তাহা হইলে আদালত শিশুর পিতামাতা অথবা অভিভাবককে জরিমানা প্রদানের হুকুম দিবেন।

(২) যেক্ষেত্রে শিশুর পিতামাতা অথবা অভিভাবক (১) উপধারার অধীনে জরিমানা প্রদানে আদিষ্ট হইয়াছেন, সেই ক্ষেত্রে এই কার্যবিধির বিধান মোতাবেক উক্ত অর্থ আদায় করা যাইবে।

অষ্টম ভাগ
শিশুগণ এবং বাল-অপরাধীগণকে আটক রাখা ইত্যাদির ব্যবস্থা

ধারা ৫৫। শিশুকে নিরাপদ স্থানে আটাক রাখা ঃ

(১) কোন শিক্ষানবিস কর্মকর্তা অথবা কমপক্ষে সহকারী সাব-ইন্সপেক্টরের পদমর্যাদাসম্পন্ন পুলিশ অফিসার অথবা সরকার কতৃক এতদুদ্দেশে ক্ষমতা প্রদত্ত ব্যক্তি যেকোন শিশু যাহার সম্পর্কে এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ রহিয়াছে যে, সে অপরাধ করিয়াছে বা করিতে পারে বলিয়া সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহাকে কোন নিরাপদ স্থানে লইয়া যাইতে পারে।

(২) যে শিশু কোন নিরাপদ স্থানে এইরূপ আনীত হইয়াছে তাহাকে এবং যে শিশু নিরাপদ স্থানে আশ্রয় লাভ করিতে চায় তাহাকেও আদালতে হাজির না করা পর্যন্ত আটক রাখা যাইতে পারে।

তবে শর্ত থাকে যে, আদালতের কোন বিশেষ আদেশ না থাকিলে, এইরূপ আটক রাখিবার মেয়াদ ২৪ ঘন্টার অধিক হইবে না, আটক স্থান হইতে আদালত পর্যন্ত যাইবার জন্য প্রয়োজনীয় সময় উক্ত মেয়াদ-বহির্ভূত থাকিবে।

(৩) আদালত তাহার উপর অতঃপর বর্ণিত আদেশ প্রদান করিতে পারেন।

ধারা ৫৬। শিশুর তত্ত্বাবধান করা এবং আটক রাখিবার ব্যাপারে আদালতের ক্ষমতা ঃ

(১) যেক্ষেত্রে আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, উহার সমক্ষে হাজিরকৃত কোন শিশু সম্পর্কে এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ রহিয়াছে যে, সে ৫৫ ধারায় বর্ণিত অপরাধ করিয়াছে বা করিবে বলিয়া সম্ভাবনা রহিয়াছে এবং তাহার স্বার্থে এই আইনের অধীনে ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমীচীন তাহা হইলে আদালত, শিশুটি সম্পর্কে অপরাধ সংঘটনের অপরাধে দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা রুজু করিবার জন্য যুক্তিসঙ্গত সময় অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত শিশুকে তত্ত্বাবধান করা ও আটক রাখিবার জন্য অথবা প্রয়োজন মোতাবেক অন্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয় উহার চাহিদা অনুযায়ী আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

Dhaka University Institutional Repository

(২) (১) উপধারার অধীনে প্রদত্ত আটকাদেশ, উক্ত উপধারায় উল্লিখিত অপরাধের জন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে রুজুকৃত মামলার পরিসমাপ্তি, দোষী সাব্যস্ত হওয়া, অব্যাহতি প্রদান কিংবা খালাস দেওয়ার মাধ্যমে না ঘটা পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

(৩) কোন ব্যক্তি শিশুর অভিভাবকত্ব দাবি করা সত্ত্বেও এই ধারার অধীনে প্রদত্ত আদেশ কার্যকর করা হইবে।

ধারা ৫৭। শিশু আদালতে প্রেরণ করিতে হইবে ঃ শিশু সম্পর্কে অপরাধ সংঘটনের জন্য কোন ব্যক্তি যে আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হয় অথবা অনুরূপ কোন অপরাধের বিচারের জন্য কোন ব্যক্তিকে যে আদালতে হাজির করা হয় সেই আদালত সংশ্লিষ্ট শিশুকে কোন শিশু- আদালতে অথবা যেখানে কোন শিশু- আদালত নাই সেখানে ৪ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রদত্ত আদালতে হাজির হইবার নির্দেশ দিবেন, যাহাতে উক্ত আদালত যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন সেইরূপ আর্দেশ প্রদান করিতে পারেন।

ধারা ৫৮। শিশুদিগকে সোপর্দের আদেশ ঃ যে আদালত ৫৭ ধারা অনুযায়ী কোন শিশুকে পেশ করা হয় সেই আদালত আর্দেশ দিতে পারে যে-

(ক) শিশুর বয়স ১৮ বৎসর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত অথবা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আরও সংক্ষিপ্ত মেয়াদের জন্য, এইরূপ সংক্ষিপ্ততর মেয়াদের কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া শিশুটিকে প্রত্যয়িত ইনস্টিটিউট অথবা কোন অনুমোদিত আবাসে সোপর্দ করিতে হইবে, অথবা

(খ) শিশুটির আত্মীয় কিংবা উপযুক্ত ব্যক্তি শিশুটিকে যথাযথ তত্ত্বাবধান, নিয়ন্ত্রণ এবং হেফাজত করিতে এবং প্রয়োজন হইলে অনধিক ৩ বৎসরের জন্য তত্ত্বাবধান করা সহ অন্যান্য যে সকল শর্ত আদালত শিশুটির স্বার্থে আরোপ করিতে পারে সেই সকল শর্ত পালন করিতে আগ্রহী এবং সক্ষম এই মর্মে জামিনে, আদালত যেরূপ নির্দেশ দিবেন সেইরূপ মুচলেকা দানের পর শিশুকে উক্ত আত্মীয় বা অন্য উপযুক্ত ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে সোপর্দ করিতে হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, যদি শিশুটির পিতামাতা অথবা অভিভাবক থাকে যিনি, আদালতের মতে শিশুটিকে যথাযথ তত্ত্বাবধান, নিয়ন্ত্রণ ও হেফাজত করিবার জন্য উপযুক্ত বা সক্ষম তবে আদালত শিশুটিকে তাহার জিম্মায় রাখিতে অনুমতি দিতে পারেন অথবা তিনি নির্ধারিত ফরমে এবং যে সকল শর্ত পূরণের জন্য জামানতসহ বা বিনা জামানতে একটি মুচলেকা প্রদান করিলে আদালত শিশুটিকে তাহার তত্ত্বাবধানে সোপর্দ করিতে পারেন।

ধারা ৫৯। শিশুদিগের তত্ত্বাবধান ঃ যে আদালত পূর্ববর্তী বিধানাবলীর অধীনে শিশুকে তাহার পিতামাত, অভিভাবক অথবা অন্য উপযুক্ত ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে সোপর্দের আদেশ প্রদান করেন সেই আদালত আরও আর্দেশ দিতে পারেন যে তাহাকে তত্ত্বাবধানে রাখিতে হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

ধারা ৬০। তদারক ভঙ্গ ঃ শিক্ষানবিস কর্মকর্তার নিকট হইতে অথবা অন্য প্রকারে রিপোর্ট পাইয়া যদি আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, যে শিশুসম্পর্কে তদারক আর্দেশ প্রদান করা হইয়াছে সেই শিশু- সম্পর্কিত আর্দেশ ভঙ্গ করা হইয়াছে তাহা হইলে আদালত যেরূপ তদন্ত করা উপযুক্ত মনে করেন সেইরূপ তদন্তের পর কোন প্রত্যয়িত ইনস্টিটিউটে শিশুকে আটর রাখিবার আর্দেশ দিতে পারেন।

ধারা ৬১। শিশুর অনুসন্ধানের পরোয়ানা ঃ

(১) শিশু-আদালত অথবা ৪ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রদত্ত আদালতের নিকট যদি আদালতের মতে যে ব্যক্তি শিশুর স্বার্থে কাজ করিতেছে তৎকর্তৃক শপথ গ্রহণপূর্বক ও দৃঢ়চিত্তে ঘোষিত তথ্য হইতে প্রতীয়মান হয় যে শিশুটি সম্পর্কে একটি অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে বা হইতেছে অথবা জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হইলে সংঘটিত হইবে বলিয়া সন্দেহ করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ রহিয়াছে তাহা হইলে আদালত, এইরূপ শিশুকে সন্ধান করিবার জন্য এবং যদি দেখা যায় যে, ইতিপূর্বে বর্ণিত পন্থায় শিশুর সহিত ইচ্ছাকৃতভাবে দুর্ব্যবহার করা বা তাহাকে অবহেলা করা হইয়াছে বা হইতেছে তবে তাহাকে আদালতে হাজির করিতে না পারা পর্যন্ত কোন নিরাপদ স্থানে লইয়া যাইয়া আটক রাখিবার জন্য কোন পুলিশ অফিসারকে কর্তৃত্ব প্রদান করিয়া একটি পরোয়ানা, উহাতে তাহার নাম উল্লেখপূর্বক জারি করিতে পারিবেন। এবং যে আদালতে শিশুটিকে হাজির করা হয় সেই আদালত প্রথমত তাহাকে নির্ধারিত পদ্ধতিতে কোন নিরাপদ স্থানে প্রেরণ করিতে পারেন।

(২) এই ধারার অধীনে সমন জারিকারক আদালত উক্ত সমন দ্বারা নির্দেশ দিতে পারেন যে, শিশুটি সম্পর্কে কোন অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত যেকোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিয়া উহার নিকট হাজির করিতে হইবে অথবা নির্দেশ দিতে পারেন যে, যদি এইরূপ ব্যক্তি এই মর্মে একটি মুচলেকা সম্পাদন করেন যে তিনি আদালত কর্তৃক অন্য প্রকার নির্দেশ প্রদত্ত না হওয়া পর্যন্ত সময়ে এবং তাহার পর আদালতে হাজিরা দিতে থাকিবেন তাহা হইলে যে কর্মকর্তার নিকট সমনটি প্রদান করা হইয়াছে তিনি উক্ত জামানত গ্রহণ করিবেন এবং সেই ব্যক্তিকে হাজত হইতে মুক্তি দিবেন।

(৩) সমন কার্যকরকারী পুলিশ অফিসারের সঙ্গে থাকিবেন তথ্য প্রদানকারী ব্যক্তিটি। যদি তিনি ইহা চাহেন এবং সমন প্রদানকারী আদালত যদি নির্দেশ দেন তাহা হইলে তাহার সঙ্গে আরও থাকিবেন একজন যথাযথভাবে যোগ্যতাসম্পন্ন ডাক্তার।

(৪) এই ধারার অধীনে কোন তথ্য অথবা সমনে শিশুটির নাম জানা থাকিলে উল্লেখ করিতে হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

নবম ভাগ

সোপর্দকৃত শিশুদিগের রক্ষণাবেক্ষণ ও তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার

ধারা ৬২। পিতামাতার আবেদন ঃ

(১) যে আদালত কোন শিশু বা বাল-অপরাধীকে কোন প্রত্যয়িত ইনস্টিটিউট অথবা অনুমোদিত আবাসে আটক রাখা অথবা তাহার কোন আত্মীয় কিংবা উপযুক্ত ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে সোপর্দ করিবার আদেশ প্রদান করেন সেই আদালত উক্ত শিশু বা বাল-অপরাধীকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়ী পিতামাতা বা অন্য ব্যক্তিকে তাহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সমর্থ হইলে নির্ধারিত পদ্ধতিতে অবদান রাখিতে আদেশ প্রদান করিতে পারেন।

(২) (১) উপধারার অধীনে কোন আদেশ প্রদানের পূর্বে আদালত শিশু বা বাল-অপরাধীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়ী পিতামাতা অথবা অন্য ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করিবেন এবং যদি কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যায় তবে তাহা, ক্ষেত্রমত পিতামাতা অথবা এইরূপ অন্য ব্যক্তির উপস্থিতিতে লিপিবদ্ধ করিবেন।

(৩) এই ধারার অধীনে প্রদত্ত আদেশ, আদালতের নিকট দায়ী পক্ষের আবেদনক্রমে বা পক্ষান্তরে, আদালত কর্তৃক রদবদল হইতে পারে।

(৪) শিশু কিংবা বাল-অপরাধীকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবার জন্য দায়ী ব্যক্তির মধ্যে, এই ধারার উদ্দেশে জারজত্বের ক্ষেত্রে অনুমিত পিতা অন্তর্ভূক্ত হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, শিশু বা বাল-অপরাধী জারজ হইলেও তাহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এই কার্যবিধির ৪৮৮ ধারার অধীনে আদেশ প্রদান করা হইয়া থাকিলে আদালত সাধারণত অনুমতি পিতার বিরুদ্ধে অবদান রাখিবার আদেশ দিবেন না কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উক্ত আদেশের অধীনে পাওনা সমুদয় অর্থ কিংবা উহার অংশবিশেষ আদালত যাহার নাম উল্লেখ করিবেন তাহাকে প্রদান করিতে পারেন এবং এই অর্থ শিশু অথবা বাল-অপরাধীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োগ করিতে হইবে।

(৫) এই ধারার অধীনে প্রদত্ত কোন আদেশ কার্যবিধির ৪৮৭ ধারার অধীনে প্রদত্ত আদেশের ন্যায় কার্যকর হইবে।

ধারা ৬৩। ধর্ম-সংক্রান্ত বিধান ঃ

(১) এই আইনের অধীনে শিশুকে যে প্রত্যয়িত ইনস্টিটিউট, অনুমোদিত আবাস অথবা উপযুক্ত ব্যক্তি অথবা অন্য ব্যক্তির নিকট শিশুকে সোপর্দ করা হইবে তাহা নির্ধারণের জন্য আদালত শিশুর ধর্মীয় নাম বা আখ্যা নিরূপণ করিবেন এবং এইরূপ প্রত্যয়িত ইনস্টিটিউট, অনুমোদিত আবাস অথবা অন্য উপযুক্ত ব্যক্তি নির্বাচনকালে শিশুর নিজ ধর্মে শিক্ষা-দীক্ষার জন্য যে সকল সুবিধা প্রদত্ত হয় উহার প্রতি লক্ষ রাখিতে হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

(২) শিশুকে যেক্ষেত্রে এইরূপ কোন প্রত্যয়িত ইনস্টিটিউট অথবা অনুমোদিত আবাসের তত্ত্বাবধানে সোপর্দ করা হয় সেখানে তাহার নিজ ধর্ম-সংক্রান্ত শিক্ষাদিক্ষার কোন সুযোগ-সুবিধা নাই অথবা এইরূপ কোন ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত করা হয় যিনি শিশুকে তদীয় ধর্ম মতে পালন করিবার জন্য কোন বিশেষ সুযোগ দিতে পারেন না সেই ক্ষেত্রে এইরূপ কর্তৃপক্ষ, অথবা উপযুক্ত ব্যক্তি শিশুকে তাহার নিজ ধর্ম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম অনুযায়ী লালন-পালন করিবেন না।

(৩) যেক্ষেত্রে প্রধান পরিদর্শকের দৃষ্টিগোচর করা হয় যে (২) উপধারার বিধান ভঙ্গ করা হইয়াছে সেই ক্ষেত্রে তিনি প্রত্যয়িত ইনস্টিটিউট, অনুমোদিত আবাস অথবা উপযুক্ত ব্যক্তির জিম্মা হইতে শিশুটিকে তাহার মতে অন্য কোন উপযুক্ত প্রত্যয়িত ইনস্টিটিউট অথবা অনুমোদিত আবাসে বদলি করিবেন।

ধারা ৬৪। অনুজ্ঞামূলে বাহিরে প্রেরণ ঃ

(১) কোন বাল-অপরাধী বা শিশু কোন প্রত্যয়িত ইনস্টিটিউটে অথবা অনুমোদিত আবাসে আটক থাকাকালে উক্ত ইনস্টিটিউট অথবা আবাসের ব্যবস্থাপকগণ যেকোন সময়ে প্রধান পরিদর্শকের সম্মতি লইয়া, অনুজ্ঞা দ্বারা, অনুজ্ঞাপত্রে উল্লিখিত কোন বিশ্বাসভাজন এবং সম্মানিত ব্যক্তি যিনি শিশুকে হিতকর ব্যবসায় বা পেশায় প্রশিক্ষণ দানের উদ্দেশে গ্রহণ এবং তাহার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে আগ্রহী তাহার সহিত বাস করিতে নির্ধারিত শর্তে অনুমতি দিতে পারিবেন।

(২) এইরূপ মঞ্জুরকৃত কোন অনুজ্ঞাপত্র, যে সকল শর্তে উহার মঞ্জুর করা হইয়াছিল উহার কোন-একটি শর্ত ভঙ্গের কারণে প্রত্যাহারকৃত অথবা বাজেয়াফত না হওয়া পর্যন্ত কার্যকর থাকিবে।

(৩) প্রত্যয়িত ইনস্টিটিউট অথবা অনুমোদিত আবাসের ব্যবস্থাপকগণ যেকোন সময় লিখিত আদেশ দ্বারা এইরূপ কোন অনুজ্ঞা প্রত্যাহার করিতে এবং বাল-অপরাধী বা শিশুকে, ক্ষেত্রমত ইনস্টিটিউট অথবা আবাসে ফিরিয়া যাইতে আদেশ দিতে পারেন, এবং বাল-অপরাধী বা শিশুকে যাহার দায়িত্ব ন্যস্ত করিবার অনুজ্ঞা প্রদান করা হইয়াছে তাহার অভিপ্রায় অনুযায়ী অনুরূপ আদেশ প্রদত্ত হইবে।

(৪) যদি বাল-অপরাধী বা শিশু প্রত্যয়িত ইনস্টিটিউট অথবা অনুমোদিত আবাসে ফিরিয়া যাইতে অস্বীকার করে বা ব্যর্থ হয় তাহা হইলে ক্ষেত্রমত, উক্ত ইনস্টিটিউট অথবা আবাসে ব্যবস্থাপকগণ প্রয়োজন হইলে শিশুকে গ্রেফতার করিতে অথবা করাইতে পারিবে এবং তাহাকে, ক্ষেত্রমত উক্ত ইনস্টিটিউট অথবা অনুমোদিত আবাসে ফেরত লইতে বা লইবার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

Dhaka University Institutional Repository

(৫) এই ধারার অধীনে প্রদত্ত অনুজ্ঞা অনুসরণে কোন বাল-অপরাধী বা শিশু যতদিন প্রত্যয়িত ইনস্টিটিউট অথবা অনুমোদিত আবাসে অনুপস্থিত থাকে সেই সময়কাল ক্ষেত্রমত ইনস্টিইটউট অথবা আবাসে তাহার আটক থাকাকালের অংশবিশেষ বলিয়া গণ্য হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, অনুজ্ঞাপত্র প্রত্যাহার বা বাজেয়াপ্ত হইবার কারণে যখন বাল-অপরাধী বা শিশু ক্ষেত্রমত ইনস্টিটিউটে বা আবাসে ফিরিয়া যাইতে ব্যর্থ হয় এইরূপ ব্যর্থতার পর যে সময় অতিবাহিত হয় তাহা, যে সময়ে সে ক্ষেত্রমত ইনস্টিটিউটে বা আবাসে আটক ছিল সেই সময়ের সহিত একত্রে হিসাব করা হইতে বাদ যাইবে।

ধারা ৬৫। পলাতক শিশুদের সম্পর্কে পুলিশের কার্যব্যবস্থা ঃ

(১) আপাতত বলবৎ কোন আইনে বিপরীত কিছু থাকা সত্ত্বেও কোন পুলিশ অফিসার কোন প্রত্যয়িত ইনস্টিটিউট অথবা অনুমোদিত আবাস অথবা ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে থাকিবার জন্য শিশুকে নির্দেশ দান করা হইয়াছিল তাহার তত্ত্বাবধান হইতে পলাতক শিশু অথবা বাল-অপরাধীকে পরোয়ানা ব্যতীতই গ্রেফতার করিতে পারিবেন এবং উক্ত শিশু বা বাল-অপরাধী কোন অপরাধ রেজিষ্ট্রিভুক্ত না করিয়া বা তাহার বিরুদ্ধে মামলা না চালাইয়া তাহাকে প্রত্যয়িত ইনস্টিটিউট বা অনুমোদিত আবাস কিংবা উক্ত ব্যক্তির নিকট ফেরত পাঠাইবেন এবং এইরূপ পলাতক হইবার কারণে উক্ত শিশু অথবা বাল-অপরাধী কোন অফরাধ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) প্রত্যয়িত ইনস্টিটিউট অথবা অনুমোদিত আবাস ইহতে পলাতক শিশুকে গ্রেফতার করা হইলে তাহাকে ক্ষেত্রমত উক্ত ইনইস্টটিউট বা আবাসে অপসারণ করা সাপেক্ষে কোন নিরাপদ স্থানে আটক বাখা হইবে।

দশম ভাগ

বিবিধ

ধারা ৬৬। বয়স অনুমান ও নির্ধারণ ঃ

(১) অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত হইয়া বা না হইয়া, কোন ব্যক্তি সাক্ষ্যদানের উদ্দেশে ব্যতীত প্রকারান্তরে কোন ফৌজদারী আদালতে আনীত হইলে, এবং আদালতের নিকট একটি শিশু বলিয়া প্রতীয়মান হইলে আদালত উক্ত ব্যক্তির বয়স সম্পর্কে তদন্ত করিবেন এবং তদুদ্দেশে মামলার শুনানিকালে যে সাক্ষ্য- প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা গ্রহণ করিবেন এবং তাহার বয়সের যতদূর সম্ভব কাছাকাছি বর্ণনা দিয়া উক্ত তদন্ত ফল লিপিবদ্ধ করিবেন।

(২) আদালতের আদেশ অথবা রায়, এইরূপ ব্যক্তির বয়স নির্ভূলভাবে আদালত কর্তৃক বর্ণিত হয় নাই বলিয়া পরবর্তীকালে প্রমাণ পাওয়া গেলেও হইবে না এবং আদালতে হাজিরকৃত ব্যক্তির বয়স বলিয়া আদালত কর্তৃক অনুমিত বা ঘোষিত বয়স এই আইনের উদ্দেশে উক্ত ব্যক্তির প্রকৃত বয়স বলিয়া গণ্য

Dhaka University Institutional Repository

হইবে এবং যেক্ষেত্রে আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, হাজিরকৃত ব্যক্তির বয়স ১৬ বৎসর বা তদূর্ধ্ব সেইক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি এই আইনের উদ্দেশে শিশু বলিয়া গণ্য হইবে না।

ধারা ৬৭। মুক্তি ঃ

(১) সরকার যেকোন সময়ে কোন শিশু অথবা বাল-অপরাধীকে প্রত্যয়িত ইনস্টিটিউট অথবা অনুমোদিত আবাস হইতে সম্পূর্ণভাবে অথবা সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট শর্তে মুক্তিদানের আদেশ দিতেপারেন।

(২) সরকার যেকোন সময়ে, কোন শিশুকে, যে ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে এই আইনের অধীনে সোপর্দ করা হয়, তাহার নিকট হইতে সম্পূর্ণভাবে অথবা সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট শর্তে মুক্তি দিতে পারেন।

ধারা ৬৮। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বদলিঃ

(১) সরকার কোন শিশু অথবা বাল-অপরাধীকে এক প্রত্যয়িত ইনস্টিটিউট অথবা অনুমোদিত আবাস হইতে অন্য প্রত্যয়িত ইনস্টিউট বা অনুমোদিত আবাসে বদলির আদেশ দিতে পারেন।

(২) প্রধান পরিদর্শক কোন শিশুকে এক প্রত্যয়িত ইনস্টিটিউট অথবা অনুমোদিত আবাস হইতে অন্য প্রত্যয়িত ইনস্টিটিউট বা অনুমোদিত আবাসে বদলির আদেশ দিতে পারেন।

ধারা ৬৯। মিধ্যা তথ্য প্রদানের খেসারত ঃ

(১) ৬১ ধারার বিধানের অধীনে কোন ব্যক্তি যে মামলা সম্পর্কে তথ্য প্রদান করিযাছে সেই মামলা সম্পর্কে আদালত উহার মতে প্রয়োজনীয় তদন্ত করিবার পর যদি মনে করেন যে, এইরূপ তথ্য মিথ্যা এবং তুচ্ছ এবং বিরক্তিকর তাহা হইলে আদালত কারণ লিপিবদ্ধ করিযা নির্দেশ দিবেন যে এইরূপ তথ্য সরবরাহকারী যাহার বিপক্ষে উক্ত তথ্য প্রদান করিয়াছে তাহাকে একশত টাকার অনুর্ধ্ব যে পরিমান অর্থ আদালত নির্ধারণ করিবে সেই পরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রদান করিবে।

(২) ক্ষতিপূরণ দানের আদেশ প্রদানের পূর্বে আদালত, তথ্য প্রদানকারী উক্ত ক্ষতিপূরণ কেন প্রদান করিবেন না তাহার কারণ দর্শাইবার জন্য তাহাকে আহ্বান জানাইবেন এবং তথ্য প্রদানকারী কোন কারণ দর্শাইলে তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

(৩) ক্ষতিপূরণ দানের নির্দেশমূলক আদেশ দ্বারা আদালত আরও আদেশ প্রদান করিতে পারেন যে, অনুরুপ ক্ষতিপূরণ দানে ব্যর্থ ব্যক্তি অনধিক ৩০দিনের মেয়াদের বিনাশ্রম কারাদন্ড ভোগ করিবে।

(৪) (৩) উপধারার অধীনে কোন ব্যক্তি কারাদন্ডপ্রাপ্ত হইলে দন্ডবিি(১৮৬০ সালের ৪৫নং আইন) ৬৮ ও ৬৯ ধারার বিধানাবলী যতদুর সম্ভব ততদুর প্রযোজ্য হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

(৫) এই ধারার অধীনে ক্ষতিপূরণ দানের জন্য আদিষ্ট ব্যক্তি এইরূপ আদেশ প্রাপ্তির কারণে উক্ত তথ্য-সংক্রান্ত কোন দেওয়ানী দায়-দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি পাইবে না তবে ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রদত্ত যেকোন অর্থ এহেন বিষয়-সম্পর্কিত কোন পরবর্তীকালীন দেওয়ানী মোকদ্দমার ক্ষেত্রে হিসাবের অন্তর্ভূক্ত হইবে, বিবেচনা করা হইবে।

ধারা ৭০। দোষী সাব্যস্ত হইবার কারণে অযোগ্যতা নিরসন ঃ শিশু কোন অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছে এই অবস্থায় তাহাকে পাওয়া গেলে তৎকর্তৃক অপরাধ সংঘটনের ঘটনা দন্ডবিধির ৭৫ ধারার অধীনে অথবা কার্যবিধির ৫৬৫ ধারার অধীনে কার্যকর হইবে না, অথবা কোন চাকরি অথবা আইনের অধীনে নির্বাচনের ক্ষেত্রে অযোগ্যতা হিসাবে কাজ করিবে না।

ধারা ৭১। দোষী সাব্যস্ত এবং দন্ডিত শব্দগুলি শিশু-সম্পর্কিত ব্যাপারে ব্যবহৃত হইবে নাঃ এই আইনে যেরূপ বিধান করা হইয়াছে সেইরূপ ব্যতীত, এই ধারার অধীনে, এই ধারার অধীনে যে সকল শিশু ও বাল-অপরাধী সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তাহাদের দোষী সাব্যস্ত এবং দন্ডিত শব্দগুলির ব্যবহার চলিবে না, এবং কোন আইনে কোন ব্যক্তির সম্পর্কে দোষী সাব্যস্ত অথবা দন্ডাদেশ বলিতে শিশু অথবা বাল-অপরাধীর ক্ষেত্রে কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তি, দোষী সাব্যস্তকরণ অথবা উহার উপর প্রদত্ত কোন আদেশ বুঝিতে হইবে বা ব্যাখ্যাত হইবে।

ধারা ৭৩। এই আইনের অধীনে গৃহীত মুচলেকা ঃ কার্যবিধির ৪২ অধ্যায়ের বিধানাবলী, যতদূর সম্ভব, এই আইনের অধীনে গৃহীত মুচলেকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

ধারা ৭৪। প্রধান পরিদর্শক, শিক্ষানবিস কর্মকর্তা ইত্যাদি সরকারী কর্মচারী ঃ প্রধান পরিদর্শক, সহকারী পরিদর্শকগণ, শিক্ষানবিস কর্মকর্তাগণ এবং এই আইনের কোন বিধানের অধীনে কাজ করিতে অনুমতি প্রদত্ত অথবা অধিকারপ্রাপ্ত অন্যান্য ব্যক্তি দন্ডবিধি (১৮৬০ সালের ৪৫নং আইন)-এর ২১ ধারার তাৎপর্যাধীনে সরকারী কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইবে।

ধারা ৭৫। এই আইন গৃহীত ব্যবস্থার হেফাজত ঃ এই আইনের অধীনে কোন ব্যক্তি সরলবিশ্বাসে কোন কাজ করিয়া থাকিলে বা করিবার অভিপ্রায় করিলে তজ্জন্য তাহার বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা, মামলা অথবা আইনানুগ কার্যধারা রুজু করা চলিবে না।

ধারা ৭৬। আপীল ও পূনর্বিচার ঃ

(১) কার্যাবিধিতে কোন কিছু থাকা সত্ত্বেও এই আইনের বিধানাবলীর অধীনে কোন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের উপর আপীল করা চলিবে-

(ক) দায়রা আদালতে, যদি আদেশটি কোন শিশু-আদালত অথবা ৪ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রদত্ত কোন ম্যাজিস্ট্রেট প্রদান করিয়া থাকেন ; এবং

Dhaka University Institutional Repository

(খ) হাইকোর্ট বিভাগে, যদি আদেশটি কোন দায়রা আদালত অথবা সহকারী দায়রা জজের আদালত অথবা সহকারী দায়রা আদালত প্রদান করিয়া থাকেন।

(২) এই আইনের কোন কিছু, এই আইনের অধীনে কোন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশ পূনর্বিচার করিবার হাইকোর্ট বিভাগে ক্ষমতা ক্ষুন্ন করিবে না।

ধারা ৭৭। বিধি প্রনয়নের ক্ষমতা ঃ

(১) সরকার এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(২) পূর্বোক্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতা ক্ষুন্ন না করিয়া এই বিধি বিশেষ করিয়া নিম্নলিখিত বিষয়ে বিধান করিতে পারিবে-

(ক) শিশু-আদালত এবং ৪ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রদত্ত অন্যান্য আদালত কর্তৃক এই আইনের অধীনে মামলার বিচার ও কার্যধারার শুনানির জন্য অনুসরণীয় পদ্ধতি ;

(খ) ৭ (১) ধারার অধীনে শিশু-আদালতের এজলাসের স্থান, তারিখ ও পদ্ধতি ;

(গ) এই আইনের উদ্দেশে যে সকল শর্ত সাপেক্ষে প্রতিষ্ঠানসমূহ, শিল্প বিদ্যালয়সমুহ অথবা অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রত্যয়ন অথবা অনুমোদিত আবাসকে স্বীকৃতিদান করা যাইবে সেই শর্তাবলী ;

(ঘ) প্রত্যয়িত ইনস্টিটিউটসমূহের সংস্থাপন, প্রত্যয়ন, ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ, রেকর্ড ও হিসাবরক্ষণ-সংক্রান্ত ;

(ঙ) প্রত্যয়িত ইনস্টিটিউটসমূহের বাসিন্দাদের শিক্ষাদীক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং তাহাদের অনুপস্থিতি হেতু ছুটি ;

(চ) পরিদর্শকগণের নিয়োগ ও চাকরির মেয়াদ ;

(ছ) প্রত্যয়িত ইনস্টিটিউট ও অনুমোদিত আবাসসমূহের পরিদর্শন ;

(জ) প্রত্যয়িত ইনস্টিটিউট ও অনুমোদিত আবাসসমূহের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা ও শৃংখলা ;

(ঝ) যে সকল শর্ত সাপেক্ষে প্রতিষ্ঠানসমূহকে ১৪ (২) ধারার উদ্দেশে অনুমোদিত স্থানরূপে স্বীকৃতি দান করা হইবে ;

(ঞ) প্রধান পরিদর্শক ও শিক্ষানবিস কর্মকর্তার ক্ষমতা ও কর্তব্য ;

(ট) ৩২ ও ৫৫ ধারার উদ্দেশে বিভিন্ন ব্যক্তিকে ক্ষমতা প্রদানের পদ্ধতি ;

(ঠ) ৫৮ ধারার অনুবিধি অধীনে প্রদেয় মুচলেকার ফরম ;

(ড) শিশুকে ৬১ (১) ধারার অধীনে নিরাপদ স্থানে পাঠাইবার পদ্ধতি ;

(ঢ) শিশুর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অবদান রাখিতে ;

(ণ) ৬৪ ধারার অধীনে শিশুকে অনুজ্ঞামূলে খালাস দেওয়ার শর্তাবলী এবং এইরূপ অনুজ্ঞার ফরম ;

(ত) শিশুকে এই আইনের অধীন কোন ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে সোপর্দর শর্তাবলী এবং সোপর্দকৃত শিশুর প্রতি এইরূপ ব্যক্তির বাধ্যবাধকতা ; এবং

Dhaka University Institutional Repository

(থ) গ্রেফতারকৃত অথবা বিচারের জন্য পুলিশ হেফাজতে প্রেরিত শিশুকে আটক রাখিবার পদ্ধতি।

ধারা ৭৮। রহিতকরণ ইত্যাদি ঃ

(১) বেঙ্গল শিশু আইন, ১৯২২ (১৯২২ সালের ২নং আইন) এত দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) যে এলাকায় এই আইন ১ (৩) ধারার অধীনে বলবৎ করা হয় সেই এলাকায় বলবতের তারিখ হইতে রিফরমেটরি স্কুল আইন, ১৯২২ (১৮৯৭ সালের ৮নং আইন) রহিত করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) যে এলাকায় এই আইন বলবৎ করা হইবে সেই এলাকায় ফৌজদারী কার্যবিধির ২৯-খ এবং ৩৯৯ ধারার বিধানাবলীর প্রয়োগ রহিত হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৪

১। দন্ডবিধি, ১৮৬০
(১৮৬০ সালের ৪৫নং আইন)

২। তালাক আইন, ১৮৬৯
(১৮৬৯ সালের ৫নং আইন)

৩। সাবালক আইন, ১৮৭৫
(১৮৭৫ সালের ৯নং আইন)

৪। রেলওয়ে আইন, ১৮৯০

৫। অভিভাবক এবং প্রতিপাল্য আইন, ১৮৯০
(১৮৯০ সালের ৮নং আইন)

৬। খনি আইন, ১৯২৩
(১৯২৩ সালের ৯নং আইন)

৭। দেশীয়করণ আইন, ১৯২৬
(১৯২৬ সালের ৭নং আইন)

৮। বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ১৯২৯
(১৯২৯, সালের ২৯ নং আইন)

৯। শিশু (শ্রম বন্ধক) আইন, ১৯৩৩
(১৯৩৩ সালের ২নং আইন)

১০। শিশুদের নিয়োগ আইন, ১৯৩৮
(১৯৩৮ সালের ২৬নং আইন)

১১। মোটরযান আইন, ১৯৩৯

১২। ভবঘুরে আইন, ১৯৪৩
(১৯৪৩ সালের ৭নং বেঙ্গল আইন)

১৩। এতিমখানা এবং বিধবা-সদন আইন, ১৯৪৪
(১৯৪৪ সালের ৩নং আইন)

১৪। ১৯৬৫ সালের দোকান ও প্রতিষ্ঠান আইন
(১৯৬৫ সালের ৭নং ই,পি, আইন)

১৫। ১৯৬৫ সালের কারখানা আইন
(১৯৬৫ সালের ৪নং ই,পি, আইন)

১৬। ১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতি আদেশ নং ১২৪
বাংলাদেশ পরিত্যক্ত শিশু (বিশেষ বিধানাবলী) আদেশ, ১৯৭২

১৭। ১৯৭৪ সালের শিশু আইন
(১৯৭৪ সালের ৩৯নং শিশু আইন)

১৮। বাংলাদেশ শিশু একাডেমি অধ্যাদেশ, ১৯৭৬

১৯। নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯৫

২০। শিশু অধিকার এর জাতীয় নীতি।

২১। নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন, ২০০০

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট - ৫

এম.ফিল. গবেষণার অংশবিশেষ জরিপ এর প্রশ্নমালা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

তত্ত্বাবধায়ক : ড.ইড.এ.বি রাজিয়া আকতার বানু

গবেষকের নাম ঃ মোঃ হারুনূর রশিদ

স্থান/মহল্লা :

ওয়ার্ড :

থানা :

সময় :

ছেলে/মেয়ে

তোমার নাম কী?

ডাক নাম কী?

পিতা-মাতার নাম ও পেশা কী?

তোমার অভিভাবকের নাম কী? পারিবারিক/আইনানুগ :

জন্ম তারিখ/ বয়ষ কত?

জন্ম তারিখ নির্ধারিত/রেজিষ্টার্ড কিনা? হ্যা/না

জন্মস্থান কোথায় ?

উচচতা কত? (আনুমানিক)

শরীরের গঠন :

পরিবারের লোক সংখ্যা কত?

পরিবারের বার্ষিক আয়ের পরিমান কত?

তোমার স্থায়ী ঠিকানা বল :

তোমার মাসিক আয় কত?

তুমি কি কাজ কর ও কতক্ষণ :

তুমি শিক্ষালাভ করেছ কিনা?

না হলে কেন?

শিক্ষা গ্রহণ করতে চাও কিনা?

কোথায় রাত্রিযাপন কর ?

কোন ধরনের বিকলাঙ্গ কিনা? হ্যাঁ/না

হ্যাঁ হলে কি ধরণের?

তুমি সাধারণত কোন ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে থাক?

তোমার সামাজিক/পারিবারিক পরিবেশ কেমন?

কখনও কোন নির্যাতনের শিকার হয়েছ কিনা? হ্যাঁ/না।

হ্যাঁ হলে কি ধরনের?

তুমি কোন ধরনের অপরাধের সাথে জড়িত কিনা? হ্যাঁ/না।

হ্যাঁ হলে কি ধরনের?

তুমি শিশুশ্রম/বিপদ জনক কোন কাজে জড়িত কিনা? হ্যাঁ/না।

হ্যাঁ হলে কি ধরণের?

কিভাবে কোথায় অন্ন সম্পন্ন কর?

কোন আইনগত/মৌলিক/জাতীয় নীতিগত অধিকার সম্পর্কে জ্ঞাত কিনা? হ্যাঁ/না।

Dhaka University Institutional Repository

তুমি নিজের প্রধান সমস্যা তথা প্রয়োজনীয়তা কি বলে মনে করে?

সমস্যা সমাধানের উপায় কি বলে মনে কর?

তুমি অধিকার রক্ষায় রাষ্ট্র/মানবাধিকার/শিশু সংগঠন/এন জি ও/ সমাজসেবা কর্তৃক উপকৃত হয়েছ কিনা? হ্যাঁ/না।

হ্যাঁ হলে কি ধরনের?

তুমি কখনও কাহার কর্তৃক অন্যায়ভাবে ব্যবহৃত হয়েছ কিনা? হ্যাঁ/না?

হ্যাঁ হলে কি ধরনের?

কখনও কোন আইনগত সহযোগীতা চেয়েছ কিনা এবং পেয়েছ কিনা? হ্যাঁ/না।

হ্যাঁ হলে কি ধরনে?

কোন বিনোদন/খেলাধুলা কর কিনা? হ্যাঁ/না।

হ্যাঁ হলে কি ধরনের এবং কোথায়।

পুলিশ কর্তৃক কখনও হয়রাণীর শিকার হয়েছ কিনা? হ্যাঁ/না।

হ্যাঁ হলে কি ধরনের ।

আইনে কখনও দোষী সাব্যস্ত হয়েছ কিনা? হ্যাঁ/না।

হ্যাঁ হলে কি ধরনের।

তোমার পিতা-মাতার বিবাহ বিচ্ছেদ কিনা? হ্যাঁ/না।

তোমার কর্মক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বল:

মানুষ সম্পর্কে তোমার ধারনা কি?

বড় হয়ে তোমার কি হবার ইচ্ছা?

তুমি যথাযথ স্বাস্থ্য সেবা পাও কিনা? হ্যাঁ/না।

তুমি বিশুদ্ধ পানি পান কর কিনা? হ্যাঁ/না।

তুমি কি ভাবে কোথায় টয়লেট সম্পন্ন কর?

ছিন্নমূল/টোকাই হবার কারন কি?

শিশুটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ :

জরিপ এলাকায় ছিন্নমূল/টোকাইদের আনুমানিক পরিমাণ:

পর্যবেক্ষক সহযোগির মন্তব্য :

পর্যবেক্ষক/গবেষকের স্বাক্ষর :